CENTRAL LIBRARY

বাংলার বাইরে বাংলা গদ্যের চর্চা :

ষোড়শ—অষ্টাদশ শতক

ডঃ সুধাংশুশেখর তুঙ্গ, এম. এ., ডি. লিট.
সম্পাদিত

BCU
3062

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৮৫

CENTRAL LIBRARY

বাংলার বাইরে
বাংলা গদ্যের চর্চা:
ষোড়শ-অষ্টাদশ শতক

CENTRAL LIBRARY

বাংলার বাইরে বাংলা গদ্যের চর্চা : ষোড়শ - অষ্টাদশ শতক

সুধাংশু শেখর তুঙ্গ
এম. এ. (বাংলা, ইংরেজী ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব), ডি. লিট.
রিডার, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা
১৯৮৫

CENTRAL LIBRARY

Banglar Baire Bangla Gadyer Charcha : Sodas-Astadas Satak
1985

© Calcutta University

Published on behalf of the Bengali Publications Committee, Calcutta University, by the Superintendent of Calcutta University Press, 48 Hazra Road, Calcutta 700029

BCU 3062
Gs 3374

Price Rs— 50/-

Printed in India

Printed by Sm. Sushama Gayen, Samaj Sevak Sangha Press
BIDISA, P.O. Fulgeria, Midnapur

CENTRAL LIBRARY

মা ও বাবার স্মৃতির উদ্দেশে

CENTRAL LIBRARY

সূচী

			পৃষ্ঠা
নিবেদন	...	...	নয়
পরিচিতি	...	...	এগারো
ভূমিকা	...	...	১
বুরঞ্জী বহির্ভূত পত্র	...	...	৭৪
পুরণি অসম বুরঞ্জী	...	...	৭৬
কামরূপ রবুরঞ্জী	...	...	১১৩
অসম বুরঞ্জী	...	...	১২৫
জয়ন্তীয়া বুরঞ্জী	...	...	১২৭
কছাড়ী বুরঞ্জী	...	...	১৬৫
ত্রিপুরা বুরঞ্জী	...	...	১৬৮
তুংখুংগিয়া বুরঞ্জী	...	...	১৭২
টীকা	...	...	১৮০
শব্দকোষ	...	...	২০১
গ্রন্থপঞ্জি	...	...	২৭৯
নির্ঘণ্ট	...	...	২৮১
শুদ্ধিপত্র	...	...	২৯২

CENTRAL LIBRARY

নিবেদন

মধ্যযুগে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে অনেকগুলি ছোটো ছোটো স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই সব রাজ্যের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাষা ছিল, এইগুলি হল অসমীয়া, বাংলা, কোচ, ভুটিয়া প্রভৃতি। এই রাজ্যগুলি নিজেদের মধ্যে কূটনৈতিক প্রয়োজনে ও বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে কিন্তু প্রায়ই একটি মাত্র ভাষা ব্যবহার করত। সেই ভাষাটিই হচ্ছে বাংলা। এইরূপে ষোড়শ শতক থেকে বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে বাংলা গদ্যে লেখা প্রচুর কূটনৈতিক পত্রের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এই বাংলা কখনো বিশুদ্ধ বাংলা, কখনো অল্প স্বল্প অসমীয়া মিশ্রিত বাংলা, আবার কখনো বা আরবী-ফারসী-বহুল বাংলা রূপে উপস্থিত। অসমীয়া ভাষায় লেখা নানা বুরঞ্জী পুথির মধ্যে এইসব পত্রগুলি সংরক্ষিত হয়েছিল বলে আজও এদের অবিকৃতভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এত প্রাচীন কালে লেখা এরকম উন্নত মানের বাংলা গদ্যের নমুনা অন্যত্র পাই না। এ ছাড়া বিখ্যাত অসমীয়া কবি শংকরদেব, মাধবদেব প্রভৃতির রচনায়ও বাংলা গদ্যের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। স্বভাবতই এই সব নিদর্শন বেশ প্রাচীন, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের মধ্যে লিখিত। এই গ্রন্থে প্রাচীন বাংলা গদ্যযুগের এই অমূল্য নিদর্শনগুলির কথা আলোচিত হয়েছে, কূটনৈতিক পত্রগুলি যথাযথ সংকলিত হয়েছে। এই কারণে এই গ্রন্থের মধ্যে ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের বাংলা গদ্যের একটা অতিসুন্দর চিত্র পাওয়া যাবে।

ভূমিকায় প্রাচীন বাংলা গদ্যের বিষয়ে সাধারণ ভাবে এবং বুরঞ্জীর গদ্য অর্থাৎ পত্রগুলির গদ্যের বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, পত্রগুলি আলাদা ভাবে বুরঞ্জী অনুসারে সাজানো হয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য স্থান ও ব্যক্তির সম্পর্কে একটি টীকাও সংযোজিত হল। শব্দকোষ নামক অংশে সমস্ত অপরিচিত ও কঠিন শব্দের অর্থ এবং ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হয়েছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও প্রখ্যাত পণ্ডিত ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান পরিচিতি লিখে দিয়েছেন; তিনি আমাকে অন্য ভাবেও উৎসাহ দিয়েছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই গ্রন্থ প্রকাশে যথাযথ তৎপরতা দেখিয়েছেন। তিনি আমার শিক্ষাগুরু, তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

CENTRAL LIBRARY

আরবী ও ফারসী শব্দসমূহের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে অভিধান ছাড়াও আমি অনেকের কাছ থেকে নানা রকমে সাহায্য পেয়েছি। এঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক এ. বি. এ. মতিন এবং ফারসী বিভাগের ডঃ এম. এম. আলমের নাম করতে হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ জে. এন. ফুকন কয়েকটি প্রাচীন পুথি ও বই দেখবার সুযোগ দিয়েছেন। আসাম সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ হিষ্টরিক্যাল অ্যাণ্ড অ্যান্টিকুয়ারিয়ান স্টাডিজ থেকেও পুথি দেখবার অবাধ সুযোগ পেয়েছি, কিছু পুথির থেকে জেরক্স কপিও করে নিয়েছি। কিন্তু এই গ্রন্থে ঐ জেরক্স ব্যবহার করার সুযোগ হল না।

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনায় ও পাঠ মেলাবার বিষয়ে আমার সহধর্মিনী শ্রীমতী তপতী অনেক পরিশ্রম করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রকাশ সচিব ডঃ তুষার মহাপাত্র গ্রন্থ প্রকাশে যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন; বিদিশার ডঃ প্রবোধ কুমার ভৌমিকও মুদ্রণের বিষয়ে অনুরূপ যত্ন নিয়েছেন, তিনি নিজের হাতে গৌহাটিতে প্রুফ বয়েও নিয়ে গেছেন। এঁদের সকলের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

মুদ্রণে অশেষ যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও সামান্য কিছু ভুলভ্রান্তি থেকে গেছে। তবে কোথাও তা মারাত্মক আকার নেয়নি। তবুও গ্রন্থ শেষে শুদ্ধিপত্র নামক একটি অংশ সংযোজিত হল, এতে মোটামুটি রকমের ভুলগুলি ও তাদের শুদ্ধরূপ দেওয়া হয়েছে।

২৮ জানুয়ারী ১৯৮৫
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

সুধাংশু শেখর তুঙ্গ

CENTRAL LIBRARY

প রি চি তি

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর ভুঞ্জ সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'বাংলার বাইরে বাংলা গদ্যের চর্চা' গ্রন্থখানির যৎকিঞ্চিৎ পড়িয়াই কৌতূহলী হইয়া পড়িলাম এবং গোটা বইখানি পড়িবার পর আমার কৌতূহল বিস্ময়ে পরিণত হইল। বাংলার বাহিরে বাংলা গদ্যের যে এমন বিপুল পরিমাণে অনুশীলন হইয়াছিল, আসাম ও তৎ-সন্নিহিত অন্যভাষাভাষী অঞ্চলেও যে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী হইতে রাজকীয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত চিঠিপত্রে মূলতঃ বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হইত, এ সংবাদ বিস্ময়কর এবং নানা ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত।

প্রয়োজনের খাতিরে চিঠিপত্রেই প্রথম গদ্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বাংলা গদ্যের প্রাথমিক উপস্থিতিও কতকটা সেইভাবে উপলব্ধি করা যাইবে। বাংলা গদ্যের আবির্ভাবের পূর্বেই ভারতের কোনো কোনো আঞ্চলিক ভাষায় গদ্যভাষা ব্যবহৃত হইত। হয়তো বাংলা চৌদ্দমাত্রার পয়ারবন্ধ গদ্যরচনার প্রয়োজন বহুদিন ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। অথবা আবেগপ্রবণ কাব্যের প্রতি বেশী ঝোঁক পড়িয়াছিল বলিয়া আবেগবর্জিত গদ্যের প্রতি লেখকদের কৌতূহল আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাড়নায় ষোড়শ শতাব্দী হইতে যৎকিঞ্চিৎ বাংলা গদ্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাহার পর সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা বহু চিঠিপত্র, চুক্তিপত্র, আইন-আদালতের নথিপত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারে অসংখ্য বাংলা চিঠি-পত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যাহার অনেকটা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা, দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়' (২য় খণ্ড), শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত *Types of Early Bengali Prose*, ডঃ সুশীল কুমার দে-র *Bengali Literature in the Nineteenth Century* এবং ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন' গ্রন্থে রক্ষিত হইয়াছে। বৈষয়িক চিঠি, চুক্তিপত্র, জমিজমা-সংক্রান্ত দলিলদস্তাবেজ, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তত্ত্ব-গ্রন্থ ও কড়চাজাতীয় প্রশ্নোত্তরমূলক রচনায় সপ্তদশ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনার মধ্যে অনেকগুলি গদ্যনমুনা লক্ষ্য করা যাইবে। পরবর্তীকালেও এই ধরনের বেশ কিছু পুরাতন চিঠির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ডঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল সঙ্কলিত 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' (১ম ও ২য়) গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত অনেকগুলি চিঠিপত্রের সন্ধান পাওয়া যাইবে, যাহাতে নিছক প্রয়োজনের স্থলে তৎকালীন সমাজ ও পরিবারঘটিত অনেক কৌতূহলজনক

CENTRAL LIBRARY

তথ্য আছে। সম্প্রতি আরো দুটি উৎসের উল্লেখ করি। অধ্যাপক ডঃ আনিসুজ্জামান পুরাতন বাংলা গদ্য সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান তথ্যের নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার A Note on two manuscripts of Svarodaya (*Chittagong University Studies*, Part I, Vol. II, 1978), *Factory Correspondence and other Bengali Documents in India Office Library and Records* (London, 1981), 'আঠারো শতকের একটি মামলার নথি' (সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৮৯), 'পুরোনো বাংলা গদ্য' (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪) প্রভৃতি সঙ্কলনে এমন সমস্ত বাংলা চিঠিপত্র স্থান পাইয়াছে যাহা বাংলা গদ্যের গঠনযুগের ইতিহাস রচনায় নূতন ইঙ্গিত দিবে। এই প্রসঙ্গে প্রয়াতা অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী রায় সংগৃহীত প্যারিসে রক্ষিত বাংলা চিঠিপত্রেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত ফরাসী বুঠিয়াল ও বাঙালী আড়তদারের পত্রবিনিময় হইতে সেকালের অনেক তথ্য জানা যায়।

ডঃ তুঙ্গ সম্পাদিত 'বাংলার বাইরে বাংলা গদ্যের চর্চা' নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য গদ্য সঙ্কলন। তিন-চারিশত বৎসর পূর্ব হইতেই বাংলা ভাষা-ভৌগোলিকতার বাহিরেও যে বাংলা গদ্য অনেকটা 'লিংগুয়া ফ্র্যাংকার' মতো লেখাপড়া, চুক্তিপত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিতে ব্যবহার হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন' হইতে। ভারত সরকারের তদানীন্তন মহাফেজখানায় দেশীয় ভাষায় লিখিত অনেকগুলি চিঠিপত্র সংরক্ষিত ছিল। আরাকানি (একখানি), ভুটানি (দুইখানি), বর্মী (সাতখানি), হিন্দি (৩৫৪ খানি), কাছাড়ি (দুইখানি), মারাঠি (২২৭ খানি), ওড়িয়া (১২ খানি), বাংলা (১৭৫ খানি), এবং অল্প কিছু সংস্কৃত ও তিব্বতি চিঠিপত্রের সন্ধান পাইয়া ডঃ সেন তাহার মধ্যে হইতে ১৬৯খানি বাংলা পত্র বাছিয়া লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৪২ সালে 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন' নামে প্রকাশ করেন। তাহার সহিত যুক্ত হয় প্রচুর সংখ্যায় মুদ্রা-শিলমোহরের আলোকচিত্র, টীকা, উল্লিখিত ব্যক্তি ও স্থানের পরিচয় এবং পত্রগুলির সংক্ষিপ্ত ইংরেজি অনুবাদ। ভূমিকার সবিস্তারে 'উত্তর পূর্ব সীমান্তের মাৎস্যন্যায়' অর্থাৎ কুচবিহার রাজ্যের ইতিহাস, কুচবিহার রাজ্যে ভুটিয়াদের প্রভাব, কুচবিহারের সহিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্পর্ক, কুচবিহারে রাণী কমতেশ্বরীর প্রাধান্য, দেওয়ানের সহিত কমতেশ্বরীর বিবাদ, কুচবিহার রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতি, কুচবিহারে বিদ্রোহ, কোম্পানী কর্তৃক কমতেশ্বরীর প্রভুত্বের অবসান

CENTRAL LIBRARY

হরেন্দ্রনারায়ণের কুশাসন, হরেন্দ্রনারায়ণের সহিত দেওয়ানের বিরোধ, ম্যাক-লিয়ড সাহেবের তদন্ত, হরেন্দ্রনারায়ণের গুর্খাপ্রীতি এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কোম্পানীর বিরূপতা, সীমা লইয়া কুচবিহার ও ভুটানের বিরোধ ও বিবাদ, কোম্পানী কর্তৃক কৃষ্ণকান্ত বসু ও রামমোহন রায়ের (পরে রাজা রামমোহন রায়) ভুটানে প্রেরণ, আসামে ইংরেজের অনুপ্রবেশ, আহোম রাজ্যের শাসন-পদ্ধতি, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আসামে বিশৃংখলা, বৈষ্ণবপন্থী মোয়া-মারিয়াদের আসামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, দারাঙ্গরাজের বিদ্রোহ, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক এই অরাজকতার সুযোগগ্রহণ, ব্রহ্মসেনাবাহিনী কর্তৃক আসাম আক্রমণ, ইংরাজ বণিকের শনৈঃ শনৈঃ আসামে অনুপ্রবেশ, তাহাদের জোর-জবরদস্তি, কাছাড় রাজ্য ও রাজার সহিত কোম্পানীর সম্পর্ক, মণিপুরের ইতিহাস (কাছাড় ও মণিপুরের বিরোধ, ব্রহ্মবাহিনীর দ্বারা মণিপুর বিধ্বস্ত, মণিপুরী রাজার কাছাড়ে পলায়ন, কাছাড়-রাজের সিংহাসন বিচ্যুতি, কাছাড়ে নীচবংশীয় রাজভৃত্য তুলারামের অভ্যুত্থান), অষ্টাদশ শতাব্দীতে পূর্বভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা—এই বিশাল ও বিচিত্র ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ডঃ সেন পত্রগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ১৭৭২ হইতে ১৮২০ সালের মধ্যে উত্তরপূর্ব ভারতে পাহাড়িয়া অঞ্চলে ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজা ও সামন্তবর্গের যে বিবাদ-বিসম্বাদ ঘনাইয়াছিল, এবং যে বিবাদের সুযোগ লইয়া বানরের পিষ্টক ভাগের ন্যায় ইংরাজ বণিক কর্তৃক এই অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার সম্ভব হইয়াছিল, ডঃ সেন সঙ্কলিত চিঠিগুলি হইতে সে বিষয়ে বিচিত্র তথ্য লাভ করা যাইতে পারে। শুধু দেশ, সমাজ ও ব্যবসাবাণিজ্যই নহে, চিঠিগুলি অবলম্বনে ডঃ সেন দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, পত্রগুলিতে একদিকে যেমন বাংলা গদ্য অনেকটা স্বচ্ছন্দ-চারী হইয়াছে, তেমনি অপর দিকে বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চলের স্বাধীন রাজগণ বাংলা গদ্যকে আন্তঃপ্রাদেশিক রাজকার্যে, ব্যবসাবাণিজ্যে, যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি স্থাপনের ভাষা হিসাবে ব্যবহার করিতেন—এ সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। ইংরাজ বণিক বাংলা গদ্যেই ব্যবসা-সংক্রান্ত চিঠিপত্র লেখালেখি করিত। ডঃ সেনের এই মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাব স্মরণীয় :

> "এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বাঙ্গালা ভাষা তাহার অসহায় শৈশবেই সমগ্র পূর্ব-ভারতে আপনার প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিল। তখনও কোন গদ্য সাহিত্যরথীর আবির্ভাব হয় নাই, বাঙ্গালার কাব্য তখনও বিদেশের

CENTRAL LIBRARY

দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, বিজিত বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য বিদেশী রাজার আনুকূল্য লাভ করে নাই, তথাপি কুচবিহার ও মণিপুর, আসাম ও কাছাড়, উড়িষ্যা ও ভুটানে এই ভাষা কেবল স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কুচবিহারে রাজকার্য বাঙ্গালা ভাষায় পরিচালিত হইত। ভুটানের দেবরাজা বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ মুন্সী রাখিতেন (এই কর্মচারীকে কায়েতী* বলা হইত)। ইংরেজ কর্মচারীরাও সাধারণতঃ দেশের লোকের সহিত বঙ্গ ভাষায় পত্রালাপ করিত। মফঃস্বলের ফরাসী বণিকও ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট চিঠি লিখিবার সময় কখনও কখনও বাঙ্গালা ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিতেন। অনার্য রাজ-দরবারে শাক্ত ও বৈষ্ণবাচার্যগণের প্রভাবে বাঙ্গালার বহুল ব্যবহারের সুবিধা হইয়া থাকিলেও যদি এই ভাষার কতকগুলি নিজস্ব গুণ না থাকিত তবে ব্রহ্মের সীমান্ত হইতে বালেশ্বর পর্যন্ত শিষ্ট সমাজে এই ভাষার ব্যবহার হইত কিনা সন্দেহ।"—
প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন, পৃঃ ৮৪-৮৫

প্রসঙ্গক্রমে এইস্থানে চর্যাগানের ভাষারও উল্লেখ করা যাইতে পারে। চর্যার ভাষার মূল বনিয়াদ বাংলা হইলেও চর্যার সিদ্ধাচার্যগণ সকলে কিন্তু গৌড়বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন না। কেহ ওড্র-কলিঙ্গ, কেহ কামাখ্যা-কামরূপ, কেহ মিথিলা-অঙ্গ হইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেই প্রধানতঃ বাংলা ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ খ্রীঃ দশম শতাব্দী হইতেই সৃজ্যমান যুগের বাংলা ভাষা গৌড়বঙ্গের বাহিরেও 'লিঙ্গুয়া ফ্র্যাংকা' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মিলিবে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন সঙ্কলিত 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলনে'।

ডঃ সেনের পর ঐ একই পথ ধরিয়া চলিয়াছেন ডঃ সুধাংশুশেখর তুঙ্গ। তিনি আসাম ও এই অঞ্চলের চতুষ্পার্শ্ব হইতে বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে সমস্ত চিঠিপত্র আবিষ্কার করিয়াছেন বক্ষ্যমাণ আলোচনায় সেগুলি সম্পাদিত

* কায়স্থ, কায়েথী—মুহুরী, লেখক, কেরানি। বিষ্ণুসংহিতা—'রাজবিচারালয়ে রাজনিযুক্ত কায়স্থ লিখিত বিচারালয়াধ্যক্ষের হস্ত ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত লেখ্য'—জ্ঞানেন্দ্র। দ্রষ্টব্য : মুকুন্দরাম—"বিচারিয়া কেহ দেখে, ভাণ্ডারে কায়স্থ লেখে, সাঁয় করি বেগে দেয় টঙ্কা।"

CENTRAL LIBRARY

হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। অনেকদিন ধরিয়া তিনি আসামে রচিত বাংলা চিঠিপত্র লইয়া গবেষণা করিতেছেন। ডঃ সেনের যেমন ইতিহাসে অধিকার ছিল, তেমনি ডঃ তুঙ্গের বিশেষ অধিকার ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানে। অবশ্য আসামের সমসাময়িক ইতিহাসেও তাঁহার দক্ষতা অল্প নহে। সুতরাং তাঁহার সঙ্কলনে গৃহীত চিঠিগুলি পুরাতন বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিঠিগুলির সংখ্যা :

১. আহোমরাজ ও কুচবিহার রাজের পত্র বিনিময়—২
২. কাছাড় রাজের অনুশাসন —১
৩. পুরণি অসম বুরঞ্জী —২০
৪. কামরূপর বুরঞ্জী —১৬
৫. অসম বুরঞ্জী —২
৬. জয়ন্তীয়া বুরঞ্জী —৪২
৭. কছারী বুরঞ্জী —২
৮. ত্রিপুরা বুরঞ্জী —৩
৯. তুংখুংগিয়া বুরঞ্জী —৬

তাঁহার সম্পাদিত সঙ্কলনে মোট ৯৪খানি চিঠি মুদ্রিত হইয়াছে। যে কোন কারণেই হোক, আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার অনেকগুলিতেই বাংলার পূর্বেই গদ্যরীতির আবির্ভাব হইয়াছিল। বস্তুতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা গদ্যের বিশেষ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর চিঠিপত্রের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হইতেছে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন' এবং ডঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' (১ম ও ২য় খণ্ড)। তবে ডঃ মণ্ডলের সংগ্রহের চিঠিগুলি সুপ্রাচীন নহে, অনেকগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা এবং সবগুলিই বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই রচিত হইয়াছিল। ডঃ সেনের সঙ্কলনে অবশ্য অনেকগুলি চিঠিই বাংলার বাহিরেই রচিত হইয়াছিল। তাহা হইতেই তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার বাহিরে উত্তরপূর্ব সীমান্তে পাহাড়িয়া অঞ্চলেও বাংলা ভাষায় চিঠিপত্রাদি রচিত হইত। এই বিষয়ে আর একটি বিচিত্র আবিষ্ক্রিয়া বাংলা গদ্যের ইতিহাসকে নবভাবে গঠন করিতে নির্দেশ দিয়াছে। ডঃ তুঙ্গের এই সঙ্কলনে ব্যবহৃত সমস্ত চিঠি বাংলার বাহিরে অ-বাংলা উৎস হইতে গৃহীত হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

আসাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে রাজন্যবর্গ ইতিহাস রচনায় লেখকদের বিশেষ উৎসাহ দিতেন, স্থানীয় ভাষায় এই ইতিহাসকে 'বুরঞ্জী' বলে।

সম্পাদক ভূমিকায় সবিস্তারে দেখাইয়াছেন যে পুরাতন অসমীয়া 'অঙ্কিয়া-নাটে' অর্থাৎ নাটগীতিতে বহুস্থলে বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি শঙ্করদেব, মাধবদেব ও গোপালদেবের নাটগীতিগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত নাটকে গানগুলি মৈথিলী এবং গদ্য সংলাপগুলি প্রধানতঃ বাংলা গদ্যের কাঠামোর উপর নির্মিত। ইহাতে দুই-চারিটি স্থানীয় অসমীয়া শব্দ থাকিলেও বাক্যগঠনভঙ্গিমা, অন্বয় ও শব্দযোজনা পুরাপুরি বাংলা গদ্যের অনুরূপ। সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই অসমীয়া গদ্য স্বতন্ত্র পথ কাটিয়া অগ্রসর হয়। বুরঞ্জী অর্থাৎ ইতিহাসাশ্রিত রচনার মধ্যে বিশুদ্ধ অসমীয়া গদ্যের চিহ্ন লক্ষ্য করা যাইবে। এই সমস্ত বুরঞ্জীর লেখকগণ সকলেই অসমীয়া, সুতরাং অসমীয়া ভাষাভাষী। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, তাঁহাদের রচনায় বাংলা গদ্যের কিছু কিছু ব্যবহার আছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পঞ্চদশ-সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত অঙ্কিয়ানাটের ভাষায় মৈথিলী ও বাংলা ভাষার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল, কোনো কোনো সংলাপ প্রায় পুরাপুরি বাংলা গদ্যের অনুরূপ। বাংলাদেশে ব্যবহারক্ষম বাংলা গদ্য উনবিংশ শতকের পূর্বে প্রায়শই অজ্ঞাত ছিল। তাহার তুলনায় আসামের নাটগীতিতে ব্যবহৃত বাংলা গদ্য অনেক বেশী স্বচ্ছন্দ ও সরল—প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন-চার দশকের কলিকাতাকেন্দ্রিক সাধু বাংলা গদ্যের নিকট-আত্মীয়। আসামের নীড়ে বাংলা গদ্যের পক্ষিশাবক লালিত-পালিত হইয়াছে, এ সংবাদ বিস্ময়কর।

ইহার পর উল্লেখ করিতে হয় যে আহোম, কোচ, দারাঙ্গ, কাছাড়, জয়ন্তীয়া, মণিপুর, ভোট, নর্তঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক চিঠিপত্র বিনিময়ে বাংলা ভাষাই ব্যবহৃত হইত। ইহার বেশ কিছু অংশ বিনাশ পাইলেও বুরঞ্জী গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট পরিমাণ নমুনা অক্ষত অবস্থায় থাকিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত বুরঞ্জী সর্বপ্রথমে আহোম ভাষায় রচিত হইয়াছিল, পরে তাহা অসমীয়া ভাষায় সঙ্কলিত হয়। বুরঞ্জী অর্থাৎ ইতিহাস সঙ্কলন আসাম ও সন্নিহিত অঞ্চলে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হইয়াছিল। এগুলির সংখ্যাও বহু এবং বিচিত্র। প্রত্যেক অঞ্চলেই বহু বুরঞ্জী রচিত হইয়াছিল। তাহার বহু পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। আহোম বুরঞ্জী, অসম বুরঞ্জী, জয়ন্তীয়া বুরঞ্জী, কামরূপ বুরঞ্জী, ত্রিপুরা বুরঞ্জী প্রভৃতি অসংখ্য বুরঞ্জীতে স্থানীয় ইতিহাস প্রায় অবিকৃতভাবে রক্ষিত হইয়াছে। এই বুরঞ্জী রচনার ধারা উনবিংশ

CENTRAL LIBRARY

শতাব্দী পর্যন্ত চলিয়াছিল। বুরঞ্জীগুলি সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বিশুদ্ধ অসমীয়া ভাষায় রচিত হইলেও ইহার অন্তর্ভুক্ত শাসক ও রাজন্যবর্গের আদেশ ও পত্রগুলির ভাষা বাংলা—ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। এবং বাংলা পত্রগুলির সংখ্যাও অল্প নহে। আহোম রাজ্যের ভাষা অসমীয়া, দারাঙ্গের ভাষা কোচ ও বাংলার সংমিশ্রণ, ভোটাঞ্চলের ভাষা ভুটিয়া, কাছাড়ের ভাষা কাছাড়ী, কিন্তু নর্তঙ্গীয়া, জয়ন্তীয়া, টিপ্রা ও কোচরাজ্যের ভাষা বাংলা। এই বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাবিভ্রাটের জন্যই কি চিঠিপত্রাদিতে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল? সম্পাদক অনুমান করিয়াছেন যে, ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্বভারতের ব্যাপক অঞ্চলে বাংলা ভাষা সর্বজনব্যবহার্য ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। অন্ততঃ বিভিন্ন-ভাষী অঞ্চলের শাসকবর্গ ও রাজারা কূটনৈতিক ব্যাপারে বাংলা ভাষাই ব্যবহার করিতেন। এইরূপ অনেকগুলি পত্র এই সঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে।

সম্পাদক শুধু বাংলা পত্রগুলি সঙ্কলিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পত্রগুলি যে যথার্থ বাংলা, তাহা তিনি ব্যাকরণ, শব্দ, অন্বয় প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দক্ষতার সহিত প্রমাণ করিয়াছেন। ভাষাবিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক সূত্রের উপর গঠিত। এই শাস্ত্রকে বিজ্ঞানভিত্তিক শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিলে সম্পাদকের সিদ্ধান্তও বৈজ্ঞানিক বলিয়া মানিতে হইবে। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকা এই বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হইবার জন্য সম্পাদকের সুদীর্ঘ ভূমিকার শেষাংশ (পৃঃ ৬৫-৭৩) পড়িয়া লইবেন। সেখানে তিনি দেখিবেন, অসমীয়া ও বাংলা একই গোষ্ঠীর ভাষা হইলেও উভয়ের মধ্যে নানা বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তথাপি তিনি এই বাংলা চিঠিপত্রের ক্রিয়াপদ, নামপদ, বিভক্তি, অব্যয় প্রভৃতি ধরিয়া পত্রগুলির ভাষা যে সুপরিচিত বাংলা ভাষা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। অবশ্য ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়া অসমীয়া ভাষায় লেখা বুরঞ্জীর বাংলা দৃষ্টান্তের মধ্যে কিছু কিছু অসমীয়া প্রভাবও আছে। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলনে' ইতিহাস ঘটিত প্রতিটি তথ্য যাচাই করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পত্রগুলির ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেন নাই। ডঃ তুঙ আলোচ্য চিঠিপত্রের ভাষাবৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানাশ্রয়ী ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টির দ্বারাই বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এইজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। পরিশিষ্টে শব্দকোষ ও টীকা সংযুক্ত হইবার ফলে সঙ্কলনটির মূল্য আরো বাড়িয়া গিয়াছে।

এই সঙ্কলনটির আর একটি বিশেষ মূল্য আছে। আজকাল রাজনৈতিক গগনের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি তেত্রিশ কোটি দেবতারা সকলেই উচ্চমঞ্চ হইতে

CENTRAL LIBRARY

কলকণ্ঠে জাতীয় সংহতির জন্য শংখনিনাদ ধ্বনিত করিতেছেন। কিন্তু যথার্থ সংহতি বক্তৃতামঞ্চ হইতে আবির্ভূত হয় না—ভাষা ও সংস্কৃতিই জাতীয় সংহতির বন্ধনরজ্জু। এই পত্রগুলি অসমীয়া ও বাংলা এই দুই ভাষার মধ্যে মিলনসেতু রচনা করিবে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। সেই দিক দিয়াও সম্পাদক বিশেষ প্রশংসা দাবি করিতে পারেন। বহু আয়াস স্বীকার করিয়া তিনি পুরাতন বুরঞ্জীর সাঁচিপাতের উপরে লেখা বাংলা পত্রের পাঠোদ্ধার করিয়া বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতির একটা বিস্মৃতপ্রায় ঐতিহাসিক নিদর্শন উদ্ধার করিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন।

বাংলা বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৮৫ ॥ ১৩৯১

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY

ভূমিকা

সাধারণভাবে উনবিংশ শতকের শুরুতে বাংলা গদ্যের উৎপত্তি হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কলকাতায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ অফ ফোর্ট উইলিয়াম নামে ইউরোপীয় সিভিলিয়ানদের শিক্ষাদানের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। এই প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দেশীয় ভাষা চর্চার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল, এর ভিতরে অনেক ভাষার মধ্যে বাংলাও ছিল। কিন্তু বাংলা প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় শিক্ষার উপযোগী কোনো গদ্য গ্রন্থ ছিল না বলে ঐ বিভাগের অধ্যাপকগণ বাংলা গদ্যে গ্রন্থাদি রচনা করতে আরম্ভ করেন। এইভাবে বাংলায় প্রথম গদ্য পুস্তক রচিত হয়। ঠিক এই একই সময়ে শ্রীরামপুরের দিনেমার মিশন কিছু কিছু খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক বই দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করে। এইরকম একটি অনূদিত গ্রন্থ হল বাইবেল। ঐ মিশন থেকে ১৮০১ সালে বাংলা বাইবেল মুদ্রিত হয়। বলা বাহুল্য যে এটি একটি গদ্য রচনা। পরবর্তী কয়েক বছরে আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচিত বা অনূদিত হয়। এইভাবে অল্পকালের মধ্যে বাংলা গদ্যে বেশ কিছু সংখ্যক পুস্তক রচিত বা অনূদিত হতে দেখি। মোটামুটি হিসাব অনুযায়ী ১৮২০ সাল পর্যন্ত রচিত বা অনূদিত গদ্য পুস্তকের সংখ্যা ৫০টির মত হবে। এর থেকে বোঝা যাবে সে-যুগে যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে বাংলা গদ্যে গ্রন্থ রচনা ও তার প্রকাশ করা হত। এইসব গদ্য গ্রন্থের মধ্য দিয়েই বাংলা গদ্যের সূচনা ও বিকাশ হয়েছিল।

কিন্তু তাই বলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুরের মিশনের পূর্বে বাংলা গদ্য ছিল না বলে মনে করলে ভুল হবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে যে সব গদ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তাদের গদ্যরীতি কিন্তু বেশ পরিণত ছিল। এই রীতি ঠিক আধুনিক গদ্যের মতনয় বটে, কিন্তু তাহলেও তা যথেষ্ট উন্নত এবং সে-কালের সাহিত্য ও পাঠ্যপুস্তক রচনার পক্ষে খুবই উপযোগী। নিশ্চয়ই এই গদ্যরীতি একদিনে গড়ে

CENTRAL LIBRARY

ওঠেনি ; এর পেছনে অবশ্যই দীর্ঘ সময়ের অনুশীলন ও উপযুক্ত চর্চা ছিল। এর প্রমাণরূপে অষ্টাদশ শতকে লিখিত বিচ্ছিন্নভাবে প্রাপ্ত বিভিন্ন গদ্য নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়। অষ্টাদশ শতকে যে-সব নিদর্শন পাওয়া যায় তার বেশির ভাগই আইন-আদালত সংক্রান্ত দলিল ও কিছুসংখ্যক ব্যক্তিগত চিঠিপত্র। এইসব দলিল ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের গদ্যরীতি আধুনিক বাংলা গদ্যরীতির সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত না হলেও এগুলি যে ভাষায় লিখিত তাতে এত বেশি আরবী-ফারসী শব্দের মিশ্রণ ছিল যে আধুনিক বাঙালী পাঠকের পক্ষে তার অর্থ গ্রহণ করা রীতিমত কষ্টকর। আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য ছাড়াও বাক্যের আঙ্গিকে প্রচুর পরিমাণে জটিলতা ছিল। আধুনিক বাংলা বাক্যে এরকম জটিলতা নেই। সেজন্য অষ্টাদশ শতকের এইসব দলিল-দস্তাবেজ ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্র খাঁটি বাংলা গদ্যে লিখিত নিদর্শনরূপে চিহ্নিত হবার উপযোগী কিনা তা তর্কসাপেক্ষ। এবং আরো বড় কথা—যে-গদ্যরীতি ও কাঠামোর ওপর আরবী-ফারসী শব্দ ও বাক্যরীতির মিশ্রণে এই অপরূপ বাংলা গদ্যের নমুনা সৃষ্টি হয়েছিল তার উৎস এবং বিকাশেরও নিশ্চয়ই একটা অনুক্রম ছিল। আরবী-ফারসী শব্দ ও গদ্যরীতির পশ্চাতে তা কিছুটা চাপা পড়ে গেলেও তাকে কিছু নয় বলে কোনোক্রমে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

উপরোক্ত নিদর্শনসমূহ ছাড়া অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে রচিত তিন-খানি গদ্য গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এই তিনখানি গ্রন্থ হল 'ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থভেদ,' 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' ও 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'। প্রথম দুটির রচয়িতা ম্যানোয়েল আস্‌সুম্‌সাঁও নামে জনৈক পোর্তুগীজ পাদ্রী ; তৃতীয়টি রচনা করেন দোম আন্তোনীয়। দোম আন্তোনীয় ছিলেন পূর্ববঙ্গের ভূষণার রাজপুত্র, পরে খ্রীষ্টান হয়ে ঐ নাম গ্রহণ করেন। আস্‌সুমসাঁও-এর দুখানি গ্রন্থ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগালের লিসবন থেকে মুদ্রিত হয় ; গ্রন্থ দুখানি যে এর কয়েক বছর পূর্বে রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। দোম আন্তোনীয়-এর সঠিক জীবৎকাল জানা না গেলেও তিনি যে বালক-বয়সে মগ দস্যুদের দ্বারা অপহৃত হয়েছিলেন সেকথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন ; এবং সেটা ১৬৬৩ বা ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। তার মানে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে বা এর কাছাকাছি কোনো সময়ে। এর অর্থ অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদ বা ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন এমন অনুমান করা যায়। তাহলে তাঁর ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক

CENTRAL LIBRARY

সংবাদ অষ্টাদশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে রচিত হওয়াই সম্ভব। সজনীকান্ত দাস মনে করেন এটি সপ্তদশ শতকের শেষভাগে রচিত হয়েছিল।

এই তিনখানি গ্রন্থের ভাষা কিন্তু আশ্চর্য রকম সুন্দর। আস্‌সুম্‌সাঁও পোর্তুগীজ হলেও তিনি যে যথেষ্ট যত্ন করে বাংলা ভাষা অনুশীলন করেছিলেন তা তাঁর দুটি গ্রন্থ থেকেই বোঝা যায়। দোম আন্তোনীয় বাঙালী, কাজেই তাঁর ভাষা যে প্রকৃত বাংলা—তা সে যে-সময়কার বাংলা হোক—তাতে সন্দেহ থাকে না। আবার গ্রন্থ তিনখানির ভাষায় পূর্ববঙ্গের, বিশেষ করে ঢাকা অঞ্চলের, ভাষার ছাপ আছে ; এবং এর চেয়েও বড় কথা এ ভাষার ওপর আরবী-ফারসী প্রভাব প্রায় একেবারে নেই। এ কথার অর্থ অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকেও বাংলা গদ্য রীতিমত উন্নত মানের ছিল। এই গদ্যরীতিও নিশ্চয় একদিনে গড়ে ওঠেনি, এর পেছনেও ক্রমবিকাশের একটি ধারা ছিল। সহজ করে বললে জিনিসটা এইরকম দাঁড়ায় : সপ্তদশ শতকে বা তারও আগে বাংলা গদ্যে হয়ত কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, গ্রন্থ না হলেও অন্তত উন্নতমানের চিঠিপত্রাদি অবশ্যই রচিত হয়ে থাকবে।

দুঃখের বিষয়, সপ্তদশ শতকে রচিত কোনো গদ্য গ্রন্থের সন্ধান স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। কিছু ব্যক্তিগত চিঠি ও আইন-আদালত সংক্রান্ত দলিল অবশ্যই আছে, কিন্তু এগুলির তারিখ নিঃসংশয়ে জানার উপায় নেই এবং এগুলি সে-রকম মূল্যবান রচনাও নয়।

শূন্যপুরাণের গদ্য অংশকে কেউ কেউ বাংলা গদ্যের আদিযুগের নিদর্শন বলে মনে করেন। কিন্তু শূন্যপুরাণের সঠিক সময় নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন শূন্যপুরাণকে চতুর্দশ শতকের বলে দাবি করেন। সুকুমার সেনের মতে, গ্রন্থটির রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে নয়, সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের শেষে। শূন্যপুরাণের গদ্যকেও যথার্থ বাংলা গদ্য বলা যায় না।

সেকশুভোদয়া ষোড়শ শতকে লিখিত। এতে সাধু বাংলা গদ্যের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। কিন্তু সুকুমার সেন বলেন, গ্রন্থটির ভাষা বড় অদ্ভুত, বাংলা কাঠামোর ওপর সংস্কৃত প্রলেপ। তবে একটু অনুধাবন করলেই ভেতরে বাংলা ছাঁদ ধরা পড়ে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই গদ্যরূপ বড়ই ভাসা-ভাসা ও অস্পষ্ট। এই শতকে কিছু 'কড়চা' জাতীয় বৈষ্ণবগ্রন্থও রচিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যেও

CENTRAL LIBRARY

অনুরূপ অস্পষ্ট ও ভাসা ভাসা ধরনের বাংলা গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। এরূপ অপরিণত গদ্যরূপ থেকে পরবর্তী অষ্টাদশ/উনবিংশ শতকের পূর্ণ পরিণত গদ্যরূপ গড়ে উঠেছে—এমন অনুমান বাস্তবিকই একটু দুরারোহ।

অতএব ষোড়শ শতকে যে বাংলা গদ্যের উদ্ভব হয়েছিল এমন কথা জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়। কারণ ষোড়শ শতকে রচিত উক্ত নিদর্শনগুলি এতই অস্পষ্ট, ভাসা-ভাসা ও দুর্বল যে এদের গদ্য বলে আখ্যায়িত করলে অযথার্থ হয়। আর, পরিমাণের দিক দিয়েও এগুলি অতিশয় স্বল্প ছিল। এবং এই গদ্যরূপের গঠন-বৈশিষ্ট্য এমন ছিল যে আধুনিক বাংলা গদ্যের সহিত তা মেলে না। বাংলা গদ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ক্রিয়াপদ, সমাপিকা হোক অসমাপিকা হোক, ক্রিয়াপদের উপস্থিতি বাংলা বাক্যকে সচল ও সজীব করে। উনবিংশ শতকের বাংলা গদ্যে এই ক্রিয়া পূর্ণরূপে উপস্থিত। কিন্তু ষোড়শ শতকের রচনা বলে অনুমিত শূন্যপুরাণ ও বৈষ্ণব কড়চার বাংলা অংশের মধ্যে ক্রিয়াপদের বিস্ময়কর অনুপস্থিতি আমাদের বিচলিত করে, এমন কি মনে প্রশ্ন জাগে : এগুলি সত্যি বাংলা ত ?

এই অবস্থায় বাংলা গদ্যের সূচনা-পর্বকে সেই অষ্টাদশ শতকে পিছিয়ে নিয়ে যেতে হয়। বিষয়টি যেমন দুঃখজনক তেমনি আপাতবিরোধী। আপাত-বিরোধী এই কারণে যে, যে-বাংলা ভাষার উৎপত্তি দশম শতকে, সেই বাংলার গদ্যরূপের বিকাশে এত দীর্ঘ সময় লেগে গেল। অথচ অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার বিষয়ে এই আপাতবিরোধ দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, বাংলা সমেত সমস্ত নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার বিকাশ প্রায় একই সময়ে, দশম/একাদশ শতকে, সংঘটিত হয়েছিল। দু একটির বিকাশে অবশ্য সামান্য কিছু বিলম্ব হয়েছিল, যেমন অসমীয়া, ওড়িয়া ও মৈথিলী। কিন্তু বাংলা ছাড়া প্রায় প্রতিটি ভাষায় গদ্যের সূচনা অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালে হয়েছিল দেখা যায়। এমন কি, অসমীয়া ও ওড়িয়াও এদিক দিয়ে বাংলার অগ্রবর্তী। মারাঠী গদ্যের নিদর্শন ত্রয়োদশ শতক থেকে পাওয়া যায়। মৈথিলী ও গুজরাটী গদ্যও চতুর্দশ শতকে উদ্ভূত হয়েছিল। হিন্দী ভাষার গদ্যরূপের সন্ধানও সপ্তদশ শতক থেকে পাওয়া যায়। এমন কি, অসমীয়ার মত অপেক্ষাকৃত নবীন ভাষাটিও গদ্যরূপে যথেষ্ট ধনী, ষোড়শ শতক থেকে এতে গদ্য রচনার সূত্রপাত হয়। শংকরদেব এবং মাধবদেবের নাটকগুলিতে যে এক প্রকারের মিশ্র অসমীয়া গদ্য দেখা

CENTRAL LIBRARY

যায়, তাকে নিঃসন্দেহে এই ভাষার প্রাচীনতম গদ্য বলে উল্লেখ করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে বাংলা গদ্যের উদ্ভবে এত বিলম্ব হল—এটা বিস্ময়কর বৈকি।

বাংলা গদ্যের আত্মপ্রকাশে অত্যধিক বিলম্বের কারণ রূপে কেউ কেউ বাংলা কবিতার ছন্দকে দায়ী করেছেন। যেমন, সুকুমার সেন বলেন বাংলা পয়ার ছন্দ বড়ই নমনীয় এবং সর্ববিধ ব্যবহারের উপযোগী। ছোট ছোট সরল বাক্যের সাহায্যে পয়ার ছন্দ যোজনা করে অতি সূক্ষ্ম ও সুকুমার ভাবসমূহ সহজে প্রকাশ করা যায়। পয়ারের এই অসাধারণ ক্ষমতা থাকায় যুক্তিপ্রধান ও তত্ত্বমূলক ভাবপ্রকাশের জন্যও বাংলা গদ্যের প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কথাটির মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে, সেজন্যে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া, পয়ার ছন্দে বদ্ধ বাক্য আর পরবর্তীকালে উদ্ভূত গদ্যের বাক্যের কাঠামোগত পার্থক্যও বড় বেশি দেখা যায় না। শুধু পয়ার কবিতা বলে ক্রিয়াপদ বাক্যের ভেতরে যত্র-তত্র বসতে পারে, গদ্যের ক্রিয়াপদের এই স্বাধীনতা নেই ; প্রাচীন বাংলা গদ্যেও তার ব্যত্যয় দেখি না।

কিন্তু এই মর্মে একটি কথা আছে। প্রাচীন বাংলা ছন্দের সহিত প্রাচীন অসমীয়া ও ওড়িয়া ছন্দের কোনো পার্থক্য নেই। বাংলার মত এ দুটি ভাষাতেও পয়ার ছন্দ বহুলভাবে ব্যবহৃত হত। এমন কি, পয়ার ছন্দে গঠিত অসমীয়া বা ওড়িয়া কবিতা বা পদ্যবন্ধকে অনেক সময় স্বচ্ছন্দে বাংলা বলে মনে করাও স্বাভাবিক ছিল, কেননা তিনটিই এক গোষ্ঠীর ভাষা ও এদের মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক সর্বপ্রকার মিল অতিশয় প্রকট। তা সত্ত্বেও দেখি ষোড়শ শতকে মোটামুটি এক প্রকারের অসমীয়া গদ্য আত্মপ্রকাশ করেছে। ষোড়শ শতকের অসমীয়া গদ্যকে খাঁটি অসমীয়া গদ্য বলে স্বীকৃতি দিতে আপত্তি থাকলেও সপ্তদশ শতকের অসমীয়া গদ্য সম্পর্কে সে-আপত্তি থাকে না। সপ্তদশ শতকের অসমীয়া গদ্য বলতে মূলত বুরঞ্জী সাহিত্যের গদ্য বোঝায়। এই গদ্য অতিশয় উন্নত ও একেবারেই আধুনিক। খাঁটি অসমীয়া গদ্য এই বুরঞ্জী সাহিত্যের মধ্যেই প্রথম পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে মহেশ্বর নেওগ যা বলেন তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে ষোড়শ শতকের শংকরদেবী গদ্যকে খাঁটি অসমীয়া গদ্য বলা যাবে না, কেননা তা একটি মিশ্র গদ্য ভাষা, তাতে ব্রজবুলি-মৈথিলী ভাষার প্রচুর উপাদান আছে। সে তুলনায় খাঁটি অসমীয়া গদ্যের উদ্ভব হয় সপ্তদশ শতকে ; ঐ সময় থেকেই লিখিত বুরঞ্জীসমূহের মধ্যে এই খাঁটি গদ্য পাওয়া যায়।

CENTRAL LIBRARY

ওড়িয়াও অসমীয়ার মত বাংলার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত একটি ভাষা এবং এই ভাষার ছন্দরীতিও বাংলার মত মোটামুটি পয়ারপ্রধান। তা সত্ত্বেও দেখা যায় এখানেও ষোড়শ শতকে গদ্যের উদ্ভব হয়েছে। জগন্নাথ দাস চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর 'তুলাভিণা' কাব্যের মধ্যে কিছু কিছু গদ্য রচনা আছে। এগুলি যদি সত্যিই জগন্নাথ দাসের নিজের রচনা হয় তাহলে অন্তত ষোড়শ শতকেও যে ওড়িয়া গদ্যের আত্মপ্রকাশ হয়েছিল এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। অবশ্য অনেকে এই গদ্যাংশসমূহ বাস্তবিকই জগন্নাথ দাসের রচনা কি না সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান। তবে জগন্নাথ দাসের গদ্য-রচনাকে তাঁর নিজের রচনা বলে নিঃসংশয়ে মেনে নিতে আপত্তি থাকলেও এই গদ্য যে যথেষ্ট প্রাচীন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। হয়ত তা সপ্তদশ শতকের কোনো লেখকের রচনা হতে পারে, সেটাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। এর পরবর্তীকালে ওড়িয়া গদ্যের যে নমুনা পাই তা অষ্টাদশ শতকের এবং তা অতি উৎকৃষ্ট গদ্য। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ব্রজনাথ বড়জেনা তাঁর 'চতুর বিনোদ' নামে গল্প গ্রন্থ রচনা করেন। এতে অতি উচ্চমানের ওড়িয়া গদ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রিয়নাথ সেন বলেন সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এত উন্নত ধরনের গদ্যের নমুনা পাওয়া যায় না। বস্তুত ব্রজনাথের গদ্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের লেখা বাংলা গদ্যের চেয়ে অনেক বেশি আধুনিক ও পরিচ্ছন্ন। ব্রজনাথের আগেও যে ওড়িয়া সাহিত্যে গদ্যশিল্পীর আবির্ভাব হয়েছিল এটা তারই ইঙ্গিত বহন করে।

তার মানে সমস্ত দিক ভাল করে বিশ্লেষণ করলে যা দেখি তাতে মনে হয় শুধু পয়ার ছন্দই বাংলা গদ্যের উদ্ভবের পথে বাধা সৃষ্টি করেনি। নিশ্চয়ই অন্য কারণ ছিল। অসমীয়া গদ্যের বিকাশের মূলে একটি কারণ আহোম গদ্য। আহোমগণ ত্রয়োদশ শতকে (১২২৮ খ্রীষ্টাব্দ) আসাম জয় করে। সেই সময় থেকে তাদের নিজেদের ভাষায় রাজকার্য চলত। এই ভাষায় আহোমগণ তাদের জাতীয় ইতিহাস লিখত। এই ইতিহাসকে পূর্বকথিত বুরঞ্জী বলা হয়। প্রথম দিকে বুরঞ্জী-সমূহের একমাত্র ভাষা ছিল আহোম। কালক্রমে তারা যখন অসমীয়া ভাষা আয়ত্ত করে ফেলল তখন তারা অসমীয়া ভাষাতেও বুরঞ্জী রচনা করতে আরম্ভ করল। বুরঞ্জীসমূহ প্রথম থেকেই গদ্যে লেখা হত। অর্থাৎ আহোম গদ্যের প্রভাবেই অসমীয়া গদ্যের সূচনা হয়। আহোম ভাষার অনেক বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব বর্তমানের

CENTRAL LIBRARY

অসমীয়া ভাষাতেও উপস্থিত। এরকম কোনো ভিন্ন দেশীয় বা স্বদেশীয় গদ্যরীতির প্রভাব ছিল না বলে বাংলা গদ্য হয়ত অনেক বিলম্ব করেই উদ্ভূত হয়েছিল।

বাংলা গদ্যের বিকাশে বিলম্বের আর একটি কারণ বঙ্গদেশে ব্যাপক সংস্কৃত চর্চা। গৌড়ী রীতি একটি সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত রীতি; বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্র চর্চারও একটি বৃহৎ কেন্দ্র ছিল। বলা বাহুল্য, ন্যায়শাস্ত্র চর্চায় দেশীয় ভাষা নয়, সংস্কৃতই ব্যবহৃত হত। চৈতন্যদেব এই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করার মানসে সুদূর শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসেছিলেন এবং সেখানেই তাঁর জীবনের বেশির ভাগ অংশ কাটে। ন্যায়শাস্ত্র চর্চা, তত্ত্বপ্রধান বিষয়ের আলোচনা ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য তখন বঙ্গদেশে সংস্কৃত ভাষা অপরিহার্য ছিল। এমন অবস্থায় অর্বাচীন দেশীয় ভাষার উদ্ভবে যে বাধার সৃষ্টি হবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে!

আরও একটি কথা। প্রাচীনকালে বিভিন্ন ভাষায় গদ্যের যে নমুনা পাই তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নাটকে। মৈথিলী নাটকে ভালো মৈথিলী গদ্যের নিদর্শন আছে। জ্যোতিরীশ্বরাচার্যের 'বর্ণরত্নাকর' নাটক না হলেও কড়চা জাতীয় গ্রন্থ। পরবর্তীকালে মৈথিলীতে একাধিক নাটক লিখিত হয়, সেগুলিতে গদ্যের সুন্দর নমুনা দেখা যায়। শংকরদেবের অসমীয়া গদ্যও তাঁর বিভিন্ন নাটক থেকে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, বঙ্গদেশে প্রাচীনকালে খুব কম সংখ্যক নাটক লিখিত হয়েছিল। চৈতন্যদেব একখানি মাত্র নাটক লিখেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে, দুর্ভাগ্যবশত তা আবার তিনি নিজেই নষ্ট করে ফেলেন। তাঁর কিছু সংখ্যক শিষ্য ও সমসাময়িক কালের কয়েকজন লেখকও কয়েকটি নাটক রচনা করেন। কিন্তু এগুলি সবই সংস্কৃতে লেখা। সংস্কৃতের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করে সেখানে বাংলার মত অর্বাচীন দেশীয় ভাষা প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। নইলে হয়ত চৈতন্য বা তাঁর অল্প পরবর্তী যুগ থেকে বাংলা গদ্যের কিছু নিদর্শন পাওয়া যেত।

ষোড়শ শতকে বা তার কিছু পূর্বে গদ্যের ব্যবহার ছিল না, একথা বলাও সম্ভব নয়। সুকুমার সেন বেশ জোর দিয়ে বলেন যে ষোড়শ শতক বা তার পূর্বে চিঠিপত্রে ও দলিল-দস্তাবেজে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল, যদিও এ ব্যবহারের সপক্ষে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তবে অপ্রত্যক্ষ একটা মস্ত বড় প্রমাণ এই যে সে-সময়ে বাঙালী কবিতায় কথা বলত না, বা অপভ্রংশ-অবহট্টের ব্যবহারও হত না। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহ তৎকালে যথেষ্ট বিক্রমের

CENTRAL LIBRARY

সহিত অগ্রসর হচ্ছিল; বাংলা যে পিছিয়ে ছিল না তার নজির ত অতি উচ্চাঙ্গের বাংলা পদ্য সাহিত্যে ধরা আছে। এবং নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহ প্রায় একই সময়ে, দশম শতকের দিকে, অপভ্রংশ-অবহট্টের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ও তাদের সব কটির পদ্য-সাহিত্য প্রায় একই প্রকারে, অনেক সময় একই ঢঙে, গড়ে উঠেছিল। এই ঘটনার সূত্রে অন্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের গদ্য সাহিত্যের সূচনার সঙ্গে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা যদি কালগত অর্থে জড়িয়ে থাকে বলে মনে করা যায় তাহলে ভুল হয় না।

বস্তুত বাংলা গদ্যের সূচনা-পর্বকে এভাবে বেশ কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে নিয়ে যাবার সপক্ষে শুধু পরোক্ষ কয়েকটি প্রমাণ ছাড়াও প্রত্যক্ষ কিছু প্রমাণ অবশ্যই আছে। প্রথমে বলে রাখা ভাল পশ্চিমবঙ্গের কোথাও এগুলি নেই। লক্ষণীয় যে, অষ্টাদশ শতকের যে তিনখানি গদ্য গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি পূর্ববঙ্গের ঢাকা অঞ্চলে রচিত হয়েছিল। এ ঘটনার বিশেষ একটি তাৎপর্য আছে। সেটি এই যে, পূর্ববঙ্গে যখন চলতি বাংলা গদ্যরীতি বেশ বেগবান তখন পশ্চিমবঙ্গে একদিকে সংস্কৃত ও অন্যদিকে আরবী-ফারসীর চাপে পড়ে বাংলা গদ্যভঙ্গি দারুণভাবে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল।

যাই হোক, এই সময়ে এবং এর বহু পূর্বে পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে যে একপ্রকার অতি বলিষ্ঠ গদ্যরীতির চল ছিল তার নিদর্শনও ভূরি-ভূরি পাওয়া যায়। আশ্চর্যের কথা, এতকাল এগুলি বাঙালীর দৃষ্টির বাইরে পড়ে ছিল এবং সেজন্যে বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে এই মহামূল্যবান নিদর্শনগুলির কোনো উল্লেখ নেই। কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের একটি পত্রকে সজনীকান্ত দাস বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে গণ্য করেছিলেন একথা সত্য; কিন্তু সুকুমার সেন পত্রটিকে জাল বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। নরনারায়ণের পত্রটি আসল কি নকল সে বিচার পরে হবে। আপাতত এই প্রসঙ্গে যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে নরনারায়ণের সমসাময়িককালে এবং তাঁর কিছু পরে লিখিত বিভিন্ন রাজবংশের এরকম বহু পত্র পাওয়া গেছে। এগুলির বেশির ভাগ নানা বুরঞ্জীর পুথিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বুরঞ্জীগুলি অসমীয়া ভাষায় লিখিত, কিন্তু পত্রগুলির ভাষা বাংলা। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে লিখিত এরকম বহু রাজকীয় পত্র আছে। অষ্টাদশ শতক ও তার পরে

CENTRAL LIBRARY

লিখিত পত্রের সংখ্যা ত অসংখ্য। বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশে এই পত্রগুলির গুরুত্ব এক কথায় অপরিসীম।

অসমীয়া ভাষায় রচিত বুরঞ্জীগুলি যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা সকলেই জাতিতে অসমীয়া এবং তাঁদের মাতৃভাষাও অসমীয়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো কোনো বুরঞ্জীতে ক্ষেত্রভেদে কিছু কিছু বাংলা গদ্যের নমুনা পাওয়া যায়। বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ধারায় এই নমুনাগুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এর চেয়েও বড় কথা, শংকরদেব ও মাধবদেবের রচনায় প্রাপ্ত বাংলা গদ্যের প্রভূত নিদর্শন। শংকরদেব ও মাধবদেবের গদ্য যে খাঁটি অসমীয়া গদ্য নয় সেকথা পূর্বে বলা হয়েছে। এঁদের গদ্যরীতিতে বিভিন্ন ভাষার প্রচুর মিশ্রণ আছে এবং তার মধ্যে বাংলার পরিমাণ কম নয়। বলতে গেলে, শংকরদেব ও মাধবদেবের গদ্যভঙ্গিতে যে পরিমাণ অসমীয়া উপাদান আছে, প্রায় সেই পরিমাণ বাংলা উপাদানও বর্তমান। বাংলা গদ্যের উৎস ও বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করতে গেলে শংকরদেব ও মাধবদেবের এই বাংলা-ব্রজবুলি-মৈথিলী-অসমীয়া মিশ্রিত ভাষার আলোচনা বিশেষ সহায়ক। অন্য কোনো প্রমাণের অভাবে এই দুই কৃতবিদ্য মহাপুরুষের রচনার মধ্যেই যে বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন লুকিয়ে আছে, এমন কথা অবশ্যই স্বীকার্য। এখন এঁদের সাহিত্যকর্ম ও গদ্যরচনা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

শং ক র দে ব

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের পূর্বভারতবর্ষে ভাগবতধর্মপ্রচারকদের মধ্যে মহাপুরুষ শংকরদেবকে অবশ্যই একটি বিশিষ্ট স্থান দিতে হয়। প্রায় শত বৎসর ধরে তিনি এই ধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু তিনি চৈতন্যের মত কেবল ধর্মপ্রচারক ও বৈষ্ণবসাধক ছিলেন না, একজন অতি উৎকৃষ্ট কবি ও নাট্যকারও ছিলেন। তাঁর ভাগবতধর্ম ও বৈষ্ণবীয় মতবাদের প্রায় সব কথাই তিনি তাঁর সাহিত্যে ধরে রেখেছেন। তিনিই আসামের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন সাহিত্যশিল্পী।

শংকরদেবের রচনার পরিমাণও অতি বিশাল। সেকালের বিচারে তাঁর রচনার এই পরিমাণ দেখে বাস্তবিকই বিস্মিত হতে হয়। তিনি আবার যমান-

CENTRAL LIBRARY

ভাবে গদ্য ও পদ্য এই উভয় শাখায় সাহিত্য রচনা করেন। এদিক দিয়ে প্রাচীন সাহিত্যে তাঁর দোসর খুঁজে পাওয়া ভার।

শংকরদেবের সাহিত্যকৃতিত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার আগে তাঁর জীবৎকাল প্রসঙ্গে দুচার কথা বলা দরকার। মধ্য আসামের অন্তর্গত নগাঁও জেলায় ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি ভূইঞা বা জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। প্রথম জীবন তাঁর জন্মভূমিতেই কাটে এবং ঐ সময়ে সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও বৈষ্ণবধর্ম বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। অকালে স্ত্রীবিয়োগ হেতু তাঁর অন্তরে বৈরাগ্য-ভাব জন্মে এবং মাত্র ৩২ বছর বয়সে তিনি শ্রীক্ষেত্র ও উত্তরভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে দীর্ঘ ১২ বছর বিদেশে কাটিয়ে অবশেষে দেশে ফেরেন। এই ১২ বছরে তিনি বৈষ্ণব-ও ভাগবত-ধর্ম বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান আহরণ করেন। এর ফলে স্বদেশের বহু স্থানে তিনি তাঁর মতবাদ প্রচার করেন ও বৈষ্ণবসত্র বা গীতবাদ্য-ধর্ম-বিচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বহু কাব্য গ্রন্থাদিও রচনা করেন। এইভাবে তিনি অল্পকালের মধ্যে সমগ্র আসামে (সেকালের আহোম রাজ্যে) বিখ্যাত হয়ে পড়েন। কিন্তু আহোম রাজ্যের প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণগণ তাঁর নবধর্ম বিষয়ে মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না এবং তারা বরাবরই তাঁকে নানাভাবে বাধা দিয়ে আসছিল। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁর প্রাণনাশেরও চেষ্টা করে। তখন তিনি বাধ্য হয়ে কোচরাজ্য কুচবিহারে চলে আসেন। কোচরাজ্য নরনারায়ণ স্বয়ং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং গুরুর ধর্ম ও মতবাদ প্রচারে সর্বতোপ্রকারে সহায়তা করেন। তার ফলে তিনি কোচরাজ্যেই থেকে যান এবং এখানেই তাঁর জীবনের শেষ ২৫ বছর কাটে। তারপর দীর্ঘ ১১৯ বছর বয়সে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহারে তাঁর দেহান্ত হয়। অতএব তিনি চৈতন্যেরই সমসাময়িক ছিলেন, যদিও তাঁর জীবৎকালেই চৈতন্যদেব তিরোধান (১৫৩৩ খ্রীঃ) গ্রহণ করেন।

বাংলা সাহিত্যের আলোচনা সূত্রে কিভাবে এরকম একজন প্রখ্যাত অসমীয়া ধর্মপ্রচারক ও কবির প্রসঙ্গ আসে তা বোধ হয় আরও একটু খোলসা করে বলা প্রয়োজন। শংকরদেবের সময় বাংলা ও অসমীয়া ভাষার মধ্যে বর্তমান কালের মত এতখানি পার্থক্য গড়ে ওঠেনি। শুধু তাই নয়, তখন এই দুটি ভাষা পরস্পরের অনেকখানি কাছাকাছি ছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বাংলা ও অসমীয়া এই দুটি ভাষার সম্পূর্ণ স্বাধীন অস্তিত্ব সম্ভব ছিল না। এমন কি, তৎকালে ওড়িয়াও আমাদের খুব নিকটে ছিল। চর্যাপদে প্রচুর অসমীয়া ও ওড়িয়া

CENTRAL LIBRARY

উপকরণ আছে। এসব উপকরণের জন্য চর্যাপদকে অসমীয়াগণ অসমীয়া ও উড়িষ্যাবাসীরা ওড়িয়া ভাষায় রচিত বলে মনে করেন। চর্যাপদ দশম-একাদশ শতকের রচনা, সে সময়ে এই তিনটি ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্বই গড়ে ওঠেনি। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেও অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার প্রভূত উপাদান আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বহু বৈশিষ্ট্য ও পদরূপ বর্তমানে কেবল বাংলাতেই আছে, অসমীয়া বা ওড়িয়ায় নেই; আবার অন্য অনেক বৈশিষ্ট্য ও পদরূপ এখন বাংলাতে নেই, কিন্তু অসমীয়া ও ওড়িয়াতে আছে। এর থেকে যেটা স্পষ্ট করে বোঝা যায় তা হচ্ছে এই যে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে বাংলা ঠিক আজকের বাংলার মত ছিল না বা অসমীয়া ও ওড়িয়া ঠিক বর্তমানকালের অসমীয়া ও ওড়িয়ার মত ছিল না। বর্তমান কালের এই তিনটি ভাষা সম্পূর্ণই স্বাধীন, পরস্পরের থেকে এরা-একেবারেই আলাদা; এজন্য প্রাথমিক জ্ঞান না থাকলে কোনো একটি ভাষাভাষী সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে অন্য দুটি ভাষা বোঝা একটু কঠিন বৈকি। আমরা জানি সাধারণ বাঙালী ভাল করে ওড়িয়া বোঝে না, বা সাধারণ অসমীয়া ভাল করে বাংলা বোঝে না। কিন্তু চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বা পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে অবস্থা এরকম ছিল না। তখন ভাষা তিনটি পরস্পরের বেশ কাছাকাছি ছিল বলে এক ভাষাভাষী লোকে অন্য দুটি ভাষা সহজে বুঝত। ইতিহাসের এইরকম এক সন্ধিলগ্নে শংকরদেবের আবির্ভাব হয়েছিল ও তিনি তাঁর কাব্য নাটক ইত্যাদি রচনা করেছিলেন। এজন্যে শংকরদেবের সাহিত্যে কেবল অসমীয়া ভাষারই উপাদান নেই, তাতে বিস্তর বাংলা এবং কিছু কিছু ওড়িয়া ও মৈথিলী উপাদান আছে। শংকরদেবের ধর্মমত ও ভাষা সম্পর্কে গুণাভিরাম বড়ুয়ার মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন: শংকরদেবের রচনা কেবল যে অসমীয়াদের নিজস্ব সম্পত্তি তা নয়, তাকে বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ (বিহার ?) ও আসাম সকলের বলা যায়। তাঁর ভাষা সকলে অল্পায়াসে বুঝতে পারে। অতীব খাঁটি কথা। বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষা যেমন বাঙালী, অসমীয়া, মৈথিলী ও ওড়িয়া সকলের পক্ষেই সহজবোধ্য, শংকরদেবের ভাষাও ঠিক তাই। উভয়ের রচনাকাল প্রায় একই সময়ে পড়ে, বড়ু চণ্ডীদাস অল্প অগ্রবর্তী। সম্ভবত সেই কারণেই গ্রন্থকারদ্বয় দুটি ভিন্ন অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করলেও এবং তাঁদের মাতৃভাষা পৃথক হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের রচনারীতি ও ভাষাশৈলীর মধ্যে প্রচুর সাধারণ সম্পদ ছিল।

CENTRAL LIBRARY

বাঙালী পাঠকের নিকট শংকরদেবের ভাষা ও রচনাশৈলী অপেক্ষাকৃত কাছের জিনিস। প্রথমত, নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ও অসমীয়ার সম্বন্ধ সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ; এ ঘনিষ্ঠতা শংকরদেব-চৈতন্যদেবের সময়ে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। দ্বিতীয়ত, শংকরদেব দীর্ঘকাল কোচরাজ্য কুচবিহারে বসবাস, ধর্মপ্রচার ও সাহিত্য রচনা করেছিলেন। কোচরাজ্যের ভাষা তখন বাংলা ছিল, সেজন্যে তিনি বাংলার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন—এমন সিদ্ধান্ত খুবই স্বাভাবিক। তৃতীয়ত, অতি প্রাচীনকালেও আসামে বাংলা ভাষার চর্চা ছিল, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকেও ছিল, এই মর্মে বহু ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণাদি আছে। অতএব আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলেও শংকরদেবের কাছে যে সমসাময়িক বাংলা ভাষা একেবারে অপরিচিত ছিল না তা বলাই বাহুল্য। এরূপ অবস্থায় তাঁর রচনায় যদি অতিমাত্রায় বাংলা উপাদান থাকে তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে তাই হয়েছে। 'শ্রীশংকর-বাক্যামৃত' থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক। এই উদ্ধৃতি আপাতত কেবল পদ্যে আবদ্ধ রইল।

যুদ্ধ চাই যত দেব আছন্ত আকাশে।
উরাইলা বিমান সবে পাখার বাতাসে॥
চন্দ্রসূর্য্যে নিয়মিতে ন পারন্ত রথ।
শ্রুতি এরি ঘোরা সবে ধরিলা বিপথ॥
নাহিকে ভাগর দুইরো ক্রোধ আতি চরে।
জোঁটাজুঁটি করি আসি পৃথিবীত পরে॥
মহাবেগে উর্ম্মি করি উঠে সবে জল।
পৃথিবী বুরাবে সামরাজে যাই তল॥

একমাত্র 'বুরাবে' শব্দটি বাঙালী পাঠকের নিকট অজ্ঞাত মনে হবে। 'উরাইলা', 'এরি', 'ঘোরা', 'পরে' প্রভৃতি শব্দের ড>র পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার অনুরূপ হেতু তা পশ্চিমবঙ্গবাসী পাঠক অনায়াসে ধরতে পারবেন। বাকি সব বিশুদ্ধ বাংলাই। লক্ষণীয় যে, এই উদ্ধৃতি শংকরদেবের প্রথম দিককার রচনা 'হরিশচন্দ্র উপাখ্যান' থেকে গৃহীত। তাঁর জীবনের শেষ পর্বে রচিত 'মহাভারত দ্বাদশ স্কন্ধ' থেকে কিছু অংশ :

CENTRAL LIBRARY

জয় জয় কৃষ্ণ প্রভু অভীষ্ট দায়ক।
জীবের জীবন যদু জগত নায়ক॥
জয় জয় সৃষ্টি স্থিতি লয় বিধায়ক।
অসুর নারক শিব শারঙ্গ শায়ক॥
নমো নমো মহা ঘোর গুরু হৃষীকেশ।
কৃষ্ণর চরণে মনে পয়ো উপদেশ॥
দ্বাদশ স্কন্ধর কথা হ্রস্ব দীর্ঘ ছন্দে।
কৃষ্ণর কিংকরে বিরচিলা পদবন্ধে॥

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দ্বাদশ স্কন্ধ রচিত হয়। সেদিক বিচার করলে এটিকে মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের সমসাময়িক বলতে হয়। ভাষার দিক দিয়েও সেই পরিমাণে আধুনিক। বস্তুত অংশটি এত আধুনিক ও এমন ষোল আনা বাংলা যে-বাঙালী পাঠক মাত্রই বিনা টীকা-টিপ্পনীতে এর আগাগোড়া বুঝতে পারবে।

অবশ্য সর্বত্র যে এরকম পরিষ্কার তৎসম শব্দের বাঁধুনি ও সেই কারণে বাঙালী পাঠকের পরিচিত শব্দময়তা বা বাক্‌ময়তা আছে তা নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাষারীতি একান্তই লৌকিক ও নিতান্তই অসমীয়া শব্দরীতিবদ্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই শংকরদেবের রচনা আধুনিক অসমীয়ার কাছাকাছি চলে এসেছে। এইরকম শব্দবাঁধুনির একটি উদাহরণ :

উদ্ধবক সম্বোধি মাতন্ত কৃষ্ণ পাছে।
কর্ম্মবন্ধ এরাইবে প্রবন্ধ যার আছে॥
বৈষ্ণবর সঙ্গ সিটো লৈব প্রথমত।
মোহোর চরিত্র শুনিবেক ভকতত॥
মোর নাম কীর্ত্তন করিব সর্ব্বক্ষণে।
হৃদয়ত মোর রূপ চিন্তিত যতনে॥
মোর যশ গায়া যিটো করৈ গীত নিত্য।
নাহি তার চিন্তা সিটো ভৈল কৃতাকৃত্য॥

CENTRAL LIBRARY

অংশটিতে বেশ কয়েকটি অসমীয়া শব্দবন্ধ আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি বাংলা থেকে এমন কিছু দূরবর্তী নয় বলে আধুনিক বাঙালী পাঠক মোটামুটি ভালভাবে এর অর্থগ্রহণ করতে পারবে।

আবার এইভাবে বহুক্ষেত্রে ওড়িয়া, মৈথিলী ও ব্রজবুলি ভাষারও কিছু কিছু অংশ দেখা যাবে। এরকম অংশগুলিও কোনোক্রমে বাঙালী পাঠকের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত মনে হবে না, কারণ রচনার অভ্যন্তরে সর্বত্র এমন বাঁধুনি ও সারল্য আছে যে বাহ্যিক দু চারটি শব্দ বা শব্দবন্ধগত কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও তাকে পুরাতন বাংলার বেশ কাছাকাছি বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নিঃসন্দেহে বাংলা রচনা, তবু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে যথেষ্ট কঠিন ও দুর্বোধ্য অংশ আছে, আধুনিক পাঠক বিনা আয়াসে এসব অংশের অর্থ উদ্ধার করতে পারবে না। শংকরদেবের পদ্যরচনা বুঝতে বাঙালী পাঠককে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত এতখানি আয়াস ও শ্রম পোয়াতে হয় না। শংকরদেবের পদ্যরচনা যে বাংলার কত নিকট, এর থেকে তা বোঝা যাবে।

শংকরদেবের পদ্যরচনার সঙ্গে বাংলার যে নৈকট্য বর্তমান তাঁর গদ্যরচনার সঙ্গেও সেই একই নৈকট্য বিদ্যমান। তাঁর পদ্যের মত তাঁর গদ্যের বাকবন্ধ ও শব্দবিন্যাসও অসমীয়া বাংলা ওড়িয়া মৈথিলী এবং ব্রজবুলি মিশ্রিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার বিস্ময়করভাবে বেশি, এত বেশি যে তাকে পরিষ্কার বাংলা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। মনে রাখতে হবে একথা তাঁর গদ্য সম্পর্কেই বলা হচ্ছে, পদ্য সম্পর্কে নয়। এই প্রাথমিক তথ্য থেকে যদি বলা হয় যে শংকরদেবই বাংলা গদ্যের আদি রচয়িতাদের একজন তাহলে নেহাত ভুল হয় না। অবশ্য এটাও মনে রাখতে হবে যে তিনি যেমন বিশুদ্ধ অসমীয়া গদ্য রচনা করেননি তেমনি বিশুদ্ধ বাংলা গদ্যও রচনা করেননি। কিন্তু যে মিশ্রিত বাংলা গদ্যরূপের তিনি স্রষ্টা তার মূল্য অসীম। এবার একটু বিস্তৃত আকারে শংকরদেবের গদ্যরচনা ও বাংলা বাক-রীতি বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

শংকরদেবের গদ্যরচনার নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর নাটকগুলিতে—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। নাটক ছাড়া তিনি নিছক কোনো গদ্য গ্রন্থ রচনা করেননি। তিনি বেশ কয়েকখানি নাটক লিখেছিলেন; বর্তমানে মাত্র ৬ খানি

CENTRAL LIBRARY

সংরক্ষিত, বাকিগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। এই ছখানি নাটক হল : ১. পত্নীপ্রসাদ, ২. রুক্মিণীহরণ, ৩. কালিদমন, ৪. কেলিগোপাল, ৫. পারিজাত হরণ, এবং ৬. রামবিজয়। নাটকগুলি খুবই সংক্ষিপ্ত, মাত্র এক একটি অংকে বিন্যস্ত। এক অংকে বিন্যস্ত বলেই বোধ হয় এদের 'অঙ্কীয়া নাট' বলা হয়। অর্থাৎ আধুনিককালে একাংকিকা বলতে আমরা যা বুঝি, শংকরদেবের নাটক-গুলি প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরকম, বহু অংকে বর্ণিত পূর্ণ পরিণত সংস্কৃত নাটক যেরকম সেরকম নয়। বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া অবশ্য অঙ্কীয়া নাটের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে সংস্কৃত 'অঙ্গীক অভিনয়' থেকে 'অঙ্কীয়া' কথাটির সৃষ্টি হয়েছে। অঙ্গীক বা আঙ্গীক কথাটির মানে অঙ্গভঙ্গী সহকারে অভিনয়, সে অর্থে নাটক মাত্রেই অঙ্গীক। অঙ্গীক থেকে অঙ্কীয়া যদি নাটক অর্থে ধরা হয়, তবে তার সঙ্গে আবার নতুন করে 'নাট' কথাটা যোগ করার কোনো অর্থ হয় না, কেননা তাতে 'অঙ্কীয়া নাট' বলতে 'নাটক নাটক' বোঝায়। যাই হোক, 'অঙ্কীয়া' শব্দটির উৎপত্তির তাৎপর্য কি সে-বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে না এসেও বলা যায় যে শংকরদেবের অঙ্কীয়া নাট নামে প্রচলিত রচনাগুলি মূলত আধুনিক একাংকিকার অনুরূপ ক্ষুদ্র নাটক।

এই সব অঙ্কীয়া নাট বা একাংক নাটকগুলি কোন সময়ে রচিত হয়েছিল সে-সম্বন্ধে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। একখানি মাত্র নাটকের ঐতিহাসিক সময়সীমা পরিষ্কার জানা যাচ্ছে। এটি তাঁর শেষ নাটক রামবিজয়। এই নাটকটি মহারাজা নরনারায়ণের ভাই ও তাঁর সেনাপতি চিলারায়ের অনুরোধে রচিত হয়েছিল। এবং নাটকটির অভিনয়ও মহারাজা নরনারায়ণের (১৫৩৩-৮৩ খ্রীঃ) রাজসভায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অভিনয়ে রাজসভার অনেকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বাকি নাটক কখানিও তিনি কোচরাজ্যে বসে লিখেছিলেন। এর থেকে এ অনুমান করতে পারি যে শংকরদেবের নাটকগুলি মোটামুটিভাবে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে লিখিত হয়েছিল। অতএব এই সব নাটকে যে গদ্য রূপের নিদর্শন পাই তা নিশ্চিতভাবেই ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে রচিত। অবশ্য এই গদ্যরূপ প্রচলিত গদ্যরূপ নয়, প্রচলিত গদ্যরূপের ওপর প্রস্তুত একটি কৃত্রিম ও মিশ্র গদ্যরূপ। তাহলেও এর থেকেই মোটামুটিভাবে প্রাচীন বাংলা (অর্থাৎ ষোড়শ শতকের বাংলা) গদ্যের কাঠামো কেমন ছিল তার একটা আভাস অবশ্যই পাওয়া যাবে।

CENTRAL LIBRARY

শংকরদেবের প্রথম নাটক পত্নীপ্রসাদ। প্রতি পৃষ্ঠায় ছ-কলম করে এর মুদ্রিত আকার সাত পৃষ্ঠা। গদ্য পদ্য মিলিয়ে মোট শব্দসংখ্যা ১,৯৮৩; এর মধ্যে শুধু গদ্যাংশের শব্দ সংখ্যা হল ১,১৮২ অর্থাৎ মূল রচনার তুলনায় গদ্যাংশের পরিমাণ ৬০ শতাংশ। পদ্যাংশে আছে শ্লোক, ভটিমা এবং গীত, এবং গদ্যাংশে কেবল নাটকীয় সংলাপ ও সূত্রধরের উক্তি। ভটিমা হল পদ্যে নাটকীয় নীতিকথা ব্যাখ্যান, কতকটা সংস্কৃত নাটকের নান্দীমুখের অনুরূপ। শংকরদেবের প্রত্যেকটি নাটকেই এই একই প্রকার গদ্য-পদ্যবন্ধ ও শ্লোক, ভটিমা এবং গীত আছে। এখন পত্নীপ্রসাদ নাটকের গদ্যাংশ হতে কেবল বাংলা ভাষার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ উদ্ধৃতি করা হল:

সূত্রধর— ঐচন প্রবেশ কয় বিপ্রসব যজ্ঞ করিতে লাগল। তদনন্তর রামকৃষ্ণে গোপসৈন্যে সহিতে প্রবেশ করল। তাহে দেখহ শুনহ।

... ...

শ্রীকৃষ্ণ— হে সখি সব, আঃ ভাল কহল, হামু যে বোলো তা শুনহ। ওহি আশ্রমক মধ্যে বিপ্রসব স্বর্গকামে যজ্ঞ করিতেছে।

... ...

বালক সব— হে গুরু সব, তোরা সব পরম পণ্ডিত, ···· ওহি অশোক মূলে গোপগণ সহিতে রামকৃষ্ণ পরম ক্ষুধাতুর হুয়া অন্ন পার্থি পঠাওল ··· তোরা সব আগে হামু কি কহব?

শ্রীকৃষ্ণ— আহে ব্রাহ্মণী সব, তুহু সব পরম ভাগ্যবতী। হামো তোহার কোন কর্ম্ম সাধো তাহেক সত্বরে কহ। পতি পুত্র সুহৃদ সবর বাধা নগণি কহু হামাক দেখিতে আওল। আ তুমি সব ভকতর হেনয় লক্ষণ; পরম চতুর মহা বিবেকী যারা সব তারা সব হামাক নিস্কামে ভজয়। তোরা সবর প্রেম ভকতি হামাক বশ্য কয়ল। ইদানিক তুমি সব ব্রাহ্মণ সবর যজ্ঞস্থানে যাঅ; হামার ওহি সম্মত।

শংকরদেবের গদ্যাংশে ব্রজবুলির যথেষ্ট মিশ্রণ আছে, এ কথা আগে বলা হয়েছে; উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে এই ব্রজবুলির প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। তার সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হয় যে এই উদাহরণে কোথাও খাঁটি ব্রজবুলি

CENTRAL LIBRARY

নেই, কেননা স্থানে স্থানে প্রচুর বাংলা শব্দ, ক্রিয়া, বাকরীতি ইত্যাদি অনুসৃত হয়েছে। নামপদের বহুবচনে 'সব', প্রত্যয় 'ইতে' যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া, সর্বনামের প্রথম পুরুষ বহুবচনে 'যারা' 'তারা', মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় 'যাঅ' ইত্যাদির ব্যবহার কেবল বাংলাতেই হয়। মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় 'হ' বিভক্তির ব্যবহারও প্রাচীন এবং মধ্য বাংলার বৈশিষ্ট্য, যেমন চণ্ডীদাসের সেই বিখ্যাত চরণ 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই', আধুনিক বাংলায় 'কহ' ক্রিয়ার ব্যবহারও লক্ষণীয়। বাক্যের কাঠামোতেও অনেক সময় বাংলা রীতি বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এই নাটক থেকে আরও কিছু দৃষ্টান্ত :

> সূত্রধর— ঐচন লীলা কৌতুক নৃত্য করিতে গোপাল সহিতে শিশু সব কালিহ্রদক পাওল। সে বিষময় পানী না জানি পরম পিয়াসে পীড়িত হুয়া সবহি হ্রদর জল উদর ভরি পান করল।

'ঐচন', 'কালিহ্রদক', 'পাওল', 'সবহি', 'করল' নিঃসন্দেহে ব্রজবুলি। ব্রজবুলিতে সংস্কৃতের মত গমনার্থক স্থান বোঝাতে ৭মীর জায়গায় ২য়া বিভক্তির ব্যবহার হয়, সেইজন্য 'কালিহ্রদক' পাই। অবশ্য প্রাচীন ও মধ্যবাংলায়ও এরূপ ক্ষেত্রে ৭মীর স্থানে ২য়ার ব্যবহার দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই বিষয়ের ভূরি-ভূরি উদাহরণ আছে। রবীন্দ্রনাথের 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল' নামক বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিটিতে ৭মীর স্থানে ২য়ার ব্যবহার হয়েছে। আধুনিক দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের উপভাষায় ও ওড়িয়ায় এই রীতি বহুলভাবে বিদ্যমান। যাই হোক, উল্লিখিত দৃষ্টান্তের বাকি অংশগুলি পরিষ্কার বাংলা। অতীত অসমাপিকা (infinitive) রূপে 'করিতে', বহুবচনে 'শিশুসব', বর্তমান অসমাপিকায় (conjunctive) 'হুয়া' (হইয়া) প্রভৃতি অংশগুলি কেবল বাংলাতে ব্যবহৃত হয়, অন্যত্র হয় না। 'উদর ভরি' বাংলাও হতে পারে, অসমীয়াও হতে পারে। অসমীয়ায় অধুনা বর্তমানে অসমাপিকা রূপে কেবল 'ই' বিভক্তি পাই, 'ইয়া' নয়। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় 'ইয়া'-র সহিত 'ই' বিভক্তির ভূরি ভূরি ব্যবহার দেখা যায়।

> শ্রীকৃষ্ণ— হে ব্রাহ্মণী সব, বিদুরতে থাকিয়ে শ্রবণ কীর্ত্তন ভক্তিয়ে হামাক যৈচে বশ্য করায়ে, নিকটে থাকি সিমতে ভকতি করিতে পারয়ে নাহি, যৈচে অমৃত পান করিতে করিতে মুখে রুচয়ে নাহি। ইহা জানি তোরা সব শীঘ্র চলহ।

... ...

CENTRAL LIBRARY

সূত্রধর— ওহি বুলি ব্রাহ্মণ সব চলিতে নিশ্চয় কয়ল। সোহি সময়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লাঠিতে ভির দিয়ে গৃহ হন্তে বাজ হুয়া যৈচে নিষেধ বোলল তা দেখহ। হে ব্রাহ্মণ সব, তোরা সব গোকুলে যাইতে চাঅ, তোরা সব নষ্ট ভৈলা ; রাজা কংসে জানি সহব নাহি। তোরা সবক নিগ্রহি সর্ব্বস্ব আগ্রহ করি লৈয়া জাতি কুল সব নষ্ট করব। ওহি শুনি ব্রাহ্মণ সব ভীতি হুয়া যাইতে নাহি পারল। কৃষ্ণচরণে শরণ লৈয়া কর্ম্ম গর্ব্ব সব চারি শ্রবণ কীর্তন করিয়ে গৃহে রহল। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণে বালক সবক ষড়রস অন্ন ভোজন করায়ল।

এ অংশে বাংলা বাকরীতির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বেশি তা বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। 'ইয়া- 'য়া' যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া কেবল বাংলারই বৈশিষ্ট্য, ওড়িয়া মৈথিলী বা অসমীয়ায় এ বৈশিষ্ট্য নেই।

'পত্নীপ্রসাদ' অতি সংক্ষিপ্ত এবং অপরিণত নাটক। কিন্তু তা সত্ত্বেও শংকরদেবের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য এতে কিছু কম নেই। তবে তাঁর পরবর্তী নাটক-গুলির তুলনায় এই নাটকে ব্রজবুলি অংশ একটু বেশি এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে শংকরদেবের মাতৃভাষা অসমীয়া হলেও তাঁর রচনায় অসমীয়া ভাষার উপাদান কিন্তু যথেষ্ট কম। উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে তা প্রায় একেবারে নেই মনে হয়। অবশ্য অসমীয়া উপকরণ মিশ্রিত ব্রজবুলি অংশ তাঁর রচনার অন্যত্র আছে। এর চেয়ে বড় আরো একটি বিস্ময়ের ব্যাপার হল শংকরদেবের রচনায় বর্তমান কালের চলতি বাংলার কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যেমন সর্বনামে 'যারা', 'তারা' ও অসমাপিকা 'দিয়ে'। এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত, পরবর্তীকালের লিপিকারগণের যোজনা, বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তা নয়। আধুনিক চলতি বাংলার দু-চারটি শব্দের এরকম ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও দেখা যায়। তবে এইসব উদাহরণ শংকরদেবের রচনায় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

'রুক্মিণীহরণ' অনেক বড় নাটক, দু-কলমে মুদ্রিত এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭। এটি শংকরদেবের একটি বিখ্যাত নাটক, এতে বাংলা উপাদানের পরিমাণও বেশি।

রুক্মিণী— অয়ে ভিক্ষুক তুহু কে, কোথা হন্তে এথা আয়লি থিক।

... ...

সূত্রধর— সে রাজকুমারী রুক্মিণী কৃষ্ণক রূপলাবণ্য শুনিয়ে মোহিত হুয়া যৈচে, কৃষ্ণক চরণ চিন্তিয়ে রহল, আহে লোক তাহে দেখহ শুনহ।

... ...

CENTRAL LIBRARY

ভীষ্মক— আহে পাত্র মন্ত্রী জ্ঞাতীসব, হামার দুহিতা রুক্মিণী বিবাহক যোগ্য ভেল। কন্যাক সদৃশ বর কোনথানে থিক।.....হামো জানি এক দৈবকীনন্দন বিনে কন্যাক সমান বর নাহি।

রুক্মী—অঃ হামার ভগিনী রুক্মিনীক কাহাক শকতি কৃষ্ণক বিবাহ দেঅব। সে যাদব অনাচার, গোবধ, স্ত্রীবধ, মাতুলবধ কত পাপ কয়ল থিক, সে হামার সম্বন্ধক যোগ্য হয় নুহি। আহে বৃদ্ধরাজ! তুহ কিছো বুজয়ে নাহি, যে মহারাজ শিশুপাল সে রুক্মিনীক যোগ্য বর হয়, নিষ্ঠে তাহাক বিবাহ দেঅব। হামো অঙ্গীকার কয় বোলল।

সূত্রধর—তদনন্তর কৃষ্ণক বিরহ তাপে তাপিত হুয়া রুক্মিনী ঘন ঘন কৃষ্ণকথা জম্পই, দিশ দশ আন্ধিয়ারি দেখিয়ে মূর্ছিত হুয়া পরল। তাহে দেখিএ সখী মদনমঞ্জরী, সখী লীলাবতী হাহাকার কয় আতি সত্বরে বাহু মেলি ধরল, শিরে জল সিঞ্চল, আঙ্কোরে বিঞ্চিকহো আশ্বাসে বোলল।

এই অংশে ব্রজবুলির পরিমাণ বেশি, বাংলার পরিমাণ কম এবং যা আছে তা এক জায়গায় একটি সুপষ্ট বাক্যবন্ধ রচনার মধ্যে ধরা পড়েনি, স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কিন্তু বাক্যের গঠনবৈশিষ্ট্য ও কাঠামো একেবারে বাংলার অনুরূপ ; শুধু তাই নয়, যে সব তৎসম শব্দ একসঙ্গে একটি বাকধারা রচনা করে উপস্থিত আছে, সেগুলিও হুবহু বাংলার অনুরূপ। বলতে গেলে আধুনিক বাংলাতে ঠিক এই একইভাবে তৎসম শব্দরাজির সাহায্যে বাংলা বাকবন্ধ রচনা করা হয়।

বাংলা অংশের পরিমাণ বেশি, ব্রজবুলি, মৈথিলী ও অসমীয়া অংশের পরিমাণ কম, এমন অনেক বাক্য, এমনকি অনুচ্ছেদ, এই 'রুক্মিনীহরণ' নাটকে আছে। এবার ঐরকম অংশ সমূহের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। এইরূপ বাক্যের পূর্বে বা পরে ব্রজবুলি বা অন্য ভাষার পরিমাণ বেশি থাকলে তা·····চিহ্নের সাহায্যে লুপ্ত রাখা হল।

রুক্মিনী—হে সখি লীলাবতী তুহু সত্বরে যাঅ। হামার মহামিত্র বেদানিধিক আন গিয়া।

সূত্রধর—শুনি লীলাবতী তৎকালে চলি যায়।·····

... ...

CENTRAL LIBRARY

রুক্মিনী—.....তোহো যব দ্বারকাপুর গিয়া শ্রীকৃষ্ণক আনিতে পারহ তবে হামাক প্রাণদান দেঅহ।

বেদানিধি—কৃষ্ণক আনিতে কোন চিন্তা থিক। তপক মহিমায় আকাশক চন্দ্র আনি দিতে পারি।

... ...

রুক্মিনী—হে স্বামী কৃষ্ণ! ভিক্ষুক মুখে তোহাক রূপগুণ শুনিয়ে হামো কায়বাক্যমনে তোহাক পতিভাবে বরয়িছি। তথি শিশুপাল পাপী হামাক নিতে চাহে। জানি প্রাণনাথ সত্বর আসি হামাক রক্ষা করহ। তোহোক ছাড়ি হামার গতি নাহি গতি নাহি।

সূত্রধর—ওহি বুলি রুক্মিনী স্বহস্তে পত্র লেখি ব্রাহ্মণক হাতে দেল। বেদানিধি হাত পাতি লেল।

... ...

দ্বারপাল—হে স্বামী, কুণ্ডিন হন্তে এক বিশিষ্ট বিপ্র হামার দ্বারে রহয়ে থিক। কি আদেশ হয় নাথ?

... ...

বেদানিধি—সে কন্যাক বিবাহ করিতে পাপী শিশুপাল আওল।

... ...

বেদানিধি—"হে স্বামি! ভিক্ষুক মুখে তব রূপ গুণ শুনিয়ে কায়বাক্যমনে বিবাহ তোহাক পতিভাবে বরয়িছি। তথি শিশুপাল হামাক বিবাহ করিতে আওল থিক।"

... ...

কৃষ্ণ—হে বেদানিধি, স্বস্থ হঅ স্বস্থ হঅ।

সূত্রধর—কৃষ্ণক আশ্বাস শুনিয়ে চৈতন পাই বিপ্র বোলল।

... ...

কৃষ্ণ—হে গুরো, তোহো আগু হুয়া চলহ। সে প্রাণপ্রিয়া নিরাশ দেখিয়ে প্রাণ ছাড়ব। হামার আগমন রুক্মিনীক কহ গিয়া।

... ...

BCU 3062

CENTRAL LIBRARY

বেদানিধি—হে মাতা, হামার আশীর্ব্বাদে শ্রীকৃষ্ণ সহিত তোহাক সুবসতি হৌক।

... ...

জরাসন্ধ—অ হামু বিদ্যমান থাকিতে কাহাকে ভয় থিক, হে রাজাসব ওহি ক্ষত্রিয়র ব্যবহার নোহে।

... ...

সূত্রধর—তদন্তর রুক্মিনীক নবীন রূপ যৌবন পেখিয়ে যত রাজাসব কামবানে মূর্চ্ছিত হুয়া আসন হন্তে ঢলি ঢলি পরল। বিহ্বলভাবে কেহো করযুরি বোলল।

রাজাসব—হে প্রাণেশ্বরি, কামসাগরে নিস্তার করহ।

সূত্রধর—কেহো আঙ্গুলী মুখে লৈয়া বোলল।

রাজাসব—হে প্রাণপ্রিয়ে মদনে মন নির্দ্দয়, হামাক হাস্য নিরীক্ষণ করহ।

... ...

সূত্রধর—তদন্তর শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনীক রূপ-লাবণ্য পেখিয়ে মোহিত হুয়া কথং কথমপি চিত্ত শান্ত কয়ল। রুক্মিনী সখিসব সহিত লীলাগতি চলিতে কৃষ্ণক দেখল।.....সলজ্জ হাস্য করিয়ে অধোমুখী হুয়া রহল। শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে উঠিকহো রাজসভা মধ্য হন্তে রুক্মিনীক হরি লৈয়া আপুন সমীপ কয়ল।

... ...

সূত্রধর—তদন্তর কৃষ্ণক নিমিত্তে বিলাপ করিতে রুক্মিনী ঘন ঘন শ্বাস ফোকারে নয়নক নীর বহি যাই, তাহে দেখি ভকত বান্ধব মাধব অতি সত্বরে বাহু মেলি আলিঙ্গি কহো আশ্বাস বোলল।

কৃষ্ণ—অহে প্রাণপ্রিয়ে, কি নিমিত্ত ক্রন্দন করইছ, হামু বিদ্যমানে থাকিয়ে তোহাক কোন চিন্তা কাহেক ভয় থিক।

... ...

সূত্রধর—দ্বারকাপুরে দৈবকী শ্রীকৃষ্ণক একেশ্বরে কুণ্ডিনক যাইতে দেখিয়া পুত্রস্নেহে অতিকাতর হৈয়া বলভদ্রগদসাত্যকিক ডাকিয়া আনি সন্তাপিত চিত্তে বোলয়ে লাগল।

দৈবকী—হে বলভদ্র! হে সাত্যকি! হে গদ! দেখ মোর প্রাণপুতাই শ্রীকৃষ্ণ কন্যাক আশে একাকী চলিয়া গেল। হামু লোক মুখে শুনি

Gs 3374

CENTRAL LIBRARY

আছো ; সিঠারে দুষ্ট রাজাসব একত্র হৈয়া রহইছে। নাহি জানি একেশ্বর পায়া কোন পরমাদ ঘটাবে, তাহৈলে হামার সমুলে বুড়য়।···

সূত্রধর—ওহি বুলি দৈবকী মকমকি রোদন করিতে লাগল, দেখি বলভদ্র আশ্বাস করিয়া বোলল।

বলভদ্র—হে মাঅ, তুহু কৃষ্ণক নিমিত্ত কিছু চিন্তা করবি নাহি। যে কৃষ্ণ একেশ্বরে ত্রৈলোক্যক জিনিতে পারে, তাহাক আগু রাজাসব কোন বস্তু থিক, তথাপি তোহাক আদেশ পালিয়ে এতিক্ষণ কুণ্ডিনক যাইবোঁ, তুহু চিন্তা ছাড়হ চিন্তা ছাড়হ।

সূত্রধর—ওহি পরকারে পদাতি সৈন্য সহিতে বলদেব আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ রথ ভেট পাওল।

··· ···

সূত্রধর—শ্রীকৃষ্ণক শরে রাজাসবক উরু কর কটি হৃদয় ভেদল, শিশুপালক কিরীটি কাটল। দেখিয়ে মহাভয়ে রাজাসব ভঙ্গ দিয়ে পলায়ল। ত্রাসে পাছে চায়হ নাহি,·····শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকে কতিদূর গৈয়া দেখিয়ে পালটি রহল।

··· ··· ···

সূত্রধর—শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালক কিরীটি কাটিয়ে রাজাসবক কতিদূর খেদাই পরম কৌতুকে যুক্ত হুয়া প্রিয়া রুক্মিনী সহিত দ্বারকাপুর চলিতে যৈচন লীলাগতি কয়ল, হে লোক তা দেখহ শুনহ·····।

কৃষ্ণ—আহে প্রিয়ে, বিলাপ ছোড়হ, তোহাক নিমিত্ত এ পাপীক প্রাণ রাখলু। কিন্তু ইহাক এক শাস্তি করব, তাহেক নিষেধ নাহি করবি

সূত্রধর—ওহি বুলি শ্রীকৃষ্ণ সে রাজকুমারক গলে বস্ত্র বান্ধি ধরল। খড়্গ ধরিয়ে সব কেশ মুণ্ডন করল, দাড়ি গুম্ফ চক্ষু ভ্রূসব উপারল, মুখে কালি চুণ ঘসিয়ে ঢঙ্কা মারি পেলাঅল। যৈচে মৃতক শব সদৃশ রুক্মী মাটিতে পরিয়ে রহল। আহে লোক দেখো, দেখো, যো হরিক দ্রোহ করয়, হরিগুণ নাম লৈতে নিন্দা করয়, সোহি পাপীক ওহি অবস্থা দেখহ।···

··· ··· ···

CENTRAL LIBRARY

সূত্রধর—তদন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াক আখি মুখ পীত বস্ত্রে মুছি, শান্ত করিয়ে পরম কৌতুকে দ্বারকাপুর প্রবেশ করিতে……।

… … …

সূত্রধর—তদন্তর দেবী দৈবকী পরম মঙ্গল বাদ্যভাণ্ডে আসি কহো বর কন্যাক……প্রবেশ করায়ল। অনেক সুন্দরী স্ত্রী আয়তি সব সহিতে কৃষ্ণ রুক্মিনীক মাথে দুর্বাক্ষত সিঞ্চোয়িয়া……মিলাঅল।…… হরিক বিবাহ কথা জানিয়ে, জগতক যত লোক কৌতুকে দ্বারকাপুর ভরল আসিয়া। রাজা ভীষ্মক স্বহস্তে কৃষ্ণক কন্যা দান করিতে আওল। তদন্তর জগতক গুরু শ্রীনারায়ণ মনুষ্য লীলা দরশিয়ে, বিবাহ করিতে প্রিয়া সমে আসনে বৈঠল।

… … …

সূত্রধর—ঐচন পরকারে কৃষ্ণক বিবাহ ভেল। তদন্তর ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি যত দেবতা, পাতালক বাসুকী প্রভৃতি যত নাগ, পৃথিবীক যত রাজা, সবাকো সাদরে শ্রীকৃষ্ণ গন্ধ চন্দন পুষ্প তাম্বুল বস্ত্র অলংকারে পরম সন্তুষ্ট কয়ল। অতঃপর পরম কৌতুকে ত্রৈলোক্য লোকে জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ ঘুষিয়ে……স্থানে চলিতে অন্যোঅন্যে আশ্চর্য্য রূপ গুণ মহিমা কীর্তন কয়কহো দশোদিশে গেল।

… … …

সূত্রধর—আহে সভাসদ লোক, কৃষ্ণ চরণ প্রসাদত রুক্মিনীহরণ নাট সম্পূর্ণ ভেল। ইহাত যত ন্যূনাধিক দোষ, সে হরিস্মরণে দূর হৌক।

বাক্যের কাঠামো একেবারে আধুনিক বাংলা গদ্যের অনুরূপ। ল-কারান্ত অতীত কালের ক্রিয়াপদ সমূহ বেশির ভাগই আধুনিক বাংলায় পাওয়া যায়। শুধু 'কয়কল', 'কয়ল', 'করায়ল', 'বৈঠল', 'বোলল', 'মিলল', 'মিলাঅল', 'ভেল' প্রভৃতি খাঁটি ব্রজবুলি। মধ্যযুগের বাংলা-ব্রজবুলি বৈষ্ণব কবিতায় এ ধরনের ক্রিয়াপদের অজস্র দৃষ্টান্ত আছে।

'করিয়ে', 'দেখিয়ে', 'দিয়ে', 'লৈয়ে', 'হইয়ে', 'হয়ে' প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত বর্তমান অসমাপিকা রূপগুলি আধুনিক বাংলার মত; উনবিংশ শতকের গদ্য-পদ্য রচনায় এ ধরনের প্রয়োগ যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল, বর্তমানে এগুলি আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে কেবল মাত্র চলতি বাংলায় স্থান লাভ করেছে।

CENTRAL LIBRARY

ব্রজবুলির বিশিষ্ট ষষ্ঠি বিভক্তি ছিল 'ক', এখানেও এই 'ক' বিভক্তির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। দ্বিতীয়াতে বর্তমান বাংলায় 'কে' বিভক্তির ব্যবহার হয়। শংকরদেবের রচনায় এই 'কে' বিভক্তির ব্যবহার আছে, তবে তা অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে। উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হতে এটা বেশ বোঝা যায়। বদলে দ্বিতীয়ায় শুধু 'ক' বিভক্তির বহুল ব্যবহার দেখি। বর্তমান অসমীয়াতে দ্বিতীয়ায় কেবল 'ক' বিভক্তির ব্যবহার হয়। মধ্য বাংলায় এই 'ক' বিভক্তির যথেষ্ট ব্যবহার ছিল ; আধুনিক উপভাষাগুলিতে, বিশেষত পূর্ববঙ্গের উপভাষাগুলিতে, এখনো দ্বিতীয়ায় 'কে'-র বদলে 'ক' বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

'থিক' কথাটির মানে কোথাও 'নেই', কোথাও বা 'আছে', আবার কোথাও এটি কেবল অর্থহীন শব্দ রূপে শোভমান। এটি বর্তমান অসমীয়ায় নেই, বাংলাতেও না। এটি ব্রজবুলি হতে পারে, আবার মধ্যযুগের বাংলা-অসমীয়াও হতে পারে।

'কত' 'যত' 'তত' প্রভৃতি শব্দগুলি খাঁটি বাংলা অব্যয়। এগুলি এখন অসমীয়া বা অন্য কোন ভাষায় ব্যবহৃত হয় না।

বহুবচনের প্রত্যয় 'সব' 'রা' 'গণ' 'সকল' প্রভৃতি বিশুদ্ধ বাংলা। এগুলি মধ্য বাংলা যুগ থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে বাংলাতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমান অসমীয়াতে কিন্তু এই প্রত্যয়গুলির ব্যবহার হয় না। তার বদলে সম্পূর্ণ ভিন্ন উৎস হতে জাত 'বোর', 'বিলাক', 'হঁত' এই তিনটি বহুবচনের বিভক্তি বর্তমান অসমীয়াতে আবশ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়।

এই সব বৈশিষ্ট্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে শংকরদেবের গদ্য যদিও ব্রজবুলি মিশ্রিত কৃত্রিম অসমীয়া নামে অসমীয়া সমাজে অভিহিত, তবু এই ভাষার মধ্যে প্রকৃতই বাংলার মিশ্রণ ও বৈশিষ্ট্য খুব বেশি, অনেক সময় কোনো কোনো অংশ একেবারে খাঁটি আধুনিক বাংলার সহিত অভিন্ন। এই কারণেই শংকরদেবকে বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা বলে গণ্য করা উচিত।

শংকরদেবের বাকি নাটকগুলিতেও এই একই প্রকার গদ্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেগুলিতেও বাংলা অংশের পরিমাণ ঠিক 'রুক্মিনীহরণ' নাটের অনুরূপ। কাজেই সেই সব নাটক থেকে কোন উদ্ধৃতি দেওয়া হল না, তার কোন প্রয়োজনও নেই।

CENTRAL LIBRARY

মা ধ ব দে ব

শংকরদেব যে গদ্যরীতি প্রবর্তন করেছিলেন তা তাঁর মৃত্যুর পরেও বেশ কিছুকাল অনুসৃত হয়েছিল। এই মর্মে একাধিক কবি ও নাট্যকারের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে শংকরদেবী ভাষা ও গদ্যরীতি অনুসরণে যিনি সবচেয়ে বেশি সফলকাম হয়েছিলেন ও যিনি প্রায় শংকরদেবের মতই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি হলেন শংকরদেবের সুযোগ্য শিষ্য মাধবদেব। মাধবদেবও শংকরদেবের মত অনেকগুলি নাটক রচনা করেছিলেন এবং সেইসব নাটকের ভাষারূপে অবিমিশ্র অসমীয়া ভাষার বদলে বাংলা অসমীয়া ওড়িয়া মিশ্রিত ব্রজবুলি ভাষা ব্যবহার করেন। অবশ্য শংকরদেবের নাট্যরীতি ও ভাষাবন্ধনীর তুলনায় মাধবদেবের নাট্যরীতি ও ভাষাবন্ধনীতে কিছু পার্থক্য আছে। তিনি শংকরদেবের চেয়ে ঘরোয়া শব্দ ও লৌকিক বাকধারা পরিমাণে কিছু বেশি ব্যবহার করেছিলেন।

মাধবদেব পূর্ব-উত্তর আসামের বর্তমান লখিমপুর জেলার নারায়ণপুর[১] অঞ্চলে ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই তারিখ শংকরদেবের জন্মের ঠিক ৪০ বছর পরে। পূর্ব-উত্তর আসাম অসমীয়া ভাষা প্রধান অঞ্চল, এখানে বাংলা ভাষার প্রভাব তুলনামূলকভাবে অনেক কম, স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে এই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেও মাধবদেব কেমন করে বাংলা গদ্যরীতির উদ্ভবযুগের সহিত জড়িয়ে পড়লেন। উত্তরে বলা যায় যে মাধবদেবের পিতা গোবিন্দগিরি ভূইঞা পূর্বে বঙ্গদেশের রংপুরের অধিবাসী ছিলেন। এই রংপুরের সহিত তাঁর যোগাযোগও বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। একবার নারায়ণপুর অঞ্চলে বেশ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তখন গোবিন্দগিরি পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর জন্মস্থান ও পূর্ব বাসভূমি রংপুরের বাণ্ডুকা[২] চলে আসেন। এইখানেই মাধবদেবের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয় ও তাঁর বাল্যজীবন কাটে। পরবর্তী কালে শংকরদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পরে মাধবদেবও দীর্ঘকাল গুরুর মত কোচরাজ্য কুচবিহারে কাটান এবং ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সেখানেই তাঁর দেহান্ত হয়। এইভাবে বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতির সহিত মাধবদেবের গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল; জন্মসূত্রে তিনি

১। বিরিঞ্চি কুমার বড়ুয়ার মতে মাধবদেবের জন্মস্থান নগাঁও জেলার লেটুপুখুরি নামক গ্রামে। কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে বিস্তৃত কিছু বলেন নি।

২। বাণ্ডুকা নগাঁও জেলারও হতে পারে। সেক্ষেত্রে মাধবদেবের জন্ম নগাঁও জেলায়, আসামে, বঙ্গদেশে নয়।

CENTRAL LIBRARY

বাঙালী ছিলেন এমন কথা বললেও অন্যায় হয় না। কাজেই তাঁর রচনায় যদি বাংলা ভাষার ব্যাপক মিশ্রণ থাকে তাহলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

মাধবদেবের নামে মোট আটখানি নাটক পাওয়া যায়। এইগুলি হল : ১. অর্জ্জুন-ভঞ্জন, ২. ভূমি-লোটোয়া, ৩. ভোজন-ব্যবহার, ৪. ভূষণ-হেরোয়া, ৫. চোর-ধরা, ৬. কোটোরা-খেলোয়া, ৭. পিম্পরা-গুচুয়া, এবং ৮. রাস-ঝুমুরা।

শংকরদেব ও মাধবদেবের রচনাশৈলী এবং ভাবগত পার্থক্যের কিছু ইঙ্গিত উভয়ের নাটকাবলীর নাম থেকেই পাওয়া যায়। শংকরদেবের নাটকগুলির নামে যেখানে কেবল সংস্কৃত শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে মাধবদেব তাঁর নাটকের নামকরণে শুধুই লৌকিক অর্থাৎ তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই ব্যবহার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি মাটির অনেক কাছাকাছি ছিলেন এবং তাঁর সাহিত্যের বিষয় ভাব ও ভাষা-সম্পদে লৌকিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতির প্রভাব ভালই পড়েছিল।

মাধবদেবের নাটকে সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহারও অনেক কম। তুলনায় গানের পরিমাণ বেশি এবং এই গানগুলিতে লৌকিক ভাষা-ও ছন্দো-রীতি ও একটি অকৃত্রিম গ্রামীন আবহ দেখা যায়। মাধবদেবের নাটক থেকে এরকম একটি গীত এখানে উদ্ধার করা হল।

পলাই জগত পতি নন্দজায়া যশোমতি
লড়ু ধরি পাচু পাচু ধাই।
করি আছো অপরাধ কবহু নাহিকে বাধ
তাড়ন এড়ান না যাই॥
ভাঙ্গিয়া মথনি মাঠি দধি সব কৈলো নাঠি
নবীন লবলু আছো খায়া।
মাঅর উঠিছে রাগ না পাই নাছাড়িব লাগ
ভয়ে কাম্পে থির নহি কায়া॥

—অর্জ্জুন-ভঞ্জন

CENTRAL LIBRARY

ছন্দ-ও ভাষা-রীতি একেবারে মধ্যযুগীয় বাংলা কবিতার মত, সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য নেই, পদবন্ধনীতে বাংলার বৈশিষ্ট্যই সর্বাধিক, অল্প অসমীয়া রীতি আছে, ব্রজবুলির ব্যবহার মাত্র একটি শব্দে, 'কবহু'।

আর একটি গীত উদ্ধৃত করার লোভ সামলানো গেল না। গীতটি একই অর্জ্জুন-ভঞ্জন নাটক থেকে গৃহীত।

মহা মহা যোগীগণে, পরম নির্ম্মল মনে
চিন্তিয়া নাপাই লাগ যারে।
সবারে আতমা হরি, হাতে গোপী লড়ু ধরি
ধায়া ফুরে তারে মারিবারে॥
জননীর দুখ দেখি, হাতে কচালিয়া আখি
কান্দিয়া রহিলা যেন ডরে।
দেখিয়া যশোদা রাণী, তনয়র ভয় জানি
ধরিলা তেজিয়া বারি করে॥

এ একেবারে ষোল-আনা বাংলা। এর মধ্যে ব্রজবুলির মিশ্রণ নেই, অসমীয়ার অনুপ্রবেশও না। কবি নিঃসন্দেহে সমসাময়িক কালে প্রচলিত কাব্য ও ভাষা রীতির ওপর ভিত্তি করে এই সব গীত রচনা করেছিলেন।

মাধবদেবের গদ্য-রীতিতে অবশ্য তাঁর এই স্বকীয় ভাষা-রীতি ও বৈশিষ্ট্য অনেকখানি অনুপস্থিত। সেখানে তিনি শংকরদেব প্রবর্তিত ব্রজবুলি মিশ্রিত ভাষাকে বহুলভাবে অনুসরণ করেছেন।

•

মাধবদেবের নাটকগুলির আকৃতি শংকরদেবের নাটকের চেয়েও ক্ষুদ্রাকার। একমাত্র অর্জ্জুন-ভঞ্জনকে পূর্ণাঙ্গ নাটক বলে ধরা যায়। এটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ডিমাই ১৯। বাকিগুলির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯-এর বেশি নয়, কোন কোনটি মাত্র ৬/৭ পৃষ্ঠাতেই শেষ হয়েছে। আকৃতিগত ক্ষুদ্রতার জন্য মাধবদেবের নাটকগুলিকে মহেশ্বর নেওগ 'ঝুমুরা' বলে গণ্য করেছেন। ঝুমুরা হল একপ্রকার গীতিপ্রধান ক্ষুদ্রাকার নাটক। ঝুমুরায় শংকরদেবী নাটকের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নেই, কিন্তু তা হলে কি হবে—মাধবদেবের ক্ষুদ্রাকার এই ঝুমুরা ধরণের নাটকে তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে। গদ্যের পরিমাণ বাহুল্যের

CENTRAL LIBRARY

জন্য মাধবদেবের নাটকগুলিকে রচনা-শৈলীর দিক দিয়ে আধুনিক নাটকের পঙ্‌তিভুক্ত করা অসঙ্গত হবে না।

মাধবদেব শংকরদেবের গদ্যরীতিকে অনুসরণ করেছেন—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু তা হলেও তাঁর গদ্যরীতিতে শংকরদেবের মত এত অধিক কৃত্রিমতা নেই। তাই বলে তিনি যে একেবারে খাঁটি অসমীয়া বা বাংলা গদ্য রচনা করেছেন তাও নয়, তাঁর গদ্যও মূলত ব্রজবুলি গদ্য, তাতে বাংলা উপাদান আছে, অন্যান্য উপাদানও আছে, ঠিক শংকরদেবের গদ্যরীতির মত, তা সত্ত্বেও তাঁর গদ্য ভঙ্গিতে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এটি কতকটা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কতকটা যুগের প্রভাবে সম্ভব হয়েছে বলতে হবে। অবশ্য তাঁর পদ্যরীতিতে যতখানি যুগচৈতন্য ও লৌকিকতা বর্তমান ততখানি কিন্তু তাঁর গদ্য-ভঙ্গিতে নেই। এরূপ হবার কারণ তিনি এবং তাঁর সমসাময়িক কালের প্রায় সকলে কতকটা অন্ধের মত শংকরদেবের গদ্যরীতিকে অনুসরণ করেছেন, ফলে কৃত্রিমতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। শংকরদেবের ব্রজবুলি গদ্য যে একটি কৃত্রিম গদ্যরীতি এ কথা ত বহুবার বলা হয়েছে, এই কৃত্রিমতার জন্য অনেক সময় শংকরদেব ও মাধবদেবের গদ্যভঙ্গির পার্থক্য ধরা বেশ দুষ্কর। যেমন গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের ব্রজবুলি কবিতার ভাষা-বন্ধনগত পার্থক্য ধরা বেশ দুষ্কর। অবশ্য উভয়ের রচনা ও ভাষা-ভঙ্গি আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করলে এই পার্থক্য বোঝা অনেক সহজ হয়।

মাধবদেবের গদ্যভঙ্গির দৃষ্টান্ত হিসাবে 'ভোজন-ব্যবহার' নামক নাটিকাটি গ্রহণ করা যেতে পারে। এটি একটি অতি ক্ষুদ্রাকার নাটক। এর মোট মুদ্রিত পৃষ্ঠা সংখ্যা ডিমাই ৬, গদ্যাংশের পরিমাণ মূল রচনার অর্ধেকেরও কম। এখানে কেবল মাত্র বাংলা উপাদানবহুল অংশগুলি উদ্ধৃত হল।

সূত্রধর— আহে সামাজিক লোক, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে নানান নৃত্য কয়··· পরম সুকোমল বালি পেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণ শিশু সবক যে বোলল তা শুনহ।

শ্রীকৃষ্ণ— ··· কেমন রম্যস্থ'ন ; পরম সুকুমল বালি, পদ্ম গন্ধে ভ্রমর আকুল করিছে। পদ্মক বেড়িয়া ভ্রমরে গুঞ্জরে। ··· বেলা গৈল।

সূত্রধর— শ্রীকৃষ্ণক বাক্য শুনিয়ে বালকসব বোল হামারো ওহি সম্মত। ওহি বোলি বালক সবে গায়ে গায়ে গোবৎসক জল পান করায়ল। ···

CENTRAL LIBRARY

ভাষারীতি ও বাক্যবন্ধন হুবহু শংকরদেবের মত। শংকরদেবের বাক্য ও ভাষা-রীতিতে যেমন আধুনিক বাংলা গদ্যরীতি উপস্থিত এখানেও তাই।

সূত্রধর— ঐচন পরকারে শ্রীকৃষ্ণ অন্ন ভোজন করত। তদনন্তর তৃণ লোভে বৎস সব দূরে গেল। ...

শ্রীদাম— আহে সখি সব, বৎস সব বিদূরে গেল। দৃষ্টি গোচরে নাহি। হামার অন্ন ভোজনে কোন অভিলাষ থিক।

সূত্রধর— ওহি শুনি বালক সবে হাতে গ্রাস পেলাইতে চাহে। তাহে দেখি শ্রীকৃষ্ণ নিষেধ কয় বোল।

শ্রীকৃষ্ণ— আহে সখি সব, তোরা সব অন্ন ভোজন ছোড়বি নাহি। হামু বৎস বিচারি এখনে আনব।

সূত্রধর— ওহি বুলি শ্রীকৃষ্ণ কাখে শিঙ্গা বেত হাতে গ্রাস ধরিয়ে বৎস বিচারিতে বৃন্দাবন পৈশল। সোহি সময়ে ব্রহ্মা কৃষ্ণক মহিমা পরীক্ষা করিতে বৎস, বৎসপাল সব চুরি করি নিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে বৎস বিচারি না পাই···।

শ্রীকৃষ্ণ— হা হা রাম, বৎস সব কাহে গেল। শ্রীদাম সুদাম ভায়া সব কাহে গেল।

উল্লিখিত অংশটির প্রায় সবই বাংলা উপাদানে পূর্ণ, অল্প ব্রজবুলি উপাদান আছে। 'ঐচন', 'পরকার', 'হামার', 'করত', 'ওহি', 'তাহে', 'পেখি,' 'ছোড়বি', 'ওহি', 'পৈশল,' 'সোহি', 'কৃষ্ণক', 'কাহে', 'কাহে',—এই কয়টি শব্দই ব্রজবুলি, বাকি সব বাংলা। এমন কি 'নিয়া গেল', 'ভায়া সব' প্রভৃতি বাকধারাগুলি এতই আধুনিক যে এগুলি কেমন করে ষোড়শ শতকের রচনায় ব্যবহৃত হল তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। বাংলা ছাড়া এইরকম আধুনিক বাকধারা আর কোনো ভাষায় নেই। 'করত' বাংলাও হতে পারে। মধ্যযুগের ব্রজবুলিতে ত-কারান্ত নিত্য অতীতের বহুল ব্যবহার ছিল। অধুনা এই ত-অন্ত নিত্য অতীতের ব্যবহার একমাত্র বাংলা, মৈথিলী ও ভোজপুরী ছাড়া অন্যত্র নেই। অসমীয়া ও ওড়িয়ায় ত-অন্ত অতীতের ব্যবহার হয় না। লক্ষ করবার বিষয় এই যে শংকরদেবের রচনায় ত-কারান্ত অতীতের ব্যবহার হয় নি। ত-অন্ত অতীতের ব্যবহার চর্যাপদেও ছিল না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অবশ্য এই অতীতের বহুল

CENTRAL LIBRARY

ব্যবহার পাই। সে যাই হোক, উল্লিখিত অংশটিতে অসমীয়া উপাদান একেবারে নেই। এটা একটা আশ্চর্যের কথা বলতে হবে। শংকরদেব ও মাধবদেব জাতিতে অসমীয়া হলেও এবং তাঁদের মাতৃভাষা অসমীয়া হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের রচনায় অসমীয়া অংশই প্রকৃত প্রস্তাবে সর্বাপেক্ষা কম, বিশেষত গদ্যে। সন্দেহ নেই তাঁরা ব্রজবুলির ব্যবহার বেশি করেছেন। কিন্তু তা হলেও তাঁরা যে পরিমাণ বাংলা ব্যবহার করেছেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। এঁদের রচনায় এইভাবে বাংলার অত্যধিক ব্যবহারের কারণ খুব সম্ভবত এই যে ষোড়শ শতকেও বাংলা গদ্য পূর্বাঞ্চলে যথেষ্ট জনপ্রিয় ও ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল এবং সে সময়ে বাংলা ও অসমীয়া গদ্যের মধ্যে আধুনিক কালের মত তীব্র ভেদরেখা বর্তমান ছিল না।

'ভোজন-ব্যবহার' নাটকে বাংলা অংশের পরিমাণ মূল গদ্যাংশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ। অন্যান্য নাটকেও কম বেশি এই পরিমাণে বাংলার ব্যবহার হয়েছে। 'অর্জ্জুন-ভঞ্জন' নাটক থেকে কিছু দৃষ্টান্ত :

> সূত্রধর— ওহি বুলি যশোদা দিব্যবস্ত্র অলংকার পরিধান করিয়ে মালতী আদি নানা সুরভি কুসুমে কেশ বেশ বর্ণিয়ে নবিন কুঙ্কুমে কুচযুগ মণ্ডিয়ে কজ্জলে নয়ন দুহু রঞ্জিয়ে কর্পূর তাম্বুল ভুঞ্জিয়ে যৈচে দধি মথিতে লাগল তাহে দেখহ শুনহ।

বাক্যটি অতিশয় দীর্ঘ, ইয়া>ইয়ে অসমাপিকার সাহায্যে গঠিত এবং সে জন্য এর সরলতা বিস্ময়কর। অসমাপিকা ইয়া-র দ্বারা বাক্যকে অতি দীর্ঘ আকার দান করার রীতি বর্তমান বাংলা বাক্যের একটি বৈশিষ্ট্য। মধ্য ভারতীয় আর্য যুগের পালি ভাষারও এই বৈশিষ্ট্য ছিল, অর্বাচীন সংস্কৃতেরও ছিল। এই ধরনের দীর্ঘ অথচ সরল বাক্য মাধবদেবের রচনায় প্রচুর পাওয়া যায়। মনে হয় এটি তাঁর একটি বিশেষত্ব। শংকরদেব কিন্তু এই পদ্ধতির সাহায্যে বাক্যকে দীর্ঘ করার কোনো চেষ্টা করেননি। এইরকম আরো কিছু অংশ :

> সূত্রধর— ওহি বোলি যশোদা হাসিয়ে কৃষ্ণক কোলে তুলিয়ে বদনে চুম্বন দিয়ে আনন্দে তনপান করাঅত।
>
> ... ...
>
> সূত্রধর— ওহি বোলি শ্রীকৃষ্ণ কোপে পটাপুত্র হানিয়ে মথনি মাঠি ভাঙ্গিয়ে দধি সব নাশিয়ে খোপি পশিয়ে বানর সব সহিতে যৈচে লবণু ভোজন করত তা দেখহ শুনহ।

CENTRAL LIBRARY

মাধবদেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনাতেও সমান সিদ্ধহস্ত। যেমন—

শ্রীকৃষ্ণ— হে মাই তোহারি তন পান করিতে বহুত ইচ্ছা হয়া আছে। হামাকু তন পান করাঅ। হামু তন পান করিয়ে খেলানে চলব।

... ...

রোহিণী— ওহি কৃষ্ণক বারম্বার কত অপরাধ সহৈছ। আজু তাহার যত অপরাধ কয়ল তাহেক সহলি নাহি। ... ... বৃদ্ধ নন্দে যত ধন জন প্রাণ সবাতো অধিক দেখত। ... ইহার অবস্থা দেখিয়ে হামু কৈচন প্রাণ ধরো।

... ...

সূত্রধর— সব শরীর ঘর্ম্মিত ভেল, গাঅক বসন খসি গেল, কেশ বেশ ভাসল, খোপাক কুসুম খসিয়ে পরল .. ।

যশোদা— (গোপী সবক ডাকিয়ে বোল) আহে গোয়ালী সব। ওহি কৃষ্ণক বন্ধন কতিহো ছোড়বি নাহি। ... ... বৃদ্ধ নন্দে দেখোক আসিয়া।

... ...

সূত্রধর— হে লোক, তোরা সবক হামু এক পরম উপদেশ বোলত... ... তোরা সবর দুখ দেখিয়ে হামার মনে খেদ জলয়।

... ...

শ্রীকৃষ্ণ— আপুন বন্ধন দূর করিতে নাহি পারত। ইহা জানি সব লোক হামাক পরম ঈশ্বর মানি .. ... তরব।

... ...

দেবতাদ্বয়— ওহি জগতক বাহিরে ভিতরে অন্তর্যামীরূপে জীবক নিয়ম করিতেছ। যারা সকল তোহোক ঈশ্বর জানিয়ে তোহারি চরণ সেবা করত তারা সব সুখে সংসার তরয়।

... ...

শ্রীকৃষ্ণ— অব আপুন থানে সত্বরে চলিয়া যাঅ।

... ...

আর দৃষ্টান্ত বাড়াবার প্রয়োজন নেই।

শংকরদেব ও মাধবদেবের ধারা অনুসরণ করে গোপালদেবও ব্রজবুলি মিশ্রিত

CENTRAL LIBRARY

ভাষায় নাটক রচনা করেন। গোপালদেবের নামে মাত্র তিন-চারখানি নাটক পাওয়া যায়।

গোপালদেবের জন্ম হয় ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে, পূর্ব-উত্তর আসামের অন্তর্গত আহোম রাজাদের রাজধানী গড়গাঁও নগরের অনতিদূরে। অল্প বয়সে সেখান থেকে তিনি চলে আসেন কামরূপ জেলার ভবানীপুর নামক স্থানে। এই কারণে তিনি পরে ভবানীপুরিয়া গোপালদেব নামে সমধিক পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি যদিও শংকরদেবের সাক্ষাত পেয়েছিলেন, তবু তিনি বৈষ্ণব ধর্ম ও দীক্ষা গ্রহণ করেন মাধবদেবের কাছ থেকে এবং মাধবদেবের মৃত্যুর পর তিনিই সমস্ত সত্রের অধিকারী হন। তাঁর নামে যে চারখানি নাটক পাওয়া যায় তার মধ্যে 'জন্মযাত্রা' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এতে শংকরদেব-মাধবদেবের ব্রজবুলি ভাষা-রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। 'নন্দোৎসব' নামে নাটকখানিতেও কতকটা তাই হয়েছে। তবে 'উদ্ধবযান' কেবলমাত্র পদ্যে লেখা, এতে গদ্যের ব্যবহার নেই। 'স্যমন্তক হরণ' নামে আর একটি নাটকের কথা মহেশ্বর নেওগ উল্লেখ করেছেন। নাটকটি গদ্যে কি পদ্যে রচিত তা জানা যাচ্ছে না, মহেশ্বরবাবুও এর পাণ্ডুলিপি দেখেন নি।

নাটক হিসাবে 'জন্মযাত্রা'-ও শংকরদেব ও মাধবদেবের নাটকের মত সংক্ষিপ্ত। মুদ্রিত আকারে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ডিমাই ১৬। রচনারীতি এবং ভাষাভঙ্গিতেও কোন তফাত নেই। জন্মযাত্রা নাটকের বাংলা-মিশ্রিত অংশগুলি এই রকম :

সূত্রধর—আহে সামাজিক লোক, যেহি পরম পুরুষ পুরুষোত্তম, যাহের কটাক্ষে সৃষ্টি থিতি হৈতেছে, ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্রাদি কিঙ্কর, যাহের স্মরণমাত্রে চাণ্ডাল পর্য্যন্তে পরম গতি পাওত, সোহি পরমেশ্বর..... মনুষ্যরূপে গোকুলে আওল। সোহি কৃষ্ণক জন্মযাত্রা এই সভামধ্যে করব।

ব্রহ্মা—আঃ তোরা সব নাহি শুনত।..... শ্রীকৃষ্ণ ভূবিক ভার হরব, তোরা সবে গোকুলে জনম ধরহ। হে দেবনারী সবো, গোপীরূপে জনম ধরহ। হে ঋষি সবো, তোরা সবে গোকুলে বশ্যরূপে জনম ধরহ। হে অদিতি কশ্যপ, তোরা সবো মথুরাপুরে জনম ধরহ। হে দ্রোণ ধারা, তোরা সবো গোকুলে নন্দ-যশোদা স্বরূপে জনম ধরহ।

... ...

CENTRAL LIBRARY

বসুদেব—আহে মহারাজ কংস,.....কমনে মৃত্যু ভয়ে পাপ আচরিতে চাঅ? আজি মৃত্যু হোক নহে শত বরিষত বা অবশ্যে সবে জগতর মরণ আচয়। কর্ম্মাধীন জীব যেখন পূর্ব্ব শরীর এরয় তখন আউর শরীর পাই। ... ইহা জানি দেবকীক বধিতে উচিত নোহে ...।

কংস—আহে বসুদেব, সাধু সাধু। তোহো পরম মহন্ত। তোহো সম সত্যবাদী নহি নহি। ওহি বালক সত্বরে লিয়া যাঅ। ইহাত আমার কোনো ভয় নাহি। .....

সূত্রধর—তদন্তর কংসর বচন শুনি বসুদেব পুত্র কোলে ধরি আপুন মন্দিরে গেল। .....

কংস—হে মহামুনি নারদ, ওহি বসুদেব পরম ভকত, মহা সত্যবাদী। ইহার সপ্তম পুত্রত হামার মৃত্যু ভয় নাহি।

নারদ— ...আয়ে কংস, তোহো পরম অজ্ঞান! কিছু এ নাহি জানহ। হাম যে কহো তা শুনহ। ওহি বিশ্বদেব প্রমুখ্যে যত যাদব, দেবকী প্রমুখ্যে যত নারী, সবে দেব অংশ। তোহো কালনেমি, পূর্ব্বে দানব হয়াছিলি। তোহাক হরি মারল। দেবকীর গর্ভে উপজি পুনঃ তোহাক হরি মারব। ইহা জানি সত্বরে আপুন উপায় চিন্তহ।

সূত্রধর—ওহি বুলি নারদ চলিয়ে গেল। নারদ বচন শুনিতে পরম ভীতি হয়া অসুর সবক দ্বারায়ে বসুদেব দেবকীক আনিয়ে বন্দি করল, তা দেখহ শুনহ।

শংকরদেব ও মাধবদেবের ভাষার থেকে এ ভাষার যে কোনো তফাত আছে তা প্রায় মনেই হয় না। অবশ্য শংকরদেব বহু জায়গায় 'তাহে' 'যাহে' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন, এগুলি খাঁটি ব্রজবুলি। মাধবদেব, ও তাঁর পরে গোপালদেব, এইসব জায়গায় স্রেফ 'তা' 'যা' বা 'তাহা' 'যাহা' প্রভৃতি লিখেছেন। এইসব শব্দ আধুনিক চলতি বাংলার নিজস্ব সম্পদ।

গোপালদেবের রচনায় অনেকগুলি অসমাপিকা ক্রিয়াপদ এমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যাতে তাদের আধুনিক চলতি বাংলার ক্রিয়ার পূর্বরূপ বলে মনে হয়, যেমন 'আনিয়ে' 'চলিয়ে' 'তেজিয়ে' 'ধরিয়ে' 'পেখিয়ে' 'শুনিয়ে' ইত্যাদি। শংকরদেবে এই ধরনের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কিছু কম, মাধবদেবে কিছু বেশি।

CENTRAL LIBRARY

'লিয়া যাঅ', 'মুক্ষ' (<মোক্ষ), 'আকাশী বচন', 'কমনে', 'যেথন' (<যখন), প্রভৃতি প্রয়োগ যে লৌকিক বাকরীতি থেকে গৃহীত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এখনো পূর্ববঙ্গের বহু জায়গায় 'যেথন' 'তেথন' বলা হয়; 'ও'-র জায়গায় 'উ' উচ্চারণ শ্রীহট্ট-কাছাড়-ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে বহুল প্রচলিত, তার ফলে অতি সহজে 'মোক্ষ' হয় 'মুক্ষ', 'চোর' হয় 'চুর', ইত্যাদি। 'কমনে', 'আমনে' প্রভৃতি অব্যয়গুলিও শ্রীহট্ট-ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত হয়। এইসব প্রয়োগ এখন আসামে অসমীয়া ভাষায় প্রচলিত নেই।

'তোরা সব', 'তোরা সবে' প্রভৃতি বিশুদ্ধ চলতি বাংলা। বহুবচনে 'রা' বিভক্তির প্রয়োগ প্রথম শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখা যায়, যেমন 'আহ্মারা', 'তোহ্মারা' প্রভৃতি। পরবর্তী কালে 'রা' অন্যান্য সর্বনামে ও নামপদে ব্যবহৃত হয়। গোপালদেব ষোড়শ শতকের শেষে/সপ্তদশ শতকের প্রথমে তাঁর গ্রন্থাদি রচনা করেন। সে তুলনায় তাঁর রচনায় এইসব প্রয়োগ যথেষ্ট আধুনিক বলতে হবে।

'জন্মযাত্রা' নাটকের বাকি অংশ থেকে বাংলা মিশ্রিত ব্রজবুলির উদাহরণ :

সূত্রধর—দেবকীক প্রবোধ বুলিয়ে আপোন থানে চলিয়ে গেল। তদনন্তরে শ্রীকৃষ্ণক জন্ম নক্ষত্র মিলল। পৃথিবীত সুমঙ্গল ভেল, নদী সব পূর্ণ ভেল, পরম সুগন্ধিত বাত মিলল, মহন্ত সবর মন পরম স্বস্থ ভেল, সাগরক সঙ্গে জলধরে গর্জ্জয়ে লাগল, মধ্যরাতি অন্ধকার স্বপ্ন ভেল, সোহি সময়ে শ্রীকৃষ্ণক যৈচে জন্ম নক্ষত্র ভেল।

... ...

শ্রীকৃষ্ণ— ... ... যবে কংসকে ভয় করহ তবে হামাক গোকুলে সত্বরে নন্দগৃহে থৈয়া যোগমায়াক আনহ।

সূত্রধর— ... ... বসুদেব তত্তকালে লৈয়া চলল। ... ...

... ...

সূত্রধর— বসুদেব পুত্র কোলে ধরি গোকুলে চলল। সে সময়ে যোগমায়া জন্ম ভেল। দেবকী প্রভায়ে প্রহরি সব নিদ্রা গেল, দ্বার সব চোরণ ভেল। মেঘে কণিকা বৃষ্টি করে লাগল। ... ...

... ...

সূত্রধর— ... ... যশোদার সঙ্গে কৃষ্ণক থৈয়া কন্যাক কোলে করিয়ে পুনঃ

CENTRAL LIBRARY

আওল। দেবকীর কোলে কন্যাক দেলহ। পূর্ব্ব অতে আপুন নিহল পিঞ্জল। দ্বারত পুন্ন কপাট লাগল।

...

সূত্রধর— দেবকী পরম ভীত হয়া যৈচে কাতর করিতে লাগল ... ..

... ...

দেবকী— আহে দাদা, হামো তোহারি কনিষ্ঠ ভগিনী, পরম দুখিনী। হামার ছয় পুত্র মারল। সোহি তাপে তাপিত হয়াছি। ওহি কন্যা হামাক দান করহ। তোহারি পায়রে লাগে ক্ষমা করহ।

... ...

সূত্রধর— তদনন্তরে দেবী কংসক হাত এরায়া দিব্য রূপ ধরিয়ে আকাশে থাকি বোলল।

যোগমায়া— অয়ে নিষ্ফল কংস, হামাক মারিতে চাও।

কংস— আহে বহিনাহি, আহে বহিনী, ... তোরা সবক দোষ নাহি ... ... হামার ওহি দোষ ক্ষমা করহ। ক্রন্দন করবি নাহি।

সূত্রধর— তদনন্তরে গোপী সবে যশোদাক পুত্র ভেল শুনিয়ে নানা সন্দেশ ধরিকঁহো অন্যে অনো সম্ভাষিয়া যৈচে নন্দ গৃহে আওল তা দেখহ শুনহ।

সাধারণভাবে বিচার করলে শংকরদেব ও মাধবদেবের তুলনায় গোপালদেবের ভাষার মধ্যে কোনো নূতনত্ব নেই। তিন জনই একই পদ্ধতি অবলম্বন করে গদ্য রচনা করেছেন। তবে যেটি সব চেয়ে কৌতুককর মনে হয় সেটি এই যে এঁরা সকলেই জাতিতে অসমীয়া এবং এঁদের প্রত্যেকের মাতৃভাষা অসমীয়া হওয়া সত্ত্বেও এঁদের রচনায় অসমীয়া ভাষার নিদর্শন নিতান্তই কম। উপরের উদাহরণগুলি পরিমাণে নেহাত স্বল্প নয়, অথচ এর ভেতরে অসমীয়া বৈশিষ্ট্য প্রায় অনুপস্থিত। অবশ্য উদাহরণগুলি বেছে বেছে, বাংলা অংশের পরিমাণ বাহুল্যের জন্যে দেওয়া হয়েছে। বাংলার মত, অসমীয়া-বহুল কিছু অংশ অবশ্যই এঁদের রচনায় আছে। কিন্তু পরিমাণে তা নিতান্তই কম। প্রয়োজন নেই বিধায় সেসব অংশের উদাহরণ দেওয়া হল না।

চতুর্দশ শতকে মিথিলার কবি বিদ্যাপতির রচনায় প্রথম ব্রজবুলির ব্যবহার দেখতে পাই। পরে মিথিলা ও বঙ্গদেশে এর আরো বিকাশ ও উন্নতি হয়। কিন্তু

CENTRAL LIBRARY

মিথিলা ও বঙ্গদেশে যে ব্রজবুলির উদ্ভব হয় তাতে যথাক্রমে মৈথিলী ও বঙ্গ-ভাষার সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। এই তিন জন কবি-নাট্যকারের ব্রজবুলিতে অসমীয়া ভাষার সেরকম কোনো ছাপ নেই। এটা বিস্ময়ের বিষয়।

পশ্চিম আসামে যে ব্রজবুলির উদ্ভব হয় তাতে বঙ্গদেশী ব্রজবুলির প্রভাব নেই দেখে অনুমান হয় অসমীয়া কবি ও লেখকগণ ব্রজবুলির চর্চায় বঙ্গদেশ থেকে কোনো সাহায্য পাননি। তাঁরা সরাসরি মিথিলার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে সেখান থেকেই ব্রজবুলির বীজ এনেছিলেন। এটা সে-যুগে কিছু অসম্ভব ছিল না। ব্রজবুলির ব্যাপক চর্চা এবং সেই সূত্র ধরে আসাম ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য একটি পথ ছিল। এই পথেই উত্তর ভারত থেকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির একটি ধারা আসামে এসে প্রবেশ করেছিল। আর একটি ধারা—সম্ভবত বলিষ্ঠ ধারাটি—যথা নিয়মে পূর্ববঙ্গের মধ্যে দিয়ে আসামে প্রবেশ করেছিল। যাই হোক, মিথিলা থেকে ব্রজবুলি ভাষায় কাব্য ও নাটকাদি রচনার ধারা সরাসরি আসামে এসে পঞ্চদশ শতকে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। এই মর্মে উত্তরবঙ্গ শুধুমাত্র বহনকারী পথের ভূমিকা পালন করেছিল, অন্য কিছু নয়। সেজন্যে আসামে উদ্ভূত ব্রজবুলিতে বঙ্গদেশে উদ্ভূত ব্রজবুলির বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না।

অবশ্য এই ব্রজবুলিতে অসমীয়া ভাষার প্রভাব তেমন নেই একথা আগেই বলা হয়েছে, এর কারণ কি? আসামে উদ্ভূত বা ব্যবহৃত ব্রজবুলিতে অসমীয়া ভাষার প্রভাব না থাকার কারণ আসামের মাটিতে এই ব্রজবুলির উদ্ভব হয়নি, কবি ও নাট্যকারগণ মিথিলা থেকে পরিণত ব্রজবুলি ভাষা আনয়ন করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, এর মধ্যে বঙ্গভাষার যে প্রভাব দেখি তা বিশুদ্ধ বাংলা নয়, পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা—এরকম আভাস পূর্বেই পাওয়া গেছে। পূর্ববঙ্গীয় বাংলা উপভাষা সে যুগে প্রত্যন্ত আসামে প্রচলিত ছিল। তার কিছু প্রভাব ব্রজবুলির ওপর পড়েছিল। অথবা এও হতে পারে যে আমরা যাকে পূর্ববঙ্গীয় বাংলা বলে মনে করছি আসলে তা পূর্ববঙ্গের বাংলা নয়, তা উত্তরবঙ্গের বাংলা। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বাংলা উপভাষার মধ্যে আজও বহু মিল দেখা যায়। এবং আরো একটি বড় ব্যাপার এই যে উত্তরবঙ্গের বাংলার সহিত অসমীয়ার অতি নিবিড় একটি যোগ আছে। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত অপভ্রংশ বা অবহট্ট ভাষাই কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে উত্তরবঙ্গের বাংলা উপভাষা ও অসমীয়ার জন্ম দিয়েছে, কোনো কোনো অসমীয়া পণ্ডিতও

CENTRAL LIBRARY

একথা স্বীকার করেন, অনেক বাঙালী পণ্ডিতও স্বীকার করেন।[৩] তার মানে মিথিলা থেকে যখন ব্রজবুলির ধারা উত্তরবঙ্গের ভেতর দিয়ে আসামে এসে পেঁছল তখন তার মধ্যে কিছু উত্তরবঙ্গীয় ও কিছু পশ্চিম আসামের ভাষাগত প্রভাব অনিবার্যভাবে পড়ে গেল। সেই প্রভাবকে আজ আমরা বাংলা বলে গণ্য করছি। পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে পশ্চিম আসামে যে অসমীয়া প্রচলিত ছিল, সেটা যতখানি অসমীয়া তার চেয়ে বেশি বাংলা। সেজন্যই অসমীয়া লেখকের রচনায় বাংলা নিদর্শনের পরিমাণ এমন দেখি। অর্থাৎ শংকরদেব, মাধবদেব ও গোপালদেব প্রভৃতিরা যে ইচ্ছা করেই মাতৃভাষা বাদ দিয়ে বিদেশী বাংলা ভাষার উপাদানের মিশ্রণে ব্রজবুলি রচনা করেছিলেন তা হয়ত নয়, তখন উত্তরবঙ্গীয় বাংলা তাঁদের মাতৃভাষার অনুরূপ ছিল এবং তার জোরেই স্বাভাবিকভাবে তাঁদের রচনার মধ্যে বিশুদ্ধ ব্রজবুলির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর বাংলার ব্যবহারও অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

বুরঞ্জীর গদ্য

শংকরদেব ও মাধবদেব প্রভৃতির রচনায় প্রাপ্ত গদ্যরীতির বিস্তৃত আলোচনা থেকে দেখা গেল যে এঁদের লিখিত গদ্যরূপ অবিমিশ্র বাংলা গদ্য নয়, তা একপ্রকার মিশ্রিত রচনা। অবশ্য এই মিশ্রিত গদ্য রচনা থেকে বাংলা অংশের স্পষ্ট একটি চিত্র উদ্ধার করা সম্ভব এবং এতক্ষণ আমরা সেই চেষ্টাই করেছি। এবার অবিমিশ্র বাংলা গদ্য নিয়ে আলোচনা করা যাক।

শংকরদেব মাধবদেবের সমসাময়িক কালেই বঙ্গদেশের এই পূর্বাঞ্চলে বিশুদ্ধ বাংলা গদ্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। যেসব রচনার মধ্যে এই গদ্যরূপের সাক্ষাৎ পাই সেগুলি হল রাজকীয় বেশ কিছু চিঠিপত্র ও অন্যান্য সামান্য কিছু রচনা। সেকালে বঙ্গের পূর্বাঞ্চলে বহু রাজ্য বিদ্যমান ছিল, যেমন আহোম রাজ্য, কোচ রাজ্য, দারাঙ্গ রাজ্য, কাছাড় রাজ্য, জয়ন্তীয়া রাজ্য, মণিপুর রাজ্য, ভোট রাজ্য, নর্তঙ্গ রাজ্য প্রভৃতি রাজ্য। দীর্ঘকাল ধরে এইসব রাজ্যের রাজারা রাজ্যশাসন করেছিলেন

---

৩ অসমীয়া রামায়ণ গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক মাধবচন্দ্র বরদলৈ লিখেছেন যে কুচবিহারের ভাষাই প্রকৃতপক্ষে আসামের ভাষা। অম্বিকাচরণ গুপ্ত তাঁর 'কোচবিহারের ভাষা ও সাহিত্য' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ) ও পূর্ণেন্দু মোহন সেহানবীশ তাঁর 'কামতাবিহারী ভাষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে এই একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

CENTRAL LIBRARY

এবং এর ফলে এক একটি কীর্তিমান রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এইসব রাজ্য ও রাজবংশের রাজগণ পরস্পরের সহিত মৈত্রী ও সদ্ভাব রক্ষা করার জন্য কূটনৈতিক পত্র বিনিময় করতেন। এরকম অসংখ্য কূটনৈতিক পত্র পাওয়া গেছে। এঁরা কখনো কখনো বহির্বিশ্বের সঙ্গেও পত্র পাঠিয়ে সম্প্রীতি বৃদ্ধির দিকে যত্ন দিতেন। এরকম পত্রও কিছু পাওয়া গেছে। সুরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক সংকলিত 'প্রাচীন বাংলা পত্র সংকলন' গ্রন্থে এরকম ১৬৯টি রাজকীয় পত্র সংকলিত হয়েছে। অবশ্য এই গ্রন্থে সংকলিত পত্রগুলির রচনাকাল অষ্টাদশ শতক বা তারও পরে। অর্থাৎ এই গ্রন্থের পত্রগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা এবং আমাদের সময়সীমা থেকে অনেক দূরবর্তী ও সেজন্যে এদের সহিত আমাদের মূল আলোচনার কোনো সংযোগ নেই। কেবল দৃষ্টান্তের জন্যই গ্রন্থটির নামোল্লেখ করা হল।

ষোড়শ শতক ও তার পরবর্তীকালে লিখিত কূটনৈতিক পত্রের সংখ্যা কত তা জানার কোনো উপায় নেই। কারণ অজস্র পত্র চিরকালের মত নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মহাকালের দংষ্ট্রাঘাত সহ্য করে যেগুলি এখনো বর্তমান আছে তাদের সংখ্যাও কম নয়। এইসব পত্র মূলত বিভিন্ন বুরঞ্জী গ্রন্থের মধ্যে সংকলিত হয়েছিল ও সেজন্য এরা নিশ্চিহ্ন হবার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। বুরঞ্জী মানে রাজত্বের ইতিহাস। আহোমরা তাঁদের রাজত্বের ইতিহাসকে বিভিন্ন বুরঞ্জীর মাধ্যমে ধরে রাখেন। পরে পরে তাঁরা অন্যান্য অনেক রাজা ও রাজবংশেরও বুরঞ্জী রচনা করেন। বুরঞ্জীগুলি প্রথমে রচিত হয়েছিল আহোম ভাষায়; পরে আহোমগণ অসমীয়া ভাষা গ্রহণ করলে এই ভাষাতেই বুরঞ্জীসমূহ রচিত হয়। মনে রাখতে হবে আহোম ছাড়া সেকালে পূর্ব ভারতবর্ষে আর কোনো জাতি এই বুরঞ্জী বা ইতিহাস রচনার সহিত পরিচিত ছিল না। আহোমরাই এই পদ্ধতি আমদানি করেন এবং তাঁদেরই তত্ত্বাবধানে বুরঞ্জীসমূহ রচিত হয়।

আজ পর্যন্ত অজস্র বুরঞ্জীর সন্ধান পাওয়া গেছে, যেমন আহোম বুরঞ্জী, অসম বুরঞ্জী, জয়ন্তীয়া বুরঞ্জী, কামরূপ বুরঞ্জী, ত্রিপুরা বুরঞ্জী, পাদশা বুরঞ্জী, এমনকি বর্ধমানের বুরঞ্জী[৪] পর্যন্ত। এক একটি বুরঞ্জীর আবার অজস্র পুথি আছে। সেকালে বুরঞ্জী রচনা একটা শিক্ষণীয় বিষয় ছিল এবং বহু পণ্ডিত ও জ্ঞানী-গুণী

৪ হেমচন্দ্র গোস্বামী 'বর্ধমান বুরঞ্জী'র একখানি পুঁথি পেয়েছিলেন এবং সেটি তিনি গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার তত্ত্বাবধানে কৃত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পুঁথি প্রদর্শনীতে সাময়িক ভাবে দিয়েছিলেন। কিন্তু পুঁথিটি ঐ প্রদর্শনী থেকে লোপাট হয়ে যায়। এ কথা হেমচন্দ্র গোস্বামী তাঁর 'পুরাণ অসম বুরঞ্জী'র ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

CENTRAL LIBRARY

ব্যক্তি বুরঞ্জী চর্চায় কালাতিপাত করতেন। এবং বুরঞ্জীর অনুশীলন এত বেশি পরিমানে হত যে উনবিংশ শতকের বহু অসমীয়া পণ্ডিত স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হয়ে বহু বুরঞ্জী রচনা করেছিলেন। যেমন, হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের বাংলায় লেখা 'আসাম বুরঞ্জি,' এটি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হতে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটিই সর্বপ্রথম প্রকাশিত বুরঞ্জী। অবশ্য গ্রন্থটির সেরকম কোন ইতিহাসভিত্তিক মূল্য নেই। উনবিংশ শতকে আরো কয়েকজন খ্যাতনামা অসমীয়া পণ্ডিত অনুরূপভাবে আসাম বুরঞ্জী রচনা করেছিলেন। এঁদের গ্রন্থগুলিও একইভাবে মূল্যহীন। কিন্তু তা যাই হোক, আহোমগণ বুরঞ্জী বিষয়ে প্রকৃতই যত্নশীল ছিলেন এবং তার ফলস্বরূপে তাঁরা পূর্ব ভারতের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই শাস্ত্র বা বিদ্যা সম্পর্কে অসাধারণ একটি জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করেছিলেন।

এবং প্রাচীন কালের বুরঞ্জীগুলি উনবিংশ শতকের বুরঞ্জীগুলির মত মূল্যহীন ছিল না। বস্তুত সেগুলি আসাম ও পূর্বোত্তর ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের এক একটি অতি মূল্যবান দলিলরূপে বিবেচিত হতে পারে। তার কারন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত বা ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাই বুরঞ্জী রচনার তত্ত্বাবধান করতেন। রাজ্যের প্রতিটি ঘটনারই রেকর্ড রাখা হত; দূত পাঠিয়ে বা লোক মুখে ভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্যেরও ঘটনাবলী এবং খবরাখবর সংগ্রহ করা হত। বুরঞ্জী লেখক এসব ব্যবহার করার অবাধ স্বাধীনতা পেতেন।

বুরঞ্জীগুলি লেখা হত সাঁচি পাতের ওপর, কাগজে নয়। সাঁচি পাত হল এক ধরনের গাছের (aloe wood, যার বোটানিক্যাল নাম **Aquilaria Agallocha**) ছাল বা বাকল থেকে প্রস্তুত পাত বা পাতা, খুবই মসৃণ, দেখতে পাতলা বোর্ডের মত, এর উপর অতি সহজে লেখা বা ছবি ইত্যাদি আঁকা যায়। সাঁচি পাত অতিশয় টেকসই, ভূর্জপত্রের চেয়ে একটু মোটা। প্রাচীনকালে পূর্বোত্তর ভারতবর্ষে সাঁচি পাত প্রস্তুত করার একটি মস্ত বড় ব্যবসা ছিল এবং এই ব্যবসায় বহু লোকের অন্ন সংস্থান হত। ভুবনেশ্বর বাচস্পতি নামে একজন কবি মহারাজ নরনারায়ণের কৃপা লাভ করেছিলেন। শোনা যায় কবিকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করবার জন্য মহারাজ নরনারায়ণ আনুষঙ্গিক বহু দান-সামগ্রীর সহিত কবির নিকট চার গাড়ী সাঁচি পাত পাঠিয়েছিলেন। যাই হোক, সাঁচি পাতে লেখা বলে বুরঞ্জীর পুথি-সমূহ বহুদিন টিকত এবং পোকা-মাকড় বা জল-হাওয়ায় তেমন ক্ষয়ক্ষতি হত না। ষোড়শ সপ্তদশ শতকের বহু পুথি এভাবে

CENTRAL LIBRARY

এখনো সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবে আসামের পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিভাগের রক্ষণশালায় গচ্ছিত আছে, পঞ্চদশ শতকের পুথিও কিছু আছে।

সপ্তদশ শতক থেকে বুরঞ্জীগুলি অসমীয়া ভাষায় লিখিত হয়েছিল। বুরঞ্জীর অসমীয়া অতি উৎকৃষ্ট ও খাঁটি অসমীয়া, শংকরদেব-মাধবদেবের ভাষার মত মিশ্র নয়। মহেশ্বর নেওগ যথার্থই বুরঞ্জীর গদ্যকে খাঁটি ও সর্বপ্রাচীন অসমীয়া গদ্যের নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় বুরঞ্জীগুলি এভাবে বিশুদ্ধ ও উন্নত মানের অসমীয়া ভাষায় লিখিত হলেও বুরঞ্জীগুলিতে যেসব অজস্র রাজকীয় পত্র সংরক্ষিত আছে, সেগুলির বেশির ভাগই কিন্তু বাংলায় লেখা এবং পত্রগুলির তারিখ অনেক প্রাচীন। অসমীয়া ভাষায় লেখা গ্রন্থের মধ্যে বাংলা পত্রের ব্যবহার বস্তুতই বিস্ময়কর। মনে হতে পারে ভেতরে কোন ষড়যন্ত্র বা রহস্য নেই ত? অথবা পত্রগুলি জাল নয় ত? তা কিন্তু নয়। পত্রগুলি বস্তুতই বাংলা ভাষায় লিখিত, একেবারে বিশুদ্ধ বাংলায়। অসমীয়া ভাষায় লিখিত পত্রও অনেক আছে, এমনকি সংস্কৃতে লেখা বেশ কয়েকটি পত্রও পাওয়া গেছে। বাংলায় লেখা পত্রের সংখ্যা অবশ্য তুলনায় অনেক বেশি।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে, এমনকি অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত, পূর্বাঞ্চলে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্য ছিল বলে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এসব রাজ্যের একটি করে প্রচলিত বা লৌকিক ভাষা ছিল। যেমন আহোম রাজ্যের ভাষা হল আহোম, পরবর্তী কালে অর্থাৎ ষোড়শ শতক থেকে অসমীয়া আহোম-এর স্থান দখল করে নিয়েছিল। ঠিক এইভাবে দারাঙ্গ বা দরঙ্গের ভাষা ছিল বাংলা মিশ্রিত কোচ বা কোচ মিশ্রিত বাংলা, ভোটরাজ্যের ভাষা ভুটিয়া, কাছাড়ী রাজ্যের কাছাড়ী, এবং নর্তঙ্গীয়া, জয়ন্তীয়া, টিপ্রা ও কোচ রাজ্যের ভাষা ছিল বাংলা। পূর্বে টিপ্রা রাজ্যের ভাষা ছিল টিপ্রা, কিন্তু বহু পূর্ব থেকেই ওখানে বাংলার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। কাছাড়ী রাজ্যের রাজ-ভাষাও পরে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় পর্যবসিত হয়। পূর্বাঞ্চলে এতগুলি স্বাধীন রাজ্য ও তাদের নিজস্ব একটি করে ভাষা থাকায় এক রাজ্যের সহিত অন্য রাজ্যের যোগাযোগে যথেষ্ট অসুবিধা হত। এই অসুবিধা দূরীভূত হল ভিনদেশী একটি ভাষা আমদানি করে, সেই ভাষাটি হচ্ছে বাংলা। বাংলাকে আনয়ন করার কারণ এইসব রাজ্যের বেশ কিছু সংখ্যক অধিবাসীর মাতৃভাষা ছিল বাংলা, এরা বঙ্গদেশ থেকে সদ্য সদ্য এসেছিল। তাছাড়া উপজাতি বাদে ঐসব রাজ্যে যাদের বাস ছিল তাদের সকলেই হয়

CENTRAL LIBRARY

পশ্চিম অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের কয়েকটি বিশিষ্ট অঞ্চল থেকে নয় বঙ্গদেশ থেকে এসেছিল। এরা আদিবাসী বা উপজাতি জনগোষ্ঠী সমূহের ভাষায় সেরকম ব্যুৎপন্ন ছিল না, বদলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লোকে কথোপকথনের জন্য বাংলাই ব্যবহার করত, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যও করত, কেননা ব্যবসা-বাণিজ্য কেবলমাত্র বঙ্গভাষী বাঙালীদের সঙ্গেই চলত, স্বাভাবিক কারণেই চলত। অবশ্য উপজাতিদের অল্প কিছু সংখ্যক অসমীয়া ভাষাও ব্যবহার করত। ষোড়শ শতকে বাংলা ও অসমীয়ার লৌকিক রূপে খুব বেশি পার্থক্যও ছিল না। এই পরিস্থিতিতে সেকালের পূর্বোত্তর ভারতবর্ষে বাংলা বেশ একটি শক্তিশালী বিনিময় মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার ফলে বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক ও বহিরাঞ্চলের সঙ্গে বহির্জাগতিক যোগাযোগ স্থাপন করবার জন্য বাংলা ছাড়া তখন আর কোন উপায় ছিল না। তার মানে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত (অর্থাৎ ইংরেজদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত) পূব ভারতবর্ষের বৃহত্তর অঞ্চলে বাংলা যথার্থই একটি লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা বা জাতীয় ভাষা হয়ে দাঁড়ায়, যেমন অধুনা অজস্র নাগা গোষ্ঠীভাষীরা তাদের পরস্পরের মধ্যে বিনিময় ভাষা হিসাবে নিজেদের কোনো ভাষা গ্রহনের বদলে অসমীয়া ভাষাকে গ্রহণ করেছে।[৫] স্বাভাবিক কারণেই বিভিন্ন রাজবংশ বা রাজ্য পরস্পরের সঙ্গে কূটনৈতিক পত্রে বাংলা ভাষাই ব্যবহার করত। প্রায় সমস্ত রাজবংশের লেখা এরকম বহু বাংলা পত্র পাওয়া গেছে। পত্রগুলি এই সংকলনে গৃহীত হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে আহোমরা অতি যত্ন সহকারে রাজ্যের ও বহিরাঞ্চলের সমস্ত ঘটনাবলীর রেকর্ড রাখত। এইভাবে কূটনৈতিক প্রয়োজনে যেসব চিঠিপত্রের আদান প্রদান হয়েছিল, সেসবের মূল ও নকল আহোম রাজাদের মহাফেজ খানায় সংরক্ষিত হত। পরবর্তীকালে, কখনো কখনো ঘটনার অনতিপরে আবার কখনো একশ দেড়শ বছর পরে, যখন কোনো বুরঞ্জীবিদ বুরঞ্জী লিখতেন তখন তিনি এসব পত্র মূল দলিল রূপে তাঁর বুরঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত করতেন। বুরঞ্জীগুলি রাজাদেশেই লিখিত হত। এইজন্য একই ঘটনা বিভিন্ন বুরঞ্জীকারের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, অনেক সময় একই ঢঙে। ঠিক এইজন্যে একই পত্র দুই বা ততোধিক বুরঞ্জীকারের গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। আশ্চর্য যে এইসব পত্রের ভাষায়

৫ নাগাল্যান্ডের নাগারা বহু গোষ্ঠী ও ভাষায় বিভক্ত। তাদের ভাষাগুলি পরস্পরের অবোধ্য। এজন্য তারা অসমীয়া ভাষাকে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছে। এই অসমীয়া 'ভাঙা অসমীয়া' বা 'নাগামিজ' (নাগা+আসামিজ) নামে পরিচিত।

CENTRAL LIBRARY

ও পাঠে খুব পার্থক্য নেই। অর্থাৎ পত্রগুলি খুব যত্ন সহকারে অনুলিখিত হত, সেজন্য হয়ত মূলের সম্পূর্ণ নির্ভেজাল নকল ছিল।

পূর্বাঞ্চলে প্রাপ্ত ষোড়শ শতকের রাজকীয় পত্রের সংখ্যা অবশ্য খুব বেশি নয়, মাত্র দুটি। এই পত্র দুটির একটির লেখক হলেন কুচবিহারের রাজা মহারাজ নরনারায়ণ এবং প্রাপক আহোম রাজ স্বর্গনারায়ণ সুকাম্ফা[৬]। এবং দ্বিতীয় পত্রটির লেখক স্বর্গনারায়ণ সুকাম্ফা ও প্রাপক মহারাজ নরনারায়ণ। নরনারায়ণের রাজত্বকাল হল ১৫৩৩—৮৩ খ্রীষ্টাব্দ[৭]। এই সময়ে কোচরা বিশেষ শক্তিশালী হয়েছিল এবং তাদের সাম্রাজ্য কোচবিহার অতিক্রম করে আসামের ও পূর্ববঙ্গের বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছিল। কোচেরা একাধিক রাজবংশকে পরাস্ত করে তাদের রাজ্য নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিল। তারা কিছুকাল আহোমদেরও পরাজিত করে রেখেছিল এবং তাদের রাজ্যের কিছু অংশ দখল করে নিয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে দুইজন আহোম রাজার রাজত্ব কাল পড়ে, এঁরা হলেন সুকলেঙ্‌মুঙ্‌ (১৫৩৯—৫২ খ্রী.) ও সুকাম্ফা (১৫৫২—১৬০৩ খ্রী.)। নরনারায়ণের পত্রটির তারিখ ১৪৭৭ শক মাস আষাঢ় বা ১৫৫৫ খ্রী মাস জুন-জুলাই। পত্রটি সর্বপ্রথম ২৭ জুন ১৯০১ তারিখের "আসামবন্ধি" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটি পরে বহু বাংলা পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থে পুর্ণমুদ্রিত হয়েছে। এজন্য এটি বহু পরিচিত একটি পত্র। কিন্তু কি সূত্রে পত্রটি সংগৃহীত হয়েছিল তা আসাম বন্ধি পত্রিকার সংগ্রাহক/লেখক উল্লেখ করেননি। প্রকাশিত কোনো বুরঞ্জী গ্রন্থেও এটি স্থান পায়নি। কোনো পুথি ঘেঁটেও আমি পত্রটির কোনো সন্ধান পাইনি। সন্দেহ নেই যে একটি পুথি থেকেই সংগ্রাহক/লেখক এটি উদ্ধার করেছিলেন এবং সম্ভবত তা কোনো বুরঞ্জীর পুথিই হবে। বুরঞ্জীর পুথি ছাড়া এত দীর্ঘকাল পত্রটির টিকে থাকার কোন সূত্র পাওয়া যায় না। বুরঞ্জীর পুথিগুলি সাঁচি পাতে লেখা হত, এই সাঁচি পাত অতি দীর্ঘস্থায়ী। তা যাই হোক, যে পুথি থেকে সংগ্রাহক/লেখক পত্রটি সংগ্রহ করেছিলেন সেটি হয়ত কালক্রমে নষ্ট হয়ে গেছে বা কোথাও হারিয়ে গেছে। লেখক/সংগ্রাহক যে কোনো কারণেই হোক পুথিখানির নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেন নি। নইলে পত্রটির উৎস সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানবার অবকাশ পাওয়া যেত।

---

৬ বরঞ্জীগুলিতে লিখিত হয়েছে 'চুক মক্ষ'-এই ভাবে।

৭ এডওয়ার্ড গেট নরনারায়ণের রাজত্বকাল স্থির করেছেন ১৫৪০—৮৪ খ্রী.।

CENTRAL LIBRARY

সুকুমার সেন পত্রটিকে নিভেজাল বলে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত। প্রথমত, তাঁর মতে সপ্তদশ শতাব্দীর আগে কোনো আহোম রাজা "স্বর্গদেব" বলে উল্লেখিত হন নি। দ্বিতীয়ত, নরনারায়ণ অশেষ মমতা-সম্পন্ন রাজা ছিলেন ও তাঁর রাজসভা জাঁকজমক পূর্ণ ছিল—এটাই মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু পত্রে বর্ণিত উপহার সামগ্রীর তালিকা থেকে রাজসভার দৈন্যদশাই প্রতিফলিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এ দুটি যুক্তির কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়। আহোম রাজাদের প্রথমাবধি উপাধি ছিল "চাও-ফা" এবং তাঁরা নিজেরাই নিজেদের এই উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। এই শব্দটি দুটি আহোম (তাই) শব্দের সাহায্যে গঠিত। এর "চাও" মানে আকাশ/স্বর্গ এবং "ফা" মানে দেবতা বা ঈশ্বর। কাজেই আক্ষরিক অনুবাদে "চাও-ফা" শব্দটি অসমীয়া ভাষায় "স্বর্গদেব" হয়ে গেল। পরবর্তী কালে যখন আহোম ভাষা আস্তে আস্তে অব্যবহার্য হয়ে পড়ল, তখন আহোম রাজগণ চাও-ফা উপাধির বদলে স্বর্গদেব বা স্বর্গনারায়ণ উপাধি পাকাপাকি ভাবে ব্যবহার করলেন।

আহোম নৃপতিগণের মধ্যে সু-হুঙ্-মুঙ্ সর্বপ্রথম "স্বর্গনারায়ণ" উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল ১৪৯৭-১৫৩৭ খ্রী. অর্থাৎ যে সময়ে নরনারায়ণের পত্রটি লেখা হয়েছিল তার অনেক আগে থেকেই "স্বর্গনারায়ণ" উপাধি গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তী আহোম রাজারা সকলেই এই উপাধি ব্যবহারে অভ্যস্ত হন এবং এই ভাবে এটি সর্বত্র চালু ও জনপ্রিয় রাজ-উপাধি হয়ে দাঁড়ায়। অতএব নরনারায়ণের আমলে "স্বর্গদেব" উপাধির চল ছিল না—এমন অনুমান ঠিক নয়।

এ ছাড়া আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে সু-হুঙ্-মুঙ্-এর ব্যবহৃত "স্বর্গনারায়ণ" উপাধি অবিকৃতভাবে কয়েক শ বছর বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী কালে এই উপাধির রূপগত পরিবর্তন হয়, তখন "স্বর্গনারায়ণ"-এর বদলে হয় "স্বর্গদেব"। "স্বর্গদেব" আবার বদলে কখনো "স্বর্গদেও", কখনো "স্বর্গরাজা", আবার কখনো "স্বর্গীরাজা"ও হয়েছে। উপাধিটির এবংবিধ ব্যবহার থেকে এটা সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে "স্বর্গনারায়ণ" শব্দটির প্রচলন-কালের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল। মহারাজ নরনারায়ণের কাল সেই সীমায় পড়ে। লক্ষণীয় যে নরনারায়ণ তাঁর পত্রে আহোম রাজা সুকাম্ফাকে "স্বর্গনারায়ণ" বলে সম্বোধিত করেছেন, "স্বর্গদেব" বা "স্বর্গদেও" বলে নয়। "ফা" শব্দের অসমীয়া-বাংলা অনুবাদে স্বচ্ছন্দে "নারায়ণ" শব্দও ব্যবহৃত হতে পারে।

CENTRAL LIBRARY

আহোমদের সন বা সাল গণনার যে পদ্ধতি তাকে আহোম (তাই) ভাষায় "লাক্‌নি"[৮] বলা হয়। আহোমদের এইটিই নিজস্ব ক্যালেণ্ডার। তাঁরা যখন থাইল্যাণ্ড থেকে ব্রহ্মদেশের সান রাজ্য হয়ে আসামে প্রবেশ করলেন (১৩শ শতক), তখন তাঁরা এই ক্যালেণ্ডার বা সাল-তারিখ গণনার পদ্ধতি সঙ্গে নিয়ে আসেন। এবং দীর্ঘকাল এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই গণনার কাজ চালাতেন, শকাব্দ বা খ্রীষ্টাব্দ তাঁদের জানা ছিল না, কিন্তু সু-হুঙ্‌-মুঙ্‌ সর্বপ্রথম লাক্‌নির বদলে শকাব্দ ধরে সাল গণনার রীতি প্রবর্তন করেন। পরবর্তী সমস্ত আহোম নৃপতিই এই গণনারীতি গ্রহন করেন। এর আর কোন ব্যত্যয় হয়নি।

শকাব্দ হিসাবে সাল গণনার বিষয় আহোম রাজসভায় যে গৃহীত হয়েছিল— এই ঐতিহাসিক সত্যের সপক্ষে আর একটি মস্ত বড় প্রমাণও আছে। কোনো কোনো বুরঞ্জীতে আহোম লাক্‌নির পরিপূরক শক কত হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত তালিকাও দেওয়া আছে। একটি বুরঞ্জীতে ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে (আহোমগণ ১২২৮ খ্রী. আসামে প্রবেশ করেছিলেন) ১৮৩৮ খ্রী পর্যন্ত আহোম লাক্‌নি ও শকাব্দের পুংখানুপুংখ টেবিল বা গণনার হিসাব পাওয়া যায়। হিসাব অনুসারে খ্রীষ্টাব্দ বা শকাব্দ বছর সহজেই ধরা যায়। স্বর্গনারায়ণ সু-হুঙ্‌-মুঙের লাক্‌নি হল "রুংমাও", খ্রীষ্টাব্দ ১৪৯৭ ও শকাব্দ ১৪১৮। "রুংমাও" হল ৪২ বছর ৩ মাস ও ১৬ দিনের একটি সময় বন্ধ এবং সেটি ১৪৯৭—১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পড়ে, অন্য কোনো সময়ে বা তারিখে এই "রুংমাও" পড়বে না।

লক্ষ্য করবার বিষয় সু-হুঙ-মুঙের বেশ আগে থেকেই আহোম রাজগণ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হতে আরম্ভ করেন। এর ফলে সংস্কৃত ভাষায় তাঁদের রাজ-উপাধি পরিবর্তিত হয়। শকাব্দের প্রচলনও এই প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল।

এবং পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহ ষোড়শ শতকের দিকে যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও তাঁদের রাজসভাগুলি যে বিশেষ জাঁকজমকপূর্ণ ছিল এমন অনুমান করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। আহোমগণ অতি সাধারণভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন, তাঁরা ইটের বা পাথরের বাড়ি তৈরি করতে জানতেন না, তাঁদের রাজারা প্রজাদের মত মাটির বা বাঁশের তৈরি "প্রাসাদে" বাস করতেন। আহোমদের মত অন্যান্য রাজবংশও একইভাবে অনাড়ম্বর জীবন কাটাতেন। এজন্যে কাউকে

---

৮ অসমীয়া লেখকগণ সদাই কিন্তু "লাক্রি" ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আহোম বা 'তাই' শব্দটি আসলে 'লাক্‌নি', লাক্রি বা 'লাক্‌লি' নয়।

CENTRAL LIBRARY

উপহার দিতে হলে রাজ্যের মধ্যে উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্যাদি পাঠানো হত। নরনারায়ণের পত্রে অনুরূপ কিছু দ্রব্যের উল্লেখ পাই। অবশ্য বস্ত্র, হাতির দাঁত, মধু ইত্যাদি নিশ্চয়ই রাজ্যের উৎপন্ন সামগ্রী ছিল এবং এসব মূল্যবান দ্রব্যাদি অবশ্যই উপহারার্থে (বিভিন্ন পত্রে উল্লেখিত পত্র-সন্দেশ বা পত্র-চিহ্ন) প্রেরিত হত। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে নরনারায়ণের পত্রে এসবের উল্লেখ নেই। সহজ কথায় এইসব বা অন্য কোনো মূল্যবান সামগ্রী নরনারায়ণ পত্র-সন্দেশ রূপে প্রেরণ করেন নি, তিনি অতি সাধারণ কিছু বস্তু পাঠিয়ে ছিলেন। এর কারণ এই যে আহোমদের সহিত কোচদের সম্পর্ক সে সময়ে ভাল ছিল না। তিনি আহোম রাজ্য দখল করবার বাসনা নিয়েছিলেন। সে সময়ে তিনি যথেষ্ট শক্তিমানও ছিলেন। কিন্তু আহোম রাজ্য আক্রমণ করবার জন্য একটি অছিলা চাই। আহোমরা যদি কোচদের ওপর অসন্তুষ্ট হয় তাহলে সে অছিলা পাওয়া যায়। তাই আহোমদের অসন্তোষ উৎপাদন করবার জন্য তিনি ঐসব হীনমূল্য সামগ্রীকে উপহার হিসাবে পাঠিয়ে ছিলেন। এ বিষয়ে যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। "কোচবিহারের ইতিহাস" গ্রন্থ প্রণেতা আমানতউল্লা আহমদ এ কথা স্পষ্ট করে লিখেছেন।

তাছাড়া নরনারায়ণের উক্ত পত্রটি একেবারে আকস্মিক ও বিছিন্ন একক নয়। ওতে পত্র রচনার একটি বিশেষ ও বাঁধা ছক পাই। এই ছক পূর্বাঞ্চলের অসংখ্য রাজবংশ কর্তৃক লিখিত অগণিত কূটনৈতিক পত্রের মধ্যে ব্যবহৃত হতে দেখি। এই গ্রন্থের মধ্যে সংকলিত প্রতিটি পত্রেই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে।

মহারাজ নরনারায়ণ যে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আহোম দরবারে দূত পাঠিয়েছিলেন এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য এবং এ কথা সপ্তদশ শতকে লিখিত একটি বুরঞ্জীতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে। পুথিটি সুকুমার মহন্তর ঘরে প্রাপ্ত 'অসম বুরঞ্জী' নামে একটি পুথি, এটি 'অসম বুরঞ্জী' নামে মুদ্রিতও হয়েছে। এই পুথি ও মুদ্রিত গ্রন্থ মিলিয়ে নরনারায়ণের দূত বা মিশন সম্পর্কে যা পাওয়া যায় তা এখানে অবিকৃত উদ্ধার করা হল :

সেহি সময় ১৪৭৭ শকত নরনারায়ণ রাজাএ পিতৃর আজ্ঞা অনুসরি আচাম দেশর ভালমন্দ জিজ্ঞাসিবর নিমিত্তে উদ্ধাও চাউলীয়া, চামরাই চাউলীয়া, কালকেতু চন্দার, ধুমা চন্দার, এই চারি উকীলক ঁর ঠাইলে ২২ ঢেঁকেরি এরে রাজা নরনারায়ণে পাঠাই দিলে। সিইতর লগত বালিচ ১টি, কামায়ণ ধেনু ১ খান,

CENTRAL LIBRARY

চেঙ্গা মাছ ১টি, ঘুঁরী ২, বরণগরীয়া বিচিত্র পাটর শারী ৫ খান, লাল দৈএরে তিনিচুকীয়া সুন্দর বোয়া জাকৈ ১খানি, ফন্দ-পত্র সহিতে দি আহিছিল। সিইতক রোজবাজ দি সুখানসুঁতির কোলতে বহা দি থৈছিলে। সেই সময় বরগোহাইক নবাব যুদ্ধলৈ ৺এ পাঁচিছিলে। ৺এ বোলে—নরনারায়ণ রাজার কটকী আহিছে, গোহাঞি নহলে কোনে কথাবার্ত্তা হব ?

বঙ্গানুবাদ

সেই সময় ১৪৭৭ শকে নরনারায়ণ রাজা পিতৃআজ্ঞা অনুসরণ করে আসাম দেশের ভালমন্দ জিগ্যেস করার (খোঁজখবর নেওয়ার) জন্য উদ্ধাও চাউলীয়া, শ্যামরায় চাউলীয়া, কালকেতু সর্দার, ধুমা সর্দার এই চারজন দূতকে স্বর্গনারায়ণের কাছে ২২ জন কোচ সহ রাজা নরনারায়ণ পাঠিয়ে দিলেন। তাঁদের সঙ্গে বালিশ ১টি, কামায়ন ধেনু (সুন্দর চিত্রিত ও বর্ণাঢ্য ধনুক) ১টি, চেং মাছ ১টি, ঘুড়ি ১টি, বড়নগরের তৈরি বিচিত্র পাড়ের সিল্কের শাড়ী ৫টি, তিন পর্দায় সুন্দর ভাবে লাল পাতলা বাঁশকাঠিতে বোনা জাকৈ (মাছ ধরার যন্ত্র) ১টি, কূটনৈতিক পত্রের সঙ্গে এসেছিল। তাঁদের সিধাসামগ্রী দিয়ে একটি রাজঘরের কাছে বসতে দেওয়া হয়েছিল। সে সময়ে বড়গোহাইকে নবাবী যুদ্ধের জন্যে ৺র কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন নরনারায়ণ রাজার দূত এসেছে, গোহাই না হলে কি করে কথাবার্তা হবে ?

অসমীয়া লেখক অসমীয়া ভাষায় এটি লিখেছেন। অতএব এর সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বিবরণ সপ্তদশ শতকে লেখা ; লেখক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে না হলেও প্রত্যক্ষদর্শীর অধস্তন পুরুষের কারো কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করেছিলেন। এতে যে উপহার সামগ্রীর তালিকা আছে, তা মহারাজ নরনারায়ণের সামান্য অবস্থার পরিচায়ক নয়। তখনকার রেওয়াজ এই রকম ছিল। কেননা এর সঙ্গে যে ৫ খানি বহুমূল্য সিল্কের শাড়ির উল্লেখ আছে, সেগুলির মূল্য আজকের বিচারে যেমন বেশি, তেমনি তাদের আভিজাত্যও আছে। এবং তারিখটির কথাও ভুললে চলবে না। নরনারায়ণের পত্র ও বুরঞ্জীতে উল্লেখ্য দূত প্রেরণের ঘটনা একই বছরে ঘটেছিল। পত্রবাহক দূতগণের নামেও আশ্চর্য মিল আছে। অবশ্য একথা ঠিক যে উপহারগুলি সামান্য ও সাধারণ হওয়ায় আহোম রাজমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন : 'যে মাছ এনেছে

CENTRAL LIBRARY

সে মাছ আমার দেশে কেউ খায় না। কোচদের মত হারামখোর লোকেরাই তার স্বাদ জানে। আর এই শাড়ি কখনো যে পাঠিয়েছে, তা আমাদের দেশের বেশ্যারা পরে।' উপহারগুলি রাজসভায় দেখাবার উপযোগী নয় বলে স্বর্গদেব স্বকামফাও তাঁর পত্রে মহারাজ নরনারায়ণকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন।

নরনারায়ণকে লেখা আহোমরাজ স্বকামফার পত্রটির বৈশিষ্ট্যও অনুরূপ। অতএব নরনারায়ণের পত্রটির ঐতিহাসিকত্বে সন্দেহ প্রকাশের কিছু নেই। এবং এ দুটি পত্রের ভাষা যে ষোড়শ শতকের পূর্বাঞ্চলের বাংলা সে বিষয়েও সমান নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। পত্র দুটিতে কিছু অসমীয়া ও লৌকিক, আধুনিক পূর্ববঙ্গীয় বাকবিধি আছে; ঐতিহাসিক বিচারে এটা একান্তই স্বাভাবিক। পত্র দুটির কোনো কোনো স্থানে অবশ্য ভাষাগত বেশ আধুনিকতা দেখা যায়। মনে হয় তা অষ্টাদশ শতকের ভাষারীতি থেকে খুব বেশি পুরাতন বা দূরবর্তী নয়। অবশ্য ষোড়শ শতকেই বাংলা ভাষার আধুনিক লক্ষণগুলি সুপরিস্ফুট হয়। সেজন্য পঞ্চদশ শতকের বাংলা ও ষোড়শ শতকের বাংলায় যে তফাত, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বাংলায় সে তফাত নেই। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতকের কবি, তাঁর ভাষারীতির সহিত সপ্তদশ শতকের বহু কবির ভাষারীতির আশ্চর্য মিল দেখা যায়। এমনকি, মুকুন্দরামের ভাষাকে, অষ্টাদশ শতকের ভারতচন্দ্রের ভাষার যথেষ্ট নিকটবর্তী বলে মনে হয়। প্রাচীন বাংলা গদ্যের সম্পর্কেও ঠিক এই একই কথা বলা যায়। নরনারায়ণের বাংলা গদ্য ষোড়শ শতকের বাংলাই, অথচ পরবর্তী সপ্তদশ শতকের বহু রাজকীয় পত্রের ভাষার সহিত এই ভাষা মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে গঠন ও রীতির দিক দিয়ে উভয় শতকের বাংলা প্রায় একই ভাষা। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে স্বকামফার পত্রের ভাষা খাঁটি বাংলা নয়, অসমীয়া মিশ্রিত বাংলা। সে তুলনায় নরনারায়ণের পত্রের ভাষা খাঁটি বাংলা। উভয়পত্রের এই ভাষাগত পার্থক্য খুবই স্বাভাবিক। পত্র দুটি জাল হলে তাদের ভাষার মধ্যে মিলটিই বেশি হত। সুতরাং পত্র দুটির ভাষায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক গঠনবৈশিষ্ট্য দেখে এগুলিকে জাল বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। অবশ্য অনুলেখকদের হাতে পড়ে পত্র দুটির ভাষায় কিছু আধুনিকতার অনুপ্রবেশ একেবারে অসম্ভব নয়। তা হলেও একথা অবশ্য মানতে হবে যে বুরঞ্জী পুথির অনুলেখকগণ যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন ও তাঁরা মূলের উপর খুব বেশি হস্তাবলেপ করেন নি।

CENTRAL LIBRARY

পত্র দুটি যে প্রক্ষিপ্ত নয় তার আর একটি মস্ত প্রমাণ রচনাশৈলী ও উপস্থাপন পদ্ধতি। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের অজস্র রাজকীয় পত্রের মধ্যে এই একই রচনাশৈলী ও উপস্থাপন পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়। পূর্বাঞ্চলে মনে হয় বেশ প্রাচীনকাল থেকেই রাজকীয় পত্র-রচনার একটি বিশিষ্ট রীতি গড়ে উঠেছিল। এই রীতিটি প্রত্যেক রাজবংশে মেনে চলা হত। খুব সম্ভবত প্রতিটি রাজসভায় একাধিক শিক্ষিত পত্ররচনাকার নিযুক্ত হতেন, তাঁদের দ্বারাই পত্রগুলি লেখা হত বলে রচনারীতি, শৈলী ও উপস্থাপন পদ্ধতির মধ্যে সর্বত্র আশ্চর্য মিল দেখা যায়। এদের একটা বাঁধা গতের সহিত তুলনা দেওয়া যায়। নরনারায়ণ ও সুকাম্‌ফার পত্রদুটিতে ঐরকম বাঁধা গৎই ব্যবহৃত হয়েছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের যে অসংখ্য পত্র এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তাদের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই এই বাঁধা গতের ধারণা পরিষ্কার ধরা পড়বে।

রাজকীয় পত্র ছাড়াও ষোড়শ শতকের পূর্ব ভারতবর্ষে আর একটি দিকে বাংলা গদ্যের নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এটি অনুশাসন। বাংলা গদ্যে লিখিত একটি মাত্র অনুশাসন পাওয়া গেছে। খ্রী. ১৫৭৬ অব্দে লিখিত জনৈক মেঘনারায়ণ দেব হাচেঙ্গসা কর্তৃক এই অনুশাসন উত্তর কাছাড় জেলার মাইবং নামক স্থানে উৎকীর্ণিত হয়। মেঘনারায়ণ ছিলেন একজন কাছাড়ী রাজা। ঐ সময় উত্তর কাছাড় অঞ্চল কাছাড়ী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাইবং ছিল রাজধানী, এখনো এই স্থানে প্রাচীন কাছাড়ী রাজত্বের বহু ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়: পুরাতন পুষ্করিণী, ইটের দেওয়াল, ভাঙা দেবমন্দির, নানারকম পাথরে খোদাই দেবমূর্তি ও প্রাচীর ইত্যাদি প্রাচীন কাছাড়ী রাজত্বের সাক্ষ্য দেয়। এইরূপ একটি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এই অনুশাসনটি পাওয়া যায়। অনুশাসনটি আসলে একটি নয়, দুটি; অথবা বলা যেতে পারে এটি একই অনুশাসনের দুই সংস্করণ। প্রথমটির সহিত দ্বিতীয়টির পার্থক্য মাত্র কয়েকটি নতুন শব্দের যোজনায়। প্রথমটিতে 'রাজা' ও 'রাজত' শব্দদুটি নেই, এবং প্রথমটির 'পাথরে' দ্বিতীয়টির 'পাথের' হয়েছে। মেঘনারায়ণ রাজা ছিলেন, প্রথম সংস্করণে 'রাজা' শব্দ বাদ পড়ার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত হয়েছিল অনুমান করা চলে। সঙ্গে সঙ্গে 'রাজত' শব্দটিও এতে জুড়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সহজ করে বললে প্রথম অনুশাসনের সংশোধিত রূপই হল দ্বিতীয় অনুশাসন। তবে দ্বিতীয় অনুশাসনের 'রাজত পাথের' অংশটি আবার অর্থহীন। মনে হয় খোদাইকরের ভুলের জন্য ঐরকম হয়েছে। 'রাজত' মানে রাজা+৭মীত অর্থাৎ 'রাজায়' বা 'রাজে';

CENTRAL LIBRARY

'পাথের' কথার কোনো মানে নেই। তবে অসমীয়াতে 'পথার' বলে একটি শব্দ আছে, অর্থ 'মাঠ'। যদি ধরা যায় যে খোদাইকর 'রাজমাঠ' উদ্দেশ করতে চেয়েছিলেন তাহলে বিশুদ্ধ রূপ হওয়া উচিত 'রাজপথারত'। খোদাইকরের অসমীয়া-জ্ঞান বোধ হয় সীমাবদ্ধ ছিল ; তখন ঐ অঞ্চলে অসমীয়া ভাষার চলও হয়ত ছিল না। তার মানে খোদাইকরের ভুলের জন্যই অমন হয়েছে। যাই হোক, প্রথম অনুশাসনটিই অধিকতর অর্থযুক্ত ও প্রাঞ্জল।

অনুশাসনটি যে বাংলা, অসমীয়া নয়, সে বিষয়ের নিশ্চিত প্রমাণ পাই শেষের সম্পূর্ণ ক্রিয়াপদটিতে। 'বান্ধাইলেন' বাংলা ছাড়া আর কোনো ভাষায় ব্যবহৃত হয় না।[১] সম্মানার্থে ক্রিয়ারূপে অসমীয়া ভাষায় কোনো বিভক্তিই ব্যবহৃত হয় না, 'এন' ত নয়ই ; সে ক্ষেত্রে অসমীয়াতে ক্রিয়াটি হতে পারত 'বান্ধাইল্' বা 'বান্ধিল্'। আরো লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, সম্পন্ন বাংলা ক্রিয়ারূপে ষোড়শ শতকের আগে কোনো 'এন' বিভক্তির ব্যবহার দেখি না। মুকুন্দরামের রচনায় সর্বপ্রথম 'এন' ব্যবহৃত হয়। মুকুন্দরাম ষোড়শ শতকের শেষ ভাগের কবি। তাই যদি হয় তাহলে উক্ত অনুশাসনকে মুকুন্দরামের সমসাময়িক বলতে হয়। সেদিক দিয়ে বিচার করলে অনুশাসনটির সম্পন্ন ক্রিয়ার 'এন' বিভক্তির ঐতিহাসিক কালসীমা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। মুকুন্দরাম পশ্চিমবঙ্গের কবি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে ও সেখান থেকে আরো পূর্বে উত্তর কাছাড়ে প্রায় একই সময়ে এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য কি করে এত দ্রুতগতিতে চলে এল তা বিস্ময়কর। মনে হয় এটির চল ঠিক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পর থেকেই আরম্ভ হয় ও ষোড়শ শতকের প্রথম পর্বেই সমস্ত বঙ্গভাষী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মুকুন্দরামের পূর্বে ষোড়শ শতকের কোনো উল্লেখযোগ্য কবি না থাকায় এটি ব্যবহারে ধরা পড়েনি। অসমাপিকা ক্রিয়া 'হৈ', সপ্তমীতে 'ত' বিভক্তি প্রভৃতি মধ্য বাংলায় প্রচুর দেখা যায়, এমনকি সপ্তমীতে 'ত'-র ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও ভূরি-ভূরি পাওয়া যায়। কাজেই এই দুটি বৈশিষ্ট্য অসমীয়ার মত বাংলার নিজস্ব এবং কেবল এই জন্যই কোনোক্রমে এই অনুশাসনের ভাষাকে অসমীয়া প্রভাবিত বলে গণ্য করা সমীচীন হবে না। এ ভাষা বিশুদ্ধ বাংলাই।

এত প্রাচীনকালে পূর্ব-উত্তর ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল উত্তর কাছাড়ে কি করে বাংলা ভাষার চল হল সে সম্পর্কে কিছু কিছু সন্দেহ দেখা দিতে পারে। মহারাজ

১। সম্মানার্থে ক্রিয়াপদে 'এন' বিভক্তির ব্যবহার অবশ্য অবধিতে পাওয়া যায়।

CENTRAL LIBRARY

নরনারায়ণের যে পত্রটির বিষয়ে ইতিপূর্বে সবিস্তারে আলোচনা হয়েছে তার তারিখ ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ; সে অনুপাতে অনুশাসনটি লিখিত হয় ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মাঝখানে মাত্র ২১টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। নরনারায়ণের কোচরাজ্য কুচবিহার বঙ্গদেশ-সংলগ্ন, উত্তর-পূর্ব বঙ্গের বহু জেলা তখন এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং সেখানে ষোড়শ শতকে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠিত হলেও বহু দূরবর্তী উত্তর কাছাড় অঞ্চলে ঐ সময় বাংলা ভাষার প্রচলন সহজ ঘটনা নয়। কোচ ও কাছাড়ীদের মধ্যে বংশগত এবং রাজ্যসীমানাগত কিছু ব্যবধানও আছে। তাই কোচ রাজ্যে যা সম্ভব কাছাড়ী রাজ্যে তা সম্ভব নাও হতে পারে।

কিন্তু এই বিষয়টি ভুললে চলবে না যে কোচদের বহু পূর্ব থেকেই কাছাড়ীরা পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দু সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিল। ষোড়শ শতকের আগে কাছাড়ীদের রাজধানী ছিল ডিমাপুরে। ঐখানে তারা ইটের ও পাথরের বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও গড় নির্মাণ করেছিল, খুব সম্ভবত ১২-১৩শ শতকে। পূর্বাঞ্চলের আর কোনো তিব্বতী-বার্মিজ জাতি ইটের ঘরবাড়ি নির্মানের কৌশল জানত না। আহোমরা ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পর্বে আসামে প্রবেশ করেছিল। তারা তখন এই বিদ্যা জানত না, এমনকি বহু পরে পর্যন্তও এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়নি। শুধু তাই নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষে একমাত্র কাছাড়ীরাই প্রাচীনকালে দুর্গাপূজা করেছিল। আহোমরাজ সুকাফা ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে আসামে এসে আহোম রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এঁর সমসাময়িক কাছাড়ী রাজা হলেন বৃহস্পতি ফা (বিসারপতি ফা)। জে. পি. ওয়েড-এর মতানুসারে এই বিসারপতি ফা বা বৃহস্পতি ফা সর্বপ্রথম এই অঞ্চলে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করেন, তারিখটা সম্ভবত ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে। এত প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে দুর্গাপূজার উল্লেখও বেশি পাওয়া যায় না। আহোমরা নরনারায়ণের সময়েই প্রথম দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করে। এর মানে এই যে, বহু কালাবধি কাছাড়ীরা বঙ্গ-সংস্কৃতি ও বঙ্গভাষার সহিত পরিচিত ছিল।

খ্রীঃ ১৫৩৬ অব্দের একটি যুদ্ধে আহোমদের কাছে হেরে কাছাড়ীরা ডিমাপুর ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে সরে এসে উত্তর কাছাড়ের মাইবং-এ রাজধানী স্থাপন করে। এইখানে অবস্থানকালে বঙ্গ-সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষার সহিত তাদের আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। খুব সম্ভবত তারা তখন রাজকার্যের

CENTRAL LIBRARY

ভাষারূপে বাংলাকে গ্রহণ করেছিল। নইলে একজন কাছাড়ী নৃপতির পক্ষে বাংলা ভাষায় এরকম অনুশাসন লেখা সম্ভব হত না। বঙ্গদেশ থেকে কাছাড়ী রাজারা বহু ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের লোকদের আমন্ত্রণ করে এনে উত্তর কাছাড়ে বসিয়েছিলেন, এরকম প্রমাণ আছে।

এর অল্প পরবর্তীকালে কাছাড়ীরা আরো দক্ষিণে চলে যায় ও সেখানে কাছাড়ের সমতল অঞ্চলে, আধুনিক শিলচরের অনতিদূরে, খাসপুরে রাজধানী স্থাপন করে। তারপর থেকে তাদের যাবতীয় কাজকর্ম বাংলা ভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন হত। এমনকি রাজা লক্ষ্মীচন্দ্র স্বয়ং বাংলা ভাষায় কবিতাও রচনা করেছিলেন। লক্ষ্মীচন্দ্রের মত একাধিক কাছাড়ী কবিও বাংলা ভাষায় সুন্দর কাব্য রচনা করেছিলেন। এসব ঘটনা থেকে একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে কাছাড়ীরা যথেষ্ট প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা ভাষার চর্চা করে আসছে। রাজা মেঘনারায়ণের অনুশাসন এ চর্চার অবিসংবাদিত প্রাচীনতম নিদর্শন। বাংলা গদ্যে লিখিত এরকম অনুশাসনও আর কোথাও রচিত হয়নি। সুতরাং এই অনুশাসনটি যে বাংলা গদ্যের একটি অতি মূল্যবান দলিল ও সম্ভবত সবচেয়ে সন্দেহাতীত প্রাচীন রচনা সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

এই তিনটি নিদর্শন বুরঞ্জী-বহির্ভূত রচনা বলে তাদের 'বুরঞ্জী-বহির্ভূত পত্র' শীর্ষক অংশে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

পু রা নো আ সা ম বু র ঞ্জী

সপ্তদশ শতকে বেশ কয়েকখানি বুরঞ্জী গ্রন্থ রচিত হয়। এইসব বুরঞ্জীতে সমসাময়িককালের রাজকীয় পত্রাদি যথেষ্ট পরিমাণে সংরক্ষিত হয়েছে। এই রকম একটি বুরঞ্জী হল "পুরণি অসম বুরঞ্জী"। এই বুরঞ্জীর পুথিখানি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম লোকচক্ষুর সামনে আসে। পরে এটি আসামের ইতিহাস-প্রণেতা এডওয়ার্ড গেটের হাতে যায়। তিনি সে সময় ঐ ইতিহাস রচনার পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিলেন। গেট পুথিখানি অসমীয়া পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামীর হাতে দিয়ে সেটি তাঁকে নকল ও ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিতে বলেন। গেটের আসামের ইতিহাস রচনায় এইভাবে পুথিখানির ভূমিকা যথেষ্টই ছিল।

পরে পুথিখানি হেমচন্দ্র গোস্বামীর সম্পাদনায় কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অসমীয়া ভাষায় এইটিই প্রথম মুদ্রিত

CENTRAL LIBRARY

বুরঞ্জী পুস্তক। সে হিসাবেও 'পুরণি অসম বুরঞ্জী' গ্রন্থখানির একটি আলাদা মূল্য আছে।

পুথিখানিও যথেষ্ট প্রাচীন। এতে আহোম রাজ্যের উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে গদাধর সিংহের রাজত্বকাল পর্যন্ত আহোমদের বিষয়ে সব কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোচ ও মোগলদের কথাও অনেক বলা হয়েছে। গদাধর সিংহ ১৬০৩-১৭ শক (১৬৮১-৯৫ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। এই ঘটনা থেকে অনুমান করা হয় পুথিখানি ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বা তার দু-এক বছরের মধ্যে লিখিত হয়েছিল। পুথিখানি দেখবার সুযোগ আমার হয়নি, কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি থেকে ওটি লোপাট হয়ে গেছে। কিন্তু তাহলেও এতে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা বেশ প্রাচীন ও তা সপ্তদশ শতকের হওয়াই সমীচীন।

'পুরণি অসম বুরঞ্জী'তে মোট ২৩টি পত্র আছে। এদের মধ্যে দুটি পত্র আগাগোড়া ফার্সীতে লেখা, দুচারটি বাংলা শব্দ আলগাভাবে আছে, কিন্তু তার বেশি আর কিছু নয়। সর্বশেষ পত্রটি খণ্ডিত, লেখক ও প্রাপকের নাম অজ্ঞাত, ভাষাও বহুল পরিমাণে ফার্সীমিশ্রিত। এই তিনটি পত্র এই সংকলনে গ্রহণ করা হয়নি। বাকি ২০টি পত্র যথাস্থানে সংকলিত হয়েছে।

সপ্তদশ শতকের শুরুতে মোগলরা কোচ রাজ্য কুচবিহার জয় করে আসামের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের আশা নিয়ে হাজো, পাণ্ডু ও গৌহাটিতে দুর্গ নির্মাণ করে এবং আহোম রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের কিছু অংশ দখল করে নেয়। গৌহাটি ও হাজোর দুর্গ তখন ফৌজদারীতে পরিণত হয় ও তা ঢাকার সুবার অধীনে থাকে। দীর্ঘকাল ধরে মোগলরা এইভাবে এই অঞ্চলে অবস্থান করে। ফলে আহোমদের সঙ্গে তাদের কখনো শত্রুতা ও কখনো মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এবং এই সম্পর্কের সূত্রেই মোগল নবাব বা ফৌজদার এবং আহোম মন্ত্রী ও সেনাপতিগণের মধ্যে প্রচুর পত্র বিনিময় হয়। এইসব পত্র, উল্লেখিত তিনটি পত্র বাদ দিলে, সবই বাংলায় লেখা, কোনো কোনোটিতে ফার্সীর মিশ্রণ আছে। মোগলরা ঢাকার সুবার অধীনে ছিল; কার্যত তারা বাংলা ভাষার সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছে। তারা ইতিপূর্বে কুচবিহারের কোচরাজগণকে বশীভূত করেও এসেছে। এইজন্যই ফার্সীর বদলে তারা বাংলা ব্যবহার করেছে। মোগলরা বাঙালী, অন্তত বাংলা থেকে এসেছে, অতএব তারা বাংলা ভাষা ভালই জানে, অসমীয়া জানে না—এইরকম একটি ধারণার বশবর্তী হয়ে

CENTRAL LIBRARY

আহোম অমাত্যরা তাদের সহিত বাংলা ভাষায় পত্র বিনিময় করেন। নচেৎ মোগলদের সহিত আহোমদের পত্র বিনিময়ে বাংলা ভাষা ব্যবহারের পক্ষে আর কোনো কারণ দেখি না। তখন মোগলদের সঙ্গে বহু বিখ্যাত বাঙালী রাজা, জমিদার ও নবাব ছিলেন, যেমন ভূষণার রাজপুত্র রাজা সত্রাজিত (নবাব সত্রাজিত নামে লিখিত), কুচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, পরীক্ষিৎ প্রভৃতি। আহোম দরবারে বাংলা ভাষার স্থান ছিল না। তবে বহির্জগতের সহিত সংযোগ রক্ষা করবার জন্য ভাল বাংলা-জানা কর্মচারী ও অফিসার আহোম দরবারে রাখা হত। এঁদেরই তত্ত্বাবধানে সব পত্র লেখা হয়েছে। কাজেই এইসব পত্রের ভাষা যে বাংলা হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

পত্রগুলিতে যে অসমীয়ার অনুপ্রবেশ নেই তা নয়, তবে তা খুবই কম। বেশির ভাগ পত্রই বিশুদ্ধ বাংলায় লেখা বলা চলে। কয়েকটিতে ব্যাপক ফার্সীর মিশ্রণ রয়েছে। হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মোগলদের নিজস্ব ভাষা তখন ছিল ফার্সী, ঢাকায় এসে রাজত্ব করার ফলে তাদের ফার্সীর ওপর বাংলার আধিপত্য বাড়ে।

মোগলদের বেশির ভাগ পত্রই আহ্লায়ার খাঁর নামে লেখা। আহ্লায়ার খাঁ ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গৌহাটির ফৌজদার হন। এ ছাড়া মীর্জা জাহিনা ও শায়েস্তা খাঁর নামেও কয়েকটি পত্র আছে। মীর্জা জাহিনা আহ্লায়ার খাঁর আগে গৌহাটির ফৌজদার ছিলেন ; শায়েস্তা খাঁ ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে, (মীর জুমলার মৃত্যুর পরে,) নবাব হয়ে ঢাকা এসেছিলেন। আহোমদের পত্রগুলি বেশির ভাগ রাজমন্ত্রী বড় বড়ুয়ার নামে লেখা হয়েছে।

'পুরণি অসম বুরঞ্জী' পুথিতে উল্লিখিত পত্রগুলির তারিখ সম্বন্ধে কিছু বিতর্কের অবকাশ আছে। মীর্জা জাহিনার পত্রটিই (পত্রসংখ্যা ১) ধরা যাক। এটির তারিখ দেওয়া আছে ১৫৫১ শক অর্থাৎ ১৬২৯ খ্রীঃ। তারিখটি ঠিক নয়। তার কারণ অত আগে মীর্জা জাহিনা গৌহাটির ফৌজদার ছিলেন না। সুকুমার মহন্তর গৃহে প্রাপ্ত 'অসম বুরঞ্জী'র পুথিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে ১৫৫৯ শকে মীর্জা জাহিনা আসামে আগমন করেন। তার মানে পত্রটি তার পরে লিখিত হয়। হতে পারে তা ১৫৬১ শক। তাছাড়া ঐ একই পত্র 'কামরূপর বুরঞ্জী'তেও আছে। সেখানে যে তারিখ আছে সেটি হল ১৫৬০ শক। এই তারিখটিই ঠিক মনে হয়।

CENTRAL LIBRARY

আহ্লায়ার খাঁর দুটি পত্র 'পুরণি অসম বুরঞ্জী' ও 'কামরূপর বুরঞ্জী' এই উভয় বুরঞ্জীতেই পাই। 'পুরণি অসম বুরঞ্জী'তে এই দুটি পত্রের তারিখ হল যথাক্রমে ১৫৫১ ও ১৫৫৩শক (দ্র. পত্রসংখ্যা ২ এবং ৬)। কিন্তু 'কামরূপর বুরঞ্জী' অনুযায়ী পত্রগুলির তারিখ হল যথাক্রমে ১৫৬১ ও ১৫৬৪ শক (দ্র. কামরূপর বুরঞ্জী, পত্র সংখ্যা ২ এবং ৪)। এর অর্থ 'পুরণি অসম বুরঞ্জী'তে পত্রগুলির তারিখ এক দশক বা তারও কিছু বেশি কমে গেছে। এই তারিখ যে ভুল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'পাদিশানামা' গ্রন্থে। এ সম্পর্কে আহোম যুগের ইতিহাসবিদ পদ্মেশ্বর গগৈ স্পষ্ট করে এই তারিখ সংশোধন করার দাবি জানান।

শায়েস্তা খাঁর পত্রের তারিখ দেওয়া হয়েছে ১৫৮২ শক। খ্রীষ্টাব্দ অনুসারে ১৫৮২ শক হল ১৬৬০ খ্রীঃ; এই তারিখটিতে শায়েস্তা খাঁ ঢাকার নবাব হয়ে আসেন নি। মীর জুমলার মৃত্যুর পরে শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবেদার হন। মীর জুমলার মৃত্যু তারিখ ১৭ মার্চ ১৬৬৩ খ্রীঃ। অতএব ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি থেকেই শায়েস্তা খাঁ ঢাকার নবাব হয়ে আসেন। তার মানে তাঁর পত্রটি ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে লেখা হয়। কামরূপ বুরঞ্জীতেও শায়েস্তা খাঁর নামে দুটি পত্র আছে, তার একটিতে বাংলা সন হিসাবে ১০৭৪ লেখা আছে (পত্র সংখ্যা ১৩)। এই তারিখটি যথার্থ মনে হয়, কেননা এর খ্রীষ্টাব্দ সহযোগী তারিখ হল ১৬৬৭ খ্রীঃ। ঐ সময়ে শায়েস্তা খাঁ বর্তমান ছিলেন। 'পুরণি অসম বুরঞ্জী'র পত্রখানি এই হিসাবে ১৬৬৭ খ্রীঃ বা তারও পরে লেখা হয়েছিল।

'পুরণি অসম বুরঞ্জী'র লেখক খুব সম্ভবত তাঁর হিসাবে ভুল করেছিলেন বলেই তারিখ নিয়ে এই গোলমাল। তারিখ বাদ দিলে আর কোনো গোলমাল নেই। যে কটি পত্র 'পুরণি অসম বুরঞ্জী' ও 'কামরূপর বুরঞ্জী'তে আছে, তাদের বয়ানে কিন্তু আশ্চর্য মিল আছে, ভাষায়ও মিল আছে। ভাষা বিষয়ে অনুলেখক বা বুরঞ্জী লেখকগণ যে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন এর থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

'পুরণি অসম বুরঞ্জী'র একটি পত্র আংশিকভাবে সজনীকান্ত দাস তাঁর 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, এটি 'পুরনি অসম বুরঞ্জী'র পত্র সংখ্যা ৮। অবশ্য সজনীকান্তের আংশিক পত্রে যথেষ্ট ভাষাবিকৃতি আছে। এরূপ হবার একটা কারণ এই যে সজনীকান্ত 'আসামবন্ধি' পত্রিকা থেকে উক্ত পত্রটির কিয়দংশ গ্রহণ করেছেন এবং হয়ত ঐ পত্রিকাতেই ঐরকম বিকৃতি প্রকাশ পেয়েছিল।

CENTRAL LIBRARY

আ সা ম বু র ঞ্জী

সুকুমার মহন্তর ঘরে প্রাপ্ত একখানি পুথি অবলম্বনে সূর্যকুমার ভূঞা "অসম বুরঞ্জী" গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই পুথি আসাম সরকারের ডিপার্টমেণ্ট অফ হিস্টরিক্যাল অ্যাণ্ড অ্যান্টিকুয়ারিয়ান স্টাডিজ-এর গ্রন্থাগারে রক্ষিত। পুথিটি খুবই প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য। এটিও সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে লিখিত হয়। পুথিটিতে আহোম রাজত্বের প্রথম থেকে গদাধর সিংহের কাল পর্যন্ত সব কথা বিস্তৃত ও সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। আহোমদের কথাই এতে প্রায় সব, অন্যান্য পার্শ্ববর্তী রাজবংশের কথা সংক্ষেপে ও প্রাসঙ্গিক ক্রমে উল্লেখিত হয়েছে মাত্র। এই পুথিতে যে অসমীয়া গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে তা খুবই সুন্দর ও যথেষ্ট প্রাচীন। 'পুরণি অসম বুরঞ্জী'র চাইতে এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে প্রাচীনতর। এবং এর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপস্থাপনাও অতি চমৎকার। তবে এ গ্রন্থে সে রকম কোনো উল্লেখযোগ্য পত্র সন্নিবেশিত হয়নি। এতে মাত্র তিনখানি পত্র স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে একখানি হল মীর জুমলা কর্তৃক বাদশা ঔরঙ্গজেবকে লেখা। এটি বাংলায় নয়, হিন্দুস্থানী ও ফার্সীর মিশ্রণে লিখিত। এই সংকলন থেকে স্বাভাবিক কারণেই পত্রটি বাদ দেওয়া হয়েছে। বাকি দুটি পত্র বাংলায় লেখা। এই দুটি পত্র আহ্লায়ার খাঁ ও মোমাই তামুলি বড় বড়ুয়ার মধ্যে আদান-প্রদান করা হয়েছিল। পত্র দুটি ছোট, ভাষা বা ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়ে এদের সেরকম কোনো গুরুত্ব নেই। পত্র দুটি যথাস্থানে সংকলিত হয়েছে।

কা ম রূ পে র বু র ঞ্জী

অসমীয়া বুরঞ্জী সাহিত্যে "কামরূপর বুরঞ্জী" একটি অতিবিশিষ্ট ও উল্লেযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। এই বুরঞ্জীতে মূলত কামরূপের মোগল যুগের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এই কারণে এতে একদিকে আহোম ও কোচ এবং অন্যদিকে আহোম ও মোগল সম্পর্কের বিষয় চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে। কুচবিহারের কোচ রাজাদের কথা আরো অনেক বুরঞ্জীতে অল্পবিস্তর বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু "কামরূপর বুরঞ্জী"তে যেমন হয়েছে তেমনটি আর কোথাও হয়নি।

"কামরূপর বুরঞ্জী" নামে অন্তত পাঁচ-ছটি পুথি ডিপার্টমেণ্ট অফ হিস্টরিক্যাল অ্যাণ্ড অ্যান্টিকুয়ারিয়ান স্টাডিজ-এ আছে। পুথিগুলি সবই প্রাচীন। এদের

CENTRAL LIBRARY

মধ্যে প্রাচীনতর যেটি সেটি অবলম্বনে সূর্যকুমার ভূঞা তাঁর "কামরূপর বুরঞ্জী" প্রকাশ করেছেন। এই পুথিটি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনের রেভারেণ্ড ব্রাউন সংগ্রহ করেছিলেন এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে পুথিটি ব্যাপটিস্ট মিশন প্রকাশিত "অরুণোদয়" নামক মাসিক পত্রিকায় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এই পুথিখানি আমি দেখিনি, তবে সূর্যকুমার ভূঞা বলেছেন যে এরকম সুন্দর ও পরিপূর্ণ অসমীয়া পুথি আর নেই। পুথিখানি সপ্তদশ শতকের শেষার্ধেই লিখিত হয়েছিল। আমি "কামরূপর বুরঞ্জী" নামে অন্য দু তিনটি পুথি দেখেছি ও মুদ্রিত "কামরূপর বুরঞ্জী"র সহিত পাঠ মিলিয়ে পড়েছি। পাঠান্তর খুব বেশি চোখে পড়েনি।

"কামরূপর বুরঞ্জী"তে যে ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ বর্ণিত হয়েছে তাদের সময়সীমা পৌরাণিক যুগ থেকে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তবে পৌরাণিক যুগের কথা খুব সংক্ষেপে, মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে সারা হয়েছে। তারপরেই কাহিনী চলে এসেছে ষোড়শ শতকে, কোচরাজ বিশ্বসিংহ ও নরনারায়ণের কালে এবং শেষ হয়েছে আহোমরাজ গদাধর সিংহের রাজ্যাভিষেকের পরে।

এই বুরঞ্জীর অসমীয়া ভাষা অতি সহজ, সরল ও অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর। একটু চেষ্টা করলে অসমীয়া না-জানা যে কোনো শিক্ষিত বাঙালী পাঠক এই ভাষা সহজে বুঝতে পারবেন। বুরঞ্জীর গদ্য ভাষামাত্রই অলংকার-বিহীন ও অনাড়ম্বর—এ কথা আগেই বলা হয়েছে। "কামরূপর বুরঞ্জী"র গদ্য যে কত সহজ ও কিরূপ অলংকারবিহীন তা চোখে না দেখলে বোধগম্য হবে না। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

> পাচে কেন্দুকলাই ব্রাহ্মণে কামাখ্যাক পূজা করি গীত গায়। গীতত তুষ্ট হৈ দেবী দিগম্বরী হৈ নাচে। এই কথা শুনি রাজা বামুনক বোলে কামাখ্যা কিরূপে নাচে মোক দেখাও। বামুনে বোলে তুমি কুন্দ্রাক্ষ জালাই আর হৈ থাকিবা, মঞি দেখাম। পাচে কেন্দুকলাই প্রজার সঙ্গে চাপরি বজাই গীত গায়, এতেকে দেবী নাচিব লাগিল। রাজাক কুন্দ্রাক্ষ জালাই দেখি লাজ পাই দেবী বিবস্ত্রে উবুরি হই পরিল। ক্রোধ হৈ রাজাক শাপ দিলে। বোলে তোর বংশে মোক দেখিলে তৎকালে মৃত্যু হব, কেন্দুকলাইরো বংশ ছেদ হবোক।
>
> —প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় অনুচ্ছেদ

CENTRAL LIBRARY

এ ভাষার সরসতা বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না।

"কামরূপর বুরঞ্জী"তে মোট ২৭টি পত্র আছে। এদের মধ্যে ১৬টি পত্র এখানে সংকলিত হল। বাকি ১১টি পত্র বাংলা নয় বিধায় গৃহীত হল না। এই ১১টি পত্রের বেশির ভাগই অসমীয়া ভাষায় লেখা, দুতিনটির ভাষা আগাগোড়া ফার্সী। এইসব পত্র মোগল ও আহোমদের মধ্যে বিনিময়কৃত হয়েছিল।

বাংলা পত্রগুলির বেশির ভাগই মোগল ফৌজদার ও নবাবের লেখা; কয়েকটি আহোম রাজা ও রাজমন্ত্রীদের লেখা; এবং মাত্র ৪টি পত্র কোচরাজা প্রাণনারায়ণের লেখা। মোগলদের পত্রগুলিতে প্রচুর ফার্সী ও আরবী শব্দের মিশ্রণ আছে। আহোমদের পত্রেও কোথাও কোথাও সামান্য অসমীয়ার অনুপ্রবেশ হয়েছে। তাহলেও পত্রগুলির ভাষা চমৎকার বাংলা। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রাণনারায়ণের ভাষা—এ একেবারে খাঁটি বাংলা, এতে আরবী-ফার্সী শব্দের অনুপ্রবেশ নেই, অসমীয়ার মিশ্রণও না। এতে যথেষ্ট আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্‌বিধি আছে, পূর্ববঙ্গীয় এবং উত্তরবঙ্গীয় ভাষার বৈশিষ্ট্যও প্রচুর। এবং এসব নিয়ে এ ভাষা সহজ, সুন্দর, অনাড়ম্বর ও একেবারে জীবন্ত। এরকম অলংকারবিহীন ও প্রাণবন্ত ভাষা উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকেও পাই না। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের ভাষা বহুল পরিমাণে সংস্কৃতবহুল এবং সেজন্য আড়ষ্ট ও কৃত্রিম মনে হয়। এ ভাষা বস্তুতই পণ্ডিতী ভাষা। কিন্তু এই সংকলনে যে গদ্য ভাষার নিদর্শন পাই তা কোথাও পণ্ডিতী ও কৃত্রিম নয়। প্রাণনারায়ণের ভাষা আবার সবার উর্ধ্বে। এতে সংস্কৃতের বাড়াবাড়ি একেবারে নেই, বাড়াবাড়ি কেন—সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারও যথেষ্ট কম।

প্রাণনারায়ণের পত্রগুলি আবার অতি দীর্ঘ। এত দীর্ঘ পত্র প্রাচীন বাংলা যুগে আর কোথাও লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ। এই দীর্ঘ পত্রগুলিতে সপ্তদশ শতকের উত্তরবঙ্গ ও কুচবিহার অঞ্চলে ব্যবহৃত বাংলা গদ্যের অতিব্যাপক নিদর্শন পাই। প্রাণনারায়ণের রাজত্বকাল ১৬৩২-৬৫ খ্রীঃ। তাঁর লিখিত পত্রগুলির তারিখ ১৬৬৩ খ্রীঃ। সে অর্থে তাঁর রচনার মধ্যে সপ্তদশ শতকের বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ গদ্য যথেষ্ট উন্নত। তাঁর বাক্যগুলির আকৃতিও বেশ দীর্ঘ, জটিল ও যৌগিক বাক্যও অনুপাতে নেহাত কম ব্যবহৃত হয়নি। তার মানে বাংলা গদ্য যে সে সময়ে পয়ারের লঘু ও সরল বাক্যের কাঠামো উত্তীর্ণ হয়ে ক্রমশ জটিলতার জালে নিজেকে জড়িয়ে বিচিত্রভাব প্রকাশে সহায়ক

CENTRAL LIBRARY

হয়ে উঠেছে এতে সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও প্রাণনারায়ণের গদ্যভঙ্গির বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর প্রতিটি বাক্যের কাঠামো খুবই সরল এবং পদগত অন্বয় সর্বত্রই রক্ষিত হয়েছে। এ ভাষার সৌন্দর্য ও ছটা উনবিংশ শতকের বহুবিখ্যাত গদ্যশিল্পীদের রচনাকে ম্লান করে দেবে।

'কামরূপর বুরঞ্জী'র ১৩ ও ১৪ সংখ্যক পত্রে দুটি করে তারিখ আছে। প্রথমটি বঙ্গাব্দ অনুসারে ও দ্বিতীয়টি শকাব্দ অনুসারে। দুই তারিখের মধ্যে কোনো মিল নেই। এমন হবার প্রধান কারণ দ্বিতীয় তারিখ পত্রপ্রাপ্তির পরে সংযোজিত হয়েছে। ইতিহাসের ঘটনাধারা অনুসরণ করলে এই সংযোজিত তারিখ কোনোক্রমে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন, ১৩ সংখ্যক পত্রের তারিখ দেওয়া আছে সন ১০৭৪ অর্থাৎ ইংরেজী ১৬৬৭-৬৮; দ্বিতীয় তারিখ 'পালেহি' মানে প্রাপ্ত শক ১৫৮৫। ১৫৮৫ শক হলে ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হয়। সপ্তদশ শতকে কোচ রাজ্য থেকে আহোম রাজ্যে চিঠিপত্র বিনিময়ে অনেক সময় এক বছর দেড় বছর লেগে যেত। সেই বিচারে ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত হলে উক্ত পত্র অন্তত ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হবার কথা। কিন্তু তা অবান্তর। কারণ পত্রের ভেতরে পরিষ্কার লেখা আছে শায়েস্তা খাঁ ঢাকায় আসার দেড় বছর পরে এই পত্র লেখা হচ্ছে। মীর জুমলার মৃত্যু হয় ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে, মার্চ মাসে, আসাম থেকে ঢাকা ফেরার পথে। সে খবর দিল্লিতে পৌঁছবার পরে শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবেদার হন। অর্থাৎ ১৬৬৩ বা ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকা আসেন। সে অনুসারে পত্রের বঙ্গাব্দ সাল ১০৭৪ সঙ্গত বলেই ধরে নেওয়া যায়। ঠিক এই একই রকমের বিভ্রাট ১৪ সংখ্যক পত্রেও আছে।

জয়ন্তীয়া বুরঞ্জী

'জয়ন্তীয়া বুরঞ্জী' নামে যে বুরঞ্জী গ্রন্থখানি সূর্যকুমার ভূঞার সম্পাদনায় প্রকাশ পেয়েছে সেটি আসলে একাধিক পুথির সমষ্টি। আহোম এবং জয়ন্তীয়া রাজাদের রাজনৈতিক সম্পর্কের বিষয় "অসম বুরঞ্জী" নামে বহু পুথিতে বর্ণিত আছে। এই সব "অসম বুরঞ্জী" পুথির প্রাসঙ্গিক অংশসমূহ উদ্ধার করে ভূঞা এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন।

জয়ন্তীয়া হল একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্য। বর্তমানের মেঘালয় রাজ্যের জয়ন্তীয়া জেলা ও শ্রীহট্টের সংলগ্ন সমতলভূমি নিয়েই ছিল এই রাজ্য। এই

CENTRAL LIBRARY

রাজ্যে প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দু সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষার চল ছিল। জয়ন্তীয়ারা আসলে খাসিয়াদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সিংটেঙ্গ (synteng) জাতি। সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে এই সিংটেঙ্গরা জয়ন্তীয়া নামে অভিহিত হয়। পূর্বে এই অঞ্চল ষোল-আনা হিন্দু ছিল এবং বাংলাই ছিল এখানকার একমাত্র ভাষা। শ্রীহট্টের সমতল অঞ্চল এখন বাংলাদেশে পড়েছে। জয়ন্তীয়া জেলা মেঘালয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই এলাকায় হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব এখনো যথেষ্ট প্রবল; বাংলাও প্রায় সর্বত্র বোধ্য। প্রাচীনকালে এখানে হিন্দু রাজারা রাজত্ব করতেন।

আহোমদের সহিত জয়ন্তীয়াদের সম্পর্ক স্থাপিত হয় ষোড়শ শতকে। মোটামুটিভাবে উভয়ের মধ্যে বরাবর প্রীতির সম্বন্ধই ছিল, যদিও কখনো কখনো শত্রুতার খবরও পাওয়া গেছে। তবে শত্রুতার ব্যাপার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। জয়ন্তীয়া রাজ্যের ওপর আহোমদের আধিপত্য প্রায় দু-তিনশ বছর ছিল। জয়ন্তীয়ারও একটি অধীনস্থ ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এটি হল নর্তঙ্গ (নর্ত্তঙ্গ বা নর্থেঙ্গ বানানও পাওয়া যায়)। এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির সঠিক অবস্থান সম্ভবত আধুনিক জোয়াই অঞ্চলে ছিল। জয়ন্তীয়ার সহিত আহোমদের মিত্রতার সুবাদে নর্তঙ্গের সহিতও তাদের মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মূলত ষোড়শ শতকের শেষার্ধ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত আহোম ও জয়ন্তীয়া-নর্তঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস এই "জয়ন্তীয়া বুরঞ্জী"তে বর্ণিত হয়েছে। তবে সপ্তদশ শতকের ঘটনাবলীই সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। এজন্য এই গ্রন্থকে যদি সপ্তদশ শতকের আহোম-জয়ন্তীয়া সম্পর্কের ইতিহাস বলা হয় তাহলে ভুল হবে না।

"জয়ন্তীয়া বুরঞ্জী"তে মোট ৫৬টি পত্র আছে। এত অধিক সংখ্যক পত্র আর কোনো বুরঞ্জীতে নেই। অবশ্য এই ৫৬খানি পত্রের মধ্যে কয়েকটি নেহাতই ক্ষুদ্র, আকৃতিতে চার-পাঁচ লাইনের বেশি নয়। আবার কয়েকটি পত্র পূর্বপত্রের পুনরাবৃত্ত রূপ। বিভিন্ন বুরঞ্জী থেকে পত্রগুলি সংগ্রহ করার জন্য এমনটি হয়েছে।

এই সংকলনে জয়ন্তীয়া বুরঞ্জীর মোট ৪২টি পত্র গৃহীত হল। এগুলি বাংলায় লেখা। এদের মধ্যেও পুনরাবৃত্ত পত্র দুচারখানি আছে। বাকি যেগুলি গৃহীত হয়নি সেগুলি সবই অসমীয়া ভাষায় লেখা।

CENTRAL LIBRARY

পত্রগুলির ভাষা ও বিষয়বস্তুও বহুলভাবে পুনরাবৃত্ত। একই কথা, বাক্য ও বাক্যাংশ অসংখ্য পত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন এই অংশটি—

> গড়গ্রাম জয়ন্তী দুই নাহয়, এক ঘর প্রায় চলিয়া যাইতেছে। সূর্য পূর্ব ছারিয়া পছিমে উদয় হৈব, লোহিতা পূর্বদিশক চলিব, কলা কাক ধবল হৈব, তথাপিও তোমার আমার প্রীতি গোট রাস নাহৈব।

বহু পত্রে এই অংশটি বার বার ব্যবহৃত হয়েছে, অবশ্য কোথাও দুচারটি শব্দের এদিক ওদিক হয়েছে, কোথাও একই অর্থবহ দুচারটি নতুন শব্দ এসেছে, কিন্তু মূল অর্থ ও ভাব সর্বত্র একই। এইজন্য এত বেশি সংখ্যক পত্র সংগৃহীত হলেও গদ্যের পরিমাণ জয়ন্তীয়া বুরঞ্জীতে খুব বেশি নেই। প্রাচীন পারসিয়ান অনুশাসনগুলি যেমন, এই পত্রগুলিও যেন কতকটা তেমনি। প্রাচীন পারসিয়ান অনুশাসনগুলির সংখ্যা অনেক, কিন্তু একই কথা অনেকবার করে প্রতি অনুশাসনে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এদের মধ্যে ভাষাগত বৈচিত্র্য ও প্রকাশ সেভাবে ফুটে উঠবার কোনো অবকাশ নেই। জয়ন্তীয়া বুরঞ্জীর বাংলা পত্রগুলিতেও ঠিক ঐ একই ব্যাপার হয়েছে।

তবুও প্রথম দিককার কয়েকটি পত্র খুবই উল্লেখযোগ্য, বিশেষত জয়ন্তীয়া রাজা যশোমন্ত সিংহ ও নর্তঙ্গরাজ মানিক সিংহের পত্রগুলি, এগুলি আকৃতিতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ—যথেষ্ট দীর্ঘ বলা চলে, এবং এদের মধ্যে ভাষাগত বৈচিত্র্যও বেশি। এবং এইসব পত্রের গদ্যও সহজ, সুন্দর, সরল, অনাড়ম্বর ও অলংকারবিহীন। বাক্যগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব ছোট ও গঠনবৈশিষ্ট্য অনুসারে বিচার করলে প্রায় প্রত্যেকটি বাক্যকে সরল বাক্য বলতে হয়। বস্তুত যৌগিক ও জটিল বাক্য জয়ন্তীয়া বুরঞ্জীর পত্রগুলিতে প্রায় নেই।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে এই পত্রগুলি সবই সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে লেখা এবং আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার অসম্ভব রকমের কম; প্রায় নেই বললেই হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সেখানে ষোড়শ শতকে বিস্তর আরবী-ফার্সী শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতকের শেষ ভাগের কবি। তাঁর লেখায় আরবী-ফার্সী শব্দ যথেষ্টই বেশি। সপ্তদশ শতকের কবিদের রচনায় আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার আরো বেশি। সে তুলনায় এই পত্রগুলি একই সময়ে লিখিত হলেও আরবী-ফার্সী শব্দের অনুপ্রবেশ

CENTRAL LIBRARY

হয়নি। এই কারণে এই অঞ্চলে তখনো ইসলামী সংস্কৃতি ও ভাষার তেমন চল আরম্ভ হয়নি। আহোমদের সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যায়। আহোম রাজারা কখনোই মোগল সংস্কৃতি পছন্দ করেননি, মোগলদের তাঁরা মস্ত শত্রু মনে করে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করার জন্য বহু চেষ্টা করেছেন। আহোম দরবারে আরবী-ফার্সী ভাষার চলও ছিল না, সপ্তদশ শতকের শুরুতে অসমীয়া ভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দেরও তেমন অনুপ্রবেশ হয়নি। এই রকম পরিস্থিতিতে জয়ন্তীয়া কাছাড় ও আহোম প্রভৃতি রাজ্যের প্রচলিত বাংলা ভাষা যে আরবী ও ফার্সী প্রভাবমুক্ত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চলে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে আরবী-ফার্সী ভাষার প্রভুত্ব এত বেশি পরিমাণে ছিল যে খাঁটি বাংলা গদ্য বলতে অষ্টাদশ শতকে প্রায় কিছুই লেখা হয়নি। অষ্টাদশ শতকের গদ্য বলতে যা পাই তার বেশির ভাগই দলিল-দস্তাবেজ ও ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক চিঠিপত্র। এইসব চিঠিপত্রের ভাষায় কখনো কখনো দুই-তৃতীয়াংশ আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। অবশ্য সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বাংলা কবিতায় আরবী-ফার্সী ভাষার এতখানি জারিজুরি ছিল না। কিন্তু যা ছিল তাও নেহাত অল্প নয়। সে বিচারে সপ্তদশ শতকের কাছাড় জয়ন্তীয়া ও আহোম রাজ্যের আরবী এবং ফার্সী প্রভাবমুক্ত খাঁটি বাংলা গদ্যের প্রচলন ও বিকাশ রীতিমত বিস্ময়কর। এবং এই গদ্যরীতিতে সংস্কৃত প্রভাবও অল্প ছিল। এইজন্য এ এক প্রকারের লৌকিক গদ্যরীতি। একেই বিশুদ্ধ দেশী ও খাঁটি বাংলা গদ্য বলে স্বীকার করতে হয়। এই গদ্যরীতির সহিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পরবর্তী বাংলা গদ্যের কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য নেই।

কা ছা ড়ী বু র ঞ্জী

"জয়ন্তীয়া বুরঞ্জী"র মত একটি "কছাড়ী বুরঞ্জী"-ও আছে। এটিও একটি মুদ্রিত পুস্তক। "অসম বুরঞ্জী" নামে পরিচিত বহু বুরঞ্জী পুথি থেকে প্রাসঙ্গিক অংশসমূহ চয়ন করে সূর্যকুমার ভূঞা এই "কছাড়ী বুরঞ্জী" প্রকাশ করেছেন। আহোমদের সঙ্গে আহোমদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। কাছাড়ীরা এই অঞ্চলের একটি প্রাচীন ও পরাক্রমশালী জাতি। তাদের বিশাল সাম্রাজ্য ছিল। আহোমরা যখন ত্রয়োদশ শতকে পূব আসামে এসে রাজ্য স্থাপন করেছিল তখন কাছাড়ীরাও ধারে-কাছে ছিল এবং আহোমদের সঙ্গে তাদের বিরোধ ও সংঘর্ষও বেধেছিল।

CENTRAL LIBRARY

এই বিরোধ ও সংঘর্ষের ব্যাপার উভয়কে প্রায় তিন-চার শ বছর ব্যাপৃত করে রেখেছিল। শেষে সপ্তদশ শতকে আহোমরা যখন বিশেষ পরাক্রমশালী হয়ে তাদের রাজ্যের সীমা বহুগুণে বাড়িয়ে ফেলল ও তার ফলে কাছাড়ীরা ক্রমশ দুর্বল এবং হীনবল হয়ে দক্ষিণ দিকে সরে গিয়ে উত্তর কাছাড় পর্বতাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হল, তখন থেকে আহোম ও কাছাড়ী সম্পর্কের ইতিহাস মোড় নিল—উভয়ের মধ্যে মোটামুটিভাবে প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হল। এর থেকেই উভয়ের মধ্যে পত্র বিনিময়ের সূচনা।

কিন্তু "কছাড়ী বুরঞ্জী"তে এরূপ পত্রের সংখ্যা বেশি নেই, মাত্র দুটি। উভয়ের মধ্যে যে বেশি দূত-বিনিময় ও পত্র-চালানি হয়নি তা নয়; কিন্তু সে সব পত্রের অধিকাংশই যে কোনো কারণেই হোক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কাছাড়ীরা এই অঞ্চলে বাংলা ভাষা ব্যবহারে উৎসাহ দেখিয়েছে ও বাংলাই ছিল তাদের রাজভাষা। এমন অবস্থায় "কছাড়ী বুরঞ্জী"তে মাত্র দুটি পত্রের ব্যবহার কিছুটা নৈরাশ্যজনক বৈকি। অবশ্য পত্র দুটির ভাষা বাংলাই; কিন্তু স্বল্প আকৃতির পত্র দুটি থেকে ভাষাগত খুব বেশি তথ্য আহরণ করা সম্ভব নয়। পত্র দুটির রচনা-কালও অষ্টাদশ শতকের একেবারে জন্ম লগ্নে। এই সময়ে এই অঞ্চলে বাংলা গদ্যের গঠনে নিশ্চয়ই যথেষ্ট পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় পত্র দুটির স্বল্প অবয়ব থেকে তা বোঝার উপায় নেই।

ত্রি পু রা বু র ঞ্জী

ত্রিপুরার সহিত বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপনের মানসে স্বর্গদেব রুদ্র সিংহ সেখানে অর্জুন দাস বৈরাগী ও রত্নকন্দলী শর্মা নামে দুজন শিক্ষিত দূত পাঠিয়েছিলেন। এঁরা ১৭০৯-১৫ খ্রীষ্টাব্দের ভেতরে মোট তিনবার ত্রিপুরা ভ্রমণ করেছিলেন। পরে এঁরাই ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা দেশের কথা নিয়ে একটি বুরঞ্জী বা ইতিহাস-মূলক গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থটিই হল এই "ত্রিপুরা বুরঞ্জী"।

"ত্রিপুরা বুরঞ্জীর" একখানি মাত্র পুথি পাওয়া গেছে, সেটি এখন লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত। সেখান থেকে পুথিটির অনুলিপি সংগ্রহ করে সূর্যকুমার ভূঞা ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে "ত্রিপুরা বুরঞ্জী"র গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন।

"ত্রিপুরা বুরঞ্জী" মূলত ত্রিপুরার সমসাময়িক কালের ইতিহাস। তখন রত্নমাণিক্যদেব ত্রিপুরার রাজা। তাঁর রাজত্বের নানা কাহিনী ও শেষ পর্যন্ত

CENTRAL LIBRARY

তাঁর মৃত্যু এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। বাংলা গদ্যের ইতিহাস রচনায় এই গ্রন্থের বিশেষ একটি মূল্য আছে। আহোম দূতগণের সহিত ত্রিপুরার রাজা ও রাজকর্মচারীদের কথাবার্তা হয়েছিল মুখ্যত বাংলা ভাষায়। এই কথাবার্তা বা কথোপকথনগুলি হুবহু এই গ্রন্থে লিখিত হয়েছে। ত্রিপুরা থেকেও ঐ সময়ে আহোম রাজ্যে বাঙালী দূতেরা গিয়েছিলেন ও তাঁরা বাংলা ভাষায় তাঁদের কথোপকথন, আলোচনা ইত্যাদি করেছিলেন। সে সবও সমান নিষ্ঠার সঙ্গে এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। লেখকদ্বয় ভাষার বিষয়ে বস্তুত অদ্ভুত সততা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের এই নিষ্ঠা ও সৎকর্মের ফলে অষ্টাদশ শতকে ত্রিপুরায় প্রচলিত বাংলা গদ্যরূপ সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একটি সুন্দর চিত্র পাই। বাংলা গদ্যের ইতিহাস রচনায় এর মূল্য কম নয়।

"ত্রিপুরা বুরঞ্জী"তেও অনেকগুলি রাজকীয় পত্র আছে, সাকুল্যে ১১টি। এগুলি প্রধানত স্বর্গদেব রুদ্র সিংহ ও ত্রিপুরারাজ রত্নমাণিক্যদেবের নামে লিখিত। কিন্তু মাত্র তিনটি ছাড়া বাকিগুলি সবই সংস্কৃতে লেখা। রত্ন-মাণিক্যের সব কটি পত্রের ভাষাই সংস্কৃত, সম্ভবত আহোমরাজ রুদ্র সিংহকে তিনি বাংলায় পত্র লেখার কথা ভাবতে পারেননি। রুদ্র সিংহ পর পর দুটি পত্রই বাংলায় লিখেছেন, কিন্তু ত্রিপুরারাজ রত্নমাণিক্যের কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়া না পেয়ে তিনি বাকি পত্রগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখেছেন। রত্নমাণিক্যদেব যদি সংস্কৃতে না লিখে বাংলায় লিখতেন, তাহলে আমরা কয়েকটি অমূল্য বাংলা পত্রের অধিকারী হতাম।

তিনটি বাংলা পত্রের মধ্যে দুটির লেখক স্বর্গদেব রুদ্র সিংহ; তৃতীয়টি লিখেছেন ত্রিপুরার অমাত্যবর্গ, পলাতক যুবরাজ চম্পক রায়ের নামে। তিনটি পত্রই ক্ষুদ্র। ভাষার মধ্যে সংস্কৃত-প্রভাব একটু বেশি। মনে হয় অষ্টাদশ শতকের পূর্বে ভারতবর্ষে সংস্কৃত দেশী ভাষাগুলির ওপর আপন আধিপত্য বিস্তার করতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তাহলেও বাংলা গদ্যের লৌকিক কাঠামো তাতে নষ্ট হয়নি।

তুং খুং গী য়া বু র ঞ্জী

"তুংখুংগীয়া বুরঞ্জী" অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে লেখা আহোমদের শেষ পর্বের ইতিহাস। এই বুরঞ্জীর মূল ও প্রধান লেখক শ্রীনাথ দুয়রা বড় বড়ুয়া,

CENTRAL LIBRARY

ইনি নিজে আহোম মন্ত্রীপরিষদের সদস্য। ইনি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্ত্রীপরিষদের সদস্য পদ পান।

শ্রীনাথ দুয়রা বড় বড়ুয়া তাঁর গ্রন্থটি ১৮০৪-০৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখেন। এই গ্রন্থের মধ্যে সর্বশেষ যে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ আছে তার তারিখও ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ।

তুংখুংগীয়া পরিবারের রাজারা আসামে ১৬৮১—১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১৪৫ বছর ধরে রাজত্ব করেন। শ্রীনাথ দুয়রা বড় বড়ুয়ার পুথিতে এই ১৪৫ বছরের সম্পূর্ণ বিবরণ নেই, সম্পূর্ণ বিবরণ আছে ১৭৮১—১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। গ্রন্থের সম্পাদক সূর্যকুমার ভূঞা সেজন্য অন্য দুটি পুথি থেকে প্রাসঙ্গিক অংশের সহায়তায় তুংখুংগীয়া পরিবারের রাজত্বের সম্পূর্ণ বিবরণ উদ্ধার করেছেন। এইভাবেই তিনি "তুংখুংগীয়া বুরঞ্জী" প্রকাশ করেছেন।

তুংখুংগীয়া পরিবারের ইতিহাস হলেও এই বুরঞ্জীতে আহোম ও কাছাড়ী এবং আহোম ও জয়ন্তীয়া সম্পর্কের বিষয়েও বহু কথা লেখা হয়েছে। এবং এই বুরঞ্জীতে মোট ছটি রাজকীয় পত্র আছে। সবগুলিই বাংলায় লেখা। পত্রগুলির কয়েকটির লেখক শ্রীনাথ দুয়রা বড় বড়ুয়া স্বয়ং। আহোম মন্ত্রীরূপে তিনি জয়ন্তীয়া ও কাছাড়ীদের সহিত পত্র বিনিময় করেছিলেন। প্রথম পত্রটির লেখক কাছাড়ীরাজ কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ ও প্রাপক স্বর্গদেব কমলেশ্বর সিংহ। তারিখ ১৭১৭ শক অর্থাৎ ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। শেষ পত্রের লেখক শ্রীনাথ দুয়রা বড় বড়ুয়া; রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণকে লেখা এই পত্রের তারিখ শক ১৭২৬ অর্থাৎ ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ।

স্বাভাবিকভাবে তুংখুংগীয়া বুরঞ্জীর এই পত্রগুলিতে আমরা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের সন্ধিলগ্নের বাংলা গদ্যরূপ পাই। ঠিক এই সময়ে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুরে দিনেমার মিশনের তত্ত্বাবধানে ব্যাপকভাবে বাংলা গদ্যে গ্রন্থ রচনার অনুশীলন চলছে। এই গদ্যের বিষয়ে আমরা সবিশেষ অবগত, অতএব এ নিয়ে নতুন করে কিছু আলোচনার নেই।

মিশনারী গদ্যের প্রায় সমসাময়িক কালের গদ্যরূপ হলেও তুংখুংগীয়া বুরঞ্জীতে উল্লিখিত ছটি পত্রের মধ্যে যে বাংলা গদ্যরীতি দেখি তা যথেষ্ট সুন্দর ও অকৃত্রিম, মিশনারী গদ্যের মত আড়ষ্ট নয়। এবং এ গদ্যরূপও সংস্কৃত প্রভাববর্জিত। অবশ্য সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের পূর্বাঞ্চলের গদ্যরূপের তুলনায় এতে সংস্কৃত

CENTRAL LIBRARY

শব্দের উপস্থিতি অনেক বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর আঞ্চলিক কাঠামো বজায় আছে এবং তাতে কোনো রকমের আড়ষ্টতা বা কৃত্রিমতা কোথাও নেই। সূর্যকুমার ভূঞা কেবল এই ছটি পত্রের ভাষাকে বাংলা বলে গণ্য করেছেন, বাকি বুরঞ্জী সমূহের অসংখ্য পত্রের ভাষাকে তিনি কেবল মিশ্র অসমীয়া বলে পাশ কাটিয়ে গেছেন। মিশ্র অসমীয়া নয়, আসলে অল্প স্বল্প অসমীয়া মিশ্রিত বিশুদ্ধ বাংলাই হল ঐসব পত্রের ভাষা।

প ত্র স ম্ হে র ভা ষা রী তি

পত্রসমূহের ভাষা নিয়ে প্রসঙ্গক্রমে ইতিপূর্বে কিছু কিছু মন্তব্য করা হয়েছে। এবার একটি আনুপূর্বিক বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা যেতে পারে।

মোগলদের দ্বারা লিখিত বা মোগল নবাব ও ফৌজদার প্রভৃতির নিকট লিখিত পত্রের ভাষায় প্রচুর আরবী-ফার্সী প্রভাব আছে এ কথাও পূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু এই কথাটা পরিষ্কার করে বলা দরকার যে আরবী-ফার্সী শব্দের বহুল ব্যবহার থাকলেই ঐ ভাষা আরবী বা ফার্সী হয়ে যায় না। তার কারণ একটি ভাষার নিজস্ব একটি মৌলিক কাঠামো থাকে। এই পত্রগুলির গদ্য ভাষার এইরূপ যে কাঠামো পাই, সেটি আরবী বা ফার্সী নয়, এমনকি অসমীয়াও নয়, সেটি বাংলাই। কিছু কিছু পত্রের ভাষার কাঠামো অবশ্যই অসমীয়া ছিল, সেগুলি এই সংকলনে গৃহীত হয় নি। সেই পত্রগুলির সহিত গৃহীত পত্রগুলির কাঠামো বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য আছে।

বাংলা ও অসমীয়া একই উৎস জাত ভাষা, উভয় ভাষার গোষ্ঠীও এক। অতএব এই দুটি ভাষা যে পরস্পরের খুবই নিকটবর্তী ও এদের মধ্যে যে প্রচুর সংখ্যক সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও উভয় ভাষার কিছু কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি কেবল হয় বাংলা নয় অসমীয়ার নিজস্ব সম্পত্তি, বাংলা ও অসমীয়ার উভয়ের সাধারণ সম্পত্তি নয়। এই নিজস্ব সম্পত্তিমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যই বাংলা বাংলা ও অসমীয়া অসমীয়া। এই রকম ভাবে বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ও সে সব বৈশিষ্ট্য এই পত্রগুচ্ছের ভাষায় কেমন ও কিভাবে আছে এবং কেন সে সব বৈশিষ্ট্য অসমীয়ার সম্পত্তি নয় সে সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনার প্রয়োজন।

প্রথমে ধরা যাক ক্রিয়াপদ। বাংলা ক্রিয়াপদে বর্তমান কালের ঘটমান

CENTRAL LIBRARY

বর্তমান রূপে যে বিভক্তিগুলি পাই সেগুলি হল 'ইতেছি', 'ইতেছ' এবং 'ইতেছে', যেমন 'করিতেছি', 'করিতেছ' এবং 'করিতেছে'। ঠিক এই রূপগুলিই অসংখ্য পত্রের ভাষায় পাই ; যেমন প্রাণনারায়ণের পত্রে (কামরূপর বুরঞ্জী) 'করিতেছি', মানিক সিংহ ও যশোমন্ত রায়ের পত্রে (জয়ন্তীয়া বুরঞ্জী) 'হৈতেছে', 'পঠাইতেছি' 'পাঠাইতেছি' অথবা 'পুরণি' অসম বুরঞ্জী'র 'হৈতেসে'<হইতেছে প্রভৃতি। অতীত কালে ঠিক এইভাবে উত্তম পুরুষের বাংলা বিভক্তি পাই 'লাম', এই 'লাম' বিভক্তির ব্যবহার পত্রগুলিতে অজস্র বার ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষভাবে দৃষ্টান্ত দেবার প্রয়োজন নেই। বর্তমান ও অতীত কালের এই বিভক্তিগুলি কিন্তু অসমীয়া ভাষায় নেই। ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বিভক্তিগুলি হল বাংলা 'ইব/ব,' 'ইবে/বে' এবং 'ইবে/বে' এবং অসমীয়া 'ইম,' 'ইব/ব' ও 'ইব/ব'। পত্রগুলিতে বাংলা সাধুরূপের বিভক্তি 'ইব,' 'ইবে' এবং 'ইবে' প্রচুর আছে। অবশ্য অসমীয়া 'ইব' ও 'ইব' বিভক্তিও অনেকবার আছে। উত্তম পুরুষের অসমীয়া বিভক্তি হল 'ইম', এটিও বহুসংখ্যক ক্ষেত্রে আছে। কিন্তু এই কথা ভুললে চলবে না যে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের উপভাষাগুলিতে আজও অসমীয়ার অনুরূপ এই সব 'ইব', 'ইব' ও 'ইম' প্রভৃতি ক্রিয়া বিভক্তিই ব্যবহৃত হয়, সাধু বা পশ্চিমবঙ্গের স্ট্যাণ্ডার্ড চলতি 'বে', 'বে' ও 'ব' বিভক্তির ব্যবহার হয় না। আরো একটি কথা : অসমীয়া ক্রিয়ার কোনো সম্মানিক রূপ নেই, সাধারণ রূপটিই সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলাতে সম্মান বোঝাবার জন্য কিন্তু মধ্যম ও তৃতীয় পুরুষে একই 'এন' বিভক্তির ব্যবহার হয়, কি সাধু কি চলতি গদ্যে। সংকলিত পত্রগুলির ক্রিয়া রূপে 'হৈবেন,' 'লৈবেন,' 'পারিবেন,' 'পশ্চিবেন' অথবা 'পশ্চিলেন,' 'চাহিলেন,' 'ধরিলেন' প্রভৃতি অনেকবার —অসংখ্যবার বলা ভাল—ব্যবহৃত হয়েছে। অসমীয়াতে 'এন' বিভক্তি-যুক্ত ক্রিয়ারূপ একেবারেই নেই।

অসমীয়াতে অনুজ্ঞা ও সাধারণ অর্থে মধ্যম পুরুষে ক্রিয়ারূপে 'আ' বিভক্তি পাই। পত্রগুলির অসংখ্য ক্রিয়া পদে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে, এইরকম 'আ' ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন 'করিবা', 'দিবা', 'লৈবা' প্রভৃতি ভবিষ্যৎ কালে ও 'জানা', 'পোয়া', 'পারা' প্রভৃতি বর্তমান কালে। এইসব ব্যবহার একান্ত রকমে অসমীয়ার বলেই আপাতভাবে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে এগুলি অসমীয়াতে যেমন ব্যবহৃত হয় পূর্ব ও উত্তরবঙ্গেও তেমনি হয়। পত্রগুলি যে বহু ক্ষেত্রে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের ভাষায় লিখিত হয়েছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে, সে কথা যথাস্থানে আলোচিতও হয়েছে।

CENTRAL LIBRARY

বর্তমান ক্রিয়ার উত্তম পুরুষে বাংলায় 'ই' ও অসমীয়াতে 'ও' বা 'উ' বিভক্তির ব্যবহার হয়। পত্রগুলি একটু নাড়াচাড়া করলে দেখা যাবে যে বাংলা 'ই' বিভক্তি অসংখ্যবার ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য অসমীয়া 'উ' বা 'ও' বিভক্তিও অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু তার জন্যই পত্রগুলির ভাষা অসমীয়া হয়ে যাবে না। মধ্যযুগের বাংলায় উত্তম পুরুষেও বর্তমান ক্রিয়ারূপে অসমীয়ার মত 'উ' এবং 'ও' বহুলভাবে ব্যবহৃত হত। এবং পত্রগুলি ত মধ্যযুগেই লেখা।

বঙ্গদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে এখনো ক্রিয়াপদে স্বার্থিক 'ক' বিভক্তির ব্যবহার হয়, যেমন 'দিলেক', 'নিলেক', 'বললেক' বা 'দিবেক', নিবেক', 'বলবেক' প্রভৃতি। মধ্যবাংলা যুগেও এই ধরণের স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের যথেষ্ট চল ছিল। পত্রগুলির ভাষায় বহুক্ষেত্রেও এই 'ক' বিভক্তির ব্যবহার পাই, তবে কেবলই ভবিষ্যৎ কালে, যেমন 'লৈবেক', 'পারিবেক', 'হৈবেক' প্রভৃতি। অতীতকালে 'ক' বিভক্তির ব্যবহার পত্রগুলিতে নেই। অসমীয়াতেও এই ধরণের স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার নেই। অসমীয়াতে ক্রিয়াপদে যে 'ক' ব্যবহৃত হয় তা সম্মানার্থে, অনুজ্ঞায়।

সাধু বাংলা গদ্যে অসমাপিকা বোঝাতে 'ইয়া/ই' ও 'ইতে' বিভক্তির ব্যবহার হয়। 'ইয়া/ই' সাধারণত বর্তমান অসমাপিকা ও 'ইতে' উদ্দেশক অসমাপিকা বা **infinitive** বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। 'ইয়া' এখন শুধু মাত্র সাধু বাংলার অসমাপিকা। অসমীয়াতে এটি ব্যবহৃত হয় না। অসমীয়ার অসমাপিকা এখন কেবল 'ই'। পত্রগুলিতে বহুল পরিমানে 'ইয়া' ও 'ই' ব্যবহৃত হয়েছে। 'ই' মধ্যবাংলা যুগে 'ইয়া'র পাশাপাশি সমানভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এমনকি উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত 'ই' কবিতায় একছত্রাধিপতির মত রাজত্ব করেছে। এখনকার বাংলা থেকে অবশ্য এটি সম্পূর্ণ বিদায় নিয়েছে। তার মানে পত্রগুলির-'ই' অসমাপিকাকে কেবলমাত্র অসমীয়া অসমাপিকা বলা যাবে না, ঐ অসমাপিকাও কার্যত বাংলা অসমাপিকা ; অসমীয়া রচনায় এককালে ওর ব্যাপক ব্যবহার ছিল। প্রাণনারায়ণের পত্রে অতি ব্যাপকভাবে 'ইয়া'র ব্যবহার পাই, 'ই' প্রায় সেখানে অনুপস্থিত। শুধু তাই নয়। মধ্যবাংলা যুগে 'ইয়া'-র 'ই' অংশ ক্ষেত্রভেদে লুপ্ত হয়, তখন শুধু 'য়া' দিয়ে কাজ চালানো হয়, যেমন 'খায়া', 'যায়া' প্রভৃতি। প্রাণনারায়ণের পত্রে প্রচুর পরিমাণে এই

CENTRAL LIBRARY

বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান, যেমন 'করায়া'<করাইয়া, পালায়া<পালাইয়া, পায়া<পাইয়া ইত্যাদি। এরূপ 'ইয়া' ও 'য়া' বিভক্তি অসমীয়াতে একেবারেই ব্যবহৃত হয় না। প্রাচীন অসমীয়াতে অবশ্য 'ইয়া/য়া'-র ব্যবহার হত।

'ইতে'-অসমাপিকাও বলতে গেলে বাংলার সম্পূর্ণ নিজস্ব। অসমীয়াতে এই অসমাপিকার ব্যবহার নেই। অথচ পত্রগুলির ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে 'ইতে' অসমাপিকার ব্যবহার দেখা যায়, এমন কি 'আছিতে', 'আছোঁতে', 'থাকিতে', 'বাঢ়িতে' পর্যন্ত। বর্তমান বাংলায় 'আছিতে'-এর ব্যবহার নেই, 'আছ' ধাতুর সহিত 'ইতে' যুক্তই হয় না, সেক্ষেত্রে 'থাক' ধাতু গ্রহণ করা হয়।

উদ্দেশ্যমূলক অসমাপিকা বা infinitive বোঝাবার জন্য আরো এক প্রকারের বিভক্তির বহুল ব্যবহার পত্রগুলিতে পাই। এই বিভক্তিটি হল 'ইবাক', এটির সহযোগে 'দিতে' অর্থে 'দিবাক', 'নিতে' অর্থে 'নিবাক', 'যাইতে' অর্থে 'যাইবাক', 'সইতে' অর্থে 'সহিবাক' প্রভৃতি অসংখ্যবার ব্যবহৃত হয়েছে। 'ইতে'-র তুলনায় 'ইবাক'-এর ব্যবহারও অনেক বেশি। মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় 'ইতে'-অন্ত অসমাপিকা বা infinitive-এর চল খুব কম ছিল, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'ইবাক' ব্যবহৃত হত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই 'ইবাক'-অন্ত infinitive সহস্রবার ব্যবহৃত হয়েছে, পরবর্তী কালের কাব্যেও হয়েছে। সুতরাং 'ইবাক'-যুক্ত অসমাপিকা বাংলায় নতুন নয়, এটি বাংলারই একটি বিভক্তি এবং সে হিসাবে পত্রগুলিতে উপযুক্ত প্রথামতেই 'ইবাক',-এর ব্যবহার পাই। অসমীয়া ভাষায় এখন 'ইব'-অন্ত অসমাপিকা দেখা যায়, যেমন, দিব—দিতে, করিব—করিতে, যাব—যাইতে, ইত্যাদি। এই 'ইব' এবং প্রাচীন ও মধ্য বাংলা 'ইবাক' একই উৎস হতে এসেছে। এরা মূলত infinitive বা অসমাপিকা নয়, আসলে এরা ক্রিয়া বিশেষ্য। কিন্তু তা নিয়ে আলোচনার দরকার নেই।

নাম পদেও বাংলার কতগুলি বিশেষত্ব আছে। বহুবচন বোঝাতে আমরা এখন 'রা', 'গুলি', 'দিগের' প্রভৃতি ব্যবহার করি। এইগুলি বাংলারই একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় বহুবচনাত্মক এই বিভক্তিগুলির ব্যবহার হয় না। পত্রগুলিতে সর্বনামে অসংখ্য বার 'রা' বিভক্তির ব্যবহার হয়েছে, যেমন 'আমরা', 'তোমরা', 'তাহারা', 'আম্রা', 'তোম্রা', 'তামরা' 'তাম্রা' প্রভৃতি। মোগলদের দ্বারা লিখিত পত্রগুলিতে 'দিগর', 'দিকর' ও 'দিকের'

CENTRAL LIBRARY

পাই, এই তিনটিই আসলে একই বিভক্তি। এছাড়া 'সব' ও 'সমস্ত' প্রভৃতি শব্দও বহুত্ব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সবই মধ্যযুগের মত আধুনিক বাংলার বৈশিষ্ট্য। অসমীয়া বহুবচনের বিভক্তি এখন তিনটি—'বোর,' 'বিলাক' ও 'হত'। এদের মধ্যে 'হত' পত্রগুলিতে একবার কি দুবার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে, 'বিলাক' ও 'বোর' একেবারেই হয় নি। 'দিকের' বা 'দিগের' অসমীয়াতে ব্যবহৃত হয় না। কাজেই বহুবচনের বিভক্তি বিচার করলে পত্রগুলির ভাষা বিশুদ্ধ বাংলা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

বাংলাতে আর একটি বহুবচনের বিভক্তি মধ্যযুগে ছিল, এটি হল 'আন'। এই 'আন' প্রথমায় ও ষষ্ঠিতে সর্বনামেই বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন পত্রগুলির 'ইহান,' 'উহান,' 'তাহান,' 'তান' প্রভৃতি। বিশেষ্য পদেও কখনো কখনো এর ব্যবহার পাই, যেমন 'দুহান,' 'দোহান,' 'উভয়ান' প্রভৃতি শব্দে। এক্ষেত্রে এগুলির অর্থ সম্বন্ধজ্ঞাপক অর্থাৎ কেবল ষষ্ঠিতে গ্রহণযোগ্য। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো এই বিভক্তিটির চল আছে, বিশেষত ষষ্ঠিতে 'তান,' 'যান' অর্থাৎ 'তাঁর' 'যাঁর' প্রভৃতিতে। অসমীয়াতে এই 'আন' কখনো ব্যবহৃত হয় নি।

দ্বিতীয়ায় চলতি বাংলার বিভক্তি হচ্ছে 'কে' এবং অসমীয়াতে 'ক'। মধ্যবাংলায় 'ক' দ্বিতীয়া বিভক্তি রূপে বহুলভাবে ব্যবহৃত। অধুনা পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের উপভাষাগুলিতে 'কে' প্রায় ব্যবহৃতই হয় না, বদলে 'ক' প্রায় রাজার মতই প্রতিপত্তিশালী। সংকলনে গৃহীত পত্রগুলিতে 'কে' ও 'ক' প্রায় সমান সমান অনুপাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয়ায় কোনো কোনো পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় 'রে' পাওয়া যায়। পত্রগুলিতেও কয়েকবার এই 'রে' পাওয়া গেছে। 'রে' চলতি বাংলা বা অসমীয়ায় ব্যবহৃত হয় না।

এখন ষষ্ঠির বাংলা বিভক্তি হল 'এর' এবং 'র', সাধারণত ব্যঞ্জনান্ত শব্দে 'এর' ও স্বরান্ত শব্দে 'র' ব্যবহৃত হয়। অসমীয়াতে 'এর' নেই, এর স্থান নিয়েছে 'অর', অবশ্য 'র' অসমীয়াতে আছে। পত্রগুলিতে ষষ্ঠি বিভক্তি রূপে 'এর', 'অর' 'র'-এই তিনটিই পাই। 'এর' এবং 'অর' এ দুটির ব্যবহারের হার প্রায় সমান সমান। পূর্ববঙ্গীয় ও উত্তরবঙ্গীয় উপভাষাগুলিতেও এখন 'অর' ব্যবহৃত হয়, পরিমাণে যথেষ্ট বেশি।

CENTRAL LIBRARY

সপ্তমী বিভক্তিরূপে পত্রগুলিতে প্রায় একচেটিয়াভাবে :'ত' পাই। এই 'ত' এখন কেবল অসমীয়ার সপ্তমী বিভক্তি, এটি বাংলায় একেবারেই নেই। অতএব সপ্তমী 'ত' বিভক্তির ব্যবহার দেখে অনেকে পত্রগুলির ভাষাকে চোখ বুঁজে অসমীয়া বলে গণ্য করে থাকেন। এটা একেবারেই ভুল। আসলে পত্রগুলিতে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, সে এখনকার ভাষা নয়, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের অর্থাৎ মধ্যযুগের ভাষা। মধ্যযুগের বাংলায় প্রচুর পরিমাণে সপ্তমী বিভক্তিরূপে 'ত' পাই। আদি যুগের বাংলা চর্যাপদে এই 'ত' আছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে লেখা পঞ্চদশ শতকের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও সপ্তমী 'ত'-এর ভূরি-ভূরি উদাহরণ আছে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের কোনো কোনো বইতে 'ত' পাওয়া গেছে। পরে 'ত' চলতি বাংলায় 'তে' হয়ে গেছে। তাহলেও উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্র এখনো সপ্তমী বিভক্তি বলতে কেবল 'ত'-কেই বোঝায়। উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, আসাম ও দক্ষিণ পূর্ববঙ্গকে নিয়ে যে একটি একফালি চাঁদের আকৃতি বিশিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল, সেটি ত কেবল সপ্তমীর 'ত' অঞ্চল। এবং পত্রগুলির ভাষাও এক সময়ে এই অঞ্চলের বাংলা ভাষা ছিল। সুতরাং এই 'ত' বিভক্তির একচেটিয়া ব্যবহার দেখে, এই ভাষাকে অসমীয়া বলে ঘোষণা করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

বেশ কিছু সংখ্যক অব্যয় পদের মধ্যেও বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠ সূত্র জড়িত। পত্রগুলিতে বহুবার উল্লেখিত 'অখন', 'তখন', 'তেখন', 'যখন', 'যেখন' প্রভৃতি সময় বাচক অব্যয় পদগুলি এখন কেবল বাংলা ও বাংলার উপভাষাগুলিতে ব্যবহৃত হয়। এগুলির কোনোটিই কখনো অসমীয়া ভাষাতে পাওয়া যায়নি। অসমীয়া ভাষার সময় বাচক অব্যয় পদগুলি হল : 'কেতিয়া' (কখন), 'তেতিয়া' (তখন) 'যেতিয়া' (যখন), 'এতিয়া' (এখন) প্রভৃতি, পত্রগুলিতে দু একবার এই সব অব্যয়ের দু-একটি ব্যবহৃত হয়েছে। তা অস্বাভাবিক নয়, কেননা বহুবারই বলা হয়েছে যে পত্র-গুলির ভাষায় স্থানে স্থানে সামান্য অসমীয়ার মিশ্রণ আছে। আর যেসব অব্যয় আছে সেগুলি হল 'আর' 'আরু', 'সঙ্গে', 'সহিতে', 'সইতে' 'সাথ/সাত' প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে 'আর', ও 'সঙ্গে' এখন কেবল বাংলারই অব্যয়, অন্য ভাষায় এদুটি ব্যবহৃত হয় না। 'আরু' ও 'সইতে' বা 'সৈতে' এদুটি অসমীয়ার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এদুটি পূর্বেও বাংলাতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, অষ্টাদশ শতকের বাংলা রচনায় 'আরু' পাওয়া গেছে, উত্তরবঙ্গেও এখন এটির ব্যবহার আছে।

CENTRAL LIBRARY

'সইতে' পূর্ববঙ্গের উপভাষাগুলিতেও চলে। 'সাথ' বা 'সাত' এখন কেবল হিন্দীতেই পাওয়া যায়। তবে বিশেষ্য রূপে 'সাথ' বাংলাতেও চলে। পত্রগুলির ভাষাতেও 'সাথ' বা 'সাত' এইভাবে বিশেষ্য রূপে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। 'হন্তে' নামে একটি অব্যয় পত্রগুলিতে অসংখ্যবার পাওয়া গেছে। এটির বর্তমান রূপ 'হইতে' বা 'হতে'। 'হইতে' এবং 'হতে' এখন বাংলারই সম্পত্তি, অসমীয়াতে এদুটির ব্যবহার নেই। মধ্যযুগের বাংলায় 'হইতে' ও 'হতে' ছিল না, তখন সর্বত্র 'হন্তে' ব্যবহৃত হত। 'হন্তে' বা 'হতে/হইতে'র আধুনিক অসমীয়া প্রতিরূপ হল 'পরা', অসমীয়াতে কেবল এই 'পরা'ই ব্যবহৃত হয়। এটি সংস্কৃত 'প্র' থেকে এসেছে মনে হয়। পত্রগুলিতে কয়েকবারই মাত্র 'পরা' পাওয়া গেছে এবং তাও অসমীয়া মিশ্রিত অংশে।

ধ্বনিতত্ত্বে কিছু অসমীয়া বৈশিষ্ট্য পত্রগুলির ভাষায় প্রকাশিত বলে মনে হয়। অসমীয়াতে ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন (**compensatory lengthening**) বাংলার মত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় না, খুব কম ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে 'গাছ', 'চাকা', 'পাখা'; প্রভৃতি অসমীয়া ভাষায় যথাক্রমে 'গছ', 'চকা', 'পখা' প্রভৃতি হয়েছে। এমনকি 'রাজা'কে অসমীয়াতে 'রজা'ও বলা হয়। শুধু তাই নয়, শব্দের প্রথম অক্ষরে 'আ' স্বর থাকলে তা যেন অসমীয়াতে **compensatory lengthening** এর বিপরীত হয়ে **shortened** 'অ' হয়ে যায়। এর ফলে বাংলা 'জানা' হয় অসমীয়া 'জনা', "পাঠাই' হয় 'পঠাই' ইত্যাদি। পত্রগুলিতে এইভাবে বেশ কিছু পরিমাণে আদি অক্ষরের 'আ' স্থানে 'অ' পাই। যেমন 'জনাইলাম', 'জনাইতেছি', 'পঠাইলাম', 'পটাইতেছি,' 'পঠাইবেন', ইত্যাদি। এই আদি অক্ষরের হ্রস্বতা দেখে কেউ কেউ এটিকে অসমীয়ার বৈশিষ্ট্য বলে জোর দাবি করতে পারেন। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে এটি কেবল অসমীয়ার একার বৈশিষ্ট্য নয়, আদি অক্ষরের দীর্ঘ স্বরের হ্রস্বতাপ্রাপ্তি উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ব্যাপকভাবে দেখা যায়। পত্রগুলির সহিত মধ্যযুগের উত্তরবঙ্গের ভাষার যে যোগ ছিল সে কথা ত বহুবার বলা হয়েছে।

বাংলার 'ড়' ধ্বনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসমীয়াতে 'র' হয়; অসমীয়াতে 'ড়' ধ্বনির ব্যবহার খুব কম। পত্রগুলিতেও ব্যাপকভাবে ড়>র পাই, যেমন বড়ুয়া > বরুয়া, বড়বড়ুয়া > বরবরুয়া, পাহাড় > পাহার, চড়িয়া > চরিয়া, ছাড়িয়া > ছারিয়া ইত্যাদি। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য সমানভাবে উত্তর ও পূর্ববঙ্গীয়

CENTRAL LIBRARY

উপভাষাগুলিতে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়, সেসব ক্ষেত্রে 'আমড়া', 'ঘড়ি', 'বাড়ি' প্রভৃতি বহু বিখ্যাত ও লোকপ্রিয় শব্দ 'আমরা', 'ঘরি', 'বারি' প্রভৃতি হয়ে যায়। কাজেই 'ড়' ধ্বনির 'র' ধ্বনি প্রাপ্তি অসমীয়ার একমাত্র বিশিষ্ট লক্ষণ নয় ও এজন্য পত্রগুলির ভাষাকে অসমীয়া বলে গ্রাহ্য করাও ঠিক নয়।

এইরকম আরো একটি অসমীয়া বৈশিষ্ট্য বহুল প্রচলিত, এটি হল স > হ। কিন্তু এটিও পূর্ববঙ্গের উপভাষাগুলিতে যথেষ্টই আছে। অসমীয়াতে যদি আসা > 'আহা' হয় ত পূর্ববঙ্গের উপভাষাতেও তাই হয়। বরঞ্চ পূর্ববঙ্গের উপভাষাগুলি এদিক দিয়ে আরো এক কাঠি সরেশ। তারা স > হ করেই ক্ষান্ত হয় না, 'হ'-কে 'অ' ধ্বনিতে পাতলা করে নেয়। যেমন 'আসিতেছি' অসমীয়াতে হয় 'আহিছ' কিন্তু পূর্ববঙ্গীয় উপভাষাতে 'আহিতেছি' ও 'আইতেছি' দুইই হয়। পত্রগুলিতে এই ধরণের প্রয়োগ যথেষ্টই আছে। এক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গীয় ধ্বনি-রীতির প্রভাব যে কিছু পরিমাণে কার্যকর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য অসমীয়া ধ্বনি-রীতিও বহুক্ষেত্রে সমানভাবে কার্যকর। সে কথা অস্বীকার করা হচ্ছে না।

পত্রগুলির ভাষা থেকে আর একটি জিনিস পরিষ্কার হয়। বাংলাতে নঞর্থক ক্রিয়ার নঙ্-বাচক প্রত্যয় ক্রিয়ার পরে বসে। নব্য ভারতীয় আর্যের আর কোনো ভাষায় এমনটা হয় না। বৈদিক, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমস্ত ভাষায় নঙ্-বাচক প্রত্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসত। প্রাচীন ও মধ্য বাংলাতেও ঠিক এই একই নীতি অনুসৃত হয়েছে। অধুনা অসমীয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি বাংলার সহিত সম্পর্কিত ভাষাগুলিতেও ক্রিয়ার আগে নঙ্-বাচক প্রত্যয় বসে। বাংলাতে এই প্রত্যয়টি হল 'না', এটি সাধারণ অর্থে কিন্তু সর্বত্রই ক্রিয়ার পরে বসে। এখন প্রশ্ন হল : কবে থেকে এই 'না' ক্রিয়ার পূর্ব থেকে সরে এসে পরে বসতে আরম্ভ করেছে ?

ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকে মিশনারীগণের প্রচেষ্টায় যে গদ্য-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তাতে কিন্তু 'না' ক্রিয়ার পরে বসেছে দেখা যায়। এই সংকলনের সর্বশেষ যে পত্রটি তাতেও দেখি 'না' ক্রিয়ার পরে বসেছে। পত্রটি রচনার তারিখ হল ১৮০৪ খ্রীঃ, তার মানে মিশনারী গদ্যগ্রন্থগুলি যে সময়ে লেখা হয়েছিল ঠিক সেই সময়ে এটিও রচিত। অথচ ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের পত্রগুলিতে 'না' যথারীতি ক্রিয়ার পূর্বে বসেছে, কেবল অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকের একটি পত্রে 'না' একবার মাত্র ক্রিয়ার পরে বসেছে। অষ্টাদশ শতকের

CENTRAL LIBRARY

আর একটি রচনায়ও 'না' ক্রিয়ার পরে বসেছে দেখতে পাই। এটি হল কাছাড়ী বুরঞ্জীর ৩ সংখ্যক অংশটুকু। এখানে একবার 'আছে না' ক্রিয়ার ব্যবহার হয়েছে। এই অংশের রচনা কাল ১৬২৫ শক বা ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শুরুতে। কাছাড়ী বুরঞ্জীতে আরো দু একবার এই রকম ক্রিয়ার পরে 'না' বসেছে দেখতে পাই। কাছাড়ী বুরঞ্জীতে আর সর্বত্র যথারীতি 'না' আগে বসেছে। তার মানে অষ্টাদশ শতকের শুরু থেকে 'না'-এর স্থান পরিবর্তন হচ্ছে বলে যদি সিদ্ধান্ত করি তাহলে ভুল হয় না। অষ্টাদশ শতকের চতুর্থ দশকে রচিত দুখানি বাংলা গদ্য গ্রন্থ পাই। এ দুটি হল 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' ও 'ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ'। ভাল করে হিসাব কষে দেখা গেছে 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থে 'না' ক্রিয়ার পূর্বে বসেছে ৬০% বার ও পরে বসেছে ৪০% বার। 'ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ' গ্রন্থে অনুপাত দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫০% ও ৫০%। উনবিংশ শতকের শুরুতে (১৮০১ খ্রী) প্রকাশিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থে দেখি যে 'না' প্রায় সর্বত্রই ক্রিয়ার পরে বসেছে, দু একবার মাত্র আগে বসেছে। এর পরে মুদ্রিত আর কোনো গদ্য গ্রন্থে 'না'-কে ক্রিয়ার আগে বসতে দেখা যায় নি। এভাবে অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় যে ঘটনার সূচনা হয়েছিল তার পূর্ণ ও পরিণত ফল পাওয়া গেল একশ বছর পরে, উনবিংশ শতকের শুরুতে। এই সময়-সীমা নির্ধারণে সংকলনের পত্রগুলির গুরুত্ব যে কত তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই মনে করি।

CENTRAL LIBRARY

বুরঞ্জী বহির্ভূত পত্র

১

আহোমরাজ স্বর্গনারায়ণ সুকামুফার নিকট কুচবিহাররাজ নরনারায়ণের পত্র

স্বস্তি সকল দিগ্‌দন্তিকর্ণ তালাস্ফাল সমীরণ প্রচলিত হিমকর হরহারহাস কাশকৈলাস পাণ্ডুর যশোরাশি বিরাজিত ত্রিপিষ্টপত্রি দশ তরঙ্গিণী সলিল নির্ম্মল পবিত্র কলেবর ধীষণধীরধৈর্য্য মর্য্যাদা পারাবার সকল দিক্কামিনী গীয়মান গুণসন্তান শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ মহারাজ প্রচণ্ড প্রতাপেষু।

লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অথন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বদ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগতে আছি তোমারো এ গোট কর্ত্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সতানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমাসন্দার উদ্ভণ্ড চাউনিয়া শ্যামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ী ২ ধনু ১ চেঙ্গা মৎস্য ১ জোর বালিচ ১ জকাই ১ সারি ৫ থান এই সকল দিয়া গইছে। আরু সমাচার বুজি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ গোমচেং ১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণ চামর ২০ শুক্ল চামর ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।

২

কুচবিহাররাজ নরনারায়ণকে লেখা আহোমরাজ সুকামুফার পত্র

স্বস্তি ত্রিপুরহরচরণ স্বর্ণশ্রীপর্ণ সুধাপান ভৃঙ্গায়মান সম্মানদান সন্তানশৌর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যৌদার্য্য পারাবার তুহিনকরনিকর তরঙ্গিনীতরঙ্গ

CENTRAL LIBRARY

পাণ্ডুরযশোরাশি বিরাজিত কুলকমল প্রকাশৈক ভাস্কর শ্রীমন্মল্লনারায়ণ রাজ-মহোদার চরিতেষু।

লিখনং কার্য্যঞ্চ অত্র কুশল। তোমার কুশল বার্ত্তা শুনিয়া পরমাপ্যাতি হৈলোঁ। আরু যে লিখিছা প্রীতিবৃক্ষ অঙ্কুরিত সেয়ে তোমার আমার সাহ্লাদেত বৃদ্ধিক পায়া ফলিত পুষ্পিত হৈবার থান যি কহিছ ই গোট বিশেষ। কিন্তু তোমার আমার প্রীতি গোট যি হত হন্তে ঘটিছে সমস্তে জান। সেইরূপ মর্য্যাদা ব্যবহারত যদি রহিব ফলিত পুষ্পিত কিসক নহৈব। আমরা পূর্ব্ব অভিপ্রায়তে আছি। আরু উকিলর সঙ্গে যি সকল দ্রব্যাদি পাঠাইছিলা ই সকল সভাত দেখাইবার উচিত ন হয় কিন্তু যি সকলে যি হক আচরি থাকে অনীতি হৈলেও আচরণীয়ক লৈ তাকে নীতি স্বরূপে দেখে এতেকে দিবার পোয়া আরু সমুচয় সেই সেই দ্রব্যত প্রবর্ত্তনীয় লোকর দ্বারায়ে যি বুজুয়া গৈছে সেইরূপে বুজিবা। তোমার উকিলর সঙ্গে আমার উকিল শ্রীচণ্ডীবর ও শ্রীদামোদার শর্ম্মাক পঠোয়া গৈছে এমরার মুখে সকল সমাচার বুঝিবা। তোমার অর্থে সন্দেস নড়া কাপোর ২ থান গজদন্ত ৪ গাঠিয়ন ২ মোনা পহুছব। শক ১৪৭৮ মাস আহার দিন ১০।

৩

কাছাড়ী রাজা মেঘনারায়ণের অনুশাসন

ক

শুভমস্তু শ্রীশ্রীযুত মেঘনারায়ণ দেব হাচেঙ্গসা বংশত জাত হৈ মাইবাঙ্গ পাথরে সিঙ্গদ্বার বান্ধাইলেন শকাব্দাঃ ১৪৯৮ বিতেরীখ আষাঢ় ২৬।

খ

শুভমস্তু শ্রীশ্রীযুত মেঘনারায়ণ দেব হাচেঙ্গসা বংশত জাত রাজা হৈ মাইবাঙ্গ রাজত পাথের সিঙ্গদ্বার বান্ধাইলেন শকাব্দাঃ ১৪৯৮ বিতেরীখ আষাঢ় ২৬।

CENTRAL LIBRARY

১

স্বর্গদেব সুসেংফা (প্রতাপসিংহ)র নিকট মোগল সেনাপতি সত্রাজিতের পত্র

স্বস্তি গুণিগণ গুণার্ণব পরম পবিত্র যশোরাশি মণ্ডিত দিগদিগান্তরাধি পটলোৎপাটন শ্রীশ্রীযুত ৺ রাজা প্রচণ্ড প্রতাপেষু। দোয়া সেলাম লেখনং কার্য্যঞ্চ আগে তোমার কুশল হামেচা চাহো ; ফের হামারে মিয়ার খবর হোএগা ; আর তুমি এতবার নগুজস্তেও[১] আমার রোখচো[২] রোখহোএ। শ্রীশ্রীযুত খুর মল্লুক ৺চরণেত দরগাতে মই সরচোর[৩] দেহঙ্গা। তোমারি মেজমতেত[৪] চাকরি দৌড় করে হি ? অতএব কিলজিমিল্লা রায়তের খোচ হানি আর অধিককালে খানা ভেজিহে পরং উনর কানাই কহিবেক হাজির আপনে কাজ গুজায়[৫] হাফিদকা হোএ ইতি জিলকাজ শক ১৫৪৯, মাহ ফাগুন, তেং ১২। চলচা ২০, লাহরি ২০, পামরি ৩, চিট ৫০, তাব ৪, পোয়াল ২০, লঙ্গ ২ মোনা, জাইফল ৩ মোন, স্বফেদ কাষ্ঠ ৪ চোর[৬], লাল ৬ সের।

২

বড়বড়ুয়া ও চেটিয়া গোহাইর নিকট ফৌজদার মীর্জা জাহিনার পত্র

মহামহিম শ্রীযুক্ত বড়বড়ুয়া, চেটিয়া গোহাঞি মহাশয়েষু সগৌরব লেখনং কার্য্যঞ্চ আর তোমার রাজোন্নতি হামেচা চাঙ্কীহি ওপরং ৺শ্রীযুতের থানে উকিল

---

১ না ছাড়লেও। ২ অফিসার। ৩ নজরাণা, ভেট। ৪ খেদমতেত—সেবায়। ৫ অভিযোগ। ৬ সের।

কমলজান এক আদমিকো ভেজোহে। তোমরা দুইজনর বকচি দেত[১] খাতির খুচি হৈবেক। আরব চক্‌রাজ দুই জনের সাথে আর্দ্দাস্ত[২] করিলে শ্রীশ্রীযুক্ত ৺প্রসন্ন হৈবেক। অতএব আমি তোমার চাকর হৈলো, তুমি আমারে সল্লাহ[৩] কর আর তোমার দিকির[৪] বড় মুদৈ[৫] সাউদ[৬] আমার মলুকের সা মহাজন।

সাউদর টোল[৭] বতায়া খরিদ কর; জেথো বস্তু লাগে সে ভাগায়া পয়দা কর; ইহা বর কাজকাম মালুম হোএ। অধিক কি লেখিম; আপুনি জান্তা হোগা। ইতি জিলকাজ শক ১৫৫১, মাস ফাল্গুন, তেরিখ ১০। সন্দেশ যোড়া ২, চন্দনকাঠ ২ মোন। তাব ২ মুঠা, লাহরি ২০ পমেরি ২০, চিট ৫।

৩

বড় বড়ুয়ার নিকট গৌহাটির ফৌজদার আহ্‌লায়ার খাঁর পত্র

স্বস্তি সকল মঙ্গলাগার বিবিধ গুণালঙ্কৃত স্বরনাদি সলিল নির্ম্মল যশোরাশি পরিপুরিত কলেবর শ্রীযুত বড় বড়ুয়া সুচারু চরিত্র বিচিত্র মস্তবরেষু। সৌহার্দ্দ পূর্বক লেখনং কার্যঞ্চ ইথানের কুশল। তোমার কুশল মঙ্গল হামেচা বাঞ্ছি। পরং তোমার ফরমান নজরেং[১] জানিলাম। দিন ২ দোস্তি হামরাহ[২] হৈবেক; অতএব তোমার আমার মধ্যে কিঞ্চিৎ দিলগির নেস্ত[৩] আর তুমি বুলিচ উত্তরে বড় নদি, দক্ষিনে অসুরালি, ইতিমধ্যত তোমার আমার নাক বুল[৪] ফিরিবেক। এই ধর্ম্মে তোমার যশ প্রতিষ্ঠা বাঢ়িতেছে; আর দুই দলের গো-ব্রাহ্মণ সুখে রহিল স্বমাসন দুহানার[৫] জুগাদি[৬] হৈলে ওগয়রহ[৭] মলুকের খোরামি হৈবেক; আওর বদনাম কিছু না রহিবেক।

আর তোমার উকিল সনাতন ও কানু শর্ম্মা ইহানার সঙ্গে ও আমার আদমি চেকমেদা[৯] ওঝার খওব ও আকাদহ[১০] তোমার সেখানে ভেজিতেচি। শ্রীযুত ৺থানে হজুর করায়া দশ পাঞ্চ রোজত ফিরি পঠাইবা। এমত হৈলে তোমার

---

১ বকসিদ+ত=মুক্তিতে। ২ প্রীতির বন্ধন। ৩ পরামর্শ। ৪ দিগের। ৫ মুদি, ব্যবসায়ী, বণিক। ৬ বণিক, সাধু। ৭ কুটির।

১ নজরে। ২ আমাদের। ৩ হৃদয়ের ভঙ্গতা অর্থাৎ প্রীতির অভাব নেই। ৪ লোকজন। ৫ দুজনের সম অবস্থা। ৬ যুক্ত। ৭ ইত্যাদি। ৮ এদের। ৯ শেক মেদা। ১০ একাদশ।

আমার কিছু সন্দিগ্ধতা না রহিবেক ; আর এমরার মুখে সমস্তে জানিবা অধিক কি লেখিম ; আপুনি সমস্তে জান। তোমার নিমিত্তে সন্দেশ—বাপ্পা ১, লঙ্গ ২ মোনা, চিনি ২ মোন, রপুয়ালি পটুকা ৩ গচ, সোনায়লি ৩ গচ। সুগন্ধবালা ২ সের, জাইফল ১ মোনা ঘোড়া ২। ইতি শক ১৫৫১ মাস মাঘ।

৪

ফৌজদার আহ্‌লায়ার খাঁর নিকট বড় বড়ুয়ার পত্র

স্বস্তি নিখিল গুনৈকধাম সর্ব্বোপমাযোগ্য শ্রীযুত নবাব আহ্লায়ার খাঁ শুভাসয়েষু। সস্নেহ পূর্ব্বক লেখন কার্যাঞ্চ এথা কুশল ; তোমার কুশল সর্ব্বত্রে চাহি। পরং সমাচার এহি তোমার উকিল সেকমেদা ও আকাদহ এই দুই জন মনুষ্য পঠাইচিলা ; সে আসি পহুচিল। ইহানার[১] মুখে তোমার কুশল সুনিয়া পরম সন্তোষ হৈলো। আর তুমি বুলি আছ উত্তরে বড় নদী দক্ষিণে অসুরালি এমও[২] বন্ধ নিবন্ধানুক্রমে হদ[৩] করা হলে। উভয়ানু পক্ষে রক্ষা পায়। সে ধর্ম্মে তোমার আমার যশ প্রতিষ্ঠা দিন দিন অত্যন্তানুরূপে বাঢ়িতে যাইব। খালি না হৈবেক। এমত যে সুপারিচ লেখিচ। এ গোট উত্তম করিচ। কিন্তু বড় মনুষ্যর পৃত[৪] কড়ার[৫] কদাচিৎ নাফিরে ; সেই জেমন উত্তরোত্তরে রক্ষা পাই তাক করিবা। আর তুমি যি বুলিচ দশ পাঞ্চ রোজত[৬] উকিল পহুচাইবা, সেই বচনত থাকি আমরা চাঙ্গত[৬ক] ৺চরণত সম্বুজাই[৭] করাইলো। ৺ ও যেমও[৮] কথা হৈল তাক তোমার উকিল সমস্ত কহিবেক। পরং পূর্ব্বাপরেও নবাব সকলের গুয়াহাটিত[৯] থাকি কথাবার্ত্তা অনেক হোয়া কয়।

অদ্যাপি সেথানর কার্য্য কাম ভার তোমার ওপর। ইঠাই আমার ওপর ; অতএব তোমার মনে থেমও[১০] ভাল প্রাতিভাসে[১১] তবে প্রত্যুত্তর তৎকালে লেখিবা। এমত হৈলে তোমার আমার মৈত্র[১২] কিসক[১৩] নারহিবেক। আর

---

১ এদের। ২ এমন্ত অর্থাৎ এমন। ৩ সীমা নির্দেশ। ৪ প্রীত অর্থাৎ প্রীতি। ৫ কথা, অঙ্গীকার। ৬ পাঁচ দশ দিনে। ৬ক ওপরের ঘরে, স্বর্গদেবের আবাসে। ৭ অনুধাবন। ৮ যেমন্ত অর্থাৎ যেমন। ৯ গৌহাটিতে। ১০ থেমন্ত অর্থাৎ তেমন অর্থাৎ যেমন। ১১ ভাল মনে হয়। ১২ মৈত্রী। ১৩ কি জন্য।

বাকি সমাচার সনাতন শ্রীকান্ত এমরার[১৪] মুখে শ্রুত হৈবা। কিমধিকং বিজ্ঞাবরেষু। আর তোমার অর্থে সন্দেশ—হাতি দাত ১৪, গান্ধ ২৭, কলিয়া চামর ২০, মরিচ ৬০ সের। খড়্গ দুই, সোনেরে মন মাকরা ; কটারি ২ খান। ইতি সন ১৫৫১, মাহ জেষ্ঠ, তেরিখ ১২।

৫

বড় বড়ুয়ার নিকট ফৌজদার আহ্লায়ার খাঁর পত্র

সস্তি নিখিল গুনাগার পরমোদার মর্য্যাদা পারাবার শ্রীযুত বড় বড়ুয়া গোহাঞি প্রচণ্ড প্রতাপেষু। পূর্ব্বাপর ফরমান বিহিত মাফিক কার্য্যঞ্চ আগে তোমার সি থানর কুশল পরং সমাচার এই আর দেখ যেমন বিলায়ত[১] কোচ হাজো[২] পরিক্ষিতর চোট বলিদেব আমার যে খোজ বায়ত[৩] বিগাড় করিয়া নিয়াচে তেমন শ্রীশ্রীযুত পাৎসার ঠাই হুকুম সোহোই[৪] ইস্লাম থাকে তাকির[৫] করিয়া তার বদলি কাসিম থাকে সুভা করিয়া মলুকের অন্যায় স্থনিয়া ফের ইস্লাম থাকে ওপরতা গায়ত[৬] পাৎসার হুকুম আয়া। আর যেমন আবদুল ইস্লাম মহমদি ও মির্য্যানাকৈ[৭] ফজুল বেগ, মির্য্যা হুচন, রাম চা[৮], খোতচা, চঞ্চল চা, মহমল কর্ম্মচাঁদ, ও গয়রহ[৯] তোমার ঠাই যি গির[১০] হৈল। আর কতগুটিমান লোকক সরিয়ল[১১] করিয়া ঘিরিয়া বোবন্ধক বিজন কারন এসব খবর নিঃকর্ষণ স্থনিয়া ৺ হামাক তাগিদ গতায়াত করিলেক। আমি আসি ধুবুরি পহুচিলো। আর দেখ হারামজাদা মেচ[১২] পরিক্ষিত নারাণকে লাড়কা[১৩] পহিলে অনেক নম্রভাবে আপ্ত দেখায়া আমার সাতে মিল হৈল। আমারাও অনেক সাহার্য্য করিয়া হাজোরে থানাকে[১৪] আসিতেচিল ; বগরি বারির পরা[১৫] আপনার নিসান বকচিস ভেজিয়া করৈ বাড়িকে[১৬] পঠায়া দিলাম। তারে চন্দ্রনারাণ নিমকহারামি

---

১ প্রদেশ, এলাকা। ২ কোচ হাজো নামে রাজ্যাংশ। ৩ প্রজা পাঠক। ৪ প্রভু। ৫ বদল। ৬ ওপরে। ৭ মীর্জা জাহিনার চেয়ে। ৮ রাম সা/সাহু। ৯ প্রভৃতি। ১০ জিগির অর্থাৎ উপস্থিত। ১১ বন্দী। ১২ জাতি বিশেষ, কোচ জাতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ১৩ পরীক্ষিৎ নারায়ণের ছেলে। ১৪ হাজোর থানাতে। ১৫ বগরিবাড়ীর থেকে। ১৬ করই বাড়ীতে।

তোমার দূরগাতে[১৭] গৈ আছে। সে লেওরা তোমারে হারামখোর আর তুমিও সাহায্যতা না কর।

আমিয়ো কের শ্লাঘা নাহি করে। এখন সে দাচুচক[১৮] তোরা ধরিয়া দেই তবে উভয় পক্ষেত পৃত কড়ার কিঞ্চি কমি নাহবেক ; আর লেঙ্গাকে পোলোঙ্গাকে দুই জনক[১৯] তোমার সাতে কুশলাদি সমাচার সমেত গতায়াতেত ও গয়রহ পৃত জাহির রহে। অধিক কি লেখিম ; ইসকল পৃত আপোনে বঢ়াইচ ; যা তো পৃত রহে সে করিবেন। যে জোমো[২০] সাউদ টোলে ফরোক্ত[২১] জবাব চতাপ[২২] পঠাইবেক। যি কার্য্যত জিয়ান[২৩] নহয়। ইতি জিলকাজ সন ১৫৫২ ; ফাগুন তেং ২২। সন্দেশ—তবে ৭, স্বফেদ কাঠ ৮ সের, লাল ১০ সের, পানি চড়োয়া সোনার চিচার ধোয়া খোয়া ২টা।

৬

ফৌজদার আহ্‌লায়ার খাঁর নিকট বড় বড়ুয়ার পত্র

স্বস্তি প্রবলারি পক্ষ গহন দহনৈক দাবানল প্রজ্জালিত দিগ্বামিনি বদনমণ্ডল গীয়মান যস সন্তান শ্রীযুত আহ্লয়ার খাঁ নবাব সচ্ছরিত্রেষু। পরম পৃত পূর্বক লেখনং কার্য্যঞ্চ তোমার পত্র সমেত জি দুই জন মনুষ্য পাঠাইচিলা[১], সে আসি পহুচিলা। তানার[২] মুখে শুনিয়া পরম আনন্দ হৈতেছে। তোমার এমও বুলিবার উচিত ন হয়। তুমি যে বুলিচ চন্দ্রনারাণ হারামখোর তাক ধরিয়া দে—তবে উভয় পক্ষত[৩] পৃত কড়ার কমি না হৈবেক। আর যে সময় চায়াকুর্ম্মা সমেত তোমার ঠাই ভাগিতেছিল, তেখন তোমারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উমরাও সকল এমত কৈল কিসক না করিল। বড় লোকর সরণাগতক যে এরে[৪] উচিত নহে আর বিশেষত কানাই হাজারিকিয়া—ভাই তার সঙ্গে দুই জন মনুষ্য শরনিয়া পর্ব্বতের কোলে বেড়াই ফুরিতেছিল।

তোমার দিগের দরিয়া পুবের ফতাই[৫] জেমা মোদ[৬] তার লগৈ[৭] এক পাঠান

---

১৭ দরগাতে। ১৮ গুপ্তচরকে। ১৯ লেঙ্গা ও পোলোঙ্গা নামে দুই ব্যক্তিকে। ২০ যে সকল। ২১ বিক্রয়। ২২ সত্বর। ২৩ বিলম্ব।

১ পাঠিয়েছিলে। ২ তাদের। ৩ পক্ষে। ৪ পরিত্যাগ। ৫ জয়লাভ। ৬ লাগাম, সন্ধি। ৭ কাছে।

আর নজরত খাঁ এক চিপাহি এই দুইজনে অনেক মন্ত্রণা করি ঢকাক লাগি[৮] নিলে ; তাক দেখো তুমি অদ্যাপিও মোক চারিয়া নেদ[৯]। আমি জানিআছি উভয় পক্ষে যে ৺ ডাঙ্গরিয়া[১০] আর পাৎসা উমরা ও[১১] সেই সকলর যে এখন কবুল নিবন্ধ কিছু না রহিল। এতেকে ইবার জন্য[১২] গেল, পাৎসাইর এক লাল খাঁ নামে বঙ্গালে[১৩] আমার ঠাই চারন্দা[১৪] বজাই আচিল।[১৫]

সি দেখো—মোক চাও বুলি তোমার ঠাইক গেল। তুমিও তাক দিবাক লাগিল। তেবে সে পৃতের ওপর রহে—। তুমি নে তাক রাখি এমও প্রত্যুত্তর লেখ, ইতো তোমার কোন উচিত হোয়। আর আমি বারম্বার লেখিচি, যিথানত হস্তে[১৬] উভয় পক্ষে এক লাখ[১৭] রহে কোনো চিত্তে আর মত[১৮] নহে তাক করিবা। না কর তোমার খুচি অধিক কি লেখিম। আমার উকিল সনাতন ও শ্রীকান্ত এসব প্রমুক্ষে জানিবেক। আর হাটবাট খরিদের খান[১৯] যি লেখিচ তার জবাব ভেলাই ও শক্রসন ও জয়ানন্দ এসকল সমুচি এক রাখিবা। এমও হৈলে কোনো কার্য্য কাম নাহি রহে। ইতে শক ১৫৫২, মাস শ্রাবন, তেরিখ ৭।

৭

বড়বড়ুয়ার নিকট ফৌজদার আহ্লায়ার খাঁর পত্র

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় পরম স্বপ্রতিষ্টিত শ্রীযুত বড়বড়ুয়া গোহাঞও চেটিয়া গোহাঞ মহোমহোগ্র-প্রতাপেষু। লেখনং কার্য্যঞ তোমার আদৌ কুশল মঙ্গল সর্ব্বথা চাহি। সাম্প্রত তোমার মেহরাণি দিন দিন লজিক খায়া[১] যেমন হামরাহ হোই, আর তুমি যি পত্র মনুষ্য তাকিদ ভেজিলক[২] সিতো চিতাপে[৩] পহুছিল। তাহনার মুখত স্থনিয়া সাক্ষাৎরূপ পত্র চালামি চসামিদ[৪] করিয়া জানিলাম।

---

৮ ঢাকায়। ৯ না দাও অর্থাৎ দাও না। ১০ আহোম মন্ত্রী। ১১ ওমরাহ। ১২ জন্যে। ১৩ লাল খাঁ নামে মোগল সৈন্য। ৪ সাহায্য চেয়ে। ১৫ বাজিয়েছিল/প্রচার করেছিল। ১৬ যেখানে থেকে। ১৭ একলক্ষ। ১৮ ভিন্নমত। ১৯ জিনিষপত্র কেনাবেচার বিষয়ে।

১ নুন খেয়ে অর্থাৎ সাহায্য পেয়ে। ২ পাঠালে। ৩ সত্বর। ৪ প্রত্যক্ষ।

পত্রার্থবিদ প্রস্তুত কার্য্যর উপচিত যাতো তোমার আমার ঐকতা মহরত ভাবরূপ প্রতিষ্ঠা আফত[৫] বেসদৃশ সাক্ষাত রহেইতে আস্তে। অতএব খুব হকিত[৬] না ভেদ দৌড় দোস্তক[৭] ফদস্ত[৮] সব চারহা উভয়পক্ষ না ভেদ দোহান মধ্যে[৯] যোবত হচিল খোদায় পেকম্বর[১০] মাফকরে। একারণ দরবারের যাহা ধারণে রহে তাহা তোস্তি এমও কৌলিকর[১১] এবে সবে দোজোখ[১২] চোড় যাতে মুচ্ছিদা[১৩] গফেজে[১৪] জোখ[১৫] ধর্ম্মজাহান ওপর তোমার আমার দৌলত একৈতা দোস্ত রহে। এতেকে উভয়দিগ দরিয়া-রায়ত[১৬] গো-ব্রাহ্মণ পরোবর কর নটা সর্ব্বত্রে বর্ব্বতি তাহো এমত হৈতে তোমার আমার যে দোচমণ তাহে অন্তঃকরণ যে মদগর্ব্ব[১৭] সেহি সাহ জিক[১৮] বুগজার[১৯] জাহে আর অধিক কত কহিব। তোমাঠের উকিল সনাতন ও সেকমেদা শ্রীকান্ত শর্ম্মা কহিবেক। যাতো প্রিতেরওপর রহে। কমিতা নারহে তারে কর। ইতি সরহ সাল ১৫৫৩।

সন্দেশ—বানাত ২,' সোনায়ালি পাগজামা ২, পটুকা ৪, লঙ্কা ৩ সের, জাইফল ১ মোনা, স্বফেদকাঠ ২ সের, বাপ্তা ২ মণ। চিনি ২ মণ, লোন ২ মোন।

৮

বড়বড়ুয়া গোহাঁই ও চেটিয়া গোহাঁইর নিকট আহ্‌লায়ার খাঁর পত্র

স্বস্তি সকল মঙ্গলৈক নিলয় পরমস্থপ্রতিষ্ঠিত কলেবর শ্রীযুত বড়বড়ুআ গোহাঞ ও চেটিয়া গোহাঞ মহোদার চরিত্রেষু। পূর্ব্বাপরোক্ত বেবহার মাফিক পরং কার্য্যাঞ তোমার খাতির খোসমুদ উভয় তর ভেদ নিঃসন্দেস হৈয়া রহে কিঞ্চিৎ রথু, বক্রি লান রছিদ। আর তুমি যে লেখিচ সিঙ্গরি ও বালি পরা ও বড় গাও গয়রহ[১] রাজা সত্রা জিতর[২] কালাবধি ভোট[৩] খরিদ করিতেছিল। এখন যে যে করোক্ত না লাখি একনা দোস্ত লখ ইসোজবাব ফরমান বলে তো ন হয়। এখন তুমি আমি

---

৫ আপদ। ৬ হকিকত—সত্য। ৭ আঘাত করল। সেখানে। ৯ দুজনের মধ্যে। ১০ পয়গম্বর। ১১ অঙ্গীকার। ১২ নরক বিশেষ। ১৩ পথ দেখাও। ১৪ বফেজে—সহৃদয়তার সহিত। ১৫ আকাঙ্ক্ষা। ১৬ প্রজাপাঠক। ১৭ গর্ব। ১৮ সাহায্যকারী। ১৯ বিস্তৃত।

১ সিঙ্গরি, বালিপড়া ও বড়গাঁ প্রভৃতি। ২ সত্রাজিতের। ৩ ভোটান রাজ্য।

পূর্ব্বাপর অবিরুদ্ধ রূপ ওয়াদা মাফিক নির্ণয় নিবন্ধ করিতেছি। অতএব এখন— তোমার আমার মধ্যে একলাস[৪] ও দোস্ত ও ফরোক্ত একারণ লেখি উচিত হোয়।

আর মই ও তোমার ঠাই লিখা সমেত বাঙ্গালার জমিদার মাচিমখাঁর বেটা চারপি খাঁ ও রঘুরাই চোধারি দুই জনক ভেজিছো—, পূর্ব্বেও কন্দলর পরা[৫] যিখান হৈছে। আর প্রীতির পরা যিখান হৈ গৈছে, তাক তাঞি[৬] আপুনি জানে। তাঞি আমাক দোস্ত পৃত করালে নিমিত্তে দুই দলর গো-ব্রাহ্মণ সুখে রহিছি। এ্যান যে আমার পাৎসার সরকারি ও দিল মহমদ ও রচিপ খাঁ নন্দরাম সাহ ও গয়রহ ২৩ আদমি সহিতে দরঙ্গর ঝারত[৭] জাহিনার[৮] উক্ত দুয়ার বারত[৯] রহিচিল। সেই ঠাইর যে পার্শ্ববর্ত্তি থানাদার দুয়ারর চকিদার তোমার ঠাই দিয়া ভেজিলেক।

তোমরা কহে আমা জাহিনা নবাব চুশন, মরতচা, হুজুর হাল করায়া ভোট খরিদ খেজমতেত করিতেচিল। জাহিনা নবাব ও কোচবেহারের রাজা যেখন সবাকো ভাগামকে[১০], তখন আমি যাইবাক চাও[১১]। না পারি তোমার দুয়ারর চৌকিদারর ফৌজে হাতে চড়িলো। তোমরাও নিসা করিয়া দিলাস দিয়া[১২] ও বহুত লোভ দেখায়া কয়দ করি রাখিলেক এখন যে তোমার দুয়ার বারর বড়ুয়া ও চৌকিদারে জোবত হচিলত[১৩] রহিব নোয়ারি[১৪] সে ভোট গাঞর পাহার চড়ে আর সব বস্তু খালিচা করিয়া মুরিয়া নিলেক ; মনুষ্য আমারো তোরা আপুনি শিশা করিয়া দে, তোমার লোকে আমার এমত করে। আমার লোকে এমত করিয়া থাকে। তেবে তোমার আমার মধ্যে পৃত একলাগ কোন অর্থে ভিন্ন ভাব নাই। একারণ লিখি এমও নাহি হব[১৫]। অল্পকামর ওপর বড় লোকর পূর্ব্ব নিবন্ধ সল্লাহ এ প্রকার জানায় ; আর তোমার যে সজাতি ভেলাই দুয়ার দারর বেটা তোমার হাজির বারবার করিয়া থাকে, আমাক জমধর[১৬] চলাই মারিতে চাহে।

আমি কেমতে দুয়ারত রহিম। তোমার দরগাতে সে হারামজাদা সব জুট কহে। আর তুমি যে কহিয়াছ, একতা কুতার কারণ চৌকিদারক আমার লোকে ধরিয়া থাকে। ইসো[১৭] খবর পহুছিল, আমার জানিতে নাহি, তোমার লোকে

---

৪ একতা। ৫ থেকে। ৬ তিনি। ৭ দরঙ্গ রাজ্যে। ৮ ব্যক্তি নাম। ৯ দ্বারের বাইরে। ১০ সবাইকে ভাগায়। ১১ যাইতে চাই। ১২ সান্ত্বনা দিয়ে। ১৩ ক্ষমতার, অধিকারে। ১৪ থাকতে পারবে না। ১৫ এখন হবে না। ১৬ বড়, বিশাল। ১৭ এই।

CENTRAL LIBRARY

কেমনে ধরিয়া নিয়ে[১৮] আমার কেমনে লোহার পিঞ্জরা ঘুরিয়া ঢকাক নেই[১৯]। আমার চৌকিদারে বা কেমনে জিহ্বা কাটে খবর হকিকত সাবশেষ আমরা নাহি জানে। এখন সে জানিলাম। পরং তোমাম[২০] জানিতেচ। অপর তোমার লেখা দো-আদমি খাতবর[২১] দেখায়া আমার সাত হর বাতে আইসে। তোমার পত্র মনুষ্য তোমারে পাচ[২২] ভেজিয়া দিব। পরঃপরে এমও একলাস রহে পরপরে কমিনা করিবেক। আমার যে জোখ চমাচার[২৩] ভেজিয়া আছ, এসব খবর পহিলে তা নিকা করিয়া[২৪] আমার ভেজায়া দিব। বড় বড় মনুষ্যর জবানি মাফিক যোহদ[২৫] সোহি কিল চতিকা[২৬] নন্দা যবাবর[২৭] কাঞ্চি কিরে। আর আমরা অধিক কত লেখিব। সব আবাগুর[২৮] তোমার উকিল সনাতন ও কানু-শর্ম্মা সমস্ত তামাম জানিতেছ। যি কার্য্যত চরিপ খাঁ ও রঘুরাই চৌধারি তোমার সাত ভেজিয়াছে তারে সিদ্ধ করিয়া তাকিদ রোক সদ[২৯] হৈয়া আহিচে এ যে সব খুব। ইতি জিল হজ সন ১৫৫৪, চৈত্র তেং তের। সন্দেস বানাত সুলতানি ২, গুজরাতি ৩ পালেঙ্গ, পোচ ৫, চিট ৬, মিশ্রি ৪০, লঙ্গ ২ সের। শ্বফেদ কাষ্ঠ ৭ সের, লাল ৬ সের, কাচর সোনারপি হোকা ২ সের, খোয়া বিচিত্র নলি ২ ডাল। ফুলান রুপর পাণি চড়োয়া চিলিম ২, সুকুলা ভাটো মলমা করা কোচর বটা ২, লোন ২ মোন, চিনি ২ মোন।

৯

আহ্‌লায়ার খাঁর নিকট বড় বড়ুয়ার পত্র

স্বস্তি বিবিধ গুণ গাম্ভীর্য্য পরমোদার শ্রীযুত নবাব আহ্লয়ার খাঁ—সদাসয়েষু, সস্নেহপূর্ব্বক লেখনং কার্য্যঞ্চ আগে এথা কুশল সতত চাহি, পরং সমাচার পত্র এহি, এখন তোমার উকিল পত্র সহিতে আসিয়া পায়ার থান পহছিল।

---

১৮ নেয়। ১৯ নিয়ে যায়। ২০ তোমরা (লিপিকর প্রমাদে 'তোমাম')। ২১ খত, স্বীকৃতি। ২২ পাশে, কাছে। ২৩ সমাচার। ২৪ কোরাণের শ্লোক আউড়ে। ২৫ লাফিয়ে উঠে, সংগ্রাম করে। ২৬ সেই রকম ব্যক্তি বা সেইরকম হাতি। ২৭ জবাবের। ২৮ খবর, তথ্য। ২৯ বিদায়।

আমিও পৃত প্রণয় পূর্ব্বকে জ্ঞাত হৈলাম। আর তুমি যি লেখিআছ, তোমার উত্তম পত্র আসিতে আমার মনস্থিত নারহে। এজে তোমার ভালাই দৌলত। অতএব আমিও পরম আহ্লাদ রূপে জানিতে আঁচো। তোমার আমার অভিন্ন ভাব পৃত ঘটিলে মন মাফিক সন্তোষ কি কারণে নাহৈবেক। আর তোমার আমার অত্যন্তরূপ আনন্দযুক্ত হৈলে উভয় পক্ষ লোকের না বিদেশরূপ অবিজুতা অন্তসেত[১] বিকশ[২] না রহিবেক। একারণ তুমি লেখিবাক পোয়া[৩]। আর তুমি য়ে লেখিআছ পূর্ব্বে সত্রাজির[৪] সমই[৫] সিঙ্গরি বালিপাড়া বড় বড় গাঞ এই সকলতে আমার লোকজনে হাট খরিদ করিয়া আপোন মাফিক নান্নতি[৬] আচিল। এমতখান বুলিতে তোহার উচিত নহে। সেই উক্তে পাৎসাই লোকক ভোট পাহারি দফলা[৭] অনেক ঘাইল করিলেক। আমারো ফুকণ—ডাঙ্গরিয়া[৮] সকল অনেক প্রকার করি বারম্বার পাহারি লোক কাটিলেক। তত্রাপি তবে বদনাম আমাত হৈল।

এখনো যে তাক করিবাক চাহ, এমন গোট[৮] তোমার উচিত না হয়। আর অপর তুমি যে বুলিআচ ২৩ জন মনুষ্য তোমরা সে ঘাইল করিতে আছ। আমিতো তাক[৯] নির্ন্নিতি করিতে নাহি পারো। সম্প্রতি পৃতি পথত তোমারে এমন প্রকার অপরি তোষ করিবার চিতত[১০] নিঃ কষণা[১১] বিশেষ আর একটা হেঙ্গলর[১২] কারণ তুমি যে তিনিজন মনুষ্য লোহারে বান্ধিয়া তোমারদিগের নিয়াছ, এমত কর্ম্ম করিবার তোমার উচিত বেবহার নোহে। তুমি আপুনি জান বড় লোকর জুবানি হস্তি দন্তর সদৃশ হে লিখিছ, ই গোট তোমার পৃতি ব্যবহার হয় কিন্তু বড় বচন সামর্থতা কার্য্য কামর দ্বারায়ে জানি। আর অধিক কি কহিম।

আমার উকিল সনাতন আরু শ্রীকান্থ শর্ম্মা প্রমখো সমস্তে জানিবেক। ইতি। শক ১৫৫৪, তোমার অর্থে হস্তি দন্ত ৭, কলিয়া চামর ৪, গন্ধ ১২, মরিচ ৩০ সের, খড়্গ ২, সোনায়লি ডাবেরে কটারি ২, মহমুরি ১০, চজলগা ১০, কিম্মিজ ২, কতিপা ২, ঢরাকাপর ১০।

---

১ অন্তরে বিরুদ্ধভাব, শত্রুতা। ২ বিকাশ। ৩ লিখিতে পারো। ৪ সত্রাজিতের। ৫ সময়। ৬ উন্নতি। ৭ ভুটিয়া, পাহাড়ী ও দাফলা জাতি। ৮ এইরকম। ৯ তাকে। ১০ চিত্তে। ১১ নিঃকর্ষণা অর্থাৎ নিষ্কর্ষণ। ১২ হাংলোর, হাংলা কুকুরের অর্থাৎ ক্ষুদ্র ব্যক্তির জন্য।

CENTRAL LIBRARY

১০

বড় বড়ুয়ার নিকট আহ্‌লায়ার খাঁর পত্র

স্বস্তি নিখিল কৈলানধাম গঙ্গাজল পরম পবিত্র যশোরাশি বিরাজিত শ্রীযুত বড় বড়ুয়া গোহাঞি উপকারুণি চরিতেষু, সৌহর্দ্দ পূর্ব্বক লেখনং কার্য্যঞ্চ আদৌ সেখানে কুসল সতমঙ্গল। তোমারে সদাকাল হক বা চিতে রহে ও অপর তোমার আশীস হে খুব খবর নাবে বপ্তনজামি[১] মান্দর[২] হোহ পরং ঐতিবের দো এক মহিন দোস্তকে বড় তোমার পত্র মনুষ্য তাকিদ হামার হাবাল[৩] হামেচা হয়োথা।

আবর যো বেগচ[৩ক] খোদায়কে হাভিসকো[৪] দেতাসে মাফিক[৫] হামাভি দোস্তি রাখতা হে ও এখন আমার এত বারি চরিপ খাঁ ও বাইর বন্দর[৬] রঘুরাই দোজন আদমি চিতাপ বিদায় করকে তোমাকো সাত ভেজিতে স্তহে[৭] সুমামাদি[৮] দোহান যেদিন কড়োর দোস্তকে রহে। মনিয়াকে ভিতর জিরাকে[৯] নাবিনেহ, এমন প্রকার হৈলেক সবহি মল্লকে রায়তের অন্তস[১০] যো কোচ দিলগির রুপ দিয়ক হৈত বন্দগিয়া রহিতেছ, সেও গয়রস তোমার একনা দোস্তমে হরদারক [১১] যে গোব্রাহ্মণ দেল।

চৈয়দ কো গোর ভোজ কাহাকে যে হুয়ার চৌকিদার এজে এমত নাহি করে। যে তোমার ছিল মহমদ ও নন্দধাম সাহ সহিত ২৩ আদমি ভোট খরিদ খেদ মতেত আপন মন্দির হৈতে কেমন পাহাড়কে সাত ভোট গোঞ্জার[১২] কেতিরের কেমন প্রকার বেহুমত[১৩] সাহ ভোট গঞ্জার কি জিউ রাখে। এ যে সব ঝুতবাত, আর বড় লোকের একলাস দোস্ত পৃত এমত জানাযায় এখন অধিক কি কহে আপন অন্তসকে বিচার চাহি এপ্রিত কে[১৪] দাম দিন লগে তাহে। ইতি সরহ সাল ১৫৫৫, মাস কার্ত্তিক তারিখত। সন্দেশ—বানাত ২ খান, পালঙ্গপোচ ১২, বাপ্তা ৭, কৃষ্ণসার ২, সোনে মলমা কাচর চিনির বাসন ৮, টারি ২, দগদগি ৩, সোনরমুঠি বানাতর ফাকেরে তরোয়াল ১খান।

---

১ পবিত্র। ২ মন্দির। ৩ অধিকারে, নিয়ন্ত্রণে। ৩ক সম্বলহীন। ৪ হাফিজকে। ৫ দেওয়ার মত। ৬ বাইরবন্দের। ৭ পাঠাতে হয়। ৮ সুমামা আদি। ৯ জিরিয়ে। ১০ অন্তর। ১১ সর্ব্বা। ১২ ভুটিয়া গ্রামের। ১৩ বেহুরমত—অসম্মান। ১৪ এই প্রীতির।

১১

আহ্‌লায়ার খাঁর নিকট বড় বড়ুয়ার পত্র

স্বস্তি সকল মঙ্গলা লিঙ্গিত নিজতনু সৌন্দর্য্য পারাবার সদৃশ বহন বিশ্ব বিক্ষাতিত সংকির্ত্তি দিকর শ্রীযুত নবাব আহ্লয়ার খাঁ শুভাশয়েষু। সাহ্লাদপূর্ব্বক লেখনং উভয়তঃ প্রয়োজনঞ্চ আগে এথা কুশল সতত চাহি বিশেষ লিখন। আর পত্র সহিত তোমার বিশ্বাসী রচিপা খাঁ রঘুরাই এই দুইজনক যি পঠাই ছিলা[১] সিতো আসি শাক্ষাৎ হৈল। আমিও পরম আহ্লাদে জানিলাম। আর ২৩ জন মনুষ্যর কারণ যে লেখিচা, তাহার প্রত্যুত্তর আমি বারম্বার লেখিয়া তোমার ঠাই ভেজিতেছি।

তত্রাপি যে বোল[২] তুমি সে ঘাইল করিয়াছ, বড় লোকর পৃত এমও জানা যাই, এসব ঝুত। এমত জবাব যে লেখে ই গোট তোমার কোন উচিত। আর পূর্ব্ব সত্রাজিতের সমহাতি[৩] খেদার কারণ আমা লৈ[৪] লেখিছিল। সেই কালতে আমার পূর্ব্ব ডাঙ্গরিয়া সকলে অনেকবার নিষেধ করিলে, তত্রাপি তোমার লোকে হাতী খেদা করিলে। পাচে[৫] পাহাড়ি লোকে চিদ্রপাই[৬] অনেক লোক কাটিলে। অদ্যাপি আমাত বদনাম রহিছে। সর্ব্বকালে পাহাড়ি লোকক ভাত মুঠি[৭] মদ টোপা[৮] বটা[৯] বাহন দিয়া যায়। তথাপি পাহাড় ভিতরে আহি[১০] দুই চারি আমারো কাটে। দরঙ্গিকো কাটে। তথাপি যে তুমি সঙ্গাত না কর এখন দাতিয়াল[১১] ঢেকেরিত[১২] সুধিচোয়া[১৩]। আমার বচন সাক্ষাৎ প্রমাণ হৈব। অপর দুই জনর নিচেয় দোস্তমার্গ[১৪] সংসার মধ্য কি কারণ হৈবেক হেন যে লিখি আচ। সিতো এমতে সে হয়। পূর্ব্বাপর উভয় পক্ষ পৃত কড়ার গোট চলি গৈছে তাক আপুনি জান। এখন যে তোমার পূর্ব্ব উমরাও সকলর মর্য্যাদা রূপ ভাব তুমি আপনি হে রাখিতে উচিত হয়। আর আর আন্দ্য পক্ষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকলর প্রিতো পচয় দাঢ্যতা ভাব আমি আপুনি হে রাখন শ্রেয়স হয়।

এতেকে পরস্পরের মর্য্যাদাভিমত পরস্পরেক সর্ব্বদা করিবেক এরূপ পথে যেমত হ্রাস না জায় তারে করিবাক উচিত হয়। খোদায়কে হাবিস[১৫] কোদাতাসে[১৬]

---

১ পাঠিয়েছিলে। ২ যে বল। ৩ সময় হাতি। ৪ আমার কাছে। ৫ পাছে, পরে। ৬ ছিদ্র পেয়ে। ৭ মুঠি মুঠি ভাত। ৮ টোপ। ৯ বাটা, পানের বাটা। ১০ এসে। ১১ পাহাড়ের কোলে ঘর। ১২ ঢেকেরিকে অর্থাৎ কামরূপের অধিবাসীকে। ১৩ জিগ্যেস কর। ১৪ সৎ পথ। ১৫ অনুরাগ। ১৬ খোদাতালাসে—সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের থেকে।

মাফিক হাম্‌ভি দোস্তরাথ আছে। এরূপ যি লেখিয়াছ বিশেষ পরেমেশ্বর গুরু যাক যিরূপে সামর্থ্য করে সর্ব্বত্রে সেয়ে হয়। কদাপি অন্যথা নহয়। এহি মাফিক তোমার আমার সর্ব্বথা কর্ত্তব্যতা হয়। যাতো তুমি আমি দেবাধীন—একারণ কোনো জনের স্বতন্ত্রতা নাহি রহে, আর এমত সানুকুল্যতা ভাব শত পুত পত্র গতাগত হৈলে দো তরফের গোব্রাহ্মণ কি কারণে সুখী হৈয়া না রহিব। এমন পথটা যেমন নবিন বৃদ্ধতাক পায়।

হামেচা তারে করিবা। আর অধিক কি কহিম? আমার উকিল সনাতন ও শ্রীকান্ত শর্ম্মা প্রমুখতে জানিবা। ইতি—শক ১৫৫৫ ফাগুন তারিখ ১০, সঙ্গেস কিম্মিজ ২, পালেঙ্গ পোচ ৪, কতিপা ২, চরা ৫, আতলচ ৭, হস্তি দান্ত ৪, কলিয়া চামর ৪, দুবা কাঠ ৬ সের, জালুক ৬০ সের, মলমা করা কটারি ২, চড়া গলা ১০, মহমড়ি ১০।

১২

বড় বড়ুয়ার নিকট আহ্‌লায়ার খাঁর পত্র

স্বস্তি নিখিলগুণ গাম্ভির্য্য নিজচরণ পরায়ণ শ্রীযুত বড় বড়ুআ গোহাঞি জিউ পরমোদার চরিতেষু। লেখনং কার্য্যঞ্চ আগে তোমার কুশলোন্নতি বসুধা বিচিরায় সম প্রত্যয় হোগা। ইদানীক আমার অন্তকে তোমার প্রীতি পথ প্রমোদিত হইবেক। আর লেখন শ্রীশ্রীযুত ডিল্লির সাহেবর খেজ মতদার[১] মকরম খাঁ ও গয়রহ পাই কান[২] জমিদার লোকাক[৩] পরিক্ষিত নারাণে ফুল গুরিয়া ও ফতে খাঁ সহিতে যুদ্ধ সময়ত ফথে খাঁ ও দলৈ পর পর মানন্দ ফির নফর[৪] বহুত লোক লস্কর মারিলেক। তথাচ মকরম খাঁ ফতে খাঁ সহিত সমস্ত জিগির করিলেক। ফের আর দার পুরন্দর ও আমার অনেক জমিদার সত্যা কুবের খাঁক মারিয়া তার ফলকর জঙ্গকে দস্ত[৫] সে পুরন্দর মরাল গাথা। তার পাচা[৬] নবাব মকরম খাঁ সাত উকিল ভেজায়া।

---

১ খেদমতদার। ২ পাইকান, পাইকগণ। ৩ লোককে। ৪ প্রত্যেকের পরে প্রত্যেককে, একের পর এককে। ৫ ক্ষমতা, হাত। ৬ তারপরে।

অনেক প্রিত প্রনয় দেখায়া এক সফিল[৭] এক মটাঙ্গন[৮] বিসমন আগর কাঠ ইর সাল জামা[৯] রাখিয়া বোলে এই মাকিক হরবরিস[১০] ভেজায়া দিব, এহি রূপে লেখা শুনিয়া ইসলাম খাঁ তাহাক নামানিয়া কোচ রাজা ধরিবাক পুনঃ হুকুম করিলেক। পাচে পরিক্ষিত আপোন জিউ রাখি দুই রোজ ধুবুড়িত যুদ্ধ বেগার করিয়া নস হাতি[১১] সে আগক করিয়া দক্ষিণ কোল[১২] ভির দিলেক। সেইতুক্তকে [১৩] শ্রীশ্রীযুত ডিল্লীশ্বর সাহেবকো হুকুম মকরম খাঁ ও লাড়া কাকে[১৪] ওপর দিয়া ভেজায়া জহব গুলিস[১৫] ফুরাকে ভরায়া কেড়িকা দেয়া—।

নবাব বেটা জানাও খাঁ খেজমত দার বাপের লাগ রসিদ তাগায়দ কহে, মোর পদর তোম্‌ভি আমার রুটি দূর করে গাথাপভি[১৬] মরেহা ও এখন মেচকে রাজাকো[১৭] এড়ি বের বন্ধ করিয়া মেরি দস্ত বিথারবে দেহঙ্গা,—এসেয়াক তব আপোন বেরি পহাও করেহে মেরে আগযব হগুলি চিতাপ খাঁ ও জালাল খাঁর হাতত দিয়া ভেজিলেক। জালাল খাঁ ও মকরম খাঁর সহিত পরিক্ষিত পাৎসার হুজুর করিলেক, পাচে পাৎসাও পরিক্ষিত নারানক বন্দি করি লখি নারানকে রাজা রাখি আপোন দেশ ভেজিলেক—

তাত পাচে পরিক্ষিতর বেটা, চাকেরিগুনাগারি দিয়া আপোন জিউকে রাখিয়া পাৎসার হুজুর চেলাম করিয়া শিরকে ওপর হুকুম চড়ায়া পাৎনাকে পহুছিয়া অপোন জামা রাখিয়া ইসলাম খাঁ, আগয়ার[১৮] দাস করিলেক। কামরূপর রঘুনাথ রাই বড়ুয়া তাকিদ ইসলাম খাঁক লেখিলেক। লাঞ্চকাটা[১৯] মেরফের হামারে ওপর ভেজিয়া ইহাতে সব লোকের মনকুহ[২০] বেটা চায়া নবিস্ত ওগয়রহ চিকনকো[২১] ভিতর যে কোচ যি গর সব পরিক্ষিত সমসের চিদার দস্ত[২৩] গিরযো ফরা[২৪]হামেচ শির করিয়া[২৫] খাইবেক। এতেকে তোমার মন মাফিক খুচি করিবেক এ যে ভালাই দৌলত এমত লেখা শুনিয়া ইস্‌লাম খাঁ নবাব মেচ রাজাকে না ভেজিতেছে। আপোন আয় প্রয়াগ যায়া মেচ রাজা দেহ এড়িলে[২৬] ইসো আস্তে[২৭] সে কাল পর্যান্ত কামরূপ ওপর পাৎসার ইরলান[২৮] জামা গাড়া হৈব হোতাচ,—

তুমিতো পুত পূর্ব্বক আমারে আত্মীয় হৈ আছ, এ্যন তোমার আমার

---

৭ হাতি। ৮ মোটা ঘোড়া। ৯ জামা। ১০ হর বরষ। ১১ নশ হাতি। ১২ দক্ষিণ কূল অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরস্থ অঞ্চল। ১৩ সেইহেতু। ১৪ খাঁর। ১৫ স্বর্ণমুদ্রা। ১৬ গাত্রবস্ত্র। ১৭ মেচ রাজাকে। ১৮ পূর্বের। ১৯ নম্রা কথা। ২০ ঘাবর। ২১ বিষের কনে। ২২ ফুলকাটা পর্দা। ২৩ যার হাতের ওপরে তরোয়াল। ২৪ পড়ে। ২৫ মাথায় করে। ২৬ মরা গেলে। ২৭ এইজন্য, এদের জন্য। ২৮ রাজস্ব।

মঞ্জানা[২৯] ভার নাহিরহে, পাহাড় সঙ্কাশ অভ্যাস গম যেমন হবে[৩০] তাহে করিবেক। আর অধিক কি কহিম অপর সমাচার লেঙ্গা ও পোলোঙ্গা দো আদমি হাজির হরবত কহিবেক। ইতি সরহ মহরম শক ১৫৫৫, আষাঢ় তারিখ ২, সন্দেস বানাত ২, চিট ৬, পালেঙ্গ পোচ ৪, কমর বন্ধ ৬০, জাইকল ২ মোনা, লোন ৫ মোন।

১৩

আহ্‌লায়ার খাঁর নিকট বড় বড়ুয়ার পত্র

স্বস্তি সকল গুনাগার পরম পবিত্র, নিজকুল ধৈর্য্য মর্য্যাদাভিরত শ্রীযুত নবাব আহ্লয়ার খাঁ মহাশয়েষু। শিব সুভাত সস্নেহ লেখনং কার্য্যঞ্চ আগে অত্র কুশল। তোমার কুশল সদা ভাল চাহি। পরং তুমি যেমত জবাব লেখিয়াছ, রাজা পরিক্ষিতের মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত কামরূপ রাজ্যর ওপর ৺পাৎসার ইরসাল জামা[১] গুনা গাঢ় হৈতেছে। ইতর ফের তোমার এরূপ অযোগ্য ব্যবহার। যেখন যাক[২] যি কাল ৺ঈশ্বরে যিরুপতে সে অভ্যাগম করিতে থাকে, সে কাল মাফিক বহুবিধ প্রকারে সামর্থ হৈয়া থাকে। আর দেখ যে উক্ত তোমার চৈয়দ বাবাকর প্রমুক্ষ উমরাও সহিত লোক, লস্কর, পিয়াদা ঢালি, বর কন্দার নিশেষ সরিয়ণ[৩] করিয়া ৺খাণ্ডারে দোহার খণ্ড খণ্ড করিলেক।

তেতিয়া[৪] নেকি[৫] তোমার সমান ৺ঠাই মহিম জরোয়াল উমরাও নাছিল[৬] নেকি তুমি যে এমত বিধ বিচার নাহি কর? আর বিশেষ সমাচার অতি পূর্ব্ব আমার ৺র অমাত্য ফ্রাচেং মুন[৭], বড় গোহাইর পুত্র চনখাম বড় গোহাই। সক্ক[৮] সন্দিকৈ বড়ুয়া চন্দনা চল পর্ব্বত হন্তে[৯] একটা মহাবলবন্ত রাজাক আনি তার সসৈন্য সহিতে মারিয়া উত্তর দেবালয়র কোনে মণ্ডমালা দৌল[১০] বান্ধিলেক।

---

১৯ পালকি। ৩০ যেমন মনে হবে।

১ রাজস্ব ভেট। ২ যাকে। ৩ নিঃশেষ। ৪ তখন। ৫ নাকি। ৬ না আছিল অর্থাৎ ছিল না। ৭ আহোম ব্যক্তি নাম। ৮ ছোট। ৯ থেকে। ১০ মন্দির।

তার অশেষ[১১] হস্তী ২৭, টাঙ্গন[১২] ঘোড়া ১০০০, হিলৈ[১৩], নৌকা প্রজ অপরিমিত মারিয়া স্বর্গদেবর ঠাই আনিলেক।

আপন দেশক পাচে উত্তর কোল মাঝে তাকিদ করিয়া কমতেশ্বরর পাট গোপালপুর পরগণার দেসীমনা রহি চারিয়া করতিয়াক[১৪] গেল। গোসয়লি[১৫] খাওার কলুষ সব দূর করিলেক। সেকাল তোমার গৌরেশ্বর পাৎসার, মচন্দার গাজির জামাতা দিল দিলাউগা[১৬] জিক[১৭] ভেজায়া পুত সাহলাদ করিয়া এঘার সিন্দুর, ঘোড়া ঘাট, ফরিয়া বাদ তাহে ঢাকার ভাটি এই সকল ইহার মধ্যে ঘোড়া ঘাট, পুখুরিয়া, আঘার সিন্দুর, যেখানে সাহত পরঙ্গনা রায়ত গুনাগার দিবেক। ঐ সকল যৌতক তুল্য করিয়া দুই কন্যা ৺ক লাগি ভেজিলেক। আমারো ডাঙ্গরিয়া সকলে একটা পুকুর খান্দিয়া[১৮] দৌল মাফিক করিয়া পুনর্ব্বার কোচ রাজাকে মিত্র পথ দেখায়া ব্রহ্ম পুত্র স্নান করিতে আপোন দেশ পাইলেক। ৺ও অনেক দিলাসা করি আপোন বক্সিস পহিরনক দিলেক।

তার পাচে বর সন্দিকৈ নাম দূর করিরা বড় আজম থৈলেক[১৯]। সে কাল পর্য্যন্ত ধর্ম্ম যস প্রতিষ্ঠা সমুদ্র সাবকাস রহিতে আছে। ইদানীক যে তুমি আত্ম পক্ষ গাঢ় করি মিত্র পক্ষ অপহার কর, ইগোট তোমার কেমন ভালা না রহে। কিন্তু নায়ক সঠ ভাব কর্ম্ম আর মিত্রে মনস্মি ভাব মিত্র বাক্যে পচয়ে সে দূর করিতে থাকে। এখন যে প্রস্তাব সাদৃশ্য করিয়া তোমার পূর্ব্ব জবাব মাফিক প্রত্যুত্তর লেখিলাম ইহাতো তোমার আপোন মন সন্ধন্ধ করিয়া কর্ম্ম সার বহুবিধ বেগাত তারেই যত্ন করিবেক। এতো তোমার আমার মধ্যে খানিক চৌর্য্য পরিক্রিয়া দ্বেষ কর্ম্ম নারহে একৈক প্রীতি সাহজিক প্রণীত সাম্প্রধিক দ্বারেক সব মৃদু হয়।

আর অধিক আমরা কত লেখিব। অপর সমাচার আমার উকিল সনাতন শ্রীকান্ত এ সকল প্রমুখাৎ জ্ঞাত—হৈবেক। ইতি শক ১৫৫৬, ভাদ্র মাস, তাং ৭, সন্দেশ—কিশ্মিজ ২, নডা ৪, ঢড়া ৭, কলিয়া চামর ৪ ভুবা কাঠ ৭ সের, জালুক ৬০ সের।

---

১১ অবশিষ্ট। ১২ তেজী। ১৩ বন্দুক। ১৪ করতোয়া নদীর কাছে। ১৫ পাপ, মলিনতা। ১৬ দিল দিলাউর। ১৭ ঝিকে। ১৮ খুদিয়া, কেটে। ১৯ রাখলেন।

CENTRAL LIBRARY

১৪

বড় বড়ুয়া ও চেটিয়া গোহাঁইর নিকট আহ্লায়ার খাঁর পত্র

স্বস্তি সমস্ত গুণধাম সরদিন্দু সদৃশ যশো রাসি বিরাজিত শ্রীযুত বড় বড়ুয়াও চেটিয়া গোহাঞি জিউ মহামহোন্নত প্রতাপেষু। লেখনং কার্য্যঞ্চ আগে এথা কুশল কেবল তোমার কুশলাভ্যুদয়েক সদা পরিচিন্তি। পরং সমাসার এই এখন আমারে সাত তোমার সনাতন ও শ্রীকান্ত শর্ম্মা আসিতে দরবারক চৌরিকে[১], সাক্ষাৎ খড়েরহে[২]। আমি ও মেহরত ভাবরূপ সাদরেক করিয়া তোমার মাঙ্গল্য লেখন বার্ত্তা দুজন উকিলের রোখ চারে স্থনিলাম। অতঃপর তাহা নে যে পূর্ব্ব সলাহ ইতরফের[৩] অন্বধিক হইলে ইসো আস্তে[৪] দেশ বিদেশর লোকে শুনিয়া প্রসংসা করে।

এ ধর্ম্মে তোমার আমার ইস্তক বিচিবার[৫] কীর্ত্ত দৌলত বাচ মানকে ৺দণ্ডি করে। আর পূর্ব্ব যোকুচ জুবালি মাফিক তোমরা অন্তসেত দুখ হরিলেক, আমার প্রণয় পৃত নিয়ত বিসয় ভাবে তোমরা সব দিল গির সামপ্রতনেই নকরিবেক। দৈব গতি যে হৈবার আছিল হৈ আমার করিবার কি? আর ভাল মন্দ যে দিন যার পেসা নিবর দৈব কাজো স্থকার্য্য ইস্তাদ হোয়[৬]। সে মাফিক সমস্ত শুভাশুভ হৈয়া আজার রাখে[৭] এতে তুমি আপন খাতির বিচার করিয়া যেরূপ হৈবার হয় সর্ব্বথা তারেক জামা রাখিবেক।

আর উকিল বিলম্বেও ভালাই নয় ই বেকতত কাল। প্রত্যুত্তর কুসলাদি সমাচার লেখিয়া আপন সন্তুষ্ট সর্ব্ব কাম কাজ সরিয়ত রাখিবেক। আর অধিক হাম্‌ভি কি কহিম। আমার উকিল চরিপ খাঁ ও রঘুরাই দোজন হজুর হর সাল কহিবেক। ইতি সহর রজবর ১৫৫৭ মাস আশ্বিন তারিখ ৮ সন্দেস বানাত ২, জিন লগাম সহিত ঘোড়া ১, পালেঙ্গ পোচ ৫, স্থলতানি চিট ৭, সোনায়লী কোমর বন্ধা ৬ খান, কাঁচর ঝাড়ি ২, তারে বটা ২, মিশ্রি ২ সের, লঙ্গ ৩ মোন। স্থগন্ধবলা ১ সের, স্বফেদ কাষ্ঠ ৫ সের, লোন ৫ মোণ।

---

১ নিকটে। ২ খাড়া হয়ে থাকে। ৩ এই তরফের। ৪ এই কারণে। ৫ চূড়ান্ত। ৬ দাঁড়াতে পারে। ৭ অভিযোগ উত্থাপন করে।

১৫

আহ্‌লায়ার খাঁর নিকট বড় বড়ুয়ার পত্র

স্বস্তি সকল গুন বিভব শরাদিন্দু সদৃশ শ্রীমৎ মহামিত্র বড় নবাব আহলয়ার খাঁ সুভাশয়েষু। লেখনং কার্য্যঞ্চ আদৌ ইথানে কুসল পরং তোলার কুশলাভ্যুদয় মঙ্গলেক নিরন্তরে চাহি। পরেক লিখন পত্র সমাচার এই। আর এখন চরিপ খাঁ রঘুরাই দো জন হজুর নিশেধ কহিব হেন যি লেখিয়াছিলা সিতো সম্প্রতি দরবার মধ্যে উকিল মুখর বক্ত সমাচার প্রকর সাহ্লাদ আমরা বহুত হইলাম। আর আমার পৃত পূর্ব্বক অদ্যাধিক হৈল হেন যি লেখিয়াছ, এধর্ম্মে উভয়ান[১] লুপ্ত কার চিয়াক[২] কীর্ত্ত দৌলত আসমানকে দাস্ত করে। হেন যে গোট তোমার নিত্রের সম্বন্ধ কৌলিস্তে হয়, মিত্র স্নেহ বিস্তারিত কীর্ত্ত সদলোক সম্মত যশ ধর্ম্ম ৺প্রসাদ আমার লোক প্রচুর প্রব্যক্ত হয়।

আর মনে সুখের কারণ, সুখ সমাচার প্রারম্ভ লেখিচ। প্রনয় পৃত নিয়ত বিসয় ভাব দিল গির লেইন[৩] করিব হেন ভাল মন্দ যি প্রস্তুত দৈববাক্য সাক্ষাৎ যেরূপ শুভাশুভ এরূপ মিত্রাতি সরন মার্গেসে যুক্ত। এতকে তুমি আপোন খাতির বিমুষা হৈবার হয়। সর্ব্বথা তারে বন্ধ রাখিবেক। হেন যি লিখিআচ, এ যে তোমার অন্তর্হিত নাসৌ গন্ধতা বেহার। অতএব কন্দা এক সন্তুষ্ট সর্ব্বকাম সরিয়ত[৪] না কৌলি ফিরিবেক। আর অপর উকিল বিলম্ব না করিব হেন যি লিখিয়াচ যদি সর্ব্ব পৃত সৌষ্টবা রহে তবে কেন উকিল সরিয়ত নহে। আর অধিক কিকহিম তুমি সর্ব্বজ্ঞান। বিচার ভদ্র। বাকী সমাচার সনাতন ও শ্রীকান্ত কহিবেক। ইতি শক ১৫৫৭, মাস আঘোন। —সন্দেশ কিশ্মিজ ১, কতিপা ১, হস্তী দন্ত ৪, নড়া ২, কস্তুরী ৩, জালুক ৬০ সের।

১৬

বড় বড়ুয়ার নিকট আহ্‌লায়ার খাঁর পত্র

স্বস্তি মহামিত্র নানা গুনালয় সমুদ্র তুল্য সুহৃদ জন মানস প্রদ কুলিতৈক ভাস্কর সদৃস কীর্ত্ত্যুন্নত শত শাশ্বত শ্রীযুত প্রচণ্ড প্রতাপ বড়ুআজি সম্ভবা আদ্য বিবিধ তব বিচার চাতুরীয় চরিতেষু।

---

১ উভয়ের। ২ চিরায়ু। ৩ নষ্ট। ৪ শর্ত্ত।

CENTRAL LIBRARY

লেখনং কার্য্যঞ্চ আগে তোমার হাবালের খয়ের[১] হকিকত পরং সমাচার এই ফের তোমারি সজিয়াল[২] দোয়া সাল্লা[৩] মেরি দিন দিন আহ্লাদা ভাব খানিক না জানা বস্ত তেস্ত অতএব যে পুনর্ব্বার উমরাও কৌলি সরিয়ত কো ইবার পথ বস্ত চিতাপ আজ হামদরি[৪] বুলদল।[৫] এবে দোতরফকে ভালাই দৌলত আর চাহার পাস[৬] তামাম রোক্ত ও আমারে ফরজরোকা[৭] দোস্ত সালামি সহবেক তোমার উকিল সনাতন ও কানু ইমরাই[৮] তরফের যে কোচ পারাতির[৯] সমাচার হাকায়দ[১০] সর ফহমানি[১১] দেস্ত ওপর ইয়াদ সমাচার।

পরঃপরে সাতি কুল বন সুদাস্ত জোই যোগ্যানুরুপত থাকার অসি সকাভিলাষ খোচকা যায় গতা এত খুব ফহ মানিদ[১২] আওর বিশেষ সমাচার উকিল সে তরফ দোস্ত দাম আন্দাস্তকো আমদ পূর্ব্ব প্রাচীনোস কালর সমস্ত প্রশস্ত প্রক্রিয়া ধৈর্য্য মর্য্যাদ দৌড়া দৌড় না খোদ্দি গাস্তির দরিয়াতু জামানকে[১৪] মগর সফেদ যস কীর্ত্তি মেদা স্তানিদ[১৫] সদাবক্ত[১৬] সোই মাফিক সরিয়নকো সোপোদ্দাস্ত ইতরফও[১৭] মতবর [১৮] আদমি যোকোচ বাত কহে পহিলকে সব ঝুট খাতির মে গিরদ আর অপর হকিয়দ[১৮] তোম বুলিতেচ। নবাব খেজমতদার পহলনে সুদাম ও ও বিয়া মত থা দো আদমিকো অজিজ্ঞা রুপে আটক নিগড় জ্যানা বস্ত কিচো আস্তে তোমার আমার একখানা পৃত সরিয়ত রহে ততে প্রিতর জোখ কি ? অতস্পর যেইবার[১৯] আচিল সেরুপ হৈল ও এখন যিরূপ অধিক পৃত মেদাস্ত মেদ[২০] সে বুঝ করিবেন। বাকি সমাচার চরিপ থা ও আজর থা যিরুপ হৈতেচ তোমার উকিল প্রমুক্ষো জানিবেক। আর অধিক কি কহিম ;

তুমভি ধর্ম্মর হৈ দৌল মালুম কর্দ্দ। ইতি সন ১৫৫৭, মাঘ মাস, তারিখ ১২। সন্দেসঃ—জিন লাগাম সহিত ঘোড়া ১ টা, বানাত সুলতানি ১ থান, পালঙ্গ পোচ ৫, জটা মাংসী ২ সের, মিশ্রি ৩ সের, লঙ্গ ২ সের জাইফল ৮ পোন, কামায়ন ধনু রুপায়লি ৭ থান।

---

১ কুশল মঙ্গল। ২ অশেষ। ৩ সৎ পরামর্শ। ৪ এই পর্যন্ত। ৫ ভ্রমণ করছে অর্থাৎ হচ্ছে। ৬ চারপাশ। ৭ বাধাতামূলক। ৮ এরাই। ৯ বাস্তব। ১০ গল্প। ১১ প্রচারিত হয়। ১২ প্রবাচিত/প্রচলিত হয়। ১৩ খেল না। ১৪ সর্বত্র। ১৫ প্রতিষ্ঠিত। ১৬ স্বর। ১৭ এই তরফেও। ১৮ গল্প। ১৯ যে হইবার। ২০ যেমন হয় তেমন।

১৭

আহ্‌লায়ার খাঁর নিকট বড় বড়ুয়ার পত্র

স্বস্তি সকল গুন রাসি সম্পন্ন প্রাপ্ত প্রতাপ মার্ত্তণ্ড সদৃস শুভ্র যসোবৃন্দ সম্পাদিত মিত্র মার্গ গত সকল সঞ্জাত মন্ত্রণা বিচার চাওরি মিত্র মার্গ সরনাভিরাম শ্রীযুত নবাব আহ্লয়ার খাঁ পরম সুচারু চরিতেষু। পরত্য সাহ্লাদ পূর্ব্বক শুভা সিঃ কার্য্যঞ্চ লেখন পরং। আর তুমি লেখিয়াছ পূর্ব্ব নবাব সকলর কেমত সরিয়ত কোই যাদ চিতাপ আজ হমেদারি[১] বুনদএর[২] দো তরফকে ভালাই দৌলত আর প্রাকালিয়রি যুদ্ধ প্রচুর নির্ন্নয় মিত্রতা রোহনেসে অবস্থ সারি ব্যাতক অতি রেক গোট তোমার চারুত্ব বেবহারে ফের যোকোচ মারাতির সমাচার হকায়েদ[৩] সব ফহ মানি দেস্ত অপর বিশেষ সৌহার্দ্দ পত্রাপত্রি গতায়াত যেরুপ পূর্ব্ব সমাচার এক সৌগন্ধ বার্ত্তা অন্বেসাত চমবিদ করিছেন।

অপর প্রীতি সঞ্চয়ন অন্যোন্যের মিত্রাতি সাশ্রবা দর্শন যোগ্যে সে তথারুপ অভিলাষ বুজগতি সে চারুত্বক সম্বজাই হেন যি কহিয়া চিলাই এরুপ শুভ সমাচার প্রহরানীত সুদীর্ঘ কালত বড় লোকর উৎকর্ষ কৌলিত্ব সে হয়। বৈপরিত কদাচিত না হৈতেছে আর বিশেষ।

সুজীর্ন্নমন্নং সুবিচক্ষনঃ সুতঃ,
সুশ্বাসিতা স্ত্রী নৃপতিঃ সুসেবিতঃ।
সুচিন্তা চোক্তং সুবিচার্য্য যৎ কৃতং,
সুদীর্ঘকালেঽপি নযাতি বিক্রিয়ং ॥

আর লেখিয়াছ সে তরফ দোস্ত দাম আন্দাস্তকো[৪] আদমসে এমও সে হয়, প্রাচীনাভিমত পৃত জঙ্গলাভিগামি ভুবন মধ্য বিসদ কীর্ত্ত মিত্র লাভ সর্ব্বকাল সমুদ্রতুল্য সমত্ব কি কারণ নহিবেক।[৫] এযে তোমার উচিত জবাব প্রত্যুত্তরে সে হয় আর মাতবর আদমিকো ঘের ঘের বস্তু হামেচ এমও যি লেখন ভেজিতেচ চারুত্ব সাহ্লাদ উকিল গতালত[৬] জবাব সহিত দীঘ সূত্র এরুপ মিত্র গাঢ় কিন্তু তুমি লেখিআ চিলাই[৭] চরিপ খাঁ, রঘুরাই উকিলকে যো বাত কহে খাতির মে গিরদ সব ঝুট। অজিজ্ঞা সরুপ দোনা আদমিকো আটক খানা বিগড় বস্তুই গোট তোমার জবাবর হকিকত নাহে। আর বিশেষ অতি পূর্ব্ব দক্ষিণকুল সিন্ধ বড় কচিগ্রামত মামো[৮] গোবিন্দের বহিনি[৯] রাজা রঘুদেবে বিহাইলেক।

---

১ এই। ২ প্রতিষ্ঠার? ৩ গল্প। ৪ অন্ত হাতের জাল। ৫ হবে না। ৬ গতাগত। ৭ লিখেছিলে। ৮ মামা। ৯ ভগ্নিপতি।

CENTRAL LIBRARY

তাঞ্জি আপোন আবুস পয়ান হৈল। তার পাচা রাজা পরীক্ষিতে মামোক দক্ষিণের মোযাত্ব করিতেচে। সোওক্ত তোমার মকরম খাঁ তাঞ্জিক উঝার করিলেক। সেই কাল বলি নারায়ণ প্রমুক্ষে সবান্ধবে মহারাজার সরণাপন্ন হৈল। অনেক কালকে তোমার সিঠাইক[১০] গেল। সেই সময় সরনাগত কার্য্য ১ হাতি বট্টা বকচিচ[১১] লৈ[১২] করৈ বাড়ী পর্য্যন্ত মামোসে অধিকার করে। ৺প্রসাদে চয়নিয়া বাঢ়ন্তি ডণ্ডুয়া কটা[১৩] আর দুয়ার বার সকলর মনুষ্য আনিত মধুনা রানর[১৪] বেটাক বেলতলাত থিত করি বাহির বিলায়তত[১৫] মামো আপুনি অনেক পাৎসাই লোক ঘাইল করিলেক।

তত্রাপি মামো দোসমন হৈ ঢকার নবাবর ঠাই পহুচিল যাই। সে কাল পৃত পথ সরিয়ত আচিল। তথাচ দেখো মামোক কিরি নবাব কাভেজি ন করিলেক[১৬]। আর বিশেষত দক্ষিন কোল অস্তরালি। উত্তর কোল বড় নদী একুপ হে তাঞ্জির আমার পূর্ব্ব নির্ম্মিত করিচেন। অজিজ্ঞাস রূপে যে এখন দরঙ্গ মলুকর মধ্য ভেজ আসিতেসে সিঙ্গরিত[১৭] পহুছে। ই গোট তোমার কেমন উচিত হয়। আর বারম্বার যাতু বৈরাগি পর্য্যন্তে মিত্র পথ হাজিরেসে সাক্ষাত রূপ গতাগত করে। এখন যে পূর্ব্ব সত্য অনাদরি অনায়ত হিসাব করে একারণ থাকিহে আমরা এমত বুজ করিতে[১৮] আচি। দোতরফের হাজিরেসে সত্য আয়াত ভালাই এইরূপ হৈতেসে। তোমার আমার সন্নিহিত অলোক্য রহে যদিচেং রহে কৌলি[১৯] না করিছেন তবে কেন ;

যে হৈবার নাচিল[২০] সেরুপ হৈলে হেন বোল। অতএব পৃতের অবাধিত গণ্য পূর্ব্ব নিবন্ধেসে হয়, আজির না হয়। অপর বিশেষ তুমি লেখিআছ প্রত্যেক দণ্ড সতত গতায়াতাত ইথান তোমার গরিষ্ট ব্যবহারে সে হয়। পূর্ব্বাপর পত্রাসারে সে উকিলর স্বারুপ্য কহে। তথা হৈত আফিয়ত[২১] কটকি[২২] পত্রর দ্বারা এ পূর্ব্বতো নির্ন্নয় হৈতেছে। সেথান তুমি সমুচিত লেখিছা। কিন্তু পর্ষমন্নয়[২৩] যোগ্য দ্রব্যে সে পর্শ সম্বন্ধত স্বর্বর্ণতাক লভে ;

এতেকে পূর্ব্ব সকলর নিবন্ধক অনুসরি বিচার পূর্ব্বক পৃত না চলিব। তাহাত

---

১০ সেথানে। ১১ উপহার, বকশিশ। ১২ নিয়ে। ১৩ দাঁড় টানা। ১৪ মধুনারায়ণের। ১৫ প্রদেশে। ১৬ করিল না। ১৭ সিঙ্গরি নামক স্থানে। ১৮ বুঝিতে। ১৯ কুলগত সম্বন্ধ। ২০ না ছিল অর্থাৎ ছিল না। ২১ ক্ষমা, প্রত্যাবৃত। ২২ পত্রবাহক, দূত। ২৩ স্পর্শমান। ২৩ কিসের জন্য।

আমি নিঃসন্দেস রূপে আচি। আর বিশেষত গজিন্দ্রর চন্ত বিদ্যমানতা হৈতেও শুণ্ডাদণ্ডে সে জল পান করে। আর অধিক কি কি লেখিম। তত্রাপি যে উকিল মুখ সমাচার পূর্ব্বে অজিজ্ঞাস করিলেক। একারণ থাকিহে পত্রার্থ গোপ্য। বাকী সমাচার আমিও জ্ঞাপন করাইলোঁ।

আর যৎকিঞ্চিৎ বচন সম্বিত আমাঠের উকিল সনাতন শুশ্রী কানু শর্ম্মা প্রমুক্ত সঙ্গিত করিতে হারাল ঝগরা হারমান যাইবেক, বাকি না রহিবেক। আর তোমার নিমিত্ত হার্দ্দি সন্দেস বানাত ১ খান, চড়া ৫ খান, পালেঙ্গ ৫ খান, কিম্মিজ ১ খান, হস্তিদন্ত ৬টা, কলিয়া চামর ৪টা, জালুক ৬০ সের, ডুবা কাষ্ঠ ৭ সের, কস্তুরী ১০ টা, সদিয়াল শিলা ৪ খান, সোনর ভাবেরে কটারি ২ খান, সাধা-মহমুরি ৭, চড়া লগা ৭ খান। এই পৃত সন্দেস আপোন সমজাই লৈবেক। ইতি শক ১৫৫৬, চৈত্র তারিখ ৪।*

১৮

রাজশ্বশুর চেটিয়া গোহাঁইর নিকট গৌহাটির ফৌজদার নবাব মীর্জা নাথুলার পত্র

শ্রীযুত রাজাকে শ্বশুর চেটিয়া গোহাই জিউ পরম হার্দ্দিত চরিত্রেষু। নিবেদন পূর্ব্বক লেখনং কার্য্যঞ্চ পরং তোমার খয়ের[১] খুব দৌলত জাহির রহে। এখন তোমার মৈত্রী দিন দিন ও গয়রহ মনোমেরে মাফ করেহা এসব খবর তোমার যেমন প্রকার হাজির কহে ও মহমদ খাঁ ও পহলন দুই জনক এমও তালিকা করিয়া পত্র সমেত তোমার নজিফ[২] ভেজিয়া দিলাম। আর পূর্ব্বে যে প্রিতি নিবন্ধ উপচয় করায়া নবাব আহ্লয়ার খাঁ সহিত অনেক দিবস আছিল।

---

* প্রকৃত প্রস্তাবে পত্রটির স্থান ১৩ সংখ্যক পত্রের পরে হওয়া উচিত। তার কারণ এটির তারিখ চৈত্র ১৫৫৬। ১৩ সংখ্যক পত্রের তারিখ ভাদ্র ১৫৫৬। ১৪, ১৫ ও ১৬ সংখ্যক পত্র ১৫৫৭ সালে লিখিত। কিন্তু বুরঞ্জীকার পত্রটির স্থান এদের পরে দিয়েছেন সম্ভবত তিনি পত্রগুলির কাল পরম্পরায় কিছু অসাবধান হয়েছিলেন।

১ মঙ্গল। ২ নিকট।

অদ্যাপিও তোমার ঠাই কুশলা দি[৩] সমাচার লৈয়া মনুষ্য আমার ঠাই আইসে। এমত কৌলি[৪] পরস্পরের প্রীতি পরস্পরে করিতে উচিত।

অতএব উভয় তরফের যি কিচু গোসস্কার[৫] করে সে মাফিক বুগজার[৬] যাইবেক। অল্প বেগার না রহিবেক। আর অধিক কি কহিম। আপুনি সমস্তে জান। ইতি সরহ জিনহজ ১৫৮০। সন্দেস তাব এমুঠা, ৫ থান কৈ আছিল, ঘোড়া ৭, উট ২ টা, সোনাবলী পটুকা ৪ থান, কামায়ন ধনু ৬, লঙ্গ ৪ সের, জাইফল ১ মোনা।

১৯

রাজ শ্বশুর বড় গোহাঁই (চেটিয়া গোহাঁই)র নিকট নবাব মীর্জা নাথুলার পত্র

শ্রীযুত শ্বশুর বড় নবাব গোহাঞি জিউ পরমা হার্দ্দিত চরিত্রেষু। নিবেদন পূর্ব্বক লেখনং কার্য্যঞ্চ এথা কুশল। তোমার কুশল সদা সাবশেষ চাহি। পর তোমার ফরমান দিদ[১] করিতে ও মন জানিলাম। হামার অন্তস্করণ দোস্ত বহুতে রাইস্তদে ছোত্র[২]। অতএব পরস্পর যেমন প্রত্যয় যায়া তেমন করিবেক। আর আমিও তোমার যে প্রস্তুত যে জবাব সন্তুষ্টতা হয় তারে করিম। এখন আমার নজিকি বিরাদর[৩] মহমদ খাঁ তোমার হলি জবর ফিরস্তাদ[৪] হৈতেসে। ইসো আস্তে[৫] তোমার মনুষ্য সানুকুল করিয়া তুমিও প্রেম পত্র সহিত ইহানার[৬] সঙ্গেই প্রত্যুত্তর ভেজিবেক। এতেকে পূর্ব্বাপর মাফিক মর্য্যাদা ব্যবহার উভয় তরফের নাকিচু কমি রহিবেক। আওর আমিও তোমার একাদশ চতুর্ভুজ দুই জনের সাক্ষাৎ যে কার্য্য সৌস্তব সাম্প্রত সাহজিক বাচিবেক সে কার্য্যরূপ সাবশেষ জ্ঞাপন্ন করিবেক।

অধিক কি কহিম আপুনি বিচার পূর্ব্বকে খাতির খুচি করিবেক। ইতি সন ১৫৮১ সন্দেস তাব ২ মুঠা, ১০ থান, সুলতানি বানাত ২, মিশ্রি ৩ সের,

---

৩ কুশলাদি। ৪ কুলগত সম্পর্ক। ৫ বিবাদ, প্রীতির অভাব। ৬ সম্পন্ন।

১ করা, জারি করা। ২ দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। ৩ নিকট ভাই। ৪ পাঠানো। ৫ এইজন্য। ৬ এদের।

পালেঙ্গ পোচ ৫ খান, স্বফেদ কাঠ ২ সের, লঙ্গ ১ মোনা, চর বন্ধক পরা ৫ খান ভিন্ন মোনাত।

২০

স্বর্গদেব জয়ধ্বজসিংহের নিকট ঢাকার নবাব শায়েস্তা খাঁর পত্র

স্বস্তি মহামহিম ৺শ্বশুর ভাই বড় নবাবক প্রতি লেখনং কার্য্যাঞ্চাগে তোমার আনাইত মেহর পূত না মা[১] সহিত দোনা উকিল সনাতন ও মাধবচরণ আপন কর্ম্মাইত এখানে আগর ভাগায়ত[২] বগচায়াল[৩] পহুচিল। আমিও পরম সনাইত ভাব হৈয়া ইয়াদ হকিকত পরম সাদরে পুরু চিদায়[৪] আরু তুমিও আমার কারণ হাকতুম আট্টয়া চরিকি[৫] সন্দেস ভেজিচিলা। আমার তোমার পৃত ইয়াত সৎসর ফির কি কার্য্য। আমার কামরূপ কোচাল[৬] কেরা যত সব উঝার তুমিতো আপোন মল্লুককে ঘাইল করি ব্যস্ত বুন্দন ইচ্ছাও আস্তে ৺শ্রীশ্রীযুত আলাম পাৎসা সাহাবকে আহান দিন পুরথাচ[৭] ক্ষেদান আকায়দ[৮] চিতাপ হুকুমকে বরোক্ত আকনাস্ত[৯] শ্রীযুত রাজা মন্ত্রী ৺শ্বশুর বড় নবাব এক বারাগিও বর করর্দ্ধ্ল[১০] আসামকে রায়ত বড়ুয়া ফুকন তামাম সাজ্জিয়ান[১১] ব্যর দস্তগ এঁ রাজাকে শ্বশুর বড় নবাবত ও বিরেই কার শিস্ত[১২] ইসকো হুকুম হোএ হাল।

আর তুমি বুলিআচ ঢেকেরি সে তোমার আমার মধ্যে আজার দেই। খানা বিগার করে। আমিতো দিন নাজাস্তাহে। এম ও বার জবাব লেখিআচ। আমিতো আহার নামে দানি আর তোমার নিমিত্তে সন্দেস দোজন উকিলর হাত পঠাইছি; আনাইবা কর্ম্ম মাফিক সম্বুজি নৈবেন ও আগে ৭০০ রুপয়া পঠাইছিল। সন্দেসিয়া গুণাগারি আনো পায়ন বক্‌চিয়া[১৩] কিন্তু যদি এখন তোমার ৺ কর্ম্মা হয় তবে গতাই পঠাবেন। কি কার্য্য চিল তোমার ও আমার রুপয়া দুই না হয়। ৭০০ রুপয়া উপায়ন তার বানাচিয়া[১৪] লৈবেন। ও এখন অমিরুন্ন উমরাও কীর্ম্মা হালের বেটামির্জ্জা মুলা নবাব তাগায়াত আচা[১৫] মহিমকে

---

১ পবিত্রনামা। ২ মত। ৩ সত্বর। ৪ আদরে গ্রহণ করলাম। ৫ আট আসরফি। ৬ কোচবিহার। ৭ ধর্মের খাস তালুক। ৮ বিশ্বাস। ৯ এখন আছে। ১০ আক্রান্ত হল। ১১ বড় বড় সেনাপতি। ১২ মন্দ কার্য। ১৩ বের করিয়া। ১৪ বাছিয়া। ১৫ কাঠি।

মলক্তিল[১৬] বেদোও রাহচরে[১৭] আর তুমি ও একলাস বাতে আপন খাতির জামা রাখিবা। এই নস্ত সবজোখ তনহা দিদ দিল গির চোর যাওয়ে এমও জবাবত তোমার আমার মধ্যে লোকজনের আজার বন্ধ কচলা[১৮] তারিখ নারাখ। জক্রে সব তাজার[১৯] দুখ পিচর পাচ আওর দ এস নবচিয়ত[২০] তামাম দিন কুরি চার সোদ। ইতি সন ১৫৮২? সন্দেস—বানাত—৪, তাব ২ মুঠা, লঙ্গ ৭ সের কমর বন্ধ ৭।

---

১৬ দেবদূত। ১৭ সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। ১৮ বিচার অভিযোগ ইত্যাদির খবর। ১৯ ব্যবসায়ীগণ। ২০ নতুন করে।

CENTRAL LIBRARY

কামরূপর বুরঞ্জী

১

বড়বড়ুয়া ও চেটিয়া গোহাঁইর নিকট মীর্জা জাহিনার পত্র[১]

মহামহিম শ্রীযুত বরবরুয়া ও চেটিয়া গোহাঁই মহাশয়েষু—

সগৌরব লেখনং কার্য্যঞ্চ আর তোমার রাজোন্নতি হামেচা চাহি, ওপরং ৺শ্রীশ্রীযুতের থানে উকিল কেমলজান এক আদমিকো ভেজোহে, তোমরা দুই জনর রকিছদতে খাতির খুচি হইবেক, আওর সর্ফরাজ দুই জনের সাথ অর্দস্ত[৩] করিলে শ্রীশ্রীযুত ৺প্রসন্ন হৈবেক, অতএব আমি তোমার চাগির হৈলোঁ, তুমি আমার সলাহকর, আর তোমার দিকির বরম্বদৈ সওদ আমার মল্লুকের সা-মহাজন সাউদের টোল বতায়া[৪] খরিদ কর, যে জৌখ-জোখো বস্ত লাগে সে ভাগায়া পয়দা কর। ইহাকর কাজ-কাম, মালুম হোয়ে, অধিক কি লেখিম। আপুনি জানন্তা হোগা, ইতি—জিলকাজ ১৫৬০ শক, মাস ফাল্গুন, ১০ দিন গতে।

২

বড়বড়ুয়ার নিকট আহ্লায়ার খাঁর পত্র

স্বস্তি সকল মঙ্গলাগার-বিবিধ-গুণালাংকৃত-সুর-নদী-সলিলং নির্ম্মল যশোরাশি পরিপূরিত-কলেবর-শ্রীযুত বরবরুয়া সুচারু-চরিত্র-বিচিত্র-মন্ত্রীবরেষু—

সৌহার্দ্দপূর্ব্বক লেখনং কার্য্যঞ্চ ইথানের কুশল, তোমার কুশল-মঙ্গল হামেসা বাঞ্ছি, পরং তোমার ফরমাণ নজরেত[১] জানিলোঁ, নও দিন দিন দোস্তি হামর[২] হইবেক, অতএব তোমার আমার মাজে কিঞ্চিত দিলগির[৩] নেস্ত[৪], আর তুমি

---

১ 'বঙ্গালর পত্র' নামে বুরঞ্জীতে লিখিত। অনুমান হয় ঐ 'বঙ্গাল' আহ্লায়ার খাঁ। তিনি ১৬৩৮ খ্রীঃ গৌহাটির ফৌজদার হয়েছিলেন। কিন্তু অন্য একটি বুরঞ্জীতে পত্রলেখকের নাম পরিষ্কার 'মির্জা যাহিনা' লেখা আছে। দ্রষ্টব্য পুরণি অসম বুরঞ্জী পত্রসংখ্যা ২। ২ মিতালিতে। ৩ মিত্রতা, বন্ধুত্ব। ৪ বলে কয়ে।

১ নজরে। ২ পুঁথির পাঠ 'হামার'। ৩ অমিত্রতা। ৪ নেই।

CENTRAL LIBRARY

বুলিছ উত্তরে বরনদী দক্ষিণকোলে[৫] অস্থরালি[৬] ইতিমধ্যত তোমার আমার লাকারণ[৭] ফিরিবেক, আর দুই দলর গো-ব্রাহ্মণর সুখে রহিলে এই ধর্ম্ম তোমার যশ প্রতিষ্ঠাতেসে সুমান[৮] দুইহানার[৯] যুগাদি হৈলে ওগয়রস[১০] মল্লুকে খোরমি[১১] হৈবেক। আওর বদনাম কিছু নারহিবেক। আর তোমার উকিল সনাতন ও কান্ত শর্ম্মা ইহানার[১২] সঙ্গে ও আমার আদমি ছেক মেদা ও ঝারখাণ্ডর[১৩] ও আকাদশ[১৪] তোমার থানে ভেজিতেছি, শ্রীশ্রীযুতের থানে হুজুর কয়া[১৫] দশ-পাঞ্চ রোজত ফিরি পহুছাইবা। এমত[১৬] হৈলে তোমার আমার কিছু সন্ধিগ্ধতা নারহিবেক। আদ এমরার[১৭] মুখে সমস্তে জানিবেক অধিক কি লেখিম। আপুনি সমস্তে জান।

তোমার নিমিত্তে পত্র-সন্দেশ—বাপ্তা ১ থন, লং ২ মোনা, চিনি ২ মোন, রূপোয়ালী পটুকা ৩ গছ, সোণোয়ালী ৩ গছ, সুগন্ধ বালা ২ সের, জাইফল ১ মোন, ঘোঁরা ২ টা। ইতি, শক ১৫৬১, মাস মাঘ।

৩

আহ্‌লায়ার খাঁর নিকট বড়বড়ুয়ার পত্র

স্বস্তি নিখিল-গুণৈকধাম-সর্ব্বোপমাযোগ্য শ্রীযুত নবাব আহ্‌লায়ার খাঁ শুভাশয়েষু—

সস্নেহপূর্ব্বক লেখনং কার্য্যঞ্চ এথা কুশল, তোমার কুশল সর্ব্বত্র চাহি। পরং সমাচার এই, তোমার উকিল ছেক-মেদা ও আকাদশ, এই দুইজন মনুষ্য পঠাই দিছিলা। সে আহি পহুছিল, ইহানার[১] মুখে তোমার কুশল শুনিয়া পরম সন্তোষ হৈলো। আর তুমি বুলিয়াছা উত্তরে বরনদী, দক্ষিণে অস্থরালি এমত্ত বন্ধনি-বন্ধানুক্রমে হদ্‌করার[২] হলে উভয়ান পক্ষে রক্ষা হৈল, সে ধর্ম্ম তোমার আমার যশ প্রতিষ্ঠা দিন দিন অন্যত্তানুরূপে বাড়িতে যাইব[৩], খালি না হইবেক। এমত্ত যে

---

৫ দক্ষিণকূল। ৬ পুথি 'উতরালি'। ৭ পুথি 'নকোরণ'। ৮ সম্মান। ৯ দুইজনের। ১০ প্রভৃতি, সব। ১১ উন্নতি। ১২ এঁদের। ১৩ পুথি 'জারখণ্ডের'। ১৪ ব্যক্তি নাম। ১৫ হুজুরের বলা। ১৬ পুথি 'এমত্ত'। ১৭ এদের।

১ এঁদের। ২ সীমা নির্ণয়। ৩ পুথি 'জাইব'।

সুপারিচ লিখিছ ইগোট উত্তম লিখিছ ; কিন্তু বর মনুষ্যর প্রীতি-করার কদাচিত্ নাফিরে। সেই যেমনে উত্তরোত্তরে রক্ষা পরে তাক করিবা। আর তুমি যি বুলিছ দশ-পাঞ্চ রোজত উকিল পহুচাইবা সেই বচনত থাকি আমার সঙ্গত[৪] ৺র চরণত সমুজাই হজুর করিলোঁ[৫]। ৺ও যেমত কথা হৈল তাক তোমার উকিল সমস্তে কহিবেক। পরং পূর্ব্বাপরেও নবাব সকলেরে গুয়াহাটিত[৬] থাকি কথা-বার্ত্তা অনেক হোয়া যায়[৭]। অদ্যাপি সেথানর কার্য্য করিতে ভার তোমার ওপর, ই ঠাইর আমার ওপর, অতএব তোমার মনে যেমত ভাল প্রতিবাসে তার প্রত্যুত্তর তৎকাল লেখিবা। এমত্ত হৈলে তোমার আমার মৈত্রী[৮] কিসক[৯] না রহিবেক্। আর বাকী সমাচার সনাতন ও শ্রীকান্থ এমরার মুখে জ্ঞাত হইবা। কিমধিকং বিজ্ঞাবরেষু।

আর তোমার অর্থে সন্দেশ—হস্তীদন্ত ১৪টা, গান্ধ ২৭ টা, কলীয়া চামর ২০ টা, মরিচ ১০ সের, খড়্গ ২টা, সোণেরে মলমা করা কটারী ২ খন। শক ১৫৬২, মাস জেষ্ঠ, তেরিখ ১২।

৪

বড়বড়ুয়া গোহাঁই ও চেটিয়া গোহাঁইর নিকট আহ্লায়ার খাঁর পত্র

স্বস্তি সকলমঙ্গলালয়-পরম-সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুত বরবরুয়া গোহাঁই ও শ্রীচেটিয়া গোহাঁই-মহামহোগ্র-প্রতাপেষু—

লিখনং কার্য্যঞ্চ আদৌ তোমার কুশল সর্ব্বথা চাহে। সাম্প্রত তোমার মেহরাণি[১] দিন দিন নজিক[২] আয়াজেমাম[৩] হামরাহ হোয়ে। আর তুমি যি পত্র মনুষ্য তাগিদ[৪] ভেজিলেক সিটো চিতাপ পহুছিল। তাহনার[৫] মুখহত শুনি, সাক্ষাৎরূপ পত্র চালামি[৬] চসমদিদ[৭] করিয়া জানিলাম। পত্রার্থবিদ প্রস্তুত কাজরূপ উচিত, যাতো তোমার আমার একতা-মৈত্র ভাবরূপ যশপ্রতিষ্ঠা

---

৪ সঙ্গে। ৫ পুথি. 'করাইলো'। ৬ গৌহাটিতে। ৭ পুথি. 'যাই'। ৮ পুথি. 'মৈত্রি। ৯ কি জন্য।

১ দয়া। ২ নিকট। ৩ প্রিয়। ৪ সত্বর। ৫ তার। ৬ পত্রবিনিময়। ৭ প্রত্যক্ষদর্শী।

CENTRAL LIBRARY

আফতাব[৮] সদৃশ সাক্ষাত রহে ইসোও আস্তে। অতএব খুব হকিকতনা[৯] ভেদ দৌরদোস্ত[১০] কফদস্ত[১১] চড়হা[১২] উভয়পক্ষ নাভেদ[১৩] দোহান[১৪] মধ্যজোর তমসিল[১৫] পরম খোদাই-পেকম্বর সব মাফ করে। একারণ আমার দরবারের অহোর[১৬] ধারাণ রহে, তোমভি এমত্ত কৌলি করন্নবে[১৭] সব দোজখ নবচ্ছ[১৮] খোদজাতে[১৯] মুরসিদ[২০], গোস্ত[২১] যেজৌখ[২২] ধর্ম্মজাহান ওপর তোমার আমার দৌলত একৈতা[২৩] দোস্ত রহে। এতে উভয়দি গদরিয়া[২৪] রায়ত গো-ব্রাহ্মণ পরোযর[২৫] পালনকরণতা সর্ব্বত্র বলবত্তিতা হোয়ে এমত্ত হৈতে তোমার আমার যে যে দুস্‌মন তাহে অন্তস্করণ যে মগরুর[২৬] গর্ব্ব সেহি সাহজিক চগজার[২৭] যাহে কাটি আর অধিক কত কত কহিব। তোমাদের উকিল সনাতন ও শ্রীকানু শর্ম্মা আমাদের ও ছেক-মেদা এমরা সাবশেষ কহিবেক যাতে প্রীতির ওপর রহে, কমিতা নারহে তারেক কর। ইতি সহর সৌংতন ১৫৬৪, পৌষ মাস।

৫

বড়বড়ুয়া গোহাঁই ও চেটিয়া গোহাঁইর নিকট আহ্‌লায়ার খাঁর পত্র

স্বস্তি সকলমঙ্গলৈক-নিলয়-পরম- সুপ্রতিষ্ঠিত-কলেবর-লিখিতং শ্রীযুত বরবরুয়া গোহাঁই ও চেটিয়া গোহাঁই সুহৃদয়র চরিত্রেষু—

সৌহার্দ্দিপূর্ব্বক লেখনং কার্য্যঞ্চাগে আগেয়ে তোমার দৌলত খুব মঙ্গল জাহানকেবর[১] নমিস্ত[২] উপযুক্ত ৺৺শ্রীরে রাখতাহো। পরে তোম্‌ভি আশিস্ আমারা, সর্ব্বথা চরবছর[৩] ওপর মাফিক হৈয়া জাহির, তথা সমেত হোয়ে এখন তোমার একইত[৪] দোস্তকে বার্ত্তা হামি-চ[৫] ঘের ঘের[৬] ও আমার সাথ ভেজিতে রহ। আমিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ওমরাও-সকলের যে সৌহার্দ্দি অভিমত সেসব খাতির রছিদকে খোরমি[৭] হৈয়া রসিব-খাঁকে ও মুহুর-খাঁ, দুই জন আদমি তোমার পাচ[৮]

---

৮ সূর্য। ৯ সারসত্য। ১০ দূরবর্তী। ১১ হাতের মুঠি। ১২ চড়া। ১৩ আমন্ত্রণ। ১৪ দুজনের। ১৫ চেহারা। ১৬ প্রতিদিনের। ১৭ করিলে। ১৮ নব বছর। ১৯ সেবায়। ২০ অগ্রদূত। ২১ সম্পদ। ২২ যে পরিমাণ। ২৩ একতা, বন্ধুত্ব। ২৪ মেষ পালক। ২৫ চাকরবাকর। ২৬ গর্বের। ২৭ সংঘটিত হয়।

১ পৃথিবীর বড়। ২ সর্বাপেক্ষা। ৩ প্রতি বছর/সর্বস্ব। ৪ একতা, বন্ধুত্ব। ৫ হামেশা। ৬ ঢের ঢের। ৭ পালক। ৮ কাছে।

ভেজিতেআছি। আহনার[৯] সঙ্গে জনেক মনুষ্য সুচারকরে[১০] গুজার হক[১১] রসুলকে পহছার[১২] উচিত রহে। এমন কৌলিকে[১৩] যেহি যেহি প্রয়োজন চিত্তকে ওপর বাঞ্ছিত চিত্ত[১৪] সেহি তমাম্ দোভি[১৫] দলের সীমনা রহে। পাহার-শঙ্কাস[১৬] চুপজ[১৭] গুদজানিতে[১৮] রাখতাহো। এতেকে তোমার আমার চিত্ত বিকৃতভাব নাহি রহে। যি কার্য্যত দোপক্ষর রায়ত গো-ব্রাহ্মণে ছৈয়দ সুখি তা খুব মিত রহে সেহি ভাব উভয় পক্ষাভিরত কর্ত্তব্যতা দ্বারের সব গরজ দিলগির বদকৌলি[১৯] তাবত সাবশেষ তোড়কাহে, নাযাতাহো, ফের ও আবর সাম্প্রত যাতাহে। অতএব তুমি আমার যেখন যি কার্য্য তাগায়ত[২০] হুকুম কর সেহি রূপ অভিলাস আভিরত হৈবেক। এত দোস্ত প্রীত্যর্থ সাবকাশ রহে। আর এখন যে লিখিয়াছ ল'াল খাঁ তোমার নজিক রহে। এহিরূপ ভেদতা তোমার দুয়ারদারের বেটা নামাকুল শত্রুসেন ও জয়ানন্দ অন্য শত বারম্বার দাচুচ[২১] কেমত হুজুর করহে, এক হেঙ্গল[২২] ছেবরাই[২৩] মিত্র নবাব সে আদমিকো বোকচাকে[২৪] খানা গুস্তেত্[২৫]; তাবেক হৈতে এমত অপরিতোষ না বিচার কর অপরীয়ামৈত[২৬] ৺পাৎচাহাবর মলুকের লোকসবদ্র সাবকাশ হৈয়াছে। কোনো জনে কাক[২৭] রাখিতে সামর্থ রহে, আপোন মাফিক রহে কর্ম্মানুসারে, দৌর চড়ে আমিতো কোন ওক্তকে যাতাহো, নিকর্স নাজনন্তাহে[২৮], আর অধিক কি কহিম। হামার চিত্তকে অশন্ত খানিক নাহিবৈ[২৯]। এথা আওর যেকি বাকীত রহে তোমার উকিল সনাতন ও শ্রীকান্থ সাবধানে হুজুর কহিবেক। তুমি আপোন বিচার পূর্ব্ব দানিস্তমন্দ[৩০] হোতাহে, ইতি সরবরিস খানি ১৫৬৫, শ্রাবণ, তেরিক্ষ ১১।

৬

বড়বড়ুয়া গোহাঁইর নিকট নবাব মীর্জা নাথুলার পত্র

শ্রীযুত্ ৺র শ্বশুর বরনবাব গোহাঁইজিউ পরমাহার্দ্দিত চরিত্রেষু—

নিবেদঞ্চ পূর্ব্বক লেখনং কার্য্যঞ্চ আর এথা কুশল, তোমার কুশল মঙ্গল সদা

---

৯ এদের। ১০ সুচারু করে। ১১ সংঘটিত হয়। ১২ নিকটবর্তী। ১৩ বচনে। ১৪ চিত্তের ওপর বাঞ্ছিত চিত্ত। ১৫ দুইই। ১৬ পর্বতপ্রমাণ। ১৭ উচ্চ। ১৮ কোলে, কাছে। ১৯ মন্দভাষণ। ২০ সেইভাবে। ২১ গুপ্তচর। ২২ হ্যাংলা। ২৩ শিবরায়। ২৪ পুঁটলি। ২৫ দেখে। ২৬ অপরিমিত। ২৭ কাকে। ২৮ ভাল করে জানি না। ২৯ হবে না। ৩০ জ্ঞানবান।

সাবশেষে চাহি। পরং তোমার ফরমান[১] দিদ[২] করিতে ও মন জানিলাম হারাম অন্তস্তরণ দোস্ত বহুতেরা ইস্তাদ হোবে[৩] অতএব পরস্পর যেমন প্রত্যা[৪] আয়া[৫] তেমন করিবেক আর আমিও তোমারে যে প্রস্তুত জবাব সন্তুষ্টটা হয় তারেক করিম। এখন আমার নাজিকি[৬] ও বিরাদর[৭] মহমদ খা তোমার দহলি জবর ফিরস্তাদ[৮] হৈতেসে ও আস্তে[৯] তোমার মনুষ্য অনুকূল করিয়া তুমিও প্রেম-পত্র সহিত ইহানার সঙ্গে প্রত্যাত ভেজিবেক। এতেকে পূর্ব্বাপর মাফিক মর্য্যাদা ব্যবহার উভয় তরফেত[১০] না কিছু কমি রহিবেক আওর আমিও তোমার একাদহ, চতুর্ভুজ, এমরা দুই জনের সাক্ষাত যি কার্য্যত সোষ্টয় সাম্প্রত সাহাজিক পাচিবেক। সে কার্য্যরূপ সাবশেষে জ্ঞাপন করিবেক। অধিক কি কহিম। আপুনি বিচার পূর্ব্বকে খাতির খুচি করিবেক। ইতি, সন ১৫৮০।

৭

রাজশ্বশুর বরফুকনের নিকট নবাব শায়েস্তা খাঁর পত্র

স্বস্তি মহামহিম ৺রাজাকে শ্বশুর ভাই বরনবাবক প্রতি—

লেখনং কার্য্যাগে তোমার এণায়ত মেহরজুদ[১] নামাসহিত তোমার উকিল সনাতন ও মাধবচরণ আপোন কর্ম্মাইত এখানে আগর তাগায়ত[২] বগচায়াল[৩] পহুছিলে আমিও পরম সম্মাইত[৪] ভাব হৈয়া ইয়াদ্ হকিকত্[৫] পরং সাদরে পুরুচিদাম[৬], আর তুমিও আমার কারণ হাস্তম[৮] আচর্ফি[৭] সন্দেশ ভেজিছিলা, আমার তোমার প্রীতি, ইয়াত আচর্ফির কি কার্য্য? আমার কামরূপ কোঁচনকে[৮] রায়াত সব উজার, তুমিতো আপোন মলুকে ঘাইল কর্কে[৯] বস্তুবুদন ইসো আস্তে। শ্রীশ্রীযুত আলাম পাৎসা চাহেবকে আহালদিল[১০] পুরখাস্মাপাদ[১১] আকায়দ চিত্তাপ[১২] হুকুম কে বারাক্ত[১৩]। আকলাস্ত[১৪] শ্রীযুত ৺রাজার শ্বশুর বরনবাবকে একবার গিওঁ বরকর্দ্দন আচামকে[১৫] রায়ত। রায়বক্সয়া ফুকন

---

১ আদেশ। ২ মান্য। ৩ প্রতিষ্ঠিত। ৪ প্রত্যয়। ৫ আসে/হয়। ৬ নিকট। ৭ ভাই। ৮ প্রস্তুত। ৯ জন্য। ১০ তরফে।

১ সাহায্য বড়। ২ পসন্দ। ৩ অতি সত্বর, নিশ্চিত। ৪ সম্মানিত। ৫ অবস্থা; ৬ অভ্যর্থনা করিব। ৭ আসরফি, মুদ্রা। ৮ কোচবিহারের। ৯ করে। ১০ ধর্মানুসরণ করে। ১১ শ্রেষ্ঠত্ব অনুযায়ী; ১২ শীঘ্র। ১৩ যথাসময়ে। ১৪ মিত্র। ১৫ আসামের।

তামাম সজিয়ান[১৬] চ্যারদস্তন[১৭] রাজাকে শ্বশুর বরনবাবত ও বিরৈ কার সিস্ত[১৮] ইস্‌কো হুকুম হোয়ে হাল, আর তুমি বুলিয়াছ ঢেকেরিহে[১৯] তোমার আমার মধ্যে আজার দেই, থানা বিগার করে, আমিতো দিল নাজাস্তাহে, এমনতো বারম্বার জবাব লেখি আছ। আমিতো আহাল নামে দানী[২০] আর তোমার নিমিত্ত সন্দেশ দোজন[২১] উকিলর হাতে পাঠাইতেছি। আর রাইবার কর্ম্ম মাফিক সমাজি লৈবেন ; ও আগে ৭০০ রুপয়া পঠাইছিল। সন্দেসীয়া গুণা গাড়ী আনো উপায়ন বকচিয়া, কিন্তু যদি এখন তোমার ৺কর্ম্মাই হৈয়া তবে গড়াই পাঠাইবেন, কি কার্য্য ছিল, তোয়ার ও আমার, রুপয়া দুই নাহয়, ৭০০ রুপয়া উপায়ন তার বানছীয়া লৈবেন। ও এখন আমীরোল-উমরাও মীর্জা-হেনার বেটা মীর্জা-মূলা নবাব তাগায়ত আচম মহিমকে মঞ্জিল-বমঞ্জিল[২২] চুদওরাহ[২৩] চরে ; আর তুমিও একলাসবাতে আপোন খাতির জমা রাখিবা। এই নস্ত সব যেমত নহাদিদ্[২৪] দিলগীর চোরযায়ে[২৫] এমত জুথাবেত[২৬], তোমার আমার মধ্যে লোকজনর আজার[২৭] বন্ধক চনা তারিখ নরাখ, অল্পজন্দ্রে সব আজার দূর পিরে পাচ আবরদ[২৮] এ সব নচিয়ত তামাম দিল কুচিয়ারা[২৯] চাদ।

সন্দেশ—বানাত ৪ খন, তার ২ মুঠা, লং ৭ সের, কমরবন্ধ ৭ গজ, শক ১৫৮২।

৮

স্বর্গদেব জয়ধ্বজসিংহের নিকট কুচবিহারের জ প্রাণনারায়ণের পত্র

স্বস্তি জ্যাঘোঘোর নিন্দ্রাদ-শর কুলিশ-গর্জিত স্বত্রাম বিবাদ কাণ্ডতাণ্ড রত পরপণ্ডিত পরম্পরা কটক কন্দর ঝরম্মদ বিহরি-নিদৃক সরলীকৃত সাবিত্রী শ্রীমন্ত মহামাণিক্য তনয় সর্ব্বম্-রাজবিরাজমান লৌহিত্য বৈরিবেতণ্ড। গণ্ডবিদারণ শৌনিত্য শৌণিকৃত বজ্রাঘাতাব দ্রাত রম্ভা গণ্ডাভিরাম দন্ত দ্বিতীয় ধামরম্ভাধ্বজ

---

১৬ রাজা। ১৭ তীক্ষ্ণভাবে। ১৮ বাঁচে কর্ম। ১৯ কোচ বা কামরূপী। ২০ খাজনা আদায়কারী। ২১ দুজন। ২২ ঈশ্বরের স্থান অস্থান। ২৩ চরে বেড়ায়। ২৪ না করা যায়/দেখা যায়। ২৫ নষ্ট হয়। ২৬ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে। ২৭ অভিযোগ। ২৮ হৃদয়ভরা পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

CENTRAL LIBRARY

ভীম সুনন্দ সর্ব্বতো ভদ্র বরারোহ সুবীর সুস্থির সুরাষ্ট্র মঙ্গল। গম্ভীর বেদি গজগ্রাস বজ্র গর্জাতি ভীম সুপুষল্লংঘিত কুলশীল জলনাস্ত্র জাগরুক নৌনিকর খর্ব্বিতা পতন ডিল্লিশভট পাটন গর্ব্ব মহামানোন্নত শরণ্যাগ্রগণ্য ধন্যাতি ধন্যাস্মৎ কুল মহামিত্র স্বর্গীয় স্বর্গনারায়ণ বংশাবতংশ বিপুল ভুজভৃতি কঠিন কোদণ্ড দুস্মহ টঙ্কার শঙ্কিতারাতি রাজন্ত মুকুট মণি মরিচি রাজিনী রঞ্জিত চরণ পল্লব করকলিত বিকট মঙ্গলাগ্র দলিতারি বেতণ্ড গণ্ডভট প্রকট মোক্তিক প্রকর তুলিকার পীতাম্বর রণধরণী সঞ্চরণ চতুর দোঃ প্রতাপ সম্ভূত বিজয় বৈভব হিম হার হর হাস কাস কৈলাস ধৌত কল ধৌত কীর্তিমণ্ডল পাণ্ডুরিতানেক দিগ্বলয় মলয় মালসনাচার কেবল তৈলঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ বিবিধ বাণিগ্রীয়মান গুণসঞ্চয় সমর-সীম ভীমপরাক্রম রাজরাজেশ্বর স্বর্গবংশধর স্বর্গনারায়ণ শ্রীশ্রীজয়ধ্বজসিংহ সর্ব্বদা সমরবিজয়ী সুবিজ্ঞাপয়ত স্বস্তি সুখোয়ং ভূতভব্যমিহ ভবতাং তদ্বিহামহে—

পরঞ্চ পূর্ব্বাপর ব্যবহারমতে তুমি যে আমাক লিখিলা ইহাতে তুমি মোক কিনিয়া আপোনার বশ করিলা। তুমি কৃষ্ণদেব, মঞি তোমার বশঙ্কর অর্জুন হেন জানিবা বুজিয়া যেথন যে বোল তাক মই সর্ব্বথা করিম। ইহাত তুমি অন্যথা নাজানিবা। আর যে লেখিছ, বিপদ কালত যে কুশলক বাঞ্ছে তাকেশে মিত্র বুলি, সে মিত্র হয়। তোমার আমার আজির মিত্র এনে[১] নহয়। আমার প্রপিতামহক[২] তোমার বহু স্বর্গীয় স্বর্গনারায়ণ শপত করিয়া প্রীতি করিছে। তোমার আমরা মন্দ না করিব। আমরাকো তোমরা মন্দ নাকরিব। পরস্পরের উপকার পরস্পরে করিব। এমন মোর চিত্তে আছে। তোমারো এমত রখাহে উচিত হয়। ইহার মাজতে যে অন্যথা হৈছে সে মন্ত্রীদোষেই হোক বা দৈবদোষেই হোক বা তোমাত হন্তে[৩] হোক বা তাক তুমিও জানিছ। পূর্ব্ব শপতে পুনু[৪] ফল ধরাইলেক। মোরো রাজ্যচ্যুত হৈল, তোমারো রাজ্যচ্যুত হৈল। কিন্তু মোরো মনে নাহি করে, তোমারো মনে নাহি করে, ইহাতে মঞি রাজা ফিরি পালোঁ, তোমরাও রাজা পাইলা।

আর পূর্ব্বে লাণ্ডা দেশ[৫], পশ্চিমে গৌড়, উত্তরে ভোটান্ত, দক্ষিণে ওরেষা, ইতি মধ্যত তোমার তুল্য মহন্তর মহীমহেন্দ্র মর্যদা পারবার কে আছে। মঞি তোমার মিত্র, কুশল বাঞ্ছিবাকে[৬] পাওঁ। আনো রাজা সকলো তোমার কুশল বাঞ্ছে। আর তোমার যে রাজ্যচ্যুত হৈছে, ইহার কারণ তোমার কোনো

১ এমনি। ২ মহারাজ নরনারায়ণ। ৩ তোমার থেকে। ৪ পুনঃ। ৫ জয়ন্তীয়া রাজা। ৬ বাঞ্ছিতে, চাইত।

মনে দুখ করিবাক উচিত না হয়। দেখ, রামচন্দ্র, সুরথ, যুধিষ্ঠির, এই সকলরো রাজ্যচ্যুত হৈছিল। কিন্তু তামরা[৭] সকলে উদ্যোগ করিয়া ফিরিয়া লৈলেক নিমিত্তে তাহারার অকীর্ত্তি নাহৈল। সম্প্রতি আমার তোমার রাজ্যচ্যুতি হৈছিল। ইহাত যদি আমরা সময়ত[৮] উদ্যোগ নাকরি তবে আমার অকীর্ত্তি হৈবেক।

আর যেথান লিখিছ, ইদানীক আমার তোমার যেমনে প্রীতি হয় তেমন করিবা। যে গোট হৈব হেন করিবা। যে অপ্রীতির বীজ সে আপদ দূর হৈল, হৈতেছে, ফিরিয়া নাসা[৯] যায় হেন করিবা। তাক পূর্ব্বাপর দেখায়া লেখি। আমার গোষ্ঠিত প্রধান স্বর্গমহারাজা[১০], তারপুত্র বঙ্গ, মোরঙ্গ[১১] মিথিলা, গেরিকর[১২], গ্রাহ, প্রৌঢ়, ধনুচর্য্যা, ধরি কৃতপার্শ যাবৎ কামরূপ কমতাধিনাথ[১৩] রাজাধিরাজ স্বর্গদেব যাবৎ দেশ তার অধীন আছিল। তার চোট ভাই চিলারায়[১৪] কোঞর। তার বেটা বাপা মহারাজ জেঠোর ঠাইত[১৫] হারামখোর হৈয়া ঘিলাত[১৬] রাজা হৈছিল। নাড়ি কাটিয়া পুষিছিল, কারণ যাবত জীয়া আছিল তাবত মহারাজা ক্ষেমা করিছিল। পাচে মহারাজা স্বর্গীয় হৈল, মোর পিতামহ মহারাজা হৈল। তাঞো রঘুদেব রাজাই নসহিয়া কামরূপর নিমিত্তে বিরোধ করিতেছিল। তাতে বাপা মহারাজা স্বর্গীয় হৈল। তার বেটা জেঠো[১৭] রাজা হৈছিল, মোর পিতামহ। তারো রাজাই নসহিয়া[১৮] তার ওপর আপনেও চরিয়া বঙ্গালক[১৯] চরায়া তাক উৎখাত করায়া আমার আপনার রাজ্য নাপায়াও বঙ্গালক রাজ দেওয়াইলেক। একে রাজার যে ধারা তাঞি সে রাজাকোঞরর ধারা, রাজা নাহয়, এতেকে স্বর্গদেব তামারা রাজা নারাখিলেক। তার পাচে জেঠো পরীক্ষিতের চোটভাই দাদা বলীদেব পালায়া তোমার বৃদ্ধ স্বর্গদেবর ঠাই গৈল।

আমার পিতামহ মগলর বশ হুয়া আছিল, কারণ তোমারা প্রীতি না দেখাইলেক। এতেকে আমার সম্বন্ধে তোমার বৃদ্ধস্বর্গদেব দরঙ্গ দেশত রাজা পাতিলেক। বিস্তর লোক, হাতী, ঘোঁরা, সোণা, কন্যা দিলেক। মহন্তর শরণাগতক যেরূপ করিবাক উচিত তেমনে করিলেক। আর জেঠো পরীক্ষিতের

---

৭ তাঁরা। ৮ সময়ে ৯ না আসা। ১০ আমাদের মধ্যে প্রধান হলেন আহোমরাজ। ১১ একটি রাজ্য। ১২ পৌরাণিক রাজা বিশেষ। ১৩ কামতাপতি অর্থাৎ কুচবিহার রাজ। ১৪ নরনারায়ণের ছোট ভাই শুক্লধ্বজ সাধারণভাবে চিলা রায় নামে পরিচিত। ১৫ জেষ্ঠ মহারাজার নিকটে। ১৬ ঘিলা নামে রাজ্যে। ১৭ জেষ্ঠ পুত্র। ১৮ না সহিয়া/সয়ে। ১৯ মোগলকে।

CENTRAL LIBRARY

বেটা কাকো[২০] চন্দ্রনারাণ দক্ষিণকোলের[২১] পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া আছিল, তাকো বহুত অনুকূল করিলেক। তামরাও আপনার নাম লৈয়া পরম সুখে আছিল। তার পাচে তোমার বৃদ্ধ স্বর্গনারাণ, তোমার চন্দ্রকন্দলী, আমার হরবল্লভ ডেকা কার্জিক[২২] দিয়া ব্যবহার লেখিয়া ও কথা পঠাইলেক, তোমরা আমরা মিলি বঙ্গালক মারিয়া খেদায়া রাজ্য লৈয়া শৈল উদ্ধার করি। তাত তখন মঞি বালক আছিলোঁ[২৩]। আমার প্রধান রামচন্দ্র রাজ-জামাতা আছিল। তাঞি এগোট নামানিলেক। এতেকে তোমার বৃদ্ধ স্বর্গদেব দাদা বলীদেবক[২৪] রাজ্য দিবার কারণ বঙ্গালের ওপর ফৌজ চঢ়াইলেক। তার পাচে যে বৃত্তান্ত হৈল সে বহুত, কত লেখিম। তোমার সে কালর যে লোক আছে তামরা সাবশেষ জানে। তোমার আপনা অনেক হানি করিয়া তার ভালাইর যত্ন করিছেন। শরণাগতের কারণ যে করিছেন এ তোমার অনিত্য কর্ম্ম। ইহাকতো অনেক দোষ শ্লাঘা করে, আমরাও করি, তার পাচে করাইলেক।

দিল্লীর পাৎসার গণ্ডগোলত আমরা চাহিলোঁ, তোমার সহিত প্রীতি করিয়া আমার প্রপিতামহর কামরূর আমরা লঞো। তাহাত তোমার কুমন্ত্রীয়ে, তোমাক যে বিনয় লেখিলোঁ, তাক বিপরীত বুজালেক। কহিল যে, এ রাজ্য তোমরা নাপায়েন[২৫]। রাজা রঘুদেব, রাজা পরীক্ষিতের এ রাজ্য, আমরা গোষ্ঠি[২৬] বলীদেবর বেটা মকরধ্বজ, চন্দ্রনারায়ণ, তার বেটা জয়নারায়ণ, তামরাসে পায়। এ বুলিয়া তামরাসে[২৭] সাহায্য করিলেক। আমার সহিতে বিরোধ করিলেক। তার পাচে পূর্ব্ব শপথ স্মরিয়া তোমার সহিতে আমার বিরোধ উচিত না হয়। এতেকে আমরা রাজ আসিলোঁ।

তার পাচে আমার ওপর মগোল চরিল, তার সহিতে আমরা যুঁজিতেছিলো। তার পাচে তোমার ফৌজ মানাহাত[২৮] থাকিতে ও জয়নারায়ণ আসিয়া মগোলিত[২৯] মিলিল। তার পাচে দাসু সহুয়া মীরজুমলাক আনায়া তোমার ওপর চরিল। পাচে মকরধ্বজো আসিয়া মীরজুমলাক মিলি[৩০] তার পাচে তোমার রাজ্য-সম্পৎ লোয়াইলেক, তোমাকো ধরিবাক যত্ন করিলেক। তাত মহারাজ রাজ্য তোমাক দিলেক।

---

২০ ভাই। ২১ দক্ষিণকূলের : ব্রহ্মপুত্র আসামের পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত, এজন্য ব্রহ্মপুত্রের উত্তর-ভূমিকে উত্তরকূল ও দক্ষিণ-ভূমিকে দক্ষিণকূল বলে। ২২ ডেকা কার্জি নামে ব্যক্তিকে। ২৩ ছিলাম। ২৪ দাদা বলীদেবকে। ২৫ না পান অর্থাৎ না পাবে। ২৬ তাদের গোষ্ঠী। ২৭ তাদের। ২৮ মানাহা নামক স্থানে। ২৯ মোগলের সঙ্গে। ৩০ মীরজুমলার সঙ্গে মিলে।

CENTRAL LIBRARY

এতেকে তোমার হেন যে উপকারী তাত উমরা[৩১] যে এমন কৃতঘ্নতা করিলেক এমত সংসারত কেহো না করি। এখন তোমার ধর্ম্মে নাসহিলেক। মকরধ্বজো মরিল, জয়নারাণো দণ্ডুকা টানিতেসে। এতেকে ফিরিয়া যদি তোমরা তাহার সাহায্য নাকর তেবেসে বীজ ফিরিয়া নাগজায়। তেবে তোমার আমার মৈত্রী দিন দিন বাঢিবেক। আর তুমি আপনার ব্যয় করিয়া আমার ভালাই করিছ। মই আপনার ব্যয় করিয়া তোমার ভালাই করিম। ইহার কার্য্য প্রভাবে প্রমাণ পাইবেন। আর মোর যে জোখো[৩২] বিপত্তি হৈবাক নালাগে সে জোখো বিপত্তি হৈল মোরো আপোনার লোকত হন্তে, ইহাক ময়ো বুজিলোঁ, তুমিও বুজিলা। মঞি দোষানুরূপ অনেক দণ্ড করিলোঁ, অনেক শাস্তি করিলোঁ, অনেক কাটিলোঁ। আর সময়ত দোষানুরূপে দণ্ড করিম, শাস্তি করিম, কাটিম। তোমাতো চাহি দোষানুরূপে দণ্ড কর, শাস্তি কর, কাট। আরু[৩৩] সময়ত দণ্ড করিবেন, শাস্তি করিবেন, কাটিবেন। তেবেসে রাজ্যত রাজা হ'। রাজার দণ্ড প্রধান।

মোর মতে এখন যে ঠাই দুর্গস্থল করিছ তাত তুমি যত লোক সহিতে যাইবা তত লোকর তিনি বৎসরর ভক্ষ তুলিবা। আর বাহিরত[৩৪] যুজিবার সবে হাথীয়ার রাখিয়া যাবৎ হাথীয়ার তোল। আর যেসব লোক তোমার আত্মীয় হেন কহয় তার কুর্ম্মাবিলাকো[৩৫] তোল। তাত যাবৎ কুর্ম্মা করি নাতুলিবাক, নোখোজে, তাঞি তোমার হারামখোর, তাক দণ্ড কর। আর সে ঠাইর পার্শ্ববর্ত্তীয় লোক তাক খোয়াই-পিন্ধাই[৩৬] আপ্ত কর, ইহাতে তোমার যে ইছা। মই এরূপ করিছোঁ, করিতেছোঁ। আর প্রীতির বীজখনি তোমার উকিলর ঠাই লেখিয়া দিছোঁ, কহিছোঁ, তাক তুমি করিবা। তেবে পল্লবিত, পুষ্পিত, ফলিত হৈবেক। অধিক কি কহিব, সকলো উকিলে কহিবেক।

আর তোমার রাজ্য যেমনে বা মার গৈল যেমনে বা পাইছেন তাক তোমার পত্রর দ্বারায়ে জানিল। আর আমারো রাজ্য যেমনে বা মার গৈছে, যেমনে বা ফিরি পাইছি, তাক তোমার গোপালচরণর ঠাই লেখিয়া দিছি, তাঞি জনাইবেক। আর সময়ত উদ্যম করিবাক চাহি। এতেকে তোমার খড়ি-খড়ির বার্ত্তা[৩৭] আমরা যেমনে পাই, আর আমার খড়ি-খড়ির বার্ত্তা যেমনে তোমরা পাইবেন তাক করিবাক লাগে। ইহাতে সকলো সিদ্ধি হৈবেক।

---

৩১ তারা। ৩২ ধরণের। ৩৩ আর। ৩৪ বাইরে। ৩৫ কর্মীগণকে। ৩৬ খাইয়ে-পরিয়ে। ৩৭ খড়ি খড়ি বার্ত্তা

আর আমার নজিকি শ্রীকানাই যায়। আর শ্রীগোপালচরণ ও শ্রীভকতচরণ ও শ্রীরামচরণ, ইয়ার মুখে সকল সমাচার জানিবেন। আর বিশেষ এক-আদ কথা তাক শ্রীগোপালচরণ ও শ্রীকানাইএ কহিবেক। ইতি, চন ১৫৮৪, ৫ আষার। পালেহি শক ১৫৮৫, তাং ৬, মাস ভাদ্র।

৯

স্বর্গদেব জয়ধ্বজসিংহের নিকট কোচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণের পত্র

…সাহসুজাক মারিয়া খেদায়া যেখনে মাজুম-খাঁ ঢাকা গৈল তখন আমার উকিল ফতে-খাঁক মাজুমখাঁর ঠাই পাঠালোঁ। ইহাতে পাৎসা সাহেবের ঠাই আছে যে রাজা জয়সিংহ তামার পূর্ব্বে মানসিংহ রাজা সহিতে আমার পিতামহ মহারাজ সম্বন্ধ করিছিল। সেই সম্বন্ধর অনুবন্ধে রাজা জয়সিংহ মাজুম-খাঁক আমার হৈয়া সুপারিচ লেখিছে। সে সুপারিচ লেখা পায়া মাজুম-খাঁ ব্রেথাগোসা করিয়া আমার উকিল ফতে-খাঁক, শোলশাঠিশায়া[১], রাজা সুজানসিংহক ১০০০০০ আসোয়ার, ২০০০০ বন্দুক সি সমেত আমার ওপর চরাইলেক[২]। তার সহিতে আমার লেঢ়াই করিলোঁ। তার রাত্রির দার্গাত[৩] কোতার মাইরত[৪] আমার অনেক লোক মারা গেল। জঙ্গলত তীরের মাইরত অনেক মাইর গেল। আমার বাগদ্বারর কোঁঠত লাগিতে তীরের বন্দুকর মাইরত ২০০০ আসোয়ার মারা গেল, পাইকর গণনা কে করে? পাচে সুজানসিংহ নাপারিয়া কহিলেক—মোর সহিতে সালাহ[৫] কর। পূর্ব্বাপর যেমনে পেছকছ[৫ক] দিছিলেন সেই ধারণে পেছকছ দিয়া রাজ্য ভোগ কর। পাৎসাহীত তোমার বদনাম গুচোক। তাত আমরাও সালাহ করিবাক কবু[৬] করিলাম। আর আমার রাজ্যর লোকরো ইছা আছিল যে সালাহ হৌক। তাত আমার প্রধান শ্রীভবানাথ কার্জি সেগোট নাকরিলেক, যুদ্ধহে করিলেক। নফরর মধ্যত তাঞি বর জোতাবর আছিল। মগলাগণ আসিলত এতেকে তাক জানা গেল। তার মনত আছিল পাৎসাহী সলাহ হৈলেক। আমরা পাৎসাহীত মলুক মারিছি।

---

১ ১৬,৩০,০০। ২ আক্রমণ করল। ৩ দর্গায়। ৪ তীরের মারে। ৫ সন্ধি। ৫ক রাজস্ব। ৬ কবুল।

CENTRAL LIBRARY

তার দায়ত পাৎসাহী লোক হস্তে আমরা মারা যাইব। রাজা পেছকছ দিয়া এরাইবেক, আর আমার যে সকল মলুক পরগণাত যারা ভাগ করি তার পেছকছো আমারে ওপরে দেয়াইলেক। এই সকল কুমন্ত্রণাত যুক্তসে করিলেক, সলাহ না করিলেক।

পাচে মাজুম-খাঁ আপনে চরিয়া সমস্ত ওমরাও লোক সমেত মিত্র-পথের দ্বারাএ আছিল। তেখন ফৌজ দেখিয়া ভবনাথ কাজি আপনে আগে পালাইল। তাতে কুমন্ত্রণা করিছে যে মহারাজক মগোলে ধরিয়া লৈয়া যাইবেক। আমরা পাচত মগোলত মিলিয়া এদেশে রাজকর দিবাক লাগে, তাক মগোলক মক্রিএ দিয়া আমরাএ রাজ্য ভোগ করিব। তাত মক্রি দেখিলোঁ যে মগোল আছিল। সরদার সকলো মোর সাথ নাদিলেক। তেবে ইমরা কুমন্ত্রণাকেসে করে, মোক ধরি দিবাক চাহে। এতেকে মই আপোনার কুকুমা[৭] করি বা সমেত ভোটর ধর্ম্মরাজা[৮] মোর সখি[৯]। তার সীমা বাস্কা পর্ব্বতত[১০] যায়া উত্তরিলোঁ। মোর লগের[১১] আঠার ডাকুয়ার এক ডাকুয়ালোক সমেত। তার পাচতে মাজুম-খাঁ আপনে আসিয়া আমার বেহার[১২] সোমায়া[১৩] দেশ লৈলেক। আমার বাস্কার পর্ব্বত যাবার শুনিয়া সখি ধর্ম্মরাজা আপনার আগুয়াক পাঠায়া আমাক বহুত আশ্বাস করিলেক, বহুত ভক্ষ-ভোজ দিয়াইলেক। আর লোকজন দিয়া আমার পহরীয়া[১৪] দেওয়াইলেক। দিন দিন আমার খবর লৈতেছিল। আমরা মাজুম-খাঁ এক ভোটক[১৫] ধরিয়া লৈয়া যায়া ধর্ম্মরাজাক দিলা। আশা দিয়া, লোভ দেখায়া, দ্রব্য দিয়া পাঠাইয়া লেখিলেক যে রাজা আমার হারামখোর, তাক তোমরা ধরিয়া দিও। তাত সখি ধর্ম্মরাজা মহামহন্তর শরণাবৎসল, তাক্রি মাজুম-খাঁক জবাব লেখিলেক : "আমারা রাজাক ডকায়া[১৬] নাহি আনিলি। আমার সখি হয়। বিপত্তিত তাক্রি আহিছে। ইহাক আমারা কেমনে ধরিয়া দিবাক পারি। এগোট আমার ধর্ম্ম নহয়। আর কি দোষে বা তোমরা রাজা মলুক আসিয়া লৈলেন, ইহাকো আমরা না জানি। যদি রাজা কোন দোষ করিয়া থাকে, তেবে তার শুনাগারি আমরা দিব। আর পেছকছ যে লাগে তাকো দিব। তোমরা রাজার মলুক রাজাক ছারিয়া দিও।" ধর্ম্মরাজার এই ধরণে জবাবত মাজুম-খাঁ নিষ্কর্ষ করিয়া জানিলেক যে রাজাক নেদেই[১৭]। তখন

---

৭ কর্ম। ৮ ভোটানের রাজা। ৯ বন্ধু। ১০ ভোটান সীমান্তে অবস্থিত বাস্কা নামে পর্বত। ১১ সঙ্গের। ১২ কুচবিহার। ১৩ প্রবেশ করে। ১৪ পালাক্রমে প্রহরা। ১৫ আমার এক ভোট (ভুটিয়া) সৈন্যকে। ১৬ ডাকিয়ে। ১৭ দেবে না।

CENTRAL LIBRARY

মাজুম-খাঁ ভোটক বিদায় দিলেন, আর ভোটর রাজার উকিলক কহিলেক ; "ভালা, এখন মই আসাম যাম। সি ঠাই হন্তে ফিরিয়া আসিলে রাজার নিশা করিম।"

ইহাতে ভবানাথ কাজি যে মন্ত্রণা করিয়া আমার সাথ নকরিয়া[১৮] আন পথে পলাইছিল, তমাম মাজুম-খাঁর লোক ধরিয়া নিলেক। ইহাতে আর যে সময় সর্দ্দার যে ঠাই পলাই আছিল তামারা কেহো মোর ঠাই নাসিল[১৯]। সাগ[২০] যায়া মগলুত মিলিল। ইয়াতে মাজুম-খাঁ জানিলে যে দেশ পাইলোঁ। আরু প্রধান ভবনাথ কাজিক কয়েদ করিলোঁ। আর সমস্ত ছয় সর্দ্দারো এহাতে চরিল। কেবল রাজাসে একলাএ পাহারত[২১] রহিল। এতেকে আমরা মলুক খালিছা করিয়া বেহার ফৌজদার ইস্পিন্দিয়ারক বসায়া যায়গহ করোতি। থানাদার পঠায়া মগলু সাধিবাক হুকুম করিয়া তোমরা দেশক গেল।[২২]

পাচে আমার দেশত মগলুর করোড়ি[২৩] বিলায়তে বিলায়তে বসিয়া খলিচা মতে খাজনা তহসিলক লাগিল। ইহাতে মগোল রাজার তহসিলত লোক বহুত। আজার[২৪] পায়া খাজনা ভরিবাক নাপারিয়া পাইকান[২৫] ও ঠাকুরীয়া[২৬] সমস্ত লোকের উকিল হৈয়া কতগুটি লোক বাস্তার পর্ব্বতত যায়া আমার ঠাইত আর্দ্দাস[২৭] করিলেক। আমার লোণ খাইছিল। মগোল আসিবার সময় বরবরুয়া সর্দ্দার সমে[২৮] পলায়া গেল। কারণ লইবাক নাহি পায়। এখন আমারা মগলু রজার তহসিল সহিবাক না পারি খাজানাও ভরিবাক না পারি। মহারাজার হুকুম হয়, তবে আমরা মগলোক মারিয়া খেদাই। মহারাজাও যায়া রাজ্য করোঁক[২৯]। তাত সখি ধর্ম্মরাজাও মগোল সহিতে বিরোধ করিবাক সম্মত নাদে[৩০]। তাক্কির ইচ্ছায়ে মাজুম-খাঁ ফিরিয়া আসিলে। মক্কি সন্ন্যাসী করিয়া যে লাগে তাক দিয়া জানো দ্বন্দ্ব-বাদ নাহয়, এতেকে ধর্ম্মরাজা আওয়া ভোট আছে, তারাক[৩১] নাজানায় মনে মনে দোচর[৩২] লোকক আশ্বাস করিলোঁ। তোমরা এখন একথা চোর[৩৩] না করিবেন। আমরা মাজুম-খাঁর খবরক[৩৪] মানুহ[৩৫] পাঠাইতেছি। মাজুম-খাঁর যদি খবরক গাক্রো[৩৬] যায়া পহুছিল, তার খবর আসিয়া পহুছিলে আমরা তোমরাক হুকুম করিব। তখন

---

১৮ আমার সঙ্গে দেখা না করে বা ছেড়ে। ১৯ না আসিল। ২০ সব। ২১ পাহাড়ে। ২২ দেশে ফিরে গেলে। ২৩ কড়ি। ২৪ সুযোগ। ২৫ পাইক। ২৬ সম্ভ্রান্ত লোক। ২৭ উপস্থিত। ২৮ সঙ্গে। ২৯ করুন। ৩০ না দেয়। ৩১ তাদের। ৩২ দোসর। ৩৩ অবিশ্বাস। ৩৪ খবরের জন্য। ৩৫ মানুষ। ৩৬ গাঁয়ে।

CENTRAL LIBRARY

মোগলক মারিবেন। এখন তোমরা সবে এক বাকাতা হুয়া দিন কাটি করিয়া গয়াবেন[৩৭] ইহাতে কতো দিন অন্তর মান্থহ আমার মাজুম-খাঁর লস্কর আসিয়া পহুছিল। তাঞি কহিলেক মাজুম-খাঁ গড়গ্রাম গল। তখন আমরা মনে বিচার করিলি মাজুম-খাঁ দূর হৈল, মদত করিবাক না পারিবেক। এতেকে আমরা আপনার দেশর লোকক মনে মনে হুকুম করিল যে তোমরা মাইর কর। এ হুকুম পায়া আমার দেশর সমস্ত পাইকলোক এক বাকাতা হুয়া যার যে ঠাই পাইলেক মগোলর করোরিক[৩৮] ও থানাদারক ও ফৌজদারক ঘেরিয়া দাগা করিয়া ও সরিয়ণ করিয়া কাটিলেক। ইহাতে বহুত মরা গেল, ঘোরা কিছু পাইল।

এহি ধারণে বিলায়তে বিলায়তে মগোলক[৩৯] মারিয়া চাফ[৪০] করিয়া বেহারত যে ফৌজদার ইম্পিন্দিয়ার প্রভৃতি আছিল তমামকে আসিয়া ঘেরিয়া ধরিলেক। "আমরা, পাৎসাহী লোক, মাজুম-খাঁর নাহয়, মাজুম-খাঁর যে লোক তোমার বিলায়তত[৪১] বসিছিল তাক মারিলেক। আমরা তোমার লগত বিরোধ না করি, আমাক ধর্ম্মদ্বার[৪২] দেও, আমরা আপনে তোমার ছারিয়া যাই।" এহি বুলিয়া আমার লোক সহিতে বিরোধ নাকরি বুলিয়া সৌগন্ধ করিলেক। একথা আমার লোকে বাস্কাতে কহি পাঠাইলেক। ইয়াক শুনিয়া আমরা বিচার করিলাম, মগোলে আমার দেশক বিনা যুদ্ধে লৈছে। অখন আমরা মারিয়া লৈলাম। আমার এহি কীর্ত্তি চন্দ্র দিবাকর লাগিয়া রহিল। আর মোগলর ফৌজ বহুত ঘিরাইলেক, ইমাক নামারিয়াও মারিলাম। আরু আথের পাৎসাহী সহিত আমার রহিবাক লাগে। এতেকে আমার লোকক হুকুম করিল তামাক[৪৩] ধর্ম্মদ্বার দেউ, আমার দেশ ছারিয়া যাউক। এতেকে উমরা আমার লোকত হস্তে ধর্ম্মদ্বার পায়া নিকলিয়া[৪৪] গৈল। সকলো লোকত আমার কীর্ত্তি রহিল যে রাজাএ সকলো লোকক জীউ দান দিয়া চারিয়া দিলেক।

তার পাচে আমরাও বাস্কার হস্তে নামিয়া আপনার বেহার-পাট[৪৫] দেশ আসিলাম। পর্ব্বতত আমরা যাই[৪৬] সাথ দিছে, যায়ো[৪৭] যেমনে মগোলক মারিলেক তাক তেমনে বা দিলাম। আর যে মিত্র পথে মাজুম-খাঁ দেশ সম্মাথিছিল[৪৮] সে পথত পর্ব্বতথানর গড় করিলাম। আর বা যে ঠাই যে ছিদ্র

---

৩৭ যাবেন/দিন কাটিয়ে যাবেন। ৩৮ তহসিলদার। ৩৯ মোগলাক/মোগল সৈন্যকে। ৪০ সাফ। ৪১ রাজ্যে। ৪২ ভোটানের পাশ দিয়ে পালিয়ে যাবার পথ। ৪৩ শুধের। ৪৪ চলে ৪৫ কুচবিহার রাজ্য। ৪৬ পর্বতে আমাদের যারা সঙ্গী। ৪৭ যে। ৪৮ প্রবেশ করেছিল

আছিল তাকো মারিলাম। ইহাতে শুনিলাম যে মাজুম-খা গুয়াহাটিক গড়গাঁও হন্তে আসিল, এতেকে আমরা রাতা-রাতি ঠাই-ঠাই গড়ত লোক সন্ধার বসাইলাম। আর মার্জুম-খাঁয়ো খবরক চার[৪৯] পঠায়া যত সা-সন্তে[৫০] পহিলে আহিছিল সে সমান মাজুম-খার নাহি। ইহাতে আমার বহুত ভারষা[৫১] হৈল যে এবার আসিয়া সলাহ না করিলে লড়িব। তাত আমার চারে আসিয়া কহিলেক যে মাজুম-খা শরণাপন্ন নাপরা পরিয়া নায়ে ভটীয়াই[৫২] বরিতলা গল। এ খবর হকিকত জানিবাক আমারা মনুষ্য পাঠালোঁ। বরিতলাক তাঞি আসিয়া কহিলেক যে মাজুম-খা মরিল, দলাল-খাঁও সমস্তে ফৌজ সহিতে ঢকাক লাগিয়া[৫৩] গেল। আর দলাল-খা আমাক বহুত দিলসা করিয়া পঠাইছে। এতেকে আমরা সলাহের কারণ তার ঠাই ঢকাক লাগিয়া আমার পরম আপ্ত শ্রীকবিকিশোরক উকিল পঠায়া দিলি সলাহ হৈবেক। আমার বিপত্তি এরূপ হৈছিল, অন্তকো পাইলেক।

তোমার এক বাহুলি ফুকন নিদানত বিগার[৫৪] করিলেক। আমারো এমন অনেক নফরে আদি-অন্তে বিগার করিলেক। মোর আপোনার ধর্ম্মবল আর সখি ধর্ম্মারাজার সহাই বলে এ ঘোর বিপত্তি তরিয়া তোমার হেন মহারাজা পূর্ব্বাপর মিত্রতাক পাইলোঁ। অখন ঈশ্বরে তোমার আমার ভালে করিবেক। যেমনে দুখ গেল তেমনে সুখ হৈবেক।

এ ঠাইর সমাচার শ্রীগোপালচরণ ও শ্রীকানাই ও শ্রীভকতচরণ ও শ্রীরামচরণ, ইমরাও কহিবেক। ইতি শক ১৫৮৫, তারিখ ৫, মাসে ভাদ্র।

১০

কোচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণের নিকট স্বর্গদেব জয়ধ্বজসিংহের পত্র

স্বস্তি সকল মঙ্গলালিঙ্গিত কলেবরালঙ্ক সমসরাঙ্গনীকুর আলয়ণ বরতাচ্চিত দ্বিজদেব মহামহিম শ্রীশ্রীমৎ কমতেশ্বররাজ মহোদার চরিত্র বিচিত্রিত গুণসমূহেষু।

---

৪৯ খবর সংগ্রাহক চর। ৫০ সা-সৈন্য। ৫১ ভরসা। ৫২ ভাঁটার স্রোতে অর্থাৎ ফিরে। ৫৩ ঢাকার জন্যে গেল অর্থাৎ ঢাকা ফিরে গেল। ৫৪ বিপর্যয়।

সৌহার্দ্দিপূর্ব্বক লেখনং প্রয়োজনকাগে। এথাত আমার সমস্তরে কুশল। রাজা প্রাণনারায়ণর কুশল নিরন্তরে চাহি। পরং তুমি যি পত্র লেখিলা উকিলর মুখেও যে কহি পঠালা তাক শুনি আমি পরম সন্তোষ লভিলোঁ। আর তুমির প্রীতির কারণ যি লিখিলা লেখিবাক পোয়া[১]। কিন্তু প্রীতিগোট আজির নহই, পূর্ব্ব ধরি বিশ্বসিংহর দিন হন্তে এই প্রীতি গোট চলি গৈছে। এখনো আমি সেই প্রীতিতেসে রহিছি। যেখন তোমার ভবানাথ কাজি হাজোক[২] আসিল, সি আমাত ভারসা নাদিয়া বঢ়াই লিখিলেক। সে কারণে যি খানি তোমার আমার অপ্রীতি হৈল তাক আমিও মনে এরিছি,[৩] তোমরাও মনে কিছু গুণাহ না করিবা। ইদানীক তোমার আমার যেমনে অভেদ প্রীতিগোট হয় তেমন খান করিবা।

আর দেখ তুমি যি জয়নারায়ণর মকরধ্বজর কারণ কহিলা কহিবাক পোয়া। কিন্তু পূর্ব্বত তাক আমি বিজয়পুরত রাজা করিম বুলিয়া কবুল করিছে। এতেকে আপোনার পূর্ব্ব কবুলক সাফল করিয়া তাক আমি রাজা করিলোঁ। তথাপি সি আমার লোণহারাম করিলেক। এতেকে সি কবুল করিছিলে, সমস্তে তার ভ্রষ্ট হৈল। আমিও তাক পরিত্যাগ করিলোঁ। এতেকে তোমার দোসমন হৈলে আমারো দোসমন, আমার দোসমন হৈলে তোমার দোসমন। সিটো অপ্রীতির কারণ, ইহাক জানি তুমিও আদর নকরিবা। পরং তুমি যি রাজ্যচ্যুত নহৈবার উদ্যম করিবর কারণ কহিলা কহিবাক পোয়া। কিন্তু সূর্য্যাক রাহুএ আগ্রহণ করিয়া থই, তথাপিতো সূর্য্যার পুনর প্রকাশ নাকরে। এতেকে আমিও বলা-বল জিজ্ঞাসা করিয়া যতন করিছি, তুমিও ইহাক লাগিয়া যতন করিবা। বিশেষ অগ্নি বায়ু সংযোগ হয়া যেমন তৃণসকল দহি ভস্ম করে, তুমি আমি তেমনে প্রীতি হৈলে শত্রুক দমন করি নষ্ট করিবাক পারি, তেমনখান করিবা। আর তোমার মঙ্গলর বার্ত্তা আমরা পাই থাকিম, আমরারো বার্ত্তা তুমি পাই থাকিবা। এমত পথগোট যেমন ছেদ নাহয় তাহা করিবা।

আর তোমার অর্থে সন্দেশ—গজদন্ত সম্ভব মুক্তাএ স্বর্ণ গ্রন্থিত বাখরপতা সোনর টেমি ১, ভদ্রবস্ত্র ১৯ খান। শক ১৫৮৫, ২৬ ভাদ্র।

---

১ লিখতে পারো। ২ হাজো নামক স্থানে। ৩ ভুলে গেছি, মন থেকে দূর করে দিয়েছি।

CENTRAL LIBRARY

১১

স্বর্গদেব জয়ধ্বজসিংহের নিকট কুচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণের পত্র

স্বস্তি জ্যাঘোষ কুলীষনাদ তুলি পুরকৃত চামস্বাদ বপ্রঘোটা বদন্ত দুয়াভিরাম সুপ্রতি কায়ানুজ শস্তব রস্তাধ্বজভিম সুন্দন সর্ব্ব সুভদ্র বরারোহ সুবির সুস্থির স্বরত্ন মঙ্গল গস্তির বেদিগজগ্রাম হিরকর হার হামকাস কৈল্যাণ কুন্দকুন্দ কর্পুর ধৌত কলধৌত বিমল দিগ্‌তলয় গিয়মান মুসন্দোসিত সিত ভুজঙ্গ ভুজভূষণ কঠি কৃপাণনিক্ত পণিপাত নির্যাদ হবিকট কঙ্গট-কৃষানুরোছির মিলিত সান্দ্র সিন্দুরমন্দি বানাত পবিনিসিলিত বিপুল কুমুদকানন বহু পরাক্রম-দাভিভুজ নমদরিদ্র মৌলিমান মরিচিরাজিনিরজিত চরণ সমরশিমভিম পরাক্রম সদাচ্যাহত মহামহিম সৌমার নরনায়ক রাজাধিরাজ শ্রীশ্রীমৎ স্বর্গনারায়ণ দেব জয়ধ্বজসিংহ বিষম সমর জাপকক প্রচণ্ড-প্রতাপেষু স্বস্তি সুখয়ং সাভিমত সাবে দয়ত ভব্যমীহ ভবতাং তদ্বিহামহে।

পরক তুমি যে পত্র লেখিলেন আর উকিলর মুখে যে কহি পাঠাইলেন তাক শুনিয়া পরম সন্তোষ হৈলাম। আর পুর্ব্বের প্রীতি কথা যে লেখিছ সে তোমার আমার সহজ প্রীতি আসিতেছে। তাত তুমিও আছ আমরাও আছি। আর মধ্যত যে ভবানাথ কার্জির কথা লেখিছ, তাঞি আমাক ভারযা নাদিয়া বঢ়াই লেখিলেক। সে কারণ যেথানি তোমার আমার অপ্রীতি হৈল তাক আমিও এরিছি, তোমরাও মনে কিছু গুণাহ নাকরিবা। এ ভালাই লেখিছ। তাঞি আমার নফরেসে এতেকে তোমার নফরত হন্তে[১] হৌক বা আমার নফরত হন্তে হৌক যাত[২] অপ্রীতি হয় তাক তোমরাও বুজিবেন আমরাও বুজিলাম। এতেকে সে লেখ নফরক আমরাও চারিলাম[৩] তোমরাও চারিবেন। আর যে লেখিছ ইদানীক তোমার আমার অভেদ প্রীতি হয় যেন তেমন থান করিবা। এ লিখিবাক পায়। এতেকে তোমার মানুহ[৪] লেখা-পঢ়া লৈয়া আমার ঠাই আসিবেক, আমার মানুহো লেখা-পত্র লৈ তোমার ঠাই জাইবেক। এই ধারণে দুঁও[৫] ঘরের মানুহ গতাগত করিলে উত্তরোত্তরে তোমার আমার প্রীতি বাঢ়িতে যাইবেক। ইহাক লাগিয়া[৬] আমরাও যত্ন করিতে রহিব, তোমরাও যত্ন করিবেন।

---

১ নফরের থেকে। ২ যাতে। ৩ ছাড়িলাম, ছাড়লাম। ৪ মানুষ, পত্র-বাহক। ৫ দুই। ৬ এর জন্যে।

আর যে জয়নারায়ণর কথা লেখিছ তাক জানিল। আমরাও তাক প্রথমে লোয়া[৭] দিছিলাম। তাঞি না আমারে কামতে আছিল। এতেকে তোমরা তাক যেমনে পরিত্যাগ করিবেন আমরাও তাক তেমনে আদর নাকরিব। আর যে লেখিছ তোমার দুসমন হৈলেও আমার দুসমন, আমার দুসমনেও তোমার দুসমন সে মনে হয়, ইহাক কার্য্যর গতিএ জানিবেন।

আর আমরা যে উত্তম করিবাক লেখিচি তাত যে তোমরা সুর্য্যক দৃষ্টান্ত দিয়া লেখিচ ইহাক শুনিয়া বহুত সন্তোষ হৈলাম। তোমাত হন্তে সবে পুরুষার্থ হৈবেক। আর যে লেখিছ আমিও আপনার বল জিজ্ঞাসা করিয়া যতন করিছি তুমি ইহাক লাগিয়া যত্ন করিবেন। বিশেষ অগ্নি বায়ু যেমনে এক সংযোগ হৈয়া তৃণ সকলক দহি চন্ন করে তেমনে তোমরা আমরাও একলাগ[৮] একপ্রীত হৈয়া শত্রুক যেমনে হ্রাস করিবাক পারি তেমনখান করিবা এ উচিত লেখিছ। আপনার বলাবল বুজিয়া দেশকাল জানিয়া শত্রুর ছিদ্র জানিয়া যেমনে তোমার আমার এক বাক্যতাএ উত্তম করিব তাক ঈশ্বরে নিবাহ করিব। তেবেসে দুও ঘরে যশ প্রতিষ্ঠা সুখ সন্তোষ পাইব। ইহাক জানিয়া আমারা তার উদ্যোগতে আছি, আর তুমিও তেমনে করিয়া থাকিবেন।

আর যে লেখিছ তোমার কুশল কথা আমরা পাই থাকিব। আমার কুশল মঙ্গল তোমরা পাই থাকিবেন। এমত পথগোট যেমতে ভেদ নাহয় তেমতে তাক করিবেন। এ বহুত উত্তম লেখিছ। আমারো মনর এহি বাঞ্ছা। তাত পথে সঙ্কটের কারণ যাইতে আসিতে মনে সংকোচ করে। আর তোমার যোগ্য বস্তু আমরা দিয়া পাঠাইবাক নাপাএ, আমার যোগ্য বস্তু তোমরাও দিয়া পঠাইবাক নাপাইয়েন। আর মানুহও কেও গতাগত করিবাক নাপায়। বহুত সন্ধানেসে বহুত সংকোচেসে এক আদ মানুহখানি আসা যোয়া[৯] করিছে। এহি কথা তোমার আমার শত্রুয়ে শুনিছে। ইহাতে আরো লোকে গতাগত করিবাক অধিকো সংকোচ করে। এতেকে আমার মনে দরঙ্গক[১০] পোচচাড়া দিয়া[১১] পাহার তুলি দিয়া যদি পথগোট চলাইবাক পারেন ঝারে-জঙ্গলে, তেবে নিসন্দেহ হুয়া মানুহ গতাগত করিবাক পারে। এগোট হৈলে তোমার আমার সকলো কথাবার্ত্তা হয়, যেমনে চাহি তেমনে করিবাক পারি। এতেকে ইহাক লাগিয়া তুমিও যত্ন করিবেন আর আমাকো লেখিবেন।

---

৭ নাই, স্নেহ। ৮ একলগ, একসঙ্গ। ৯ আসা-যাওয়া। ১০ দরঙ্গ রাস্তাংশ। ১১ কেড়েকেটে।

CENTRAL LIBRARY

আর সকল সমাচার শ্রীপরমানন্দ শর্ম্মা ও শ্রীগোপালচরণ ও শ্রীরামচরণ ইহারার মুখে জ্ঞাত হৈবেন। যেমনে তোমার কুশল-বার্ত্তা আমরা তৎকালে পাই তাক করিবেন। আর পত্র-চিহ্ন তোমাক লাগিয়া মুক্তা দুই, মরজাই গোটে বায়ন ৫২ আর কাপর ৪ চারি, পাগরা ৪ জায়। ইতি শঁক ১৫৮৫, তাং ২০ ফাগুন। পাজেহি তথা শঁক মাস বৈশাখ।

১২

স্বর্গদের চক্রধ্বজসিংহের নিকট কুচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণের পত্র

.....

তোমার উকিল অর্জুন শর্ম্মা ও শ্রীগোপালচরণ আসি পাইলেক। তোমার পত্রর বয়ান ও এই সকলর মুখ জবানেও সকল সমাচার প্রীত পূর্ব্বকে জানিলোঁ। তাত যে লেখিছেন তোমার আমার প্রীতিগোট নবীন না হয়, পূর্ব্বাপর চলিয়া গৈছে। ইদানীকো সেহি প্রীতিগোট যেমনে বৃদ্ধি হব তেমন করণেসে যুক্ত[১], এ উত্তম লেখিছেন। ইহাক শুনিয়া মন সন্তোষ পাইলোঁ। মনত এমন বোধ পাইলো যে তোমার আমার সেই প্রীতিগোট চলিয়া যাইবেক।

আর যে লেখিছেন তোমাকো মগোল বহুত দুঃখ দিছে ইহাক শুনি আমি বহুত সন্তোষ পাইচি। এ উচিত হয় আর তুমি সমস্তে জান। আমরা যেমনখান করি ফিরিয়া আপনার রাজ্য লৈয়া যেমনখানি সন্তোষ পাইছি এমন সন্তোষ তোমরাও একথা শুনিয়া পায়া থাকিবেক। আর তাকেসে মিত্র বুলি, মিত্রর দুঃখের সময় দুঃখ পহুচে সুখের কথা শুনিলে সন্তোষ হুই। আর মগলুর সময় তোমার দুক্কে যে আমরা দুক্ষি হৈছিলি তাক যে প্রশংসা করিয়া লেখিচি ঈশ্বরে যদি আমাক একবার ঘটাইচে বারম্বার নিকি এমত হৈবেক। ই ভালই লেখিচ। তুমি নিকি[২] নাজানা[৩] কাল বলবন্ত, যি কিছু হৈছে কালক্রমেই হৈছে। কালকহে অতি দুক্ষ করিব লগা[৪], ইয়াক আক্রমণ করিবাক কেহো না পারে ; কিন্তু সেহি কাল ফিরিলে সময়ত অবলেও বলবন্তক সবে[৫] করিবাক

---

১ উপযুক্ত। ২ নাকি। ৩ জানো না। ৪ দুঃখ করার বিষয়। ৫ সব কিছুকে।

পারে, এতেকে যে লেখিচ শত্রুকে যেমনে হ্রাস করিবাক পারি তেমনর্থান যত্ন করিবা যেন শত্রুয়ে ছিদ্র লখিবাক[৬] নাপারে। এনীতি লেখিছা। এ অর্থত আমারো এহি কথা। আর তোমারা আমরা এক হৈলে শত্রুএও কোনো অবকাশ নাপাইবেক। ; আর তোমারা আর আমারা সমস্ত শত্রুর ছিদ্র পাইব। এতেকে তাক লাগিয়া যত্নে রহিব। আমার ফতেপুর নামে পরগণা যে মগোল খালিচা করিয়া স্বাধীন করিছিল সে বশ পালিয়া তাকো আমারা পেড়ায়া[৭] লৈলি, অথন তাত স্বাধিন হৈব। ইহাতে মিত্রের উপচয় শুনিয়া তোমরা যেমত সন্তোষ পাইবেন।আরু তোমারো যে সকল পরগণা মগোল স্বাধীন করেণ তাকো তোমরা চোড়ায়া[৮] লৈয়া লেখিলে তেমনে আমরাও সন্তোষ পাইব। অধিক কি লেখিম আপুনি সমস্তে জানা।

এ পত্র আগে শ্রীঅর্জুন শর্ম্মা ও শ্রীগোপালচরণর হাতে দিছিল তাক্রি নাপত্তছিল কারণ পালেহি। ইতি শক ১৫৮৮, তাং ৫ মাঘ।

১৩

বুঢ়াগোহাঁইর নিকট নবাব শায়েস্তা খাঁর পত্র

স্বস্তি সদুরঙ্গনিকেতন নানাগুণালংকৃত নিজকুল কমল প্রকাশ নৈকভাস্কর শ্রীযুত বুঢ়াগোহাঁই স্বচরিতেষু—

সৌহার্দ্দপূর্ব্বকলেখনং কার্য্যঞ্চ আগে ইথানে সমস্তে কুশল, সি থানের কুশল লেখিয়া সন্তোষ করাইবা, আরু তোমার দুই উকিল সনাতন ও চন্দ্রকন্দলীক ৺র হজুর ভেজিছিলা তাত আমিও তোমার কারণে উমরাওর ঠাঁই লেখিছিলোঁ। উমরাও তোমার ৺ক বহুত মেহর-স্নেহ[১] করিয়া তোমার দুই উকিলক পাৎসার হজুর ভেজিছিলে তাত তোমার সেবাযেজমতত পাৎসার তোমার ৺র ওপর জেমত স্নেহ, জেমত মেহর তাক তোমার দুই উকিলর মুখে জানিবা। আমার উমরাও তোমার ৺র উপরে বহুত স্নেহ করি এক যোরা জমদার[২] শিরপাও দিয়া আপোনার এতবারী[৩] আদমি শ্রীপতিতরায় উকিলক ভেজিছে। অতএব তোমাক

৬ লক্ষ্য করতে/দেখতে। ৭ ছিনিয়ে। ৮ কেড়ে।
১ স্নেহ-ভালবাসা। ২ বর্ণাঢ্য। ৩ বিশ্বস্ত, ভক্ত, মান্য।

লাগি লেখোঁ, তুমিও ৺ যেমনে উমরাও খোচহাল[৪] হয় তেমত করিয়া শ্রীপণ্ডিতরায়ক চিতাপে বিদায় দিবা। আরু এমত ব্রাহ্মণ এমত পণ্ডিত তোমার ভাগ্যে সে ৺ তোমার অনুকূল করিয়া যায়, ইহাক খোচহাল করাবা। তোমার বহুত ভাব হব, ধর্ম্ম-কর্ম্ম দুয়ো হব। আরু পেচকচ বাদ[৫] হস্তী, রূপয়া যি কিছু বাকী রহিছে তাকো চমস্ত হাল করিয়া তাকিত[৬] পঠাই দিবা, দিরঙ্গ[৭] করিয়া রাখন ভাল নুই[৮], আর তোমার আমার প্রীতি একলাসর[৯] কারণে আমার দিল বহুত ধৌণ্ডে, তোমার দিলতো সি নেদেখোঁ। আজি ডের বরিষ হল আমি ইথানক আসিলোঁ, তথাপি আমার ভাবুরা নুই[১০] জবাব নালিখায় কেমন তোমার। আমার একলাস আরু দুনিয়াইটো দুই প্রীতি-একলাস রহে, কিছু নারহে। আমি যে তোমার ভালকেহে ইচ্ছা করোঁ। আমার লগত প্রীতি-একলাসটো ভাল নোহে, আর আমি তোমার ভালর করেণেহে কহোঁ। পাৎসার সেবা-খেজমতেত দরোস্ত[১১] করিলে তোমার ৺ আর বহুত ভালহে হব। অতএব পাৎসা যেমত তাক আপুনি জানা আর এমত করিবা, যেমনে তোমার নরনারী, গো-ব্রাহ্মণ সুখে থাকে তেমত করিবা, আর বাকী হকিকত তোমার উকিল মাধবচরণ ও পূর্ণানন্দর মুখত হস্তে শুনিবা, বহুত কি লেখিম আপোনে জ্ঞাতা। ইতি সন ১০৭৪, তাং ২৯, শক ১৫৮৫ পালেহি।

১৪

আহোম অমাত্য ফুকনের নিকট নবাব দিলাল খাঁর পত্র

স্বস্তি সর্ব্বমঙ্গলানাং কৃতপরমপ্রিয়দর্শী বিজ্ঞাবর শ্রীযুত ফুকন বা ও গোহাই সুহৃদবরেষু—

শ্রীনবাব দিলাল-খাঁ নম্য-দোয়া বিজ্ঞাপকায়ং ধর্ম্মাদৃতঃ, এথা কুশল। তোমার দিগের কুশল লেখিয়া প্রীতি করিবা, পরং তোমার ৺র কারণ আমি ৺ দরগাতে[১] যেমত উচিত সুপারিচ লিখিছিলাম অনুসারে ৺ অত্যন্ত কৃপানুভাবে সানুগ্রহে পূর্ব্ব

---

৪ খোস হাল অর্থাৎ খুশি। ৫ বাবদ। ৬ সত্বর, নিশ্চিত। ৭ বিলম্ব। ৮ রাখা ভাল নয়। ৯ বৃদ্ধির। ১০ সম্বন্ধ হয়ে। ১১ যত্ন।

১। নবাবের সমীপে।

করার জীউরে চুক্কপ[২] ও জরাও-জমরদ[৩] যে এনায়েত করিছেন দোবেগ, রস্তম-বেগ হজুরহাল লৈয়া আসিতেছেন, ইহারো পৌচিলে। ৺রে অত্যন্ত প্রণতি হৈয়া নৈবাদ জ্ঞাপন করিবা। আমার দিগের গদাই তোমার দিগের ভোবানন্দ ব্রাহ্মণ কেহ ইহানার সঙ্গে চলায়া দিছি। গদাইর হস্তে ৺র কারণ আমার নিজ নফর হাল একজড়াও, ধুকধুকি[৪] একজড়াও পহুঁছি, কৃষ্ণ এক পোয়াল মালা দিতে পাঠাইতেছি, পৌছিব। আর পূর্ব্বহা[৫] ন লেখিছি হস্তী ও রজত যে পেচকোচ বাবত ৺র খানে তলব ইহার ওয়াদা[৬] সম্পূর্ণ হল। যদ্যাপি বর্ষার কারণ, নওয়া হস্তী বনহনে[৭] নবীন আছিছে ইকারণ ইয়ার পরিশোধত ব্যাজ[৮] হৈছে, কিন্তু রজত আপুনি আছিল। অথন উচিত আপোনার ওবাদামাফিক[৯] হস্তী ও রজত যে নিয়মে পেচকচ করে বাকী তাহা পরিশোধ করিয়া আপনার পুত্রর ইথা লাল[১০] নেরাও[১১]। আর নিয়মের পেচকচ ব্যতিরেক যে হস্তী ও কৃষ্ণ[১২] দরগাতে রাজা ইহানার সঙ্গে চলায়া দেন, ইহাত রাজার অত্যন্ত প্রণতি বিনয় ৺ দরগাতে জ্ঞাপন হব। ইতি সন ১০৭৬, তাং ২২ বাইচা, মহরম্, ইতি বাকী গদাই কহিব। আর তোমার কারণ এক বাজুবন্ধ, পয়যার এক, চলায়া দিতেছি, পৌছিব। সিয়ো পালোই, শক ১৫৮৫।

১৫

আহোম সেনাপতি লাচিত বরফুকনের নিকট মোগল সেনাপতি রামসিংহের পত্র

স্বস্তি সমস্তারিকুল-শুষ্কারণ্যদাবাগ্নি সদৃশ-সকল-দিগ্‌সুন্দরী-কর্ণপুরীকৃত-কীর্ত্তিপুষ্পক-সকলশত্রুমস্তক-মণি-নিরাজিত-চরণ-কমলযুগলস্থ-কুশলশতপত্র-প্র কাশ-কৈকাদিত্য-সমস্তাসা-কর্ণস্ফালন-সমীরণস্বনিত-প্রতাপানল-রাজবল্লভতরেষু শ্রীমৎ-বরুয়া-ঋজেষু ফুকনেষু—

পরম প্রীতি পূর্ব্বক লেখনং কার্যঞ্চ আর বিশেষ আমরা লিখা সমেত তোমার সেখানে ও এখন চাজুআ ও আবদুল্লা দোনা মনুষ্যকে ভেদ করিয়া আছি, এতেকে

---

২ স্বরূপ। ৩। প্রস্তরখচিত। ৪ হারের পেনড্যান্ট। ৫ পূর্ব্বই। ৬ পরিশোধ। ৭ বন থেকে। ৮ বিপদয়। ৯ প্রতিশ্রুতি মত। ১০ এই অবস্থা। ১১ না রাখি। ১২ হাতী ও হরিণ

এমত প্রীতি লাল[১] নাসে[২] তোমার পিতার চাতে[৩] নবাব আহ্লায়ার খাঁর সঙ্গে প্রাচুর্য্য করিছিলেন। ও এখন যদি তোমরা তবে করিতে যত্নে থাক তবে তেবে তোমার যশপ্রতিষ্ঠা নাহৈবার নাহি, বরাই[৪] হৈবেন। আর দোদলম্মধ্যে স্বর্ণকে রূপয়া স্তম্ভনির্ম্মায়ত কারণ হদক[৫] ডারিবেন। তবে যে প্রীতি সকল ভার করিছ তে[৬] প্রীতি ইহ ভার তোমরা যে কার্য্য করিবেন ইথানে হাম প্রতিষ্ঠা সব তোমার, যাতে এই প্রীতি চন্দ্রসূর্য্যাবধি। অতএব প্রীতিবির্জ্জথনি সান বৈসবেন সেরূপ সাবহিত চারুত[৭] করিছা ইহার প্রত্যুত্তর চিতাপ পহুচাইবা। আর অধিক কি লেখিম। আপুনি সমস্তে জান। ইতি শক ১৫৯১।

১৬

আহোম সেনাপতি বরফুকনের নিকট সুলতান আজম্‌তরার পত্র

কৃপাযোগ্য দয়াপাত্র শূরচিন্তক রাজা বরফুকন, অনুগ্রহ লিখনং কার্য্যাঞ্চাগে, আসামর রাজাই রাজ্য তোমাক দিলে, ইয়াক সত্য করি জানিবি। সি রাজ দি তোমার রাজাইকা[১] নিমিত্ত মহামদকা হুজুর[২] থাকিয়া[৩] পঠাইতেছি। আপোনার কৌল-পঞ্জা[৪] নিচান[৫] ওপর ভেজিতেছি তুমি চিত্ত করাষ্ট করি যে লোক লস্কর লাগে তাক ইমিন হুচন-খাঁর ঠাই লৈয়া তাঞ্জিয়ো তোমার সাথ যাইবেক। যে প্রকারে বুঢ়াগোহাঁই বরগোঁহাই খেদাইবাক পার, তোমার আমোল হয়, তোমার রাজ্য হয়, তাক করিবা। এইরূপে লেখিছিল, সোনোয়ালী লেখা।

সেই কটকীক কুজিবালিত থৈছিল[৬]। নবাবর ঠাই লৈ যদি পাৎসাই উকিল আহিল তাক আগ বাঢ়ি আনিব লাগে। এই কারণে নাওশাল চাবর[৭] ছলে গৈ ফুকনে তাক বিদায় দিলে।.....

(বাকি অংশ লুপ্ত। কিন্তু পত্রের তারিখ সম্পর্কে বুরঞ্জীতে লেখা আছে : ১৬০০ শকত আচার মাসত কলিয়াবরর বুঢ়াফুকনলৈ পাৎসার বেটায়ে দিয়া আমার কটকী চলার মাধবচরণ, যদুএ অনা বঙ্গালর পরা বঙ্গাল কটকী গোবিন্দরামে অনা এই লিখা, ১৬০৩ শক)

---

১ ঢিলা। ২ না আসে। ৩ সাথে। ৪ ভালই। ৫ সীমানা। ৬ সেই। ৭ সুন্দরভাবে।
১ রাজ্যের/রাজার। ২ মহম্মদের হুজুর অর্থাৎ দিল্লীশ্বর। ৩ হতে। ৪ কুল-পাঞ্জা। ৫ চিহ্ন।
৬ থুইয়াছিল, অর্থাৎ রেখেছিল। ৭ নৌকা ঘাঁটি দেখার।

CENTRAL LIBRARY

অসম বুরঞ্জী

১

মোমাই তামুলি বরবরুয়ার নিকট ফৌজদার আহ্‌লায়ার খাঁর পত্র

স্বস্তি সকল মঙ্গলাগার বিবিধ গুণালঙ্কৃত সুরনদী সলিল নির্ম্মল যশোরাশি পরিপুরিত কলেবর শ্রীযুত বড় বড়ুয়া সুচারু চরিত্র বিচিত্র মন্ত্রিবরেষু। সৌহার্দ্দ-পূর্ব্বক লেখনং কার্য্যঞ্চ। আগে এথা কুশল মঙ্গল হামেচা চাহি। পরং তোমার ফরমান[১] নারজ[২] জানিলাম। দিন দিন দোস্তি একত্র হামারা হৈবেক। অতএব তোমার আমার মধ্যে কিঞ্চিতাদি অসন্তোষ গিরনেপ্ত[৩] আছে। তুমি বুলিছা উত্তরে বরনদী দক্ষিণে অসুরআলি ইতিমধ্যে তোমার আমার কবুল[৪] না ফিরিবেক। তোমার আমার ধর্ম্ম-যশস্যা বাঢ়িতেছি। আর দুই দলর গোব্রাহ্মণ সুখে রহিবেক। দুই হানার[৫] যুদ্ধাদি হৈলে উভয়র সৈন্য মূলক খারাপী হৈবেক। আর তোমার উকীল সনাতন ও কানু শর্ম্মা দুই হানার চঙ্গে আমার উকীল চেকুমেদা ও জারখণ্ডব ও কুচ বস্ত তোমার সেখানে ভেজিতেছি। শ্রীশ্রীযুত স্বর্গদেব দেবতার থানে হুজুর করায়া দশ পাঞ্চ রোজে পঠাইবেক। এইমত না হৈলে তোমার আমার সন্দিগ্ধতা রহিবেক। আর এমরার মুখে সকলো জানিবেক। অধিক কি লেখিম, আপনি সকলোখানি জানিবেক।

(তারিখ নেই। তবে বুরঞ্জীতে ১৫৬০ শকের ঘটনা বর্ণনার স্থানে পত্রটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে।)

২

ফৌজদার আহ্‌লায়ার খাঁর নিকট মোমাই তামুলি বরবরুয়ার পত্র

স্বস্তি নিখিল গুণৈক ধাম সর্ব্বোপমাযোগ্য শ্রীযুত নবাব আহলাদখাঁ সুজাবরেষু। সস্নেহপূর্ব্বক লেখনং কার্য্যঞ্চ। আগে তোমার কুশল শুনি শ্রীল শুণার আশ্রয়

১ আদেশ। ২ সবে। ৩ লেগে আছে। ৪ প্রজা, লোকজন। ৫ দুজনের মধ্যে।

CENTRAL LIBRARY

সকলোপমাযোগ্য শ্রীযুত শুভচিত্ত স্নেহ করি লিখিছো। আমার[১] কুশল সর্ব্বত্রে চাহি। পরং সমাচার তোমার কুশল শুনি পরম সন্তোষ। উকীল চেকমেদা ও কটকী একাদহ এই দুইজন মনুষ্য পঠাইছিলাম। সে আসি পহুছিলাম[২]। ইহানার[৩] মুখে তোমার কুশল শুনিয়া পরম সন্তোষ হৈলাম। আর তুমি বুলিআছা উত্তরে বরনদী দক্ষিণে অসুর আলি ইতিমধ্যে বন্ধ নিবন্ধানুক্রমে বদকরাল[৪] হৈলে উভয় পক্ষ রক্ষা হয়। সে ধর্ম্মে তোমার আমার যশ প্রীতি খ্যাত দিন দিন অবজ্ঞান রূপে বাঢ়িতে যাইব, খালি না হৈবেক। এমতে যে পত্র লিখিছে এইগোট উত্তম করিছে। কিন্তু বর মনুষ্যর প্রীতির কথা কদাচিত না ফিরিবেক। সেই যেমনে উত্তরোত্তরে রক্ষা পরিব তাকে করিবা। তুমি যি বুলিছা দশ পাঞ্চ রোজে উকীল পৌছাইবা সে বচনত থাকি ৺ দেবর চরণত বুজাই হজুর করিলে যেমত আজ্ঞা তাকে তোমার উকীলর মুখে সকলো শুনিবেক। পরং পূর্ব্বাপরেও নবাবসকলরে ওয়াহাটাত থাকি কথাবার্ত্তা অনেক হোয়া যায়। অদ্যাপি সেথানর কার্য্যকামর ভার তোমার উপর, ইঠাইর আমারো উপর আছে। তোমার মনে যিমত প্রীতি ভাল রহে প্রত্যুত্তর ততকালে লেখিলা[৫]। এমত হৈলে তোমার আমার প্রীতি কিসক[৬] না রহিবেক। আর বাকী সমাচার সনাতন ও কানু এমরার মুখে সকলো জ্ঞাত হৈবেক। কিমধিকং বিস্তাবরেষু।

(পত্রে তারিখ নেই। পূর্ব পত্রের মত ১৫৬০ শকের ঘটনা বর্ণনার স্থানে পত্রটি সন্নিবিষ্ট হওয়ার ফলে অনুমান হয় পত্রটি ১৫৬০ শকে লিখিত হয়েছিল।

---

১ 'তোমার' হবে। ২ 'পহুছিল' হবে। ৩ এদের। ৪ সীমা নির্দেশ। ৫ লিপিকর প্রমাদে 'লেখিলা' হয়েছে, হওয়া উচিত 'লেখিবা', লিখিবে/লিখবে। ৬ কি জন্য।

CENTRAL LIBRARY

জয়ন্তীয়া বুরঞ্জী

১

আহোমরাজ জয়ধ্বজসিংহের নিকট জয়ন্তীয়ারাজ যশবন্ত রায়ের পত্র

স্বস্তি ঃ সমস্ত-প্রশস্ত-ক্রিয়াচরণ-চারু-পবিত্র-চরিত্র-শৌর্য্য-ধৈর্য্য-দার্চ্য-মর্য্যাদ-গম্ভীর-পারাবার-ভুবন-উত্তম-ভাবুক-ভবন-কুল-কৈরব-পালন-পার্ব্বণ-শারদ- শশধর- গঙ্গাধর-হিম-হিণ্ডীর-পিণ্ড-পাণ্ডুর-যশঃ-পরিপুরিত-দিগন্তর-কমলামলাদিকুন্দারক-বৃন্দ- বন্দনীয়-মুকুন্দ- পদ- সরোজ- সরস- মধুব্রত- ত্রিবিক্রমোদ্দাম-বাম-পাদাঙ্গুষ্ঠ-নখ-শিখর-খণ্ডিত-ব্রহ্মাণ্ড বিবরণী-শরৎ- শারদামৃতকর- সুরবাহিনীতোয়-শরীর-সৌমার-ধরণী-মণ্ডলা-খণ্ডল-শ্রীশ্রীমহারাজ-স্বর্গদেব নারায়ণ-প্রচণ্ড-প্রতাপ-চরিত্র-বিচিত্র-গুণ-সমূহেষু—

পরম-সৌহার্দ্দ-লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে। এথা কুশল, তোমার রাজ্যোন্নতি কুশল-মঙ্গল সদা বাঞ্ছি। পরং তোমার লিখা পত্র আসি পহুছিল। সমাচার পরম প্রীতে জানিলাম, আর তোমার কটকীর প্রমুখ্যে বার্ত্তা শুনিয়া আমি সন্তুষ্ট হৈলাম। অতঃপর মধ্যে শুনিলাম মগলে[১] আসিয়া তোমার রাজ্য মারিলে, এ সকল বার্ত্তা আমালৈ নিদিলা, কতোদিন পাচে আমি বার্ত্তা পায়া গোভার[২] রামাই দলৈক ও বিবৈক আনিয়া তোমার থানে পঠাইলাম বার্ত্তা লৈবার, কিছু পত্র সন্দেশ[৩] দিছিলাম। আর পত্র লেখি দিছিলাম। তুমি প্রীতি-উত্তর বিদলেখ[৪] সেই অনুসারে কার্য্য করিম[৫]। তাতে তোমার কর্ম্মাইব লোকে[৬] সেই মনুষ্য আমার দুইজন মগোলের সাতে বান্ধিয়া দিলে কি মারিলে এবং নির্ণয় না পাইলাম, আর সন্দেশ তোমার থানে পহুছিল হেন না জানিলাম, এবে বিচার করিয়া অতদিন সেই পত্রের প্রীতি-উত্তর আনিব করিয়া জানিছিলাম, এখন নিষ্ঠা বুজিয়া তোমার থানে পুছিল[৭], কটকী[৮] বিদায় করিলাম। আমার কটকী রামাইকে পঠাইতেছি, আপোনার কুশল-মঙ্গল বার্ত্তা বিবেচিয়া সকল লেখিয়া ততকাল কটকী পঠাইবা। জয়ন্তা[৯] আর গড়গাঞ্জ[১০] দুই নাহই[১১]। তোমার দেশ না মারিছে যেন আমার দেশহে মারিছে, আমার মনে এমত দুখ লাগিছে। অতঃপর বহুত মন

---

১ মোগল সৈন্য। ২ গোভা নামে অধীনস্থ রাজা। ৩ পত্রের সঙ্গে প্রেরিত উপহার। ৪ লেখ ৫ করব। ৬ কর্মচারী লোকেদের। ৭ পৌছিল/পৌছল। ৮ দূত, পত্রবাহক। ৯ জয়ন্তীয়া রাজা ১০ আহোম রাজ্যের রাজধানী। ১১। দুই নয়।

দুখী আছি। তোমার প্রত্যুত্তর আইলেহে চিত্ত নিবৃত্তি হই। আর তোমার আমার প্রীতি নবীন না হই, পূর্ব্বাবধি চলি আহিতেছে। বিশেষত অধিকত অধিক হৈবার ক্রম হেন চিন্ন। তাতে এমত প্রপঞ্চ হৈল। অতঃপর তুমি কুশলে আছ। রাজ্য কুশলে আছে। পরং এমন সময়তে তোমার প্রীতি-উত্তর না পাইলাম, হুকুম না করিলাম, এটা মন দুখ রহিল, সময় পরিলে যদি অত্যন্ত সহায় না হইব তবে প্রীতের কারণ কি? তার প্রীতি রক্ষা বা কিয়[১২] হৈব। অতঃপর যে ইহবার আছিল সে হৈল, এখন যেমতে দিন দিন অধিক প্রীতি হয় তাক করিবায়। বাকী সমাচার কটকীসকলে কহিবেক। আর বঙ্গালে[১৩] খানিক রাজ্যক পীড়া করিলে এই মাত্র, মাটিক নিবাক নপারিল। সেই দেশ, সেই লোকসকল আছে, তুমি আপনে কুশলে আছ। এখন এমত কার্য্য করি তুমি আমি এক প্রীতি হৈয়া যেমনে বঙ্গালর দাদ[১৪] লৈবার পারি তাকে কর। গরীয়াএ[১৫] যি করিছে যদি তেমত দাদ লৈবাক পাই তেবেসে আমার সন্তোষ হয়, মন দুখ যায়। এতেকে যেমতে তোমার চিত্তেত ভাল প্রতিবাসে তারে লেখিবা। আরো সময়ে ইয়াত যেটা করনা হয় ভতকালে লেখিবা।

আর পত্র-সন্দেশ—শার কাপর ৪ খান, খাচা ৪ খানা, সুতার কাপর ১০ খান, আঠারে খান যায়। আদতাই ৪ খান, ঢরা ৩ খান, গাজি খাচা ২০ খান। বাকী সমাচার তোমার দুই কটকী ও রামাই প্রমুখে জ্ঞাত হৈবা। কিমধিকং বিস্তেষু। ইতি শক ১৫৮৫, মাস জেঠ। পালেহি তারিখ ১১, ভাদ্র মাসে এই শকতে।

২

আহোমরাজ জয়ধ্বজসিংহের নিকট নর্ত্তঙ্গরাজ মানিকসিংহের পত্র

পরম-সৌহার্দ্দি-লেখনং কার্য্যঞ্চ আগে এঠাত[২] আমার সমস্তরে কুশল। তোমার রাজন্নতি কুশল-মঙ্গল সর্ব্বদা বাঞ্ছি। পরং তোমার লিখা পত্র আসিয়া পৌছছিল,

১২ কি করে। ১৩ বঙ্গদেশ হতে আগত মোগল/মুসলমান সৈন্য। ১৪ শোধ। ১৫ মুসলমান সৈন্য।
১ জয়ন্তীয়ার অধীনস্থ রাজা নর্ত্তঙ্গ। ২ এখানে।

CENTRAL LIBRARY

পরম সাদরে শুনিয়া বর সন্তোষ হৈলাম। কিন্তু যেমত মন দুখ আছিল তেমতে তোমার স্বস্থ বার্ত্তা পায়া পরম সন্তোষ হৈলাম। কিন্তু আমার দুইজন মনুষ্য বঙ্গালত[৩] পরিল এ কারণ তুমি লেখি আছিলাই। দুইজন কি, তোমার কার্য্যের নিমিত্তে যদি দশ-বিশ হাজার লোক পরিল তথাপি আমার অসন্তোষ না ছিল। আমার লোক যে তোমার কার্য্যত নাহিল ইকারণে সে আমার মনত অসন্তোষ হৈল। আমি এমত জানি তোমার সহিত আমার অচল সুহৃদ অভেদ প্রীতিতা সকল দিন, তোমাতকৈ[৪] আমার অধিক নাই। আর তোমার চিত্তে আমারাও এমতথান লৈছিহেন জানিলাম। অন্যো অন্যে হৃদয় শুদ্ধে থাকিলে দূরেও সন্নিহিত এমত চিত্তে লয় যেন। "যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরম্।" অতএব এমতথান জানিয়া যে সময়ে যে কার্য্য উচিত হয় সেই বার্ত্তা জনাইবা, সে কার্য্য আমি করিম। আর গড়গাঞ্চ জয়ন্তা দুই না হয়, তোমার দেশ নামারিছে যেন আমার দেশহে মারিছে, মনে এনে[৫] দুখ লাগিছে। মনুষ্য পঠালোঁ বার্ত্তা জানিবাক, তাতে পথে এমত পরিপঞ্চ হল বার্ত্তা না পালোঁ। তোমার দেশ বঙ্গালে মারিলে আমি কুশলে বসি আছিলোঁ। হুকুম না করিলাম, দশ-বিশ হাজার লোক আমার গৈয়া না পরিল এইখানহে আমার চিত্তে অধিক দুখ লাগিছে। আর বঙ্গালর প্রাণ শক্তি যি আছিল তাকে করিলে। তেমতে[৬] কর্ম্ম করিছিল তেমতে ঈশ্বরে তারে পাত করিলা। অখন[৭] বঙ্গালে যেমত করিছে তেমত প্রতিফল পাইলেসে ভাল। তোমার আমার কুশ তিল একযুক্তি হয়া এই সময়তে যেমনে দাদনি[৮] লৈবার পারি তার সালাহ করিয়া সময় দঢ়ায়া[৯] প্রত্যুত্তর লেখিয়া কটকীত কোল পঠাবা। এমন সময়তে তোমার সাত[১০] নাদিলাম আমি এই দুখে লজ্জিত হয়াছি। এতে জানিছিলাম যে কিছু অসন্তোষ বিদ[১১] লেখিবায় হেন, তাতে আর আমার দুইজন মনুষ্য পরিল বঙ্গালত তার কারণ সুমর্য্যাদা লেখিছা, এতে তোমার রাজনীতি গম্ভীরতা না রহিল। দুইজন কি, এমত দুই লক্ষ তোমার গৌরব তুল্য নহয়, মাত্র তোমার অধিক মর্য্যাদাএ বহুত আমি লজ্জিত হৈলাম। কি কারণ সুবীর হয়া যে কুটুম্বের সহিতে পরাক্রম শুনিয়া ঘরতে থাকল অতঃপর ধিকার নাই। এতেকে কোনো দিন শত্রু নির্য্যাত করি যদি গুচাইবা[১২] পারি তবে সে আমার ই লজ্জা যায়। আর বিশেষ কি লেখিম। মাত্র তোমার মনে

৩ বঙ্গদেশ হতে আগত মুসলমান সৈন্যের হাতে। ৪ তোমার চেয়ে। ৫ এমন। ৬ তেমন অর্থাৎ যেমন। ৭ এখন। ৮ প্রতিশোধ। ৯ ঠিক করে। ১০ সাথ, সঙ্গ। ১১ পাও। ১২ দূর করতে।

যেমত ভাল প্রতিবাসে তার প্রত্যুত্তর ততকাল লেখিবায়। কিমধিকং বিজ্ঞেষু। ইতি, শক ১৫৮৫, তারিখ ১০, মাস জেঠ। যাইতে পানেহি[১৩] এই শকতে তারিখ ১১, মাস ভাদ্র।

৩

জয়ন্তীয়ারাজ যশমন্ত রায়ের নিকট আহোমরাজ
স্বর্গদেব চক্রধ্বজসিংহের পত্র

স্বস্তি পরম-মঙ্গলোদার-গুণ-গুণার্ণব-মহামহিম- মহিমারত্ন- কন্দর্প- দর্প-খর্ব্বিতাঙ্গ- শ্রীশ্রীমৎযশমন্তরায়[১]-চরিত্র-বিচিত্র-গুণসমূহেষু—

সৌহার্দ্দপূর্ব্বক- লেখনং প্রয়োজনক। এথা কুশল, তোমার কুশল সর্ব্বথা চাহি। পরং তোমার লেখা আসিল, সমাচার পরম প্রীতি জানিলোঁ। বিশেষ আপদে সম্পদে কুশল বাঞ্ছে তাকেহে মিত্র বুলি। এতেকে আপদ কালে তুমি আমার কুশলক[২] বাঞ্ছা ইয়াত[৩] আমার বর সন্তোষ। তোমার আমার প্রীতি-গোট নবীন না হয়, পূর্ব্বাপর যেমন ধারণে চলিয়া গৈছে তাক তুমি আপনি জানা। এতেকে সেই পূর্ব্বধারণে যদি রহে তেহে মিত্র বুলি, তেবেহে প্রীতিও রহে। পূর্ব্বধারণে যদি না রহিল তেবে প্রীতি কেমনে রহিব? আর দেখ, তুমি যি শত্রুক পারিবার কারণ কহি পঠালা হয় প্রীতিত থাকি কহিব পোরা[৪]। কিন্তু বারম্বার বঙ্গালক যেমন করিছোঁ তাক তুমি আপুনি দেখিছা। দৈবদোষে যদি একবার ঘাটিছোঁ তেবে কি আমার কার্য্য-কাম গুচিল নিকি[৫]? কিন্তু তোমার আমার যেমনে অধিকাধিক প্রীতি হৈব তেমনখানক মাত্র করিবা। আর আমি অধিক কি কহিম, আপুনি সমস্তে জানা। আর যি কিছু বাকী সমাচার হয় শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকোমোরা কহিব।

আর তোমাক লাগি সন্দেশ—কতিপা[৬] ১ থান, কিম্মিজি[৭] ১ থান, চরা[৮] ২ থান, কস্তুরী ৪, চামর ২, কটারী[৯] ২০, মরিচ[১০] ৪ টোপা, গাঁটিয়ন ১ মোনা। হাট-ভেঁটি—বানাত ১ থান। ইতি শক ১৫৮৬, তারিখ ২, মাস বৈশাগ।

---

১৩ পাওয়া গেল।

১ যশমন্ত রায়; লিপিকর প্রমাদ নয়, বুরঞ্জীতে প্রায় সর্বত্র 'যশমন্ত রায়' লেখা হয়েছে। ২ 'ক' দ্বিতীয়া বিভক্তি। ৩ এখানে। ৪ করতে পারো। ৫ শেষ হল নাকি? ৬ বস্ত্রবিশেষ। ৭ বস্ত্রবিশেষ। ৮ আসন বিশেষ। ৯ কাটবার যন্ত্র, কাটারি। ১০ লঙ্কা।

৪

জয়ন্তীয়ারাজ যশমন্ত রায়ের নিকট তিন গোহাঁইয় পত্র

এথা কুশল, তোমার কুশল সদা চাহি। পরং তোমার লিখা আসিল। সমাচার পরম প্রীতে জানিলাম। বিশেষ নিদানতো তুমি আমার কুশলক বাঞ্ছা[১] আত[২] আমার বহুত সন্তোষ। অপরঞ্চ তুমি যি প্রীতির কারণ কহিলা হয় কহিবাক পোয়া। ৺তাএ নরা[৩] মান্তরা[৪] আন আনো[৫] রজা সকলরে প্রীতি করিছে। কিন্তু তোমার সঙ্গে যেমত প্রীতিগোট আছে আনর[৬] এমত প্রীতিগোট নঘটিছে। তোমার জয়ন্তাপুর গড়গ্রামে হৈছে আর আমার গড়গ্রাম জয়ন্তাপুরে হৈছে। এমত অভিন্ন প্রীতিগোট চলি গৈছে। এতেকে সেই প্রীতিকো পূর্ব্বধারাণেসে[৭] রক্ষা করে। যদি পূর্ব্বধারণে না রহিল তেবে প্রীতি কেমনে রহিব? এতেকে পূর্ব্বপ্রীতি যেমন ধারাণে চলি গৈছে ইদানীক সেই প্রীতিগোট যেমনে অধিকাধিক বাঢ়ি যায় আমিও তাকেহে বাঞ্ছা করোঁ। আর রাজা রাজা প্রীতিগোট হৈলে যেমত হয় তাকতো আপুনি জানা। আর অধিক কি কহিম তুমি আপুনি সর্ব্বজ্ঞ। বাকী সমাচার শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকোমোরা মুখে জানিবা।

আর সন্দেশ—ঢরা ২ থান, মরিচ ৪ মোনা, কটারী ২ থান। ইতি, শক ১৫৮৬, তারিখ ১২, মাস বৈশাখ।

৫

স্বর্গদেব চক্রধ্বজসিংহের নিকট জয়ন্তীয়া রাজা যশমন্ত রায়ের পত্র

এথা কুশল, তোমার কুশল-মঙ্গল সদা বাঞ্ছি, পরং তোমার লিখন পত্র আইল, সমাচার পরম প্রীতি জানিলাম, সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু তুমি লেখিআছা[১] পূর্ব্বাবধি যেমত প্রীতি-কুটুম্বিতা চলি গৈছে তাক করিবার, তুমি ভাল লেখিছা। প্রীতি আজি নবীন ন হয়, তোমার আমার অচলা প্রীতি। পূর্ব্ব ছারিয়া যেদিন সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হই[২] কলা কাক[৩] শ্বেত হৈলে তথাপিও আমি এমত জানোঁ।[৪] তোমার

১ কামনা করো। ২ এতে। ৩ ব্রহ্মদেশ। ৪ সীমান্ত রাজা। ৫ অন্যান্য। ৬ অন্যের। ৭ পূর্ব্বধারা অনুসারে।

১ লিখেছ। ২ উদয় হয়। ৩ কালো। ৪ জানি।

CENTRAL LIBRARY

আমার প্রীত চলিবার না হয়। অতঃপর যেমতে আগে প্রীতি-কুটুম্বিতা হৈছে তাহাতে অধিকাধিক প্রীতি-কুটুম্বিতা আমি তোমার সহিত করিম। তুমিও তেমত কার্য্য করিবা, যেন দেশ-বিদেশর লোকে শুনিয়া প্রশংসা করে। সকল দিনে যেমত চলিয়া গৈছে তাহাত অধিক[৫] যেন হৈয়া যায়। আর বঙ্গালে যে কিছো কার্য্য করিল সে করিবার কি? দৈবগতি হৈবার আছিল হৈল। তুমি আপুনি কুশলে আছা, সে রাজ্য সে লোক কুশলে আছে, বঙ্গালর নিবন্ধে আনিছিল, আসিবর নেহি স্বতন্ত্র? একারণ কিছু মনে দুখ নকরিবা। এই দুখে আমিও দুখী আছি। গড়গ্রাম জয়ন্তী দুই হেন নাজানিবাই[৬]। বঙ্গাল[৭] তোমার আমার শত্রু, তোমার আমার এক বুদ্ধি হৈলে সকলে ভাল হৈবে। আর ভাল-মন্দ যে হয়, যে কার্য্য যার উপস্থিত হয় ইয়াতে অন্যোন্যে বার্ত্তা সুপুছি[৮] আর অন্যোন্যে সহায় না ভজিব তেবে প্রীতির গুণ কি? আর বিশেষ কি লিখিম। বাকী সমাচার তোমার দুই কটকী, আমার রমাই কটকীর মুখে জ্ঞাত হৈবা। আর কটকীক বিলম্ব নকরিবা, তৎকাল প্রত্যুত্তর সমাচার লেখি সন্তুষ্ট করিবা। তোমার আমার কুটুম্বিতা অধিক প্রীতি ভালরূপে হৌক, যেন সকলে শুনিয়া দুইক ধন্য মানক। কিমধিকং বিজ্ঞেষু।

আর তোমার নিমিত্তে সন্দেশ—কাপর সাল ১ খান, খাচা ৩ খান, লোহা ৬০ খান আরে পঠাইতেছি, ইতি শক ১৫৮৬, তারিখ ৬, মাসে আহিন। পালেহি শক ১৫৮৭, তারিখ ২৫, মাস জেষ্ঠ।

৬

স্বর্গদেব চক্রধ্বজসিংহের নিকট নর্ত্তঙ্গরাজ মাণিকসিংহের পত্র

এথা কুশল, তোমার কুশল-মঙ্গল সদা বাঞ্ছা করি। পরন্তু তোমার লেখন পত্র আইল, সমাচার পরম প্রীতি জানিলাম পরম সন্তোষে। কিন্তু প্রীতি আজির নবীন নহয়, পূর্ব্বাবধি চলিয়া যাইতেছে। অতঃপর তাহানে যে আদ্য

---

৫ তার চেয়ে বেশি। ৬ না জানবে অর্থাৎ ভাববে না। ৭ মুসলমান/মোগল। ৮ না পুছে/জিগ্যেস করে।

অধিক প্রীতি-কুটুম্বিতা হয় ইসে প্রশংসনীয়। আর গড়গাঁও জয়ন্তী[১] দুই না হয়, এক ঘর প্রায় চলিয়া যাইতেছে। এতেকে যেমতে দিন দিন অধিক প্রীতি হয় তাক করিবা। বাকী সমাচার তোমার দুই কটকী ও আমার রমাই[২] কটকীর প্রমুখ্যে জ্ঞাত হৈবা। আর কুদাল ৫ খান পাঠাইতেছি। কিমধিকং বিজ্ঞেয়ং। ইতি, শক ১৫৮৬, তারিখ ২৮, মাস আশ্বিন, পালেহি শকত ১৫৮৭, তারিখ, ২৫ মাস জ্যেষ্ঠ।

৭

রুক্ম বুঢ়াগোহাঁই-এর[১] নিকট জয়ন্তীয়ারাজ যশমন্ত রায়ের পত্র

এথা কুশল, তোমার কুশল সদা চাহি। পরং তোমার লিখন পত্র প্রীতি-পূর্ব্বকে জানিলাম। তুমি ভাল লেখিছিলাই। প্রীতি আজির নবীন না হয়, পূর্ব্বাবধি চলিয়া যাইতেছে। অতঃপর আগে যেমত প্রীত-কুটুম্বিতা হৈছে তাহাত অধিকাধিক প্রীত-কুটুম্বিতা আমি করিম, মাত্র তুমিও তেমত কার্য্য করিবাই যেন আর ভিন্ন না হয়, লোকে প্রশংসা করে। আর গড়গাঁও জয়ন্তী দুই হেন নাজানিবাই। আর বঙ্গাল তোমার শত্রু আমার শত্রু। এক বুদ্ধি করি যেমনে শত্রুক নির্য্যাতন করিবাক পারি[২] তাকে করিবাই। আর ভাল মন্দ যিদিন যার কার্য্য উপস্থিত হয় আত[৩] যদি প্রত্যুত্তর কথা-বার্ত্তা নপহুছিল, আর অন্যোন্যে সহায় হৈয়া শত্রু নির্য্যাতন নকরিবা তেবে প্রীতে গুণ কি? আর বিশেষ কি লেখিম। বাকী সমাচার তোমার দুই কটকী ও আমার কটকীর প্রমুখ্যে জ্ঞাত হৈবাই। আর কটকী বিলম্ব নাকরিবাই, তৎকালেই আর প্রত্যুত্তর লিখিয়া কটকী পঠাইবা।

---

১ 'নর্ত্তঙ্গ' জয়ন্তীয়ার অধীনস্থ রাজা, এই কারণে 'জয়ন্তী' হয়েছে। ২ রমাই আসলে জয়ন্তীয়া রাজার কটকী, কিন্তু একসঙ্গে তিনি নর্ত্তঙ্গীয়া রাজার দূতরূপেও কাজ করেছেন। আসলে ৫ ও ৬ সংখ্যক পত্র দুটি একই সঙ্গে রামাই বা রমাই আহোম দরবারে নিয়ে আসেন।

১ রুক্মবুঢ়াগোহাঁই স্বর্গদেব চক্রধ্বজসিংহের প্রধান মন্ত্রী। রাজা যশমন্ত রায় একসঙ্গে আহোম রাজা ও প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছিলেন। ২ করিতে পারি/করতে পারি। ৩ তাতে।

CENTRAL LIBRARY

আর তোমার নিমিত্তে সাল ১, গাড়া ১ তেইশগজি পঠাইতেছি এবে লৈবাই। ইতি, শক ১৫৮৬, তারিখ ৪, মাস আহিন। পালেহি শক ১৫৮৭, তারিখ ২৫, মাস জ্যেষ্ঠ।

৮

স্বর্গদেব চক্রধ্বজসিংহের নিকট জয়ন্তীয়ারাজ যশমন্ত রায়ের পত্র

কুশলমিহতাং ভবতাং ভাবুকং সমীহামহে—

পরং তোমার আমার প্রীত আজির নাহয়, পূর্ব্বাবধি চলিয়া আইতেছে। অধিকত অধিক হুইবার তোমার থানে যে কিছু লেখিয়াছিলাম তাক শুনিছ। আমি জানিছিলাম ইয়ার প্রীতের কিছু বাকী না রহিল, তাতে অধিকাধিক হৈব। পূর্ব্বে যে আছিল তাক ভাঙ্গিলা, আমার কটকীখানি বিদায় করিলা। যদি কোনো ছিদ্র থাকে তথাপি লেখিবার উচিত, আপোনার কটকী দিয়া কহিবার উচিত। অকস্মাৎ এমতখান করণ কুটুম্বের সহিত ভালো না হয়। সত্য কি মিছা একটা অক্ষরর পরা[১] ছিদ্র ধরিছ, সিও রাজার আগেতে নাছিল। সে আমার সহিত যেমত করিতেছে তাক শুনিতেছে। তার ইছা যেমতে অপৃত[২] হই। অতঃপর তোমার আমার যদি দৃঢ়তর বহুত প্রীতি থাকে তেবে কিছুতে পার হৈল, মধ্যে কেও কিছু কহিল কারণ এই প্রীত নাযাই[৩]। আর আমি কদাচিৎ কোনো দিন কিছো ছিদ্র নাধরি, যেমতে প্রীত বাঢ়ে তাকে আমি করি। প্রীতি জুরিতে অনেক যতন লাগে তুরিতে কিছু বিলম্ব নাই। অতঃপর যেমতে চিত্ত ভাল প্রতিবাসে, প্রীতি বাঢ়ে তাকে করিবায়। আর জয়ন্তী গড়গাও দুই না হয় আমি একেসে জানি। এতে যে ভেদ করে সে সত্যভ্রষ্ট হয়। আর বিশেষ কি লিখিম, বাকী সমাচার রামাই কটকী প্রমুখ্যে জ্ঞাত হৈবায়। ইতি, শক ১৫৮৭ তারিখ ২০, মাস ফাগুন।

স্নেহচ্ছেদেপি সাধুনাং মনো ন যাতি বিক্রিয়াং।
ভগ্নেপি হি মৃণালানামনুবধ্নন্তি তন্তবঃ॥ শ্লোকোপি॥

---

১ অক্ষরের থেকে। ২ অপ্রীত=অপ্রিয়। ৩ যাবে না।

৯

রুক্ম বুঢ়াগোহাঁইর নিকট জয়ন্তীয়ারাজ যশমন্ত রায়ের পত্র

স্বস্তি প্রচণ্ড-ভুজদণ্ড-খণ্ডিত-চণ্ড-বৈরি-মনোহারি-নারী-বিলাস-পরিপাক-কুজ-মহিমারম্ভ-শ্রীশ্রীযুত-মহারাজ-যশমন্তসিংহ[১]-প্রবল-প্রতাপানাং বিবিধ-গুণ-গ্রামৈক-ধাম-পরম-সুপ্রতিষ্ঠিত-শ্রীযুত বুঢ়াগোহাঞি-সুচারু-চরিতেষু—

পরম শুভাশীঃ কার্য্যঞ্চ। এথা কুশল, তোমার কুশল সদা চাহি, পরং তোমার আমার প্রীতি আজির নহয়, পূর্ব্বাবধি চলিয়া আইতেছে। অধিকত অধিক হৈবার যে কিছু লেখিয়া পঠাইছিল। তাক শুনিয়া তাতো অধিক হৈব। পূর্ব্বে যে আছিল তাক ভাঙ্গিলা। আমার কঠকীথানি বিদায় করিলা। যদ্যাপি কোনো ছিদ্র থাকে লেখিবার উচিত, কটকী পঠাই কহিবার উচিত। অকস্মাৎ এমত ভাল নাছিল। সত্য কি মিছা একটা অক্ষরর কারণ ছিদ্র ধরিয়াছে, ইয়ো রাজার আগতে নাছিল। সিও আমার সহিত যে করিতেছে শুনিতেছে। তার ইছা যেমত অপ্রীতি হয়। অতঃপর তোমার আমার দৃঢ়তর বহুত প্রীতি থাকিলে মধ্যে কেও কিছু কহিলে এত অপ্রীত নাহয়। আর আমি কোনো দিন কিছু ছিদ্র নাধরি, যেমতে প্রীত বাঢ়ে তাকেসে করি। প্রীত করিতে অনেক যত্ন লাগে গুচিতে কিছু বিলম্ব নালাগে। আর গড়পাও জয়ন্তী ভিন্ন নাহয় আমি একেসে জানি। এতে যে ভেদ করে সে সত্যভ্রষ্ট হুইব। আর বিশেষ কি লিখিম, কিমধিকং। বিশেষ বাকি সমাচার রামাই কটকী প্রমুখ্যে জ্ঞাত হৈবাই। ইতি, শক ১৫৮৭, তারিখ ২০, মাস ফাগুন। কাপর ১ খান পঠাইতেছি। পালেহি শক ১৫৮৮, তারিখ ৪, মাস আশ্বিন।

১০

জয়ন্তীয়ারাজ যশমন্ত রায়ের নিকট স্বর্গদেব চক্রধ্বজসিংহের পত্র

এথা কুশল, তোমার কুশল সর্ব্বদা চাহি। পরং তোমার লিখা আসিল, সমাচার প্রীতিপূর্ব্বক জানিলোঁ। আর দেখ তুমি বুলিছা বোলা—পূর্ব্বপ্রীতিকো

১ লিপিকর প্রমা বশত 'যশমন্ত' হয়েছে, আসলে 'যশমন্ত' হবে। 'সিংহ' অতিরিক্ত উপাধি।

ভাঙ্গিলা। ইথান আগপাচ বিমুষা করি বোলনহে উচিত। পূর্ব্বাপরে যেমত ধারাণ উকীল-পত্র[১] গতাগত করিছে এথনো তেমত ধারণে উকীল-পত্র গতাগত করিলেসে পূর্ব্বপ্রীতিগোট রহে। পূর্ব্বধারাণগোট নারহিলে পূর্ব্বপ্রীতিগোট কেমনে রহিব? অতএব তোমার ঠাইর পরা যেথন পূর্ব্বধারাণ এরি পত্র আসিল তেথনে মৃণালর প্রায় পূর্ব্বপ্রীতিগোট তোমরাসে ভাঙ্গিলা, তদ্রূপে মঞি পূর্ব্বপ্রীতিতে রহিছোঁ, কিন্তু পূর্ব্বধারাণ এরি পত্র আসিল যি কারণ এই কারণেসে মঞি উকীল-পত্র পঠালোঁ। আর সত্য অসত্যর কারণ যি লিখিলা, আমি যি দায় ধরিলোঁ, তাক তুমি সত্য হেন জানিহে দণ্ড করিলা। আর তুমি যেমন গড়গাঁও জয়ন্তী এক হেন জানিছা আমিও তেমনে একেহে জানিছোঁ। এহুওয়াতো[২] যি ভেদ করি কাকত[৩] লেখিলে সি সত্যভ্রষ্ট হোওনেসে উচিত। আর অধিক কি কহিম, তুমি আপুনি সমস্তে জানা। আর যি কিছো বাকী সমাচার হয় তাক শ্রীরাম ও জয়কৃষ্ণে কহিবেক।

আর তোমার অর্থে পত্র-সন্দেশ—কতিপা ১, কির্ম্মিজি ১, চরা ২, কস্তুরী ৪, মরিচ ৪ তোপা, চামর ৪, গাঁঠিয়ন ১ মোনা, কটারী ২ খান। ইতি, শক ১৫৮৮, তারিখ ৮, মাস আষণ।

১১

স্বর্গদেব চক্রধ্বজসিংহের নিকট জয়ন্তীয়ারাজ যশমন্ত রায়ের পত্র

এথা কুশল, তোমার কুশল-মঙ্গল বাঞ্ছা করি। পরং তুমি যি কারণে লেখিছিলা পরম সন্তোষে জানিয়া সন্তোষ হৈলাম। আর তোমার দুই কটকীর মুখে শুনিলাম। কিন্তু গড়গাঁও জয়ন্তী দুই না হয়, অত্যন্ত অভেদ প্রীতি এক ঘর প্রায় চলিয়া যাইতেছে। তোমার দিগের হস্তী, ঘোঁরা আমার ঘরত[১] আছে, আমার দিগের কুঞ্জরী[২] তোমার ঘরত আছে। অতঃপর অথনেও লেখিয়াছ, কুঞ্জরীও খুজি আছ। কুটুম্বিতা করিবার বহুত ভালা, কুটুম্বিতা আমি করিম, অধিকত অধিক প্রীতি বাঢ়িব মাত্র। যেমত ব্যবহার আছে

---

১ উকীল অর্থাৎ দূতের সহিত প্রেরিত পত্র। ২ এমনি সাধারণভাবে। ৩ কাগজ।
১ ঘরে। ২ কুমারী।

তোমার দিগের সকল সামগ্রী দিয়া কটকী পঠাও কুঞ্জরী জোটন করিয়া যাইবার। যে কার্য্য করিম হেন নিচয় করিলাম এতে বিলম্ব করিবার কিছো কার্য্য নাই। বিশেষ মাঙ্গল্য কার্য্যত বিলম্ব ভাল নাহই। আর বিশেষ কি লেখিম। আর শুনিলাম তুমি মগোলর সহিত লেঢ়াই করিবার লোক-লস্কর পঠায়াছা, আর আপোনার অধিকার স্থান চরায়া লৈলায়, এবে শুনিয়া বহুত খোচাল হৈলাম। অতঃপর মগোল তোমার শত্রু আমার শত্রু, আমিও লোক-লস্কর ডিমরুয়ার[৩] পথে পঠাইবার চাই, সমস্তে তৈয়ার, তোমার বার্ত্তার অপেক্ষাএ মাত্র রাখিছি। আর ঢকার[৪] মগোলের যে কিছু সমাচার কটকীর স্থানে কহিছি এবে শুনিবাই। সাবধান হৈয়া মগোলে সহিত লঢ়িবাই। বাকী সমাচার রমাই কটকীর প্রমুখে শুনিবায়। কিমধিকং পরম বিজ্ঞবরেষু। ইতি, শক ১৫৮৯, তেরিখ ৯, মাস কার্ত্তিক।

কাপর পরা পামরি ১৮ খান, খাচা ২ খান, এবং কুরিখান লোহা ৫০ পঠাইতেছি। পালেহি শক ১৫৯০, তারিখ ১৪ শ্রাবন।

১২

রুকম বুঢ়াগোহাঁইর নিকট জয়ন্তীয়ারাজ যশমন্ত রায়ের পত্র

এথা কুশল, তোমার কুশল সদা চাহি। পরং তোমার লিখা পরম প্রীতে জ্ঞাত হৈলাম। আর তোমার দুই উকীলর মুখ-যবানী শুনিয়া সন্তোষ হৈলাম। কিন্তু গড়গাঁও জয়ন্তী দুই না হয়। অত্যন্ত অভেদ প্রীতিয়ে একঘর প্রায় চলিয়া যাইতেছে, আর প্রীতি-কুটুম্বিতাও সকল দিনে চলিয়া গৈছে। তোমার দিগের হস্তী, ঘোঁরা আমার ঘরতে আছে, আমার দিগির কুঞ্জরী তোমার ঘরতে আছে। অতঃপর অথনেও লেখিয়াছা, কুঞ্জরীও খুজিয়াছ। ই কুটুম্বিতা করিবারে ভালা। কুটুম্বিতা করিলে অধিকতো অধিক প্রীতি বাঢ়িব মাত্র। যেমত ব্যবহার আছে তোমার দিগের সকল সামগ্রী দিয়া পঠাও কুমারী জোটন করিয়া যাইবার। যে কার্য্য করিম হেন নিয়ম করিলাম এতে বিলম্ব করিবার কিছো নাই। বিশেষ মঙ্গল কার্য্যত বিলম্ব ভাল না হয়। আর বিশেষ কি

৩ ডিমরুয়া একটি অধীনস্থ রাজ্য। ৪ ঢাকার।

CENTRAL LIBRARY

লিখিম। আর শুনিলাম মগোলের সহিত লেঢ়াই করিতেছ, আপোনার অধিকার থানা চোরায়া লৈলাই, এবে শুনিয়া বহুত সন্তুষ্ট হৈলাম। অতঃপর আমিও ডিমরুয়ার পোনে[১] লোক-লস্কর পঠাইবার তিয়ার করিছি। তোমার বার্ত্তার অপেক্ষাএ মাত্র রাখিছি। আর চাকার মগোলের যে কিছো সমাচার কটকীর স্থানে কহিছি এবে শুনিবাই। কাপর ২ থান পঠাইতেছি এবে লৈবাই। বাকী সমাচার রামাই কটকীর মুখে জ্ঞাত হৈবা। কিমধিকং বিজ্ঞেষু। ইতি, শক ১৫৮৯, তেরিখ ৯, কার্ত্তিক মাস। পালেহি শক ১৫৯০, তেরিখ ৫, আষাঢ় মাস।

১৩

জয়ন্তীয়ারাজ যশমন্ত রায়ের নিকট স্বর্গদেব চক্রধ্বজসিংহের পত্র

এথা কুশল, তোমার কুশল সদা চাহি। পরং তোমার লিখা পহুছিল, সমাচার প্রীতি পূর্ব্বকে জানিলাম। আর প্রীতির কারণ যি কহিলা হয় কহিবাক পোয়া। কিন্তু পূর্ব্বাপর তোমার আমার যি প্রীতিগোট চলি গৈছে এখনো আমি সেই প্রীতিতেহে আছোঁ। এই অভিন্ন প্রীতিগোট যিমতে খলিত না হয় তুমিও তেমতগোট করিবা। আর সম্বন্ধ গোটের কারণ যি কহিছা পূর্ব্বাপরেও সম্বন্ধগোট তোমার আমার চলি গৈছে, এখনো সম্বন্ধ বুলিছা। যদি তোমার জী[১] নাথাকিলহন্তে[২] তবে তোমরার ভগিনা[৩] দিবার উচিত। তোমার বেটিক যেমন স্নেহ ভগিনাক নিকি তেমন স্নেহ? অতএব তোমার টিকহে[৪] দিওন উচিত। আর বুলিছা—'তোমার সীমনা লৈবার শুনি মঞি বহুত সন্তোষ হৈলাম।' ইথান বলিবাক পোয়া। যাতো তোমার আমার অভিন্ন প্রীতিগোট হৈছে এই কারণে তুমি সন্তোষ হৈবার উচিত। আর বুলিছা—'দিমরুয়াদি লোকজন দিবার তিয়ার, বচনক মাত্র অপেক্ষা করিছি।' ইথানতো তুমি আপুনি জানা। পূর্ব্বপরম্পরে আমি কোন ঠাই কহি কাম করা নাই। এখন তুমি

---

১ পানে, পথে।

১ স্ত্রি, কন্যা; ২ না থাকত। ৩ ভাগ্নি; তিন গোহাঁইর লেখা এই পত্রের অন্য নকলে "তোমার ভাগিনীকে" কথার পরিষ্কার উল্লেখ আছে। ৪ তোমারটিকে অর্থাৎ তোমার বেটিকে।

CENTRAL LIBRARY

বুলিছা—'বঙ্গাল তোমার শত্রু আমারো শত্রু, এই কারণে লোক দিবার ভাল।' তোমার কবুল রাখি চিতাপে ত্রিশ বিশ হাজার লোক আমার ইঠাইলে কহি পঠাবা। আমি যেই পোনে কার্য্য কামলৈ চল সেই পোনে আনিম, যেমন আসিয়া গড়প্রাকী তিয়ার করিবাক পাই। ইটো হঠাতে কাম তুমি করিবার নহে, ইহাক তুমি আপুনে জানা। আমি বিস্তর কি কহিম, আর বাকী সমাচার নিরহ, বিরিণার মুখে শুনিবাই।

তোমার অর্থে সন্দেশ—কতিপা ২ খান, কিম্মিজি ২ খান, চরা ২ খান, কস্তুরী ৪ খান, মরিচ ৪ তোপা, চামর ৪টা, গাঠিয়ন ১ মোনা, কটারী ২০ খান। ইতি, শক ১৫৯০, তেরিখ ৪, মাসে পৌষ।

১৪

স্বর্গদেব উদয়াদিত্যসিংহের নিকট জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের পত্র

স্বস্তি সমস্তাশান্তাম্বর-সকর্ণ-তালাস্ফালন-পবন-গর্ব্বিত-প্রতাপানল-বৈরি-বক্ষস্কট-কপাট-পাতন-প্রকটিত-নরসিংহাবতার-সদামরগণ-গীয়মান-যশোদার-যশঃপূর্ণ- তুহিন কর-কিরণ-নিকর-ধবলিতাশেষ-দিঙমণ্ডল-ধরামণ্ডল-সৌমারেশ্বর[১]-শ্রীশ্রীমৎ স্বর্গনারায়ণ দেব-মহামহোগ্রপ্রতাপ-চরিত্র-চিত্রিত-গুণসমূহেষু—

পরম-প্রীতিপূর্ব্বক-পরম-প্রীতি-সৌহার্দ্দ-লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা কুশল, তোমার রাজোন্নতি কুশল-মঙ্গল সদা বাঞ্ছি। পরং গড়গাঁও জয়ন্তী দুই না হয়, সকল দিনে এক ঘর প্রার চলিয়া যাইতেছি। বিশেষ দিনে দিনে কুটুম্বিতাহে অধিক ব্যতিরেকে কমি না হৈতেছে। অতঃপর কটকী দ্বারাএ শুনিলাম নবীন কুটুম্বিতা করিবার ইচ্ছা হৈছে। এতেকে আমারো অধিক ইছা আছে। যোগ্য স্থানে কুটুম্বিতা করণেসে উচিত। এতেকে পূর্ব্বাবধি যেমত ধারণে কুটুম্বিতা করিতে রাজনীতি ব্যবহার আছে সেই সামগ্রী ধারাণে কটকী প্রীতি-পত্র পঠাইবাই, এতেকে কোনো সন্দেহ না করিবাই। এথাত আমার যেমত নীতি-ধর্ম্ম আছে সে সুচার আমি করিম। ঘনিষ্ঠতা বাঢ়িতে থাকিব এমতখানহে

---

১ আহোম রাজাকে সৌমার ও সেইকারণে আহোম রাজগণকে সৌমারেশ্বর বলা হ'ত।

CENTRAL LIBRARY

ভাল। অন্ত কুশল সমাচার যদি ততকাল নাপহুছিল তবে অভেদ প্রীতির সন্তোষ গুন কি? অতঃপর এমত কার্য্য করণ চাই যেন উভয়ান প্রীতি প্রতিষ্ঠা হয়। আর বিশেষ কি লেখিম, বাকী সমাচার রমাই কটকী প্রমুখ্যে শুনিবায়।

আর তোমার অর্থে সন্দেশ—কাপর ২ খান, লোহা ৯ খান পঠাইছি, এবে লৈবায়। কিমধিকং বিজ্ঞাবরেষু। ইতি, শক ১৫৯৩, তেরিখ ১০ আষার। পালেহি শক ১৫৯৪, তারিখ ২৪ জেঠ।

১৫

স্বর্গদেব উদয়াদিত্যসিংহের নিকট জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের পত্র

স্বস্তি সমস্তাশাস্থাম্বর-সকর্ম-তালাস্ফাল-পবন- নর্ত্তিত- প্রতাপানল- বৈরিবক্ষস্তট-কপাট-পাটন-প্রকতিত-নরসিংহাবতার-সদামরগণ-গীয়মান-যশসোদার-যশঃ স্বরপূর্ণ-তুহিন-কর-নিকর-ধবলিতাশেষ-দিঙ্মণ্ডল-ধরাখণ্ডল-সৌমারেশ্বর-শ্রীশ্রীমৎ-স্বর্গ-নারায়ণ-দেব-মহামহোগ্র-প্রতাপ-চরিত্র-বিচিত্রিত-গুণসমূহেষু—

পরম-প্রীতিপূর্ব্বক-সৌহার্দ্দ-লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা কুশল, তোমার রাজোন্নতি কুশল-মঙ্গল সদা বাঞ্ছা করি। পরং গড়গ্রাম জয়ন্তী দুই না হয়, সকল দিন একঘর প্রায় চলিয়া যাইতেছে। বিশেষ দিন দিন কুটুম্ব-কুটুম্বিতাএ অধিক ব্যতিরেক কমি না হৈতেছে। অতম্পর কটকীর দ্বায়াএ জানিলাম নবীন কুটুম্বিতা করিবার ইছা হৈছে। এতেকে আমারো অধিক ইছা আছে। যোগ্য ভালে কুটুম্বিতা করণসে উচিত। এতেকে পূর্ব্বাবধি যেমন ধারাণে কুটুম্বিতা করিছে, রাজনীতি ব্যবহারে মর্য্যাদা আছে, সেই সমগ্রী ধারাণে কটকী প্রীত-পত্র পঠাইবায়[১]। এতে সন্দেহ না করিবায়[২]। এথাতে আমার রাজনীতি ধারণে আছে, সে খরছ আমি করিম, আর কটকী বিলম্ব করিবার কিছু কার্য্য নাই। তুমিও তৎকাল পঠাইবায়, আমিও তৎকাল পঠাম। ১৫৯৪ শকত, তেরিক্ষ ২৭ আষাঢ়।

---

১ পাঠাবে। ২ করিবে না/করবে না।

১৬

জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের নিকট আহোমরাজ উদয়াদিত্যসিংহের পত্র

এথা আমার সমস্তে কুশল। তোমার হামো সর্ব্বথা কুশল বাঞ্ছি। অপরঞ্চ তুমি যো অভেদ প্রীতি সম্বন্ধ কহিলা সে সে অভেদ প্রীতিতে রহিছি, এথনো সেই সম্বন্ধ-প্রীতি যেমনে বৃদ্ধি হৈব। পরং ধারাণ এহি যে কালে হ্রাস হয় সকলে প্রীতি হ্রাস, অতঃ ধারাণ রক্ষা করণহে উচিত। বহুত হামু কিমুচাং, আপোনে জ্ঞাতা। আর যি কিছো বাকী সমাচার হয় তাক বলোরামে ও জয়রুক্ষে কহিবেক।

আর তোমার অর্থে পত্র-সন্দেশ—কতিপা ২, কিম্মিজি ২, ঢরা ২, বানিয়া ২, গান্ধ ৪, কটারী ২০, গাঁটিয়ন ২ মোনা, ঝালুক ৪ তোপা, শুক্লে কলীয়াএ চামর ৪। ইতি শক ১৫৯৪, তেরিখ ২৪, মাঘ মাস।

১৭

জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের নিকট তিন গোহাঞি[১] ও বরফুকনের পত্র

এথা আমার সমস্তরে কুশল, তোমার হামু সর্ব্বথা কুশল বাঞ্ছি। পরং তোমারা যি অভেদ সম্বন্ধ-প্রীতিগোট কহিলা তাক আমি পরম আনন্দ হৈয়া জানিলোঁ। রাজা সে সম্বন্ধ-প্রীতিতে রহিছে, এথনো সেই নিবন্ধ-প্রীতিগোট যেমনে বিরুদ্ধ না হৈব। আর ধারণ গোট যি কালে হ্রাস হৈব সেই কালেসে প্রীতি রাস। এতেকেহে ধারণগোট রক্ষা করনেসে উচিত। বহুত আমি কি কহিম, আপুনি জ্ঞাতা। আর বাকী সমাচার যি হই তাক বলোরাম ও জয়রুক্ষে কহিবেক।

আর তোমার অর্থে সন্দেশ—ঢরা ২ থান, ঝালুক ২ তোপা, গাঁঠিয়ান ১ মোনা, কটারী ৪ থান। ইতি শক ১৫৯৪, তেরিখ ২৪, মাঘ মাস।

---

১ অমাত্য, মন্ত্রী। ২ সেনাপতি।

১৮

রুক্ম বুঢ়াগোহাঁইর নিকট জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের পত্র

এথা কুশল, তোমারো কুশল সদা বাঞ্ছা করি। পরং তোমার লিখা পছছিল, সমাচার আদরপূর্ব্বকে জানিলাম। কিন্তু পূর্ব্বাবধি প্রীতি যেমত চলিয়া গৈছে আজিও তেমত। এতেকে উভয়ান প্রীতি অধিক হৈবার উচিত। আমার চিত্তে এমত কার্য্যেসে ভাল প্রতিবাসে। গড়গাঁও জয়ন্তী অভেদ প্রীতিতে চলিয়া যাইতেছে, এতে যে আজি ভেদাভেদ হৈব তেবে প্রীতি কিরূপে রহিব? কি কারণ এমত কহিছে? সকল দিনে ডিমরুয়া আমার খটনীয়ার[১], তারে যে তুমি অধিকার কর ইটো বর অনুচিত। অতঃপর ডিমরুয়া আমারে ছারিয়া দিবা, প্রীতির দিনে দিনে যেমন অধিক হয় তাকে করিবা। বাকী সমাচার আমার সুবুদ্ধিরাই[২] কহিবেক।

তোমার অর্থে সন্দেশ—তেইশ তৃতীয়া গজি ১ থান, গাড়া ১ থান, যুতলোহা ৫ খানা ইতি, শক ১৫৯৫, তেরিখ ১০, মাস পৌষ।

১৯

স্বর্গদেব সুডৈফা বা পর্ব্বতীয়া রাজার নিকট জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের পত্র

স্বস্তি সমস্ত-মস্তকমণি-তালাস্ফালন-পবন-নর্ত্তিত-প্রতাপানল-তাপিত-বৈরি বক্ষ-স্তটক-পাতন-প্রকটিত-নরসিংহাবতার-সদামরগণ- গীয়মান- যশঃপুর- পূর্ণ- তুহিনকর-কিরণ-ধবলিতাশেষ-দিঙ্মণ্ডল-সৌমারেশ্বর-শ্রীশ্রীমৎ স্বর্গনারায়ণদেব মহামহোগ্রপ্রতাপ-চরিত্র-চিত্রিত-গুণ-সমূহেষু—

পরম-প্রীতিপূর্ব্বক-সৌহার্দ্দ-লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা কুশল, তোমার রাজোন্নতি কুশল-মঙ্গল সদা বাঞ্ছা করি। পরং এতদিন জানিছিলাম গড়গাঁও জয়ন্তী দুই না হয়, পূর্ব্বাবধি সত্য নিবন্ধ পূর্ব্বপ্রীতি চলিয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব ছারিয়া সূর্য্য

---

১ খাটার অর্থাৎ থাকবে, তার মানে 'অধীনস্থ' থাকবে। ২ সুবুদ্ধি রায় নামে দূত।

পশ্চিমে উদয় হৈব তেবে সে প্রীতিগোট হ্রাস হৈব। অদ্যাপিতো সে সকল কিছো না চলিছে, তাতে সে আন[১] মত হৈল কারণ কি? আমার ভদ্রাভদ্র বার্ত্তা লৈয়া কটকী তোমার তথাতে যাইতেছে, তোমার তথার কুশল ভদ্রাভদ্র বার্ত্তা লৈয়া কটকী আমার এথাতে আসিতেছে, অন্যোন্য কটকীর দ্বারা এ কুশল বার্ত্তা পাইলে হৃদয় সাহ্লাদ ধরে, মনঃ প্রীতিও অধিক হয়, তাতে এমত কর্ম্ম করিলা, পূর্ব্বাপরে এমত কর্ম্ম না হৈছে। তোমার দিগের পত্র আমার কটকীর স্থানে দিয়া এক বৎসর রাখিয়া অনাদর করিয়া বিদায় করিলাই, তোমার দিগের কটকীও নে দিলাই, এমতটা কোন প্রীতি-কুটুম্বিতার লক্ষণ? যার যার প্রীতি ভঙ্গ হৈয়া থাকে তথাপিও তার কটকীর সহিত কটকী অবশ্য আইছে। তোমার আমার অভেদ প্রীতি, তাতে যে এমতথানি হৈল কারণ কি? কিন্তু তুমি বুলি আছিলাই পূর্ব্ব কুটুম্বিতা বেবহারে অলঙ্কার দিয়া পঠাইছিলা তাক আমি না রাখিলোঁ। কিন্তু আমার মনতে যেমত যার সঙ্গেতে কুটুম্বিতা কার্য্য করিম হেন নিচয় করিলাম তাতে বিলম্ব উচিত না হয়। বিশেষত মঙ্গল কার্য্য শীঘ্রেসে উচিত। তাত শুনিলাম তোমার দেশের আরমত[২] হৈল। এই নিমিত্তে অলঙ্কার কিছো না রাখিলাম, প্রীতিপূর্ব্বক কটকীক বিদাই দিলাম। এই বিদ-সমাচার বিবেচিয়া কহিবার নিমিত্তে কি কারণ না জানি। কুটুম্ব কুটুম্বিতার কোনো বাতে[২] মনে সন্দেস[৩] না হয়। তাতে তুমি বুলিছা আমার বচন না রহিল, এমনটা কেনে উচিত? যার নামেতে অলঙ্কার আইছে তার সে বরণ, তাতে উচিত না হয়। আর বিদ কারণ ডিমরুয়ার সমাচার[৪] প্রীতি কুটুম্বিতার অনুসারে যে কিছো লিখিছিলাম তারে পূর্ব্বাপর আমার অধিকার, আপুনেও জানা। শত্রুএ নিয়াছিল, শত্রু মারিয়া মিত্রে অধিকারী হৈল্য কারণেসে লিখিলাম। তাতে যে তুমি দিলগির হৈলা তার কারণ কি? প্রীতি-কুটুম্বিতা হেন সকলে আছে। যেই জয়ন্তা সেই গড়গাঁও, যেই গড়গাঁও সেই জয়ন্তা। এতেকে আমার মনে কিছো ভেদাভেদ সন্দেস নাই। দিন দিন প্রীতি-কুটুম্বিতা হলে অধিকত অধিক বাঢ়িতে যাইব, কমি কদাচিতো না হৈবেক। আর কুশলাদি সমাচার লেখিয়া কটকী তৎকালে বিদায় করিবাই। আর বাকী সমাচার বিজয়রাম কটকী প্রমুখ্যে জ্ঞাত হৈবাই। কিমধিকং বিজ্ঞেষু।

আর তোমার অর্থে পত্র-সন্দেশ—সাল ১ খান, খাচা ১ খান, গাড়া ১ খান, আদাতাঞ্জি ১ খান, তেইশ গজি ১১ খান, মায়লি ৫ খান, লোহা ৫ খান।

---

১ অন্য।

১ বিপদ। ২ কথার। ৩ সন্দেহ। ৪ ডিমরুয়া নামক রাজ্যাংশের সমাচার, খবর।

CENTRAL LIBRARY

ইতি, শক ১৫৯৯, তেরিখ ৮, মাসে আষাঢ়। পালেহি শক ১৬০০, তেরিখ ১৭, আশ্বিন মাস।

২০

রুক্ম বুঢ়াগোহাঁইর নিকট জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের পত্র

স্বস্তি প্রবল-বিপক্ষ-মত্ত-মাতঙ্গ-দলনৈক-দিগ্বিলাসিনীগণ-গীত-গুণ-সন্তান-প্রচণ্ড-দোর্দ্দণ্ড-মণ্ডিতাখণ্ড-কোদণ্ড-খণ্ড-খণ্ডীকৃত-চণ্ডি-তুণ্ড-কুন্দ-প্রান্ত-প্রতাপ- মার্ত্তণ্ড- ডিণ্ডি-মোর্জ্জিতাখণ্ড-মহীমণ্ডল-যশস্তট-সৎদান-সম্পাদিত- সৎকীর্ত্তি-লতাকুলাকুলিত- কলা-নিধি-কাসিতা-কামিনী-জয়ন্তীপুর-পুরন্দর-শ্রীশ্রীযুত-লাণ্ডা সুলতান[১]-মহারাজ-লক্ষ্মী-সিংহ-প্রবল-প্রতাপানাং সকল-মন্ত্রণাতন্ত্র-বিচার-চাতুরি-তুহিন-রোচি-স্তিরোহিতা-রাতি-মণ্ডলীকৃত-সমস্ত-সঙ্গাত-গির্ব্বাণ-গীয়মান-যশোদার-শ্রীযুত-বুঢা-গোহাঞি-পরম-সুচারু-চরিতেষু—

পরম-স্নেহপূর্ব্বক-শুভাশীঃ কার্য্যঞ্চ। পরং এতদিন জানিছিলাম গড়গাঁও জয়ন্তী দুই না হয়, পূর্ব্বাবধি সত্য নিবন্ধে পূর্ব্ব-প্রীতি চলিয়া গৈছে। পূর্ব্ব ছারিয়া সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হৈব, ভাটি লোহিত[২] উজান চলিব[৩], কলা[৪] কাক ধবল হৈব তেবেসে প্রীতিগোট চলিব। অদ্যাপি সে সকল কিছো না চলিছে, তাতে যে আর এমত হৈল কারণ কি? আমার চিত্তে এথার ভদ্রাভদ্র বার্ত্তা লৈয়া কটকী তোমার তথাতে যাইতেছে, তোমার তথার কুশল ভদ্রাভদ্র বার্ত্তা লৈয়া কটকী আমার এথাতে আসিতেছে। অন্যোন্যে কটকীর দ্বারাই কুশল বার্ত্তা পাইলে হৃদয় সাহ্লাদ ধরে, মনঃ প্রীতি অধিক সন্তোষ হয়। তাতে যে এমত কর্ম্ম করিলা? পূর্ব্বাপর এমত কর্ম্ম না হৈছে। তোমার দিগের পত্র আমার কটকীর স্থানে দিয়া অনাদর করিয়া তোমার কটকীও নাদিলাই, এমতটা কোন প্রীতি-কুটুম্বিতার লক্ষণ? যার যার প্রীতি ভঙ্গ হৈয়া থাকে তথাপিও তার কটকী সহিতে কটকী অবশ্য আইসে। তোমার আমার অভেদ প্রীতি, তাতে যে এমনথানি হৈলা তার কারণ কি? কিন্তু তুমি বুলিয়াছিলাই পূর্ব্ব-কুটুম্বিতা ব্যেবহারে অলঙ্কার দিয়া পঠাইলা তাক আমি না রাখিলাম। কিন্তু আমার

---

১ জয়ন্তীয়া রাজাদের লাণ্ডা সুলতান বলা হত। ২ ব্রহ্মপুত্র নদী। ৩ ওপরের দিকে যাবে। ৪ কালো।

মনতে এমত, যার সহিতে প্রীতি-কুটুম্বিতা কার্য্য করিম হেন নিচয় করিলাম তাতে বিলম্ব উচিত না হয়। বিশেষত মঙ্গল কার্য্য শীঘ্রেসে উচিত। তাতে শুনিলাম তোমার দেশর আরমত[১]। এই নিমিত্তে অলঙ্কার কিছো নারাখিলাম, প্রীতি-পূর্ব্বক কটকী বিদায় করিলাম। এই বিদ্ সমাচার বিবেচিয়া কহিবার উচিত নিমিত্তে কি কারণ না জানি। কুটুম্ব কুটুম্বিতার মধ্যে কেমনে সন্দেস হই? তাতে তুমি বুলি আছা আমার বাত নারহিল, এমনটা কোন উচি ত যার নামেতে অলঙ্কার আসে তারেসে উচিত বরণ,[২] তাতে উচিত[৩] নাহয়। আর বিদ্ কারণ ডিমরুয়ার সমাচার প্রীত-কুটুম্বিতা অনুসারে যে কিছো লেখিয়াছিলাম তারে পূর্ব্বাপর অধিকারী, আপোনেও জানা। শত্রুএ নিয়াছিল, শত্রু মারিয়া মিত্রের অধিকার হৈল কারণে সে লেখিয়াছিলাম। তাতে যে তুমি দিলগির হৈলা তার কারণ কি? প্রীতি-কুটুম্বিতা হলে সকলে আছে। জয়ন্তাসে গড়গাঁও, যেই গড়গ্রাম সেই জয়ন্তা, এতেকে আমার মনে কিছু ভেদাভেদ নাহি। দিনে দিনে প্রীতি কুটুম্বিতা অধিক হলে অধিকত অধিক বাড়িতে যাইব, কমি[৪] কদাচিতো না হৈব। আর কুশলাদি সমাচার লেখিয়া কটকী তৎকালে বিদাই করিবাই। আর বাকী সমাচার বিজয়রাম কটকী প্রমুখো শুনিবা। কিমধিকং বিজ্ঞবরেষু।

আর তোমার নিমিত্তে সন্দেস—খাচা ১ খান, তৈইশগজি ১ খান, লোহা ৯। ইতি, শক ১৫৯৯, তেরিখ ৮, মাস আঘন। পালেছি শক ১৬০০, তেরিখ ১৭, মাস ভাদ্র।

২১

বরফুকন গোহাঁইর নিকট জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের পত্র

স্বস্তি প্রবল-বিপক্ষ-মত্তমাতঙ্গমদনৈক-পঞ্চানন-দিগ্বিলাসিনীগণ-গীয়মান-গুণ-সন্তান-শ্রীশ্রী যুত লাণ্ঠা সুলতান-মহারাজ-লক্ষ্মীসিংহ-প্রচণ্ড-প্রতাপানাং সৌর্য্যো-পার্জ্জিত-মহীপতি-প্রীতিপ্রাপ্ত-প্রচুর-রাজশাসনৈকধাম-শ্রীযুত বরফুকনগোহাঞি-পরম-সুচারু-চরিতেষু—

১ বিপদ। ২ বরণ করা উচিত। ৩ অনুচিত। ৪ কমিয়া, কমে।

CENTRAL LIBRARY

পরম-স্নেহপূর্বক-শুভাশীঃ কার্য্যঞ্চ। এথা কুশল, তোমার কুশল সদা চাহি। পরং সমাচার সমিচিনে সকলে জ্ঞাত হৈলাম। কিন্তু জয়ন্তা গড়গ্রাম দুই না হয়। আর যে কারণ ফিরিছিল তারে পূর্বে এ লেখিলাম। কিন্তু অখন সে সম্বন্ধ-কুটুম্বিতা চলিয়া যাওক। এতে কিছু সন্দেহ নাহি। তোমার আমার সম্বন্ধগোট আজির না হয়, যাবত পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতেছে। অতয়েব সূর্য্য পূর্ব ছারিয়া পশ্চিমে উদয় হব, কৃষ্ণ কাক ধবল হৈব, ভাটির লোহিত্য উজানে চলিব তথাপিও প্রীতিগোট হ্রাস নাহৈব।

* * *

(বাকি অংশ নেই। বুরঞ্জীর মধ্যে পত্রটির তারিখ নির্দেশে নতুনত্ব দেখা যায়। তাতে লেখা আছে :

১৬০০ শকত ভাদ্রর ১৩ দিন গতে বরফুকনলৈ জয়ন্তার এই লিখা।)

২২

জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের নিকট স্বর্গদেব সুডৈফা বা পর্ব্বতীয়া রাজার পত্র

এথা কুশল, তোমার কুশল সর্বদা চাহি। পরং তোমার উকীল আসিল, সমাচার প্রীতি-পূর্বকে জানিলাম। বিশেষত সূর্য্য পূর্ব ছারিয়া পছিমে উদয় হৈব, লোহিত্য পূর্বদিশক[১] চলিব, বক কাকে আপোনার পূর্ব বর্ণ এরি[২] বিবর্ণ ধরিব, তথাপি আমার তোমার মিত্র, ৺রে সম্বন্ধ-প্রীতিগোট থলিত নাহৈব হেন যি বুলি পূর্বত নিবন্ধগোট করা গৈছে এথনো মই[৩] সেই সম্বন্ধ-প্রীতিগোটতহে রহিছো। তুমি পূর্বনিবন্ধগোটক এরি যি কারণে মোর উকীলক নিবারণ করিলা এই কারণে সে মঞ্চি[১] উকীল-পত্র নপঠালোঁ। মোর পত্র যে যোয়াএ[২] নাই, হঠাতে কি নিমিত্তে মোলৈ পত্রর কারণ লেখিলা? আর বোলা[৩] যার সঙ্গে অপ্রীতি হয় তারো উকীলর সঙ্গে উকীল পঠাই। এইখানকো[৪] বোলা মোর উকীলকো নিবারণ করা, দুয়ো আথার[৫] বুলিবার তোমার ধারণ না হয়,

---

১ পূর্বদিকে : ব্রহ্মপুত্র নদীর গতি পূর্ব থেকে পশ্চিমে, কিন্তু তা পশ্চিম থেকে পূর্বে যেতে পারে—যদি এই অসম্ভব ও ঘটে। ২ ছেড়ে। ৩ আমি।

১ আমি। যাহাই। ২ 'বললে' অর্থাৎ 'বলেছ'। ৩ এই রকমই। ৪ আকার, রকম

ইথানকো তুমি আপুনি জানা অধিক কি বুলিম। আর বাকী সমাচার শ্রীবলোরাম ও শ্রীজয়কৃষ্ণর মুখে জানিবা।

আর তোমার অর্থে সন্দেশ—কিম্মিজি ২, কতিপা ২, বানিয়া ২, বরঢরা ২। ইতি, শক ১৬০০, তেরিখ ৪, আঘন মাস।

২৩

সন্দিকৈ দিহিঙ্গীয়া ফুকনের[১] নিকট জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের পত্র

স্বস্তি প্রবল-বিপক্ষ-মত্তমাতঙ্গ-দমনৈক-পঞ্চানন-দিগ্বিলাসিনীগণ-গীয়মান-গুণ-সন্তান-শ্রীশ্রী যুত লাণ্ডা সুলতান[২]-মহারাজ-লক্ষ্মীসিংহ-প্রচণ্ড-প্রতাপানাং-সৌর্য্য-প্রার্থিত মহীপতেঃ প্রীতিপ্রাপ্ত-প্রচুর-রাজ-সম্মানৈক-ধন-শ্রীযুত-দিহিঙ্গীয়া ফুকন-পরম-সুচারু-চরিত্রেষু—

পরম-স্নেহপূর্ব্বক-শুভাশীঃ কার্য্যঞ্চ। এথা কুশল, তোমার কুশল সদা চাহি। পরং সমাচার পহুছিল সকলে জ্ঞাত হৈলাম। কিন্তু গড়গাঁও জয়ন্তা দুই না হয়। পূর্ব্বাপর কুটুম্বান্তরূপে এক ঘর প্রায় চলিয়া গৈছে। এখনো ৺রে কারণ অধিকতো অধিক স্নেহান্তরূপে সম্বন্ধ-গোট চলিয়া যাইব। এতে ছলিবার না হয়[৩]। আর বার যে কারণ ফিরিছিল তারে পূর্ব্বেও লেখিয়াছিলাম, কিন্তু অথনো সেই সম্বন্ধ-কুটুম্বিতা অন্তরূপে চলিয়া যাওক, এতে কিছু সন্দেহ নাহি। তোমার আমার সম্বন্ধ-গোট ছলিবার না হয়। আর বিশেষ সমাচার বিজয়রাম কটকীর প্রমুখো জ্ঞাত হৈবাই।

আর তোমার নিমিত্তে পত্র-সন্দেশ—থাচা ১, গাড়া ১। ইতি, শক ১৬০৫, তারিখ ১৪, ফাগুন মাস। পালেহি শক ১৬০৬, তারিখ ৬, আষাঢ় মাস।

---

১ আহোম সরকারের জনৈক মন্ত্রী, সেনাপতি, অমাত্য। ২ জয়ন্তীয়া রাজগণের প্রচলিত উপাধি।
৩ নষ্ট হবার নয়।

২৪

সান্দিকৈ বরফুকনের[১] নিকট জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের পত্র

স্বস্তি নিজদোর্দ্দণ্ড-ধৃতকোদণ্ড-ন্যস্তদ্বাণাবলি-খণ্ডিতা-শেষ-শত্রু-মুণ্ড-মুণ্ডিত-প্রতাপ-তপন-নিরন্তর-শ্রেষ্ঠদেব-চরণ-পঙ্কজ-ভৃঙ্গায়িতমতি-শূরবর-জয়ন্তীপুর-পুরন্দর-শ্রীশ্রীযুত - লাণ্ঢা সুলতান-মহারাজ-লক্ষ্মীসিংহ-প্রবল-প্রতাপানাং বিবিধ-গুণ - গৌরব-মর্য্যাদা-পারাবার-মহোদার-সৌন্দর্য্য-নির্জ্জিতাশ্বিনীকুমার-শ্রীযুত-বরফুকন-সুচারু-চরিত্রেষু —

পরম-স্নেহপূর্ব্বক-শুভাশীঃ কার্য্যঞ্চ। এথা কুশল, তোমার কুশল সদা চাহি। পরং এতদিন জানিছিলাম গড়গাওঁ জয়ন্তী দুই নাহয়, সত্য নিবন্ধতে চলিয়া যাইতেছে। এখন জানিলোঁ তোমার প্রীতিগোট ভাঙ্গিবার ইচ্ছা হৈছে। আমি যেসকল সত্য কহি তাক তুমি প্রত্যয় নাকর। আমার দেশত দুইজন মনুষ্য আসিয়া পহুছিল। সে বোলে—'আমি ৺৺র কোঁয়র'। তেবে আমি নিজ চাকর দিয়া তোমার দুজনা কটকীত সুধিলোঁ কোঁয়র হয় নহয়।[২] সিবোলাকে[৩] বোলে—'নিছয় নাজানো।' সে বাতে আমি অনাদর করিলোঁ। সে অনাদর পায়া দেশ-বিদেশ চলিয়া গৈল, আমি তার রক্ষক নিকি?[৪] এতেকে তুমি ছল করিয়া দুইজনার কারণ এতদিনর প্রীতি ভাঙ্গিবর ইচ্ছা হৈছে। এতেকে তোমার ধর্ম্ম তুমি জানা। আর আমি পূর্ব্ব সত্য নিবন্ধতে আছি। আর চকীর সমাচার আপুনে জানা। সত্য নিবন্ধ যেটা আছে কিয়[৫] নাচলিছে? প্রীতিগোটক চায়া তোমার পার আমার পার। তোমার এ অল্প দায়, এতে কোনো সন্দেস নাই। এতে যে সত্য লরায়া থাকে তাকে অন্যো অন্যো দণ্ড করিবো। কিন্তু এতদিনর প্রীতিগোটক অল্পদায়তে রাস হইতেছে, তোমার প্রধান প্রধান পাত্র-মন্ত্রী থাকন্তে এ কোন উচিত? আর আমার দেশর তিনি দলৈ[৬] পত্র লৈয়া আইতেছি[৭]। পত্র-সমাচার শুনিয়া এমারাক[৮] দরবর[৯] বিদাই করিবাই।

পত্র-সন্দেস—তোমার নিমিত্তে খাচা ১ খান লৈবাই।

---

১ আহোম সরকারের আর একজন অমাত্য। ২ কুমার হয়, না নয়? অর্থাৎ 'সত্যিই কি কুমার?' ৩ তারা। ৪ নাকি? ৫ কেন? ৬ দলই কটকী। ৭ লিপিকর প্রমাদ বশত 'আইতেছি' হয়েছে, হবে 'আইতেছে'। ৮ এদের। ৯ উপযুক্ত।

২৫

সন্দিকৈ বরফুকনের নিকট জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের পত্র

স্বস্তি নিজদোর্দ্দণ্ড-ধৃতকোদণ্ড-ন্যস্তদ্বাণাবলি-খণ্ডিতাশেষ-শত্রুমুণ্ড-মণ্ডিত-প্রতাপ-তপন-নিরন্তর-শ্রেষ্ঠদেবচরণ-পঙ্কজ-ভৃঙ্গায়িতমতি-শূরবর-জয়ন্তীপুর- পুরন্দর - শ্রীশ্রীযুত-লাণ্ঢা সুলতান-মহারাজ-লক্ষ্মীসিংহ-প্রবল-প্রতাপানাং বিবিধ-গুণ-গৌরব-মর্য্যাদা-পারাবার-মহোদার-সৌন্দর্য্য-নির্জ্জিতাশ্বিনীকুমার শ্রীযুত - বরফুকন - পরম - সুচারু-চরিত্রেষু—

পরম-স্নেহপূর্ব্বক-শুভাশীঃ কার্য্যঞ্চ। এথা কুশল, তোমার কুশল সর্ব্বদা চাহি। পরং বিশেষ সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হৈব, লোহিত্য পূর্ব্বদিশক বহিব, কলা কাক শুক্ল হৈব, বক কৃষ্ণবর্ণ হৈব, তথাপি তোমার আমার প্রীতিগোট খলিত নাহৈব হেন বুলিছি। পূর্ব্বর নিবন্ধগোট বন্ধা[১] হৈছে। এখনো আমি সেই পূর্ব্বপ্রীতিতে আছোঁ। কিন্তু তোমার কটকীর থানে যে কহিছিলাম সে এখানেতে আছে। তাতে আমি এমত্ত জানিছিলাম, সে দেশ-বিদেশ চলিয়া যাইব। যদ্যাপি এখনো আমার দেশতে থাকে তবে তারার[২] একথান হৈত। কিন্তু প্রীতিক চায়ো[৩] ই কোন কর্ম্ম? কিন্তু পূর্ব্বাপর এমতথান নাই। তোমার দেশর ভাল মনুষ্য আমার দেশে আসে আমি তাক দিব। আমার দেশর ভাল মনুষ্য তোমার দেশে গৈলে তোমোরা তাক দিবা, নাদিলে প্রীতি হ্রাস হৈব। এমতথান যদি পূর্ব্বাপর সত্য নিবন্ধতে থাকিতো তাক আমি লোহার পিঞ্জরা করি রাখিতো। পূর্ব্বে এমত নিবন্ধ করা নাই, তাতে প্রীতি রাস হৈব কোন উচিত? কুলশীল-ধর্ম্মার্থ-শাস্ত্রানুসারে বুজ[৪] এতকালের প্রীতিগোট ভগ্ন হৈলে ই দোষ কাত[৫] লাগিব? এতেকে তুমি আপোনে বিজ্ঞ। এতেকালব প্রীতিগোট হ্রাস হৈবার উচিত নাহয় আর তুমি হাট-আরেঙ্গ[৬] দিয়া চকীথান যিথানে সীমনা করি কবুল এরিলা[৭] ইথান কোন উচিত? পূর্ব্বাপর তোমার আমারো সীমা সেই পারে। তোমার উজনী[৮] হলে ভাটিত[৯] যেনে আক[১০] তুমি আপোনে জানা। প্রীতি-পূর্ব্বকে হাট-আরেঙ্গ কুলিঙ্গর[১১] মুখত ভিতরে দি তবে মনুষ্য দি ভাঙ্গিবর লুটিবর কারণ কুলিঙ্গর মুখত পানীচকী[১২] দিছ। এখনে প্রীতিক চাইতে তাকো তুমি সীমনা বোলা। এতেকাল সীমনা করিলা বুলিছ নাশুনিছি, আজি যে বুলি ইথান

১ বান্ধা, বাঁধা। ২ তাদের। ৩ চাইতে/প্রীতির চাইতে। ৪ বোঝা। ৫ কাকে। ৬ হাট-বাজার। ৭ ছেড়ে দিলে। ৮ ওপরে, উচ্চে। ৯ নিচে, নিম্নে। ১০ তাকে। ১১ নদী বিশেষ। ১২ জল পাহারা।

CENTRAL LIBRARY

কোন উচিত? কিন্তু আমার মনে এমত ইচ্ছা স্নেহানুরূপে সম্বন্ধ-প্রীতিগোট উভয়ানুপক্ষে অধিকতো অধিক চলিয়া যাইব। এখনো আমি সেই সত্য নিবন্ধতে আছি। তাত যদি তুমি কথার ছল করি এতেক কালর প্রীতিগোট ভাঙ্গা[১৩] এতে তোমার ইচ্ছা। ঈশ্বর শিব কামাক্ষা ৺৺পি ৺৺ সাখী যার পরা ভাগে ধর্ম্মার্থ বুজিয়া যেটা যুগুত[১৪] হয় তাহাক করিবাই। আর বাকী সমাচার তিনি দলৈর মুখে জ্ঞাত হৈবাই।

আর তোমার নিমিত্তে পত্র-সন্দেশ—খাচা ১ খান। শক ১৬১০, তারিখ ৩, মাস ফাগুন।

২৬

সন্দিকৈ বরফুকনের নিকট জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের পত্র

স্বস্তি প্রচণ্ড-দোর্দ্দণ্ড-খণ্ড-খণ্ডীকৃতারি-মুণ্ড-পরস্থল-প্রবল-মত্তমাতঙ্গ- গণ্ড - লীলয়া-মুণ্ড-কবর-স্থবির-নিজ-ধৈর্য্য - মর্য্যাদাভি - রামাভিরত - প্রার্থিতাভি - মতাশ্বৈর্য্যাস্ত - বিতরণজনিত-যশঃপারাবার-পরিপূরিত-দিগন্তর-ত্রিভুবন-বিরাজিত-শ্রীশ্রীযুত - লাণ্ডা সুলতান-মহারাজ-লক্ষ্মীসিংহ-প্রবল-প্রতাপানাংসকল-মঙ্গল-কুল - কলাপা - লিঙ্গিত-কলেবর-বিবিধ-গুণাগার-গাম্ভীর্য্যোর্জ্জিত-রত্নাকর - নিরন্তর - শ্রেষ্ঠদেবচরণ - পঙ্কজ - ভৃঙ্গায়িতমতি-শূরবর-শ্রীযুত-বরফুকন-পরম-সুচারু-চরিত্রেষু—

পরম-স্নেহপূর্ব্বক-সগৌরব-লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা কুশল, তোমার কুশল সদা চাহি। পরং সমাচার এই—আমার তিনি দলৈর থানে যি লিখিছিলা আপোনে, আজি নব কথা হৈল, প্রীতি নারহিল এমত সমস্তে জানিলেঁ। কিন্তু আমার এথাকার সকল সমাচার পূর্ব্বে জ্ঞাত আছে, এতে এমতটাহে উচিত। এখন বারুরূপে[১] তোমার কটকী আসিয়া আমার দিগের ভদ্রাভদ্র বার্ত্তা জানিয়া যাইবের লাগে,[২] অপর আমার দিগের উকীল গৈয়া ভদ্রাভদ্র বার্ত্তা জানিয়া

---

১৩ ভাঙ্গো, ভঙ্গ করো। ১৪ উপযুক্ত।

১ ভালরূপে, ভাল করে। ২ যেতে হবে, যাওয়া উচিত।

আসিবার লাগে[৩]। এসকল অভেদ প্রীতির চিন[৪]। এতেকে এমত কার্য্য করণ উচিত যেন তোমার আমার এতেকালের প্রীতিগোট রাস নাহয়, দিনে দিনে অধিকাধিক হৈতে যায় তাক করিবাই। আর তোমার মনে যেটা ধরে তাক করিবা আমার দলৈসকলক[৫] বিদায় করিবাই।

পত্র সন্দেশ—কাপর ১ থান লৈবাই।

২৭

জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের নিকট সন্দিকৈ বরফুকনের পত্র

স্বস্তি সকল-কুল-কলাপালিঙ্গিত-কলেবর-গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষক পালক-নিজ-মর্য্যাদাভিরত-প্রতাপ-তপন-তাপ-তাপিত-জন-শ্রীশ্রীযুত-লাণ্টা স্থলতান-মহারাজ-লক্ষ্মীসিংহ-প্রচণ্ড-প্রতাপানাম্—

সৌহার্দ্দিপূর্ব্বক-লেখনং প্রয়োজনঞ্চ। পরং এথাত[১] আমার সমস্তে কুশল। তোমার কুশল সদা চাহি। পরং তুমি যি লেখিছিলা এখন বারুরূপে প্রীতির কারণে অন্যো অন্যে উকীল-পত্র গতাগত করিব, পূর্ব্বপ্রীতিগোট হ্রাস নাহৈব, এথান[২] হয়। কিন্তু আমাত[৩] হন্তে[৪] পূর্ব্বপ্রীতিগোটতো রাস নহৈছে, তোমাত হন্তেসে[৫] হ্রাস হইছে। বিশেষ এখন তুমি পূর্ব্বনিবন্ধত রহিয়া যে প্রীতিক বাঞ্ছা করিছা, ভাল তোমার মনোরথ ঈশ্বরে পূরণ করিব হেন নিঃসন্দেসরূপে জানি, তোমার উকীল-পত্র পূর্ব্বধারণে পঠাই দিবা। এই প্রীতিগোট চলিবার কারণে আমরাও যত্ন করিম।

আর তোমার নিমিত্তে পত্র-সন্দেস—কস্তুরী ১ থান, দান্তর ডাবেরে চড়ালগা কটারী ১ থান, উকা ১ থান, শিঙ্গর ডাবেরে চরালগা ১ থান, উকা ১ থান, মরিচ ৫ সের। ইতি, শক ১৬১১, তারিখ ২২, মাস ফাগুন।

---

৩ আসতে হবে, আসা উচিত ৪ চিহ্ন। ৫ দলই সকলকে, পত্রবাহকদের, দূতগণকে।

১ সেখানে, তথায়। ২ এইখানি। ৩ আমাদের। ৪ থেকে, হতে। ৫ তোমাদের থেকে।

২৮

সাঁদিকৈ বরফুকন ও চেটিয়া ফুকনের নিকট জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের পত্র

স্বস্তি নিজদোর্দ্দণ্ড-ধৃতকোদণ্ড-স্তম্ভানাবলি-খণ্ডিতাশেষ-শত্রুমুণ্ড-মুণ্ডিত-প্রতাপ-তপন-নিরন্তর-শ্রেষ্ঠদেবচরণ-পঙ্কজ-ভৃঙ্গায়িতমতি-শূরবর-শ্রীশ্রীযুত-লাণ্ঢা স্থলতান-মহারাজ-লক্ষ্মীসিংহ-প্রচণ্ড-প্রতাপানাং বিবিধ-গুণ-গৌরব-মর্য্যাদা-পারাবার-মহোদার-সৌন্দর্য্য-নির্জিতাশ্বিনীকুমার-শ্রীযুত-বরফুকন গোহাঞি ও শ্রীযুত-চেটিয়া ফুকন গোহাঞি পরম-সুচারু-চরিত্রেষু—

পরম স্নেহপূর্ব্বক-শুভাশীঃ কার্য্যঞ্চ। পরং এথা কুশল। তোমার কুশল সদা চাহি। পরং সমাচার—গড়গাওঁ জয়ন্তী দুই নাহয়, একঘর প্রায় সম্বন্ধ-প্রীতিতে চলিয়া গৈছে। এমতটা জানিয়া তোমার প্রীতি-পত্র দুই কটকীর মুখে যে বাণী শুনিয়া পূর্ব্ববত[১] ব্যবহারে যেমত যুগুত[২] হয় তাহাক করিলাম। তাহাকে তোমার কটকী প্রমুখ্যে শুনিয়া জ্ঞাত হৈবাই। অতঃপরং আমার অদ্যাবধি মনত[৩] এটা আছে। এতেকে কালর প্রীতিগোট কোনোমত প্রকার[৪] রাস নাহৌক, দিনে দিনে অধিক হৈয়া যাউক। আর তোমার আমার মধ্যে কোনো অংশে কোনো বাতের[৫] সন্দেস নারহিব, পূর্ব্বাপর মাফিক প্রীতিগোট চলিয়া যাউক। অতঃপর ইহাত আমি নিসন্দেসে আছি, যেরূপে পূর্ব্বপ্রীতিগোট হ্রাস নাহৈ[৬] তাহাক[৭] করিয়া পূর্ব্বাপর মাফিক মর্য্যাদা ব্যবহারে প্রীতি-পত্রো তোমার উকীল সঙ্গে দিয়া আমার কটকী বিদায় করিবাই। তাতে তুমি আপুনে জ্ঞাতা। বিশেষ কি লেখিম, বাকী সমাচার আমার কটকী শ্রীবিজয়রাম প্রমুখ্যে জ্ঞাত হৈবাই।

আর তোমার নিমিত্তে পত্র-সন্দেশ—খাচা ১ খান, গাড়া ১ খান, লোহা ৭ খান। ইতি, শক ১৬১২, তারিখ ১, মাস ভাদ্র।

---

১ পূর্ব্ববৎ। ২ উপযুক্ত। ৩ মনে। ৪ কোনো মতে। ৫ কথায়। ৬ না হয়।
৭ তাহাকে অর্থাৎ তা।

২৯

সন্দিকৈ বরফুকন ও চেটিয়া ফুকনের নিকট জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের পত্র

স্বস্তি নিজদোর্দ্দণ্ড-ধৃতকোদণ্ড ন্যস্তস্থাণাবলি-খণ্ডিতা-শেষ-শত্রুমুণ্ড-মণ্ডিত-প্রতাপ-তপন-নিরন্তর-শ্রেষ্ঠদেবচরণ-পঙ্কজ-ভৃঙ্গায়িতমতি-শূরবর-জয়ন্তীপুর- পুরন্দর- শ্রীশ্রীযুত-লাণ্ডা সুলতান-মহারাজ-লক্ষ্মীসিংহ-প্রচণ্ড-প্রতাপানাং বিবধ-গুণ-গৌরব-মর্য্যাদা-পারাবার-মহোদার-সৌন্দর্য্য-নিজিতাশ্বিনীকুমার-শ্রীযুত-বরফুকন, শ্রীযুত-চেটিয়া ফুকন-পরম-সুচারু-চরিত্রেষু—

পরম-স্নেহপূর্ব্বক-শুভাশীঃ কার্য্যঞ্চ। এথা কুশল, তোমার কুশল সদা চাহি। পরং সমাচার এহি—গড়গাঁও জয়ন্তী দুই নাহয়। পূর্ব্বাবধি সত্য নিবন্ধ প্রীতিপূর্ব্বকে চলিয়া গৈছে। পূর্ব্ব ছারিয়া সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হৈব, কলা কাক ধবল হৈব, ভাটির[১] লোহিতা উজান চলিব তথাপি প্রীতিরাস নাহৈব। অদ্যাপিও সেসকল কিছু নাচলিছে, কিন্তু উভয়ানুপক্ষে প্রীতিতে রহি কুটুম্বিতা স্নেহানুরূপে চলিয়া যাইতেছে। ৺৺কারণ এখনো প্রীতি-কুটুম্বিতা স্নেহানুরূপে প্রীতিপূর্ব্বক অধিকাধিক চলিয়া যাওক। এতে কিছু সন্দেস নাই। পরন্তু যেরূপে পূর্ব্বপ্রীতিগোট রাস নাহয় তাক[২] করিবা। পূর্ব্বাপর মাফিক মর্য্যাদা ব্যবহারে প্রীতি-পত্র তোমার কটকী সঙ্গে দিয়া মোর কটকী বিদায় দিবা। এতে তুমি আপুনি বিজ্ঞ, বিশেষ কি লেখিম। বাকী সমাচার শ্রীবিজয়রাম ও শ্রীবিক্রমর মুখে জ্ঞাত হৈবা।

আর তোমার নিমিত্তে পত্র-সন্দেশ—খাচা ১ খান, গাড়া ১ খান, লোহা ৭ খান। ইতি, শক ১৬১৬,, তারিখ ২৫, মাস আষণ।

৩০

জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের নিকট সন্দিকৈ বরফুকনের পত্র

স্বস্তি সকল-দিগদিগান্তর-দিগ্‌গজ-রাজন্যক-মুকুট-বিলুণ্ঠিত - পাদপীঠ যোধন-শৌণ্ড-দোর্দ্দণ্ড-বিদ্রাবিতারি-মস্তকাখণ্ড-প্রতাপ-বিলিণ্ডীকৃত-দস্যুসংহার-ধর্ম্ম - কুমুদ -

---

১ নিচের অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের নিচের স্রোত ওপরে যাবে। ২ তা করবে, সেইরূপ করবে।

ভাস্কর-ধর্ম্ম-প্রতিপালিত-ভূমণ্ডল-শ্রীশ্রীযুত-লাণ্ডা সুলতান-মহারাজ-লক্ষ্মীসিংহ- প্রচণ্ড-প্রতাপানাম্—

প্রীতিপূর্ব্বক-লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা কুশল, তোমার কুশল সদা চাহি। পরং তোমার লিখা আসিল, সমাচার প্রীতিপূর্ব্বকে জানিলোঁ। বিশেষ সূর্য্য লোহিত্যাদির বর্ণ গতি বিপরীত হৈলেও পূর্ব্বপ্রীতি রাস নহৈব। এমন সত্য নিবন্ধে যদি অভেদ প্রীতি-কুটুম্বিতাগোট অন্যোন্যে চলি গৈছে হেন যি লিখিছা যাতো এইরূপে সকল দেশ-বিদেশর লোকসকলে শুনি প্রশংসা করিছে। অতএব আমিও সেই প্রীতি-কুটুম্বিতাগোট অন্যোন্যে চলি গৈছে নিমিত্তেহে রহিছে[১]। অপরঞ্চ অধিকাধিক স্নেহরূপে কিসক[২] নাচলিব? কিন্তু যে বিধ [illegible] নিশ্চয়ত হন্তে অধিক স্নেহানুরূপ প্রীতি-কুটুম্বিতাগোট শোভন হয় তাক তুমি মাত্র বিচার পরে করিবা আরু[৩] পূর্ব্বপ্রীতিকে রাস নাহৈবার কারণ পূর্ব্ব মাফিক মর্য্যাদা ব্যবহারে প্রীতি-পত্র সহিতে উকীল-পত্র পঠাবর[৪] খান[৫] যি লিখিছিলা আমি সেই ধারাণে পূর্ব্বপ্রীতির বৃদ্ধি-পথতে রহিছোঁ। কিন্তু তোমাত হন্তে[৬] পূর্ব্বপ্রীতিগোট যি কার্য্যর পরা[৭] রাস নাহৈব[৮] তাক তোমার করনেহে উচিত। ইহাক তুমি আপোনে জানা। অধিক কি লিখিম। আর বাকী সমাচার আমার কটকী শ্রীবলোরাম ও শ্রীজয়কৃষ্ণর মুখে জ্ঞাত হৈবায়।

আর তোমার অর্থে সন্দেশ—গান্ধ ২টা, ঢরা ২ খান, মরিচ ২০ সের, কটারী চরালগা ১০ খান, উকা ১০ খান। ইতি, শক ১৬১৬, তারিখ ২৪, মাঘ মাস।

৩১

সান্দকৈ বরফুকন ও চৌটিয়া ফুকনের নিকট জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের পত্র

স্বস্তি শ্রীমৎ-ত্রিপুরহর-পদাম্ভোরুহ-বিনিঃস্যন্দন্-মকরন্দ-পান-তুন্দিলমনো-শৈলাগ্র-নিজকরকলিত-তীক্ষ্ণাসি-বিছিন্ন-বিপক্ষ-পক্ষ-স্কন্ধ - গলিত - সিন্দুরাভি - সেকীকৃত - মেদিনী-মণ্ডলাজস্র-বিবিধ-ধন-দীন-দৈন্য-দমনাতুলকীর্ত্তি-বদান্যতা-ভিকৃত -দিঙমণ্ডল-

---

১ লিপিকর প্রমাদবশত 'রহিছে' হয়েছে, হবে 'রহিছোঁ'। ২ কিজন্য। ৩ আর, এবং। ৪ পাঠাবার। ৫ (পত্র)-খান। ৬ তোমার থেকে। ৭ কাজের থেকে। ৮ হ্রাস না হবে।

CENTRAL LIBRARY

শ্রীশ্রীযুক্ত লাণ্ঢা সুলতান-মহারাজ-লক্ষ্মীসিংহ প্রচণ্ড-প্রতাপানাং সকল-গুণ-ভাজন - পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-পুরুষ-শীল-ধর্ম্ম-প্রতিপাল-প্রকাশীকৃত-হিম-ঘনসার- প্রতিকায় - যশো-রাশি-বিরাজিত-শ্রীযুত বরফুকন, শ্রীযুত চেটিয়া ফুকন-পরম-সুচারু-চরিত্রেষু—

পরম-স্নেহপূর্ব্বক-শুভাশীঃ কার্য্যঞ্চ লেখনং। পরং তোমার লিখন পৌছিল, সমাচার প্রীতিপূর্ব্বকে জ্ঞাত হৈলাম। অপর গড়গাওঁ জয়ন্তা দুই নাহয়, সত্য নিবন্ধ পূর্ব্বাপর এক ঘর প্রায় সম্বন্ধ-প্রীতিতে চলিয়া যাইতেছে। আর তুমি যি কিছু লেখি আছা সে উত্তম লেখিছা। অতঃ অদ্যাবধি আমার মনে এইটা আছে, এতেক কালর প্রীতিগোট পূর্ব্বাপর যেমত চলিছে আজিও তেমতে চলক, ইহাতে আমি নিসন্দেস আছি। এতে তুমি আপুনি বিজ্ঞ। আর বিশেষ কি লিখিম। বাকী সমাচার আমার কটকী শ্রীবিজয়রাম ও শ্রীবিক্রমর মুখে জ্ঞাত হৈবা।

আর তোমার অর্থে পত্র-সন্দেশ—খাচা ১ খান, গাড়া ১ খান, লোহা ৭ খান। ইতি, শক ১৬১৮, তারিখ ৫, জেঠ মাস।

৩২

জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের নিকট দুয়রা বরফুকনের পত্র

স্বস্তি শ্রীমন্ত্রিপতি - কুলোজ্জ্বল-বৃন্দারক-বৃন্দ - বিনোদিত-স্বেষ্ট-দেবচরণ-সরোজ-মধুব্রত-রিপু-মত্ত - গজেন্দ্র-বিদ্রাবন-পারেন্দ্র - বিশদ-যশঃ- সুধাংশু- মরিচি-রোচিত - দিগঙ্গনা-কর্ণ-পুরকৈরব-বিমল-ধর্ম্মধাম-শ্রীশ্রীযুক্ত-লাণ্ঢা সুলতান-মহারাজ লক্ষ্মীসিংহ-প্রচণ্ড-প্রতাপানাম্—

সৌহার্দ্দপূর্ব্বক-লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা কুশল, তোমার কুশল সদা চাহি। পরং লিখা আসিল তোমার, সমাচার পরম প্রীতে জানিলাম। আর গড়গাওঁ জয়ন্তা দুই নাহয়। সত্য নিবন্ধ পূর্ব্বক এক ঘর প্রায় সম্বন্ধ-প্রীতিতে চলি গৈছে হেন যি লিখিছা অদ্যাপিও আমি সেই পূর্ব্ব অভেদ প্রীতিতে রহিছোঁ। অতঃপর এতেক কালের প্রীতিগোট পূর্ব্বাপরে যেমতে চলি গৈছে আজিও তেমত চলক। ইহাত আমার নিসন্দেস হেন যি লিখিছা ইথান হয়। অতএব সেই প্রীতিগোটর

কারণ আগে যিথান হয় তোমার ঠাই লেখিছো। এখনো যদি তুমি সেইখানকে নিঃসন্দেসরূপে আমার ঠাই লেখিলা তেবে আমার নিঃসন্দেসরূপে প্রীতিগোট কিসক[১] না চলিব? কিন্তু নিঃসন্দেসরূপে আছিতেও যে পূর্ব্বধারাণক এরি[২] যে আমার পত্র লেখিলা, ইথান তোমার কর্ত্তব্য হয় কি নাহয় তাক[৩] তুমি আপুনি জ্ঞাতা[৪]। বহুত কি লেখিম। বাকী সমাচার শ্রীরত্ন কন্দলি, শ্রীরামচরণর মুখে জ্ঞাত হৈবাই

আর তোমার নিমিত্তে পত্র-সন্দেশ—চারা ২ খান, মরিচ ২ তোপা, গান্ধ ২টা, কটারী চরালগা ১০ খান, উকা ১০ খান। ইতি, শক ১৬১৯, তারিখ ২৬, মাস কার্ত্তিক।

৩৩

বরফুকন ও অভয়পুরীয়া ফুকনের নিকট জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের পত্র

স্বস্তি প্রচণ্ড-দোর্দ্দণ্ড-ধৃতকোদণ্ড-নির্গত-বিশদকাণ্ড-খণ্ড-খণ্ডী-কৃতারিমুণ্ড - মণ্ডলি মণ্ডিত-ভূমণ্ডল-শরদিন্দু - সুন্দর - যশোরাশি - বিরাজিত - পারাবার - ধরণীমণ্ডল - দিগন্তরাখণ্ডল-সম-বৈরিমণ্ডল-যোধ্যমান-শ্রীশ্রীযুত-লাণ্ডা সুলতান-মহারাজ-লক্ষ্মীসিংহ-প্রচণ্ড-প্রতাপানাম্।

স্বস্তি প্রবল-ভুজবলসমুপার্জ্জিত-শরদিন্দু-সুন্দর - যশোরাশি - বিরাজিত-ভূখণ্ড - মণ্ডিত-কলেবর-শ্রীযুত-বরফুকন, শ্রীযুত-অভয়পুরীয়া ফুকন-পরম-সুচারু-চরিতেষু—

পরম-স্নেহপূর্ব্বক-শুভাশী-লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা কুশল, তোমার কুশল মঙ্গল সর্ব্বদা বাঞ্ছি। পরং তোমার লিখন পৌছিল, সমাচার প্রীতি-পূর্ব্বকে জানিলাম। গড়গাওঁ জয়ন্তা দুই নাহয়, এক ঘর প্রায় সম্বন্ধ-প্রীতিতে চলিয়া গৈছে। পূর্ব্ব চারিয়া সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হৈব, কলা কাক ধবল হৈব, ভাটী লোহিত্য উজান চলিব, তথাপিও তোমার আমার প্রীতিগোট রাস নাহৈব। আরু তুমি যে লেখিছা বিচারপূর্ব্বকে করিলে নিঃসন্দেসরূপে প্রীতি কিসক নাচলিব? এ যি

---

১ কিসের জন্য। ২ পূর্ব প্রথা ছেড়ে। ৩ সেটা। ৪ জ্ঞাত আছো বা জানো।

লেখিছা ভাল লেখিছা। কিন্তু পূর্ব্বে বিচারপূর্ব্বক নির্ণয় হৈছিল। তোমার দুই কটকীয়ে নিবন্ধ করি গল[১]। এতে যদি তোমার মনে সন্দেস হয় তবে তোমার আমার যেমত পূর্ব্বাপর প্রীতি-পত্র চলিয়া গৈছে আজিও সেইমতে চলোক। এতে তুমি আপুনি বিজ্ঞ। বিশেষ কি লিখিম, বাকী সমাচার আমার কটকী বিজয়রামর মুখে জ্ঞাত হৈবা।

আর তোমার নিমিত্তে পত্র-সন্দেশ—খাচা ১ খান, ঢরা ১ খান, লোহা ৭ খান, ইতি, শক ১৬২২ তেরিখ ২১, মাস শ্রাবণ।

৩৪

জয়ন্তীয়ারাজ লক্ষ্মীসিংহের নিকট দুয়রা বরফুকনের পত্র

স্বস্তি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-শ্রীশ্রী-ভূপালকপাল-বিশাল-কীর্ত্তিমণ্ডল-সুরাষ্ট্র-পালন-গো-ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক-বৈরি-বক্ষস্তট-কপাট-পাতন-প্রকটিত-সিংহাবতার-সদামর-সমর - সর্ব্ব - সুভদ্র-বরারোহণ-সুবীর-সুস্থির-সুরাষ্ট্র-মঙ্গল-মুকুন্দ-চরণ - সরোজ - মধুব্রত - শ্রীশ্রীযুত-লাণ্ঢা সুলতান-মহারাজ-লক্ষ্মীসিংহ-প্রচণ্ড-প্রতাপানাম্—

সৌহার্দ্দপূর্ব্বক-লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা কুশল, তোমার কুশল সদা চাহি। পরং তোমার লিখন আসিল। সমাচার প্রীতিপূর্ব্বকে জ্ঞাত হৈলোঁ। গড়গাওঁ জয়ন্তী দুই নাহয়, একেঘর প্রাই[১] মানি। সূর্য্য, লোহিত্য, বায়স এইসবর দৃষ্টান্ত দি যি লেখিছা ইথান ভালেহে লিখিছা। আমিও সেই পূর্ব্বনিবন্ধ সম্বন্ধ-প্রীতিতে রহিছোঁ, আপুনিও যে তাহাতে রহিবা ইগোটহে[২] বিশেষ। অপরঞ্চ দুই উকীলে নিবন্ধ করিবার। নিবন্ধ করাতো সন্দেস হৈবারথান[৩] যি লিখিছা, উকীলে বুলিলে কি নিবন্ধ হয়? তোমাত আমাত হস্তেহে[৪] হয়। এতেকে এখনো যদি পূর্ব্বাপর অবিরোধরূপে তুমি আমি নির্ণয় নিবন্ধগোট করা গল তেবে তাত আমার কি সন্দেস হৈব? কিন্তু প্রীতিপত্র চলোক হেন যি কৈছা সম্বন্ধ-প্রীতিগোট নবীন নাহয়, পূর্ব্বাবধি চলি গৈছে। এখনো যদি সম্বন্ধ নেলেখি[৫] প্রীতিপত্র লেখিবা ইগোট শেভন কি অশোভন ইহাক তুমি আপুনি জানা[৬]। বহুত কি

১। গেল।
১ প্রায়ই, মতই। ২ এই সম্বন্ধ। ৩ প্রীতিবন্ধন দৃঢ় করার জন্যে সন্দেহ হওয়া বিষয়ে।
৪ তোমার আমার থেকে। ৫ না লিখে। ৬ জানো।

লিখিম, আর বাকী সমাচার আমার শ্রীমাধব কন্দলি ও শ্রীরামচরণর মুখে জ্ঞাত হৈবা।

আর তোমার অর্থে সন্দেশ—চরালগা কটারী ১০ খান, উকা ১০ খান, ঢরা ২ খান, গান্ধ ২টা, মরিচ ২ টোপা। ইতি, শক ১৬২৩, তারিখ ২৩, মাস আষণ।

৩৫

বরফুকন ও অভয়পুরীয়া ফুকনের নিকট জয়ন্তীয়ারাজ-রামসিংহের পত্র

স্বস্তি প্রচণ্ড-দোর্দ্দণ্ডাকলিত-কোদণ্ড-নিক্ষিপ্ত-কাণ্ডরজতখণ্ড - খণ্ডীকৃতারি - মুণ্ড-বিপক্ষ-পক্ষ - মত্তমাতঙ্গ - গল - গণ্ডলীলয়া - খণ্ডীকরণ - হরিরিব - নিজ - ধৈর্য্য - মর্য্যাদাভিরামাবিরত-পার্থিতাভিমত- বিতরণ-জনিত-যশঃ - সুদ্যোতীকৃত - সর্ব্ববিশ্ব - শ্রীশ্রীযুত-লাণ্ঢা সুলতান-মহারাজা-রামসিংহ-প্রচণ্ড-প্রতাপানাম্। সকল গুণ-ভাজন-পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-পুরুষাখিল-ধর্ম্ম- প্রতিপালনপূর্ব্বক - পূর্ব্ব - ধর্ম্মাচরণ - প্রবাসীকৃত - হিম-চন্দ্রেন্দু-পয়ঃ পারাবারামৃত-ঘনসার-প্রতিকাশ যশোরাজি - বিরাজিত - শ্রীযুত - বরফুকন, শ্রীযুত-অভয়পুরীয়া ফুকন-পরম্-সুচারু-চরিতেষু—

পরম-স্নেহপূর্ব্বক-লেখন, কার্য্যঞ্চ। এথা কুশল, তোমার কুশল-মঙ্গল সদা বাঞ্ছা করি। পরং তোমার লেখন পৌছিল, সমাচার প্রীতিপূর্ব্বকে জানিলাম। কিন্তু গড়গাঁও জয়ন্তী দুই নাহয়, একে ঘর প্রাই[১] প্রীতিতে চলি গৈছে নিমিত্তে তপন, লোহিত্য, দ্রোণ[২] ইসবর উদয় গতি বর্ণ বিপর্য্যয় হৈতেও প্রীতিগোট হ্রাস নাহৈব হেন উভয়ানুপক্ষে বোলা যায়। তাতে তুমি লিখিয়াছিলায় কটকীর দ্বারাএ নির্ণয় নাহয়। এতে পূর্ব্বাপর কটকী ও পত্রানুরূপে নির্ণয় চলিয়া গৈছে। অতঃপর তোমার মনে যেটা বাঞ্ছ[৩] দেখ তাক করিবাই। আমি পূর্ব্ব সম্বন্ধ-প্রীতি অনুক্রমে আছি। এতেকে তুমি আপুনি বিজ্ঞ, বিশেষ কি লেখিম। আর বাকী সমাচার শ্রীবিজয়রাম কটকী প্রমুখো জ্ঞাত হৈবাই।

আর তোমার অর্থে পত্র-সন্দেস—খাচা ১ খান, গাড়া ১ খান, লোহা ৭ খান। ইতি, শক ১৬২৫, তারিখ ৮, আহিন মাস।

---

১ প্রায়। ২ কাক। ৩ ভাল।

৩৬

জয়ন্তীয়ারাজ রামসিংহের নিকট বরফুকনের পত্র

স্বস্তি প্রচণ্ড-কোদণ্ড-কাণ্ড-মণ্ডিত-ভুজদণ্ড দণ্ডিত-দুর্জ্জনগণ-নিদেশন সুশ্রবণ প্রণতমস্তক-সামন্ত-সুরাষ্ট্র-রক্ষণদক্ষ-নিজজন-ক্ষীরোদাধিজ-চন্দ্র-গঙ্গাজল-স মু জ্জ ল-যশোমণ্ডল-শ্রেষ্ঠদেব-পদারবিন্দ-বন্দনানন্দ-জয়ন্তীপুর-পুরন্দর শ্রীশ্রীযুত লাণ্ডা সুলতান মহারাজ রামসিংহ-প্রচণ্ড প্রতাপেষু—

সৌহার্দ্দপূর্ব্বক-লেখনং প্রয়োজনঞ্চ। এথা আমার কুশল, তোমার কুশলোন্নতি সদা চাহি। পরং তোমার পত্র আসিল, সকলে বৃত্তান্ত প্রীতিপূর্ব্বকে জ্ঞাত হৈলোঁ[১]। বিশেষ তোমার আমার অভেদ প্রীতিগোট তপন, লোহিত্য, দ্রোণ এসম্বার[২] উদয় গতি বর্ণ বিপরীত হৈলেও হ্রাস নাহৈবার উভয়ান্তপক্ষে বোলা যাই[২] হেন যি লিখিছা এই নিবন্ধগোট পূর্ব্বতে যিহেতু করা গৈছে এতেকে অদ্যাপিও আমি সেই নিবন্ধ-প্রীতিতে রহিছি। আপুনিও যে তাতে রহিবা আমারো এই গোট হে অভিমত। আর কটকী পত্রান্তরূপে নির্ণয় চলি গৈছে হেন যি লিখিছা কটকী পত্রর দ্বারা হয়। কিন্তু অধিকারীএ যিরূপে নির্ণয় করি লেখে তদনুসারেসে কটকী পত্রর দ্বারাএ পূর্ব্বেও নির্ণয়গোট চলি গৈছে। আজ্ঞানুসারে কটকীএ চলে মাত্রকে, অধিকারীর নির্ণয় বোতিরেকে কটকীত হন্তে[৩] নির্ণয় হই কি নাহই[৪] ইহাক তুমি আপুনি জানা। অতঃপর তুমি পূর্বপ্রীতি সম্বন্ধানুক্রমে আছিবারথান[৫] যি লিখিছা যদি সেই সম্বন্ধ-প্রীতিতে রহিছা তবে পূর্বাপর অবিরোধরূপে সম্বন্ধ-গোট যিহত হণ্ডে[৬] চলিছে এথনো তাক আমার উকীলর আগে দরশন করায়া লেখিবা। আর অধিক কি লেখিম, তুমি আপুনি জ্ঞাতা। আর বাকী সমাচার শ্রীমাধব কন্দলি ও শ্রীরামচরণর মুখে জ্ঞাত হৈবা।

আর তোমার অর্থে সন্দেশ—ঢরা ২ থান, দান্তর চরালগা কটারী ৫ থান, শিঙ্গর চরালগা ৫ থান, উকা ১০ থান, গান্ধ ২টা, মরিচ ২ টোপোলা। ইতি, শক ১৬২৬, তারিখ ২৩, ফাগুন মাস।

---

১ এ সবার, এ সবের। ২ বলা যায়। ৩ কটকীর থেকে ৪ হয় কি না হয়। ৫ থাকবার বিষয়ে। ৬ যাদের থেকে

৩৭

জয়ন্তীয়ারাজ রামসিংহের নিকট বরফুকনের পত্র

স্বস্তি সকল কলাপালিঙ্গিত-কলেবর-নিজ গুণৈকধাম শ্রীযুত-লাণ্ঠা সুলতান মহারাজ রামসিংহ-সদাশয়েষু—

প্রীতিপূর্বক-লেখনং প্রয়োজনঞ্চ। এথা কুশল, তোমার কুশল সততে চাহি, পরং সমাচার এহি—পূর্বাবধি ৺৺রে লাণ্ঠা সুলতান রাজারে অভেদ প্রীতি-সম্বন্ধ চলি গৈছে। আমিও সেই অভেদ প্রীতিতে রহি তাঞ্চির[১] লোক হেন জানি তিনিথান দাতিক[২] উজার করা নগৈছে[৩]। কছারী রজাকো[৪] যে তাঞ্চি রাখিছে মিত্র শত্রু হৈলে তাঞ্চিরও শত্রু, এতেকে রাখি থব পাই[৫]। কিন্তু এখন মাত্র তাঞ্চি শীঘ্রে ছারি দিয়োক। যদি নিদিয়ে[৬] গো-ব্রাহ্মণর বধেও, এনে প্রীতিভগ্ন দোষেও তাঞ্চিক[৭] পাব। এই দোষর আমি বাজ[৮]। আমার দ্রোহী যাহা যাই তাহাক খেদিম[৯]। আর অধিক কি লেখিম, আপুনি বিজ্ঞ। বাকী সমাচার সিহঁতর[১০] মুখে জ্ঞাত হৈবা।

তোমার নিমিত্তে—সর্বাঙ্গ গান্ধ ১টা, কটারা ৪ খন। ইতি, শক ১৬২৯, মাস পৌষ।

৩৮

স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের নিকট জয়ন্তীয়ারাজ রামসিংহের পত্র

স্বস্তি পূর্ব-পূর্ব-পুরুষাখিল ধর্ম্ম-প্রতিপালক-পূর্ব ধর্ম্মাচরণ-প্রকাশীকৃত-হিমকুন্দেন্দু-পয়ঃ-পারাবারামৃতঘনরসা-প্রতি প্রকাশ-যশোরাশি-বিরাজিত-সৌমারেশ্বর-শ্রীশ্রীযুত-স্বর্গনারায়ণদেব-মহামহোগ্র-প্রতাপেষু—

সৌহার্দ্দ-পরম-প্রীতিপূর্ব্বক-লেখনং প্রয়োজনঞ্চ। এথা আমার কুশল, তোমার কুশল-মঙ্গল সর্ব্বদা বাঞ্ছা করি। পরং সমাচার এহি—এতদিন জানিছিলাম

---

১ তাঁর। ২ নিকটবর্তী রাজাকে। ৩ যায় নি। ৪ রাজাকে। ৫ রেখে থুতে পারি অর্থাৎ রাখতে পারি। ৬ যদি না দেয়। ৭ তাঁকে। ৮ বাইরে। ৯ খেদিয়ে দোব ১০ তাদের/কটকীদের।

গড়গাঁও জয়ন্তী দুই নাহয়, পূর্ব্বাবধি সত্য নিবন্ধতে অভেদ প্রীতি-সম্বন্ধ চলি গৈছে। পূর্ব্ব ছারি সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হৈব, ভাটির লোহিত্য উজানে চলিব, তথাপি প্রীতিগোট হ্রাস নহৈব। তবে যে প্রীতি হ্রাস হই[১] ই কোন উচিত? পরং সমাচার এহি—তুমি মঙ্গল কার্য্যর নিমিত্তে কটকী পঠাইছিলাই[২], আমি মঙ্গল কার্য্য দর্শন করায়া তোমার কটকী ও আমার কটকী বিদাই করিছি। অর্জ্জুন, ভকতধুলিতে[৩] যে বুলিছিলা[৪] ও তোমার শত্রু পাইলে রাখিবার কারণে তার রাজ্য মারিয়া কছারী[৫] রজাক[৬] বন্দী করি রাখিছিল। তাতে লেখিছা কছারী রজা তোমার[৭] দিবার, এতেকে আমার মহত্তর ভাবন করণটা উচিত। তাতে তুমি আমার রাজ্য মারিয়া আসিতেছ। এতেকালর সত্য নিবন্ধ তুমি ভাঙ্গিলাই। এই অধর্ম্ম আমাত[৮] নেলাগে[৯]। যদি তাক পাইবার চাই কটকী আসিতে সন্তুষ্ট হই[১০] তারে করিম।

তোমার নিমিত্তে সন্দেশ—থাচা ১ খান, শরধনু ১ খান। ইতি, শক ১৬২৯, তারিখ ১, মাস মাঘ।

৩৯

স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের নিকট শ্রীহট্টের থানাদারের পত্র

স্বস্তি সর্ব্বশাস্তাভ্যাচারি প্রকুল-মদন-দলিত-যশোরাশি-জিতা-শেষ-বিবিধ-গুণালঙ্কৃত-স্বধর্ম্ম-নিজকুল-কমল-প্রভাকর-সুকৃতজন কু মু দ-স মু ন্মে ষ ণ-স র্ব্ব শ ত্রু-প্রবিন্দার্চ্চিত-মহামহোত্তর-মহোগ্র-প্রতাপেষু। প্রতিতি-সম্পাদকোয়ং বর্ণনিশ্চয়ঃ সমীহ-তামেকংত্বস্য ভবতামনুবেদমিহেতব্যম্।

পরঞ্চ সমাচার এহি— প্রীতি-পত্র এথা আমি শুভক্ষণে পঠাইছিলোঁ। যেরূপ নিমক হারাম জয়ন্তা ও কছারীর কারণ লিখিছিলা সেরূপ হয়। প্রাচীন আমার পিতা নাবাব নাথুলা সিরাজী কোঁচবেহার ও রঙ্গামাটির সুভা[১] আছিল। তাতে তোমার ঠাই অধিক প্রীতি আছিল। এখন পত্র পায়া আমার অন্তঃ পায়া

---

১ হই। ২ পাঠিয়েছিলে। ৩ ভকতধুলি ব্যক্তিনাম, ভকতধুলিকে। ৪ বলেছিলে। ৫ কাছাড়ী। ৬ রাজাকে। ৭ তোমারে/তোমাকে। ৮ আমাকে/আমাতে। ৯ লাগে না। ১০ হয়।

১ সুবেদার, গভর্ণর।

CENTRAL LIBRARY

অধিক প্রীতি উৎপন্ন হৈল। পরস্পর প্রীতি পালন উচিত আপনে লেখিছা। বামুনিয়ার থাঁর জোপে[২] রঙ্গামাটি পথক্রমে ৺৺ নবাবর সঙ্গে প্রীতি হৈছে। এতে ৺৺ কারণ এই ক্রমে আগত[৩] অধিক প্রীতি হৈব। ৺৺ অধিক প্রীতিতে কারণ অনেকরূপ কার্য্য হৈব। অল্প দিবস হৈয় আমি এথা আসিআছি। থানার কার্য্যত প্রবর্ত্ত হয়াছি। এদিগের থানা দৃঢ় করিয়া সেই দিগের ধানাত ফৌজ পঠাইছিল। আরু তোমার মনুষ্যর মুখত হস্তে[৪] সমাচার শুনিয়া প্রত্যুত্তর কহিআছি। শুনিয়া আপুনি লেখিছিলা দ্রব্যর কারণ লিখিবার। তাতে সকলো দ্রব্যই প্রীতির অধীন। এখন যে আমাত উলক্ষিত হৈব তাক লেখিয়া পঠাইম। আর তোমার দ্রব্যর কারণ থাকে তাক লেখিবা। এখনে ভাল দ্রব্য উপস্থিত নহৈ কারণ উত্তম দ্রব্য নাপঠাইলাম। আর আমারো মনুষ্য পঠাইতেছি, তাহাতে সকল গোচর হৈবা। আমার মনুষ্য শীঘ্রে বিদাই দিবা। এমত করিয়া তোমার আমার মনুষ্য সর্ব্বদা প্রেম পত্র লৈয়া গতাগত করে কুশলাদি বার্ত্তাএ সন্তোষ করিএ জ্ঞাত করিলাম। কিমধিকং বিজ্ঞেষতি। ইতি, শক ১৬২৯, তারিখ ১৫ মাঘ।

৪০

শ্রীহট্টের থানাদারের নিকট লিখিত স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের পত্র

স্বস্তি নিখিল-কল্যাণ-নিলয়-নিজ-গুণানু-রঞ্জিত-সকল সদ্‌গুণ-মান-সম্মান-কুল-কমল-প্রকাশ-কারণ-শ্রীমৎ-চিল্লেহট-থানাদারকং প্রতি লেখনং প্রয়োজনঞ্চ—

পরং সমাচার এহি—তোমার পত্র সমাচার পহুছিল, তাহাক শুনিয়া পরম প্রসন্ন হৈলাম। আর তোমার পিতা সমেত পূর্ব্ব প্রীতি স্মরায়া এ ক্রমে অধিক প্রীতি হব হেন যি লিখিছা ই বিশেষ। কিন্তু পরস্পরের যেমনে প্রীতি হয় সেই করিবাই। আর জয়ন্তা ও কছারী আমার ঠাই লোন হারামি করিলেক, তার ৺৺ বতারে যে অবস্থা করিলে তাহাক তুমি শুনিআছা। অতএব তোমার আমার মধ্যে যেমনে বিগার নহয় সেই করিবা। আর তোমার আমার মধ্যে সীমার

---

২ নিকটে, কাছে,। ৩ ভবিষ্যতে। ৪ মুখের থেকে।

নিবন্ধ এহি—অদ্যাবধি জয়ন্তা ও কছারী অধিকার আমি হৈলোঁ। তাত হন্তে[১] আমি অল্পো বঢ়া[২] নাকরিবোঁ[৩]। তুমিও সেই সীমাতে রহিবা। প্রীতি বার্ত্তাক কহিবা। অতঃপর উভয় তরফের কুশলাদি সমাচার যেমনে গতাগত হৈ থাকে সেই করিবা। আর তোমার পত্র মনুষ্য সমেও[৪] আমার মনুষ্য শীঘ্রে বিদাই দিবা। কিমধিকং বিজ্ঞেষতি। ইতি, শক ১৬২৯, তারিখ ফাল্গুন।

৪১

স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের নিকট শ্রীহট্টের থানাদারের পত্র

(৩৯ সংখ্যক পত্রের ভিন্ন এক প্রতিরূপ)

স্বস্তি সমস্তাম্রাভ্যাসারাতি-কুল-দমন-দলিত-যশোরাশি-বিরাজিত-গেরাশা-বিবিধ-গুণালঙ্কৃত-স্বধর্ম্মনিপুণ-স্বকুল-কমল-প্রভাকর-সুকুন্দনঃ-কমল-প্রভাকর-নৃপবৃন্দে-রিত-মহামহোত্তর-মহোগ্রপ্রতাপেষু। প্রত্যুতি-সম্পাদক-র্ণনিচয়ঃ। সমিহসামৈক্যং তত্র ভবতামনুবেদমিহে-তরাম্।

পরঞ্চ সমাচার এহি—প্রীতি-পত্র এথা আসি শুভক্ষণে পহুছিল। যেরূপ নিমক হারাম জয়ন্তা ও কছারীর কারণ লিখিলা সেরূপ হৈব। প্রাচীন আমার পিতা নবাব নাথুল্লাখাঁ সীরাজী কোঁচবেহারর ও রাঙ্গামাটির সুভা ছিল। তাতে তোমার অধিক প্রীত আছিল। অথন প্রীত পায়া আমার অন্তস্করণ অধিক প্রীতি উৎপন্ন হৈল। পরস্পর প্রীতি প্রতিপালন উচিত। আপনে লেখিছিলা বামনিয়ারখাঁর যোগে রঙ্গামাটি পথক্রমে ৺সঙ্গে প্রীতি হৈয়াছে। এতে ৺কারণ। এক্রমে বহুত অধিক প্রীতি হৈব। ৺ অধিক প্রীতি এতে অনেক রূপ কার্য্য হৈব। অল্প দিবস হয় আমি এথা আসিয়াছি। থানার কার্য্যতে প্রবৃত্তি হৈয়াছি। এদিগের থানা দৃঢ় করিয়া সেদিগে থানাত ফৌজ পঠাইতেছি। আর তোমার মনুষ্যর মুখত সমাচার শুনিয়া প্রত্যুত্তর কহিআছি, শুনিবা। আপনে লেখিছিলা দ্রব্যর কারণ লিখিবার। তাতে সকল দ্রব্যই প্রীতির অধীন। এখন যে আমাতে উপাখ্যেত[১] হয় তানে[২] লিখিয়া পঠাব। আর তোমার যে দ্রব্যর কারণ থাকে তাকে লেখিবা।

---

১ তার থেকে। ২ বেড়ে অর্থাৎ আগে। ৩ না যাব। ৪ সমেত।

১ আমার দ্বারা যা মনে হয় অর্থাৎ আমার ধারণা হয়। ২ তাঁকে অর্থাৎ সে বিষয়ে।

এখনে ভাল দ্রব্য উপক্ষিত নহয় কারণ উত্তম দ্রব্য নপঠাইলাম। আর আমার মনুষ্য পঠাইতেছি, তাহাতে সকল গোচর হৈবা। আমার মনুষ্য শীঘ্রে বিদাই দিবা এমত করিবা। তোমার আমার মনুষ্য সর্ব্বদায়ে প্রেমপত্র লৈয়া গতাগত করে, কুশলাদি বার্তাএ সন্তোষ করে, এ জ্ঞাত করিলাম। কিমধিকং বিজ্ঞাবরেষিতি। ইতি, শক ১৬২৯, তারিখ ১৫ মাঘ।

৪২

শ্রীহট্টের থানাদারের নিকট স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের পত্র

(৪০ সংখ্যক পত্রের ভিন্ন এক প্রতিরূপ)

স্বস্তি নিখিল-কল্যাণ-নিলয়-নিজগুণানুরঞ্জিত-সকল-সজ্জন-মানস-স্বামল-কমল-কুল-প্রকাশ কারণ-শ্রীযুত চিল্‌হট্ট-স্থানাদারপ্রতি লেখনং প্রয়োজনঞ্চ।

পূর্ব্ব সমাচার এহি—তোমার পত্র-সমাচার পহুছিল। তাহার[১] শুনিয়া পরম প্রসন্ন হৈলাম। আর তোমার পিতা সমেত পূর্ব্ব প্রীতি স্মরায়া এই ক্রমে অধিক প্রীতি হৈব হেন যি লিখিছা এ বিশেষ। কিন্তু পরস্পর যেমনে প্রেত্য হয় তেমন করিবা আর জয়ন্তাও কছারীও আমার ঠাইত নিমকহারাম করিলেক, তার কারণে ৺এ তারে যে অবস্থা করিলেন তাহাক তুমি দেখিয়াছি[২]। অতএব তোমার মাজে যেমনে বৈগাড় নয় সেই করিবা। আর তোমার আমার মধ্যে সীমার নিবন্ধ এহি। —অদ্যাবধি জয়ন্তাত কছারীত অধিক হৈল। তাহাত আমি অন্য বঢ়া নকরিব[৩] ও তুমিও সেই সীমাতে রহিবা। প্রেত্য বাঞ্ছি তাক করিবা। অতস্পর উভয় তরফের কুশলাদি সমাচার যেমনে গতাগত হুয়া থাকে সেই করিবা। আর তোমার পত্র মনুষ্য সহিত আমার মনুষ্যে শীঘ্রে বিদায় দিবা। কিমধিকং বিজ্ঞেয়মিতি। শক, ১৬২৯, তারিখ ফাগুন।

---

১ তাহাক অর্থাৎ তাকে। ২ লিপিকর প্রমাদ, 'দেখিয়াছ' হবে। ৩ তাতে আমি অন্যথা করব না।

CENTRAL LIBRARY

কছারী বুরঞ্জী

১

আহোম-মন্ত্রী দুয়রা বরফুকনের নিকট কাছাড়রাজ তাম্রধ্বজ নারায়ণের পত্র

স্বস্তি প্রচণ্ড ভুজদণ্ড কোদণ্ড চক্রকাণ্ডখণ্ড খণ্ডিকৃতারিমুণ্ড নির্জ্জিতাশেষ রিপুমণ্ডল মহামহিম মহিমারম্ভ গম্ভীর প্রচণ্ড প্রতাপ নরনাথ বিশ্ববিভ্রান্ত কীর্ত্তিচন্দ্র হেড়ম্বপুর পুরন্দর শ্রীমৎ তাম্রধ্বজনারায়ণ মহা মহোগ্র প্রচণ্ড প্রতাপ চরিত্রাণাং, স্বস্তি বিবিধগুণ গ্রামৈক ধাম শরদিন্দু সুন্দর নিজকুল কমল প্রকাশকৈক ভাস্কর শ্রীযুত নামজানি রাজ সমুদার চরিতেষু।

আর ৺র কুশল, তোমার কুশল সদা বাঞ্ছনি। আর সমাচার এই—পূর্ব্বাপর অবধি যেমত বিধ প্রীতি আছিল তাক তুমিয়ো জানা। আর মধ্যে ৺লৈ উকীল পঠাইছিলাম, তাতে দোষ দিলা মৃতকের[১] পত্র দিয়া আসিছে করিয়া[২]। আর ৺ নাজানিছিলাম সে ৺ মৃত্যু হৈছে। আর এই কারণ ৺পত্র উকীল অনাদর করিলা। আর সেই অবধি ৺ উকীল পত্রো নপঠাই। আর এমত বিধ করিবা যেন দিন দিন অধিকাধিক প্রীতি বাঢ়িতে যায়। আর বিশেষ কি লেখিম, আপোনে সমস্তে জান। আর যে সমাচার হয় তারে ৺ইলাবর, গন্ধর্ব্বরায় প্রমুক্ষে শুনিবা। আর তোমার নিমিত্ত সন্দেশ পত্র—১ মোন জাতি চন্দন, ১ মোনা জাইফল, শীতলীয়া পাটী ১টা। ইতি শক ১৬২০, তেরিখ ৩ ফাগুনস্য।

২

আহোম-মন্ত্রী দুয়রা বরফুকনের নিকট কাছাড়রাজ তাম্রধ্বজ নারায়ণের পত্র

আর ৺ দেবর কুশল, তোমার কুশলাভ্যুদয় সদা পরিচিন্তি। আর সমাচার এই—পূর্ব্বাপরাবধি যেমত বিধ প্রীতি আছিল সেই প্রীতির নিমিত্ত উকিল তারে

---

১ মৃতের। ২ বলিয়া, বলে।

তুমিও জান। আর মধ্যে উকিল পঠাইছিলাম, তাতো দোষ দিলা মৃতকর পত্র লৈয়া আসিছে করিয়া। আর ৺ দেবর নাজানিছিলাম সে মৃত্যু হৈছে। আর এই কারণ ৺ দেবে পত্র উকিল অনাদর করিলা। আর সেই অবধি ৺ দেবে উকিলো নাপঠাই। আর তোমার দেশর উকিল পত্রও না আইছে। আর অদ্যাবধি অভেদ প্রীতি আছে। সেই প্রীতির নিমিত্তে উকিল তোমার দেশত আসিছে, ৺ দেবে উকিল-পত্রও পঠাইছে। আর এমত বিদ করিবায় যেন দিনেদ্দিন অধিকাধিক প্রীতি বাঢ়িতে যাই। আর বিশেষ কি লেখিম আপনি সমস্তে জান। আর যে সমাচার হয় তারে করাইবা, লীলাবর গন্ধর্ব্বরায় প্রমুখে জানিবা। আর তোমার নিমিত্তে পত্র সন্দেশ—কাম্বলি ৪ খান, জাইফল ১ মোনা, চন্দন ১ মোনা, পাটী ১ টা।

(পত্রটি খণ্ডিত, স্বস্তি অংশ নেই, তারিখ নেই। পূর্ব্ব পত্রের সহিত গভীর মিলযুক্ত। ১৬২১ শকের ঘটনাস্থলে বুরঞ্জীতে পত্রটি সংস্থাপিত, এজন্য অনুমান হয় এটি ১৬২১ শকে লিখিত।)

৩

কছারী বুরঞ্জী থেকে কিছু অংশ

কছারী রজার দেবী জনা মহা সুন্দরী। চন্দ্র সূর্য্যাতে মলি[১] আছে দেবীত মলি নাই। কেশ সাতহতীয়া[২]। এইমত্য জয়ন্তা রাজা রামসিংহ চার[৩] মুখে বার্ত্তা পাই কটকী পঠাই ইষ্ট মিত্র করিলে, বোলে,[৪]—অচমর খেদাত[৫] যে তোমি ভাগিছা কিছো ভই[৬] নাকরিবা। তুমি আমি একত্র হুয়া থাকিলে কিছো ভয় আছেনা। এই বোল-মাত করি[৭] কটকী বিদায় করি পঠাইলে। জয়ন্তা রাজা রামসিঙ্গেউ কটকীর মুখে যুবান বুজি জ্ঞাত হৈল। বিচিত্র চরা[৮] সজাইয়া শ্রীলুত্যে[৯] উজাইয়া শ্রীপুরে রৈলা। কটকী পঠাই কছারী রজা তাম্রধ্বজক অনাইলা 'মিত্রে সহিতে সাক্ষাৎ হউ' বুলি, আরু কিছু তামঙ্গা[১০] করোঁ মিত্র

---

১ মলিনতা। ২ সাত হাত দীর্ঘ। ৩ চর। ৪ বলল। ৫ খেদানিতে। ৬ ভয়। ৭ কথা বলে। ৮ নৌকা। ৯ লোহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদীতে। ১০ তামাসা।

CENTRAL LIBRARY

সহিতে'। এই শুনি রাজা তাম্রধ্বজো গৈ চরাত উঠিলা তামছা করিবার চিতে। সেইখনি ছল পাইয়া চরাত তুলি ভটীয়াইনি[১১] জয়ন্তীপুর ঠেকাইয়া থাহির[১২] গর্তে লুপ্ত করি নিহল[১৩] দিয়া থৈলা।

তানপরে আমার দেশর মাগুর, ভকতধূলি ২ বরাগী দেশান্তরী হইয়া জয়ন্তীপুর প্রবেশাইল্য। তাহাতে চার মুখে বার্ত্তা পাইয়া আচাম দেশর ২ বরাগী আসিবার শুনি রাজা তাম্রধ্বজ ৺ দেবর চরণত শত-সহস্র প্রণতি করিলা।

দো বরাগীএ বুজি জ্ঞাত হৈয়া পুনর থাম্বপুর প্রবেশ হৈল। তাহাতে দেবীএ চার মুখে বাত্রা[১৪] পাইয়া দো-বরাগীক চপাই আনিয়া[১৫]পুছ করিল—তোমুরা কোন দেশর বরাগী? ও মাঞি, আমি[১৬] আচাম দেশী বৈরাগী। দেবীএ বোলে —এই অচমর ভয়ে আমি থাম্বপুর পছিলাম। আতো[১৭] আমার অনেক বিপত্তি হইল্য। এই অচমতে শর্ণ্যাপন হুয়া[১৮] আমার রজাক উধার করি আনেঁ। এই বুলি অনেক স্তুতি-প্রার্থনা, কাম্পুর্ণ নিবেদন করি ৺ দেবর শ্রীচরণলৈই সন্দেশ পত্র দিলে।—পৃ. ৮৩

---

১১ উজিয়ে নিয়ে, উজানে নিয়ে। ১২ নদীর। ১৩ শেকল। ১৪ বার্তা। ১৫ চাপিয়ে এনে অর্থাৎ ডেকে এনে। ১৬ আমরা। ১৭ এতে। ১৮ শরণাপন্ন হয়ে।

CENTRAL LIBRARY

ত্রিপুরা বুরঞ্জী

১

ত্রিপুরারাজ রত্নমাণিক্যের নিকট স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের পত্র

স্বস্তি নিস্তল নিরন্তরামিত দান মান সন্তান মানিতানেক নিবৃতস্থ জনগণ গীয়মান যশোরাকাহিমকর ধবলীকৃতাম্বর নিরম্বরকেশ করবীর মত্তমাতঙ্গ নিকায় প্রতিম বিপক্ষ বহুবিদ্রাবনজন্তুবীর মহিলানয়ন নির্গচ্ছদম্বু নিকর প্রতাপ তপন তাপ তিরোভূত তিমিরততি স্বজন পদ চতুষ্পদীকৃত ধর্ম্ম ধর্ম্মাবতারজনি পবিত্রীকৃত বিশ্বম্ভর শ্রীশ্রীযুত রত্নমাণিক্যদেব রাজবরেষু লেখনম্। রহস্য পত্রমিদং। পরং সমাচার এহি জনঘোষ এমন প্রসিদ্ধ হৈয়াছে যে মগলের বৈপরীত্য চেষ্টাতে বেদোক্ত ধর্ম্ম রক্ষা পাইনা। ইকারণ তদপ্রতিকারার্থ ব্যাপার করিতে যদি তোমার মনে ভাল ভাসে তবে তোমার সহিতে যে যে বরলোকের হার্দ্দিতা আছে, তান সমেত সমলোচন করিয়া যথাবৃত সামর্থ্য শক্তি আমার ঠাই বিশেষিয়া লিখিবায়[১]। সমস্ত লোক ঈশ্বর অধীন, তথাপি যেমনে আপোন দেশতে অন্যে পরাভব ব্যতিরেকে স্বচ্ছন্দে রাজ চেষ্টা করিতে পায়ি তথা যথেষ্ট ব্যবহারতে অন্য সাপেক্ষ নয় তাক প্রতি সর্ব্বথা যত্ন করিতে সমুচিত হয়। বাকী সমাচার শ্রীরত্নকন্দলীও অর্জ্জুনদাস মুখে জ্ঞাত হৈবায়[২]। কিমধিকম্বিজ্ঞতমেবিতি। শক ১৬৩৩। মাস কার্ত্তিক, তেরিক্ষ ৫।

২

ত্রিপুরা রাজা রত্নমাণিক্যের নিকট আহোম মন্ত্রী বড়বড়ুয়ার পত্র

স্বস্তি রত্নাকর তরঙ্গ রঙ্গ তুঙ্গ তুরঙ্গখুর ক্ষোদন দন্তুর ধরামণ্ডলোৎথরজো রাজা মানাম্বর পূরণ বারিবাহনিকায় প্রতিম মত্তমাতঙ্গমদোদ্দাল মজ্জন্মধুব্রতানবরত ক্ষরন্মৈ-রেয়ধারা দ্রবীকৃত দিগন্তরাল প্রতিঘস্ত্র বিধায়মানমণি হেমাদিদান সন্তান সন্তর্পিতা-গণননিবুদ্ধ সজ্জনগণ গীয়মান শরদিন্দু সুন্দর যশস্তিরস্কৃত রাধেয়াদিবদান্যবন্ধ চির সঞ্চিত কীর্ত্তি তারক শ্রীশ্রীযুত রত্নমাণিক্যদেব রাজবরেষু। সগৌরবপূর্ব্বক লেখনং বিজ্ঞাপনঞ্চ।__আগে শ্রীযুতে মহোন্নতি সতত বাঞ্ছি, অত্র কুশল। পরং শ্রীযুতের

---

১ লিখিবে, লিখবে। ২ হবে।

কৃপা পূর্ব্বক পত্র সমাচার শুনিয়া পরম আনন্দ হৈলাম, ইছা করি যে এরূপ অনুগ্রহ পত্র-ব্যবহার সদা হৈতে রহে, শ্রী৺ সহিত শ্রীযুতের প্রীত বাঢ়িতে যায়। বাকী সমাচার আমার উকীল শ্রীরত্নকন্দলী শর্ম্মা, শ্রীঅর্জ্জুন দাস বিজ্ঞাপন করিবেক। কিমধিকমিতি। শক ১৬৩৩, মাস কার্ত্তিক, তেরিক্ষ ৫। সন্দেশ—সোনর টেমা ১, নরা কাপর ২।

৩

ত্রিপুরার যুবরাজ চম্পক রায়ের নিকট ত্রিপুরার অমাত্যবর্গের পত্র

... ...

নরেন্দ্রমাণিক্য রাজা হুই অনীতিএ প্রবর্ত্তে, প্রজারো সুখ দুখ বিচার ন করে। এই কারণতে দেশ উছন্ন হৈল। আপনেও ঢাকাতে গৈয়া নিচিন্তে রহিলেন। এখনে যেমনে রত্নমাণিক্যক রাজা করি আপনেও যুবরাজ হয়া পূর্ব্বতে প্রজা প্রতিপাল করিবেন, এইরূপ উপায়ক চিন্তি শীঘ্রে আসিবেন। আমিও আপনার সঙ্গতে আছো হেন জানিবেন।

(পত্রটি নির্দিষ্ট রীতি অনুসারে বুরঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। লেখকদ্বয়, রত্নকন্দলী ও অর্জুন দাস, ঘটনা ধারা বর্ণনা করার মাঝখানে পত্রটির ঐ অংশমাত্র উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা হয়ত পূর্ণ পত্রটি পাননি। সেজন্য নির্দিষ্ট সম্ভাষন নেই, তারিখ নেই।)

৪

ত্রিপুরা বুরঞ্জীর থেকে কিছু অংশ

ক

মহারাজার আগত দেশী বিদেশী গুনিণ সকলে গাইছিলে। দেশী বিদেশী অনেক পণ্ডিত ব্রাহ্মণে মহারাজা দিয়া বটা প্রসাদ[১] পিন্ধি[২] মহারাজাক আশীর্ব্বাদ করি সভাত বসিল। পাচে মহারাজা বরবরুয়ার দ্বারাএ রত্নকন্দলীক পঠাই সোধালে, বোলে—মহারাজা বুলিছে আমার এঠের[৩] পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সহিতে রামেশ্বর ন্যায়-অলঙ্কারে বিচার করিবলৈ কি বোলে? পাচে রামেশ্বর ন্যায়-অলঙ্কারে বুলিলে,

---

১ প্রীতি উপহার। ২ পরিধান করে। ৩ এ ঠাঁইর।

CENTRAL LIBRARY

বোলে—মহারাজার সভা সাক্ষাত ইন্দ্রর সভা, সেই সভার পণ্ডিত বৃহস্পতি, ইয়াত বিচার করিবলৈ যোগ্যতাঞ্চেরহে[৪] হয়, তথাপি মহারাজার আজ্ঞাএ যি কিছো জানৌ মোহলা[৫] দিম। এইরূপে জনালত[৬] মহারাজা কিছোমান[৭] থাকি উঠিল। পাচে দেশী বিদেশী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সকলক মহারাজা সঙ্গতে অনালে[৮]। পাচে দুই উকীলক অনাই জয়গোপাল সহিতে রামেশ্বর ন্যায়-অলঙ্কারক বিচার করালে। পাচে মহারাজা আপুনি বুলিলে, বোলে—রামেশ্বর ন্যায়-অলঙ্কার ভট্টাচার্য্য আসিয়াছে দূত ক্রমে, যদি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ক্রমতে আসিল হয় তবে সে বিচারক উচিত হয়। এখন খানিক কৌতুকহে করিলাম। এই বুলি মহারাজা আহিল[৯], উকীলো বাসালৈ গল।—পৃ. ১৯-২০

খ

পাচে আমার কটকীক সোনার দুয়ারর ঘরর পরা ৩ ঠাইত নিয়মেরে নিলে। পাচে সিংহাসনর ঘরত উঠি রত্নকন্দলীএ আশীর্ব্বাদ করিলে, অর্জ্জুনে মজুরা করিলে[১]। পাচে রাজার আজ্ঞাএ দেওয়ানে আহি পত্র খুজিলে[২]। পাচে রত্নকন্দলীএ শিরর পরা পত্র দিলে। পাচে রাজার আজ্ঞা দেওয়ানে সভাপণ্ডিতর শারীত[৩] আমার কটকীক বহিবলৈ[৪] বুলিলে, তাতে বহিল। পাচে দেওয়ানে আমার কটকীত সুধিলে, বোলে—রত্নকন্দলী, অর্জ্জুন দাস, আমার গোসাঁই মহারাজে জিজ্ঞাসিছেন, বোলে, আপোনারা আসিবার কালে তোমার স্বর্গীদেব রাজা কুশলে আছেন? পাচে আমার কটকীএ কলে[৫], বোলে—আমি আসিবার কালে স্বর্গ মহারাজা কুশলে আছেন। পুনর্ব্বার আমার কটকীত সুধিলে, বোলে—রত্নকন্দলী, অর্জ্জুনদাস, আমার মহারাজা বুলিছেন, বোলে, স্বর্গ মহারাজার প্রেমবর্দ্ধক পত্র সম্বাদ শ্রুত হয়া পরম সন্তোষ হৈলাম। তেম্রাও যে কুশলে থাকিবেন আম্রারো এইরূপ বাঞ্ছা। পাচে আমার কটকীএ বুলিলে, বোলে—উভয় পক্ষতে এই রূপে মহামায়া সম্পন্ন করিবেন। পাচে আমার কটকীক ফুল-চন্দন-সতগুয়া পাণ দি নাম কাঢ়ি বুলিলে, বোলে—আপোনারা বাসাতে অখন আরামে বহ যাই। তোমার দিগের যেখন বিদায় হয় তেখন ইহার

---

৪ যোগ্যতা এঁরই। ৫ মহড়া। ৬ জানালে। ৭ কিছুটা। ৮ আনালেন। ৯ লিপিকর প্রমাদে 'আহিল' হয়েছে, হওয়া উচিত 'উঠিল'।

১ মজুরের কাজ অর্থাৎ প্রণাম করল। ২ চাইলেন। ৩ শাড়িতে। ৪ বসিতে, বসতে। ৫ কইলেন, বললেন।

CENTRAL LIBRARY

সিদ্ধান্ত পাইবা। পাচে আমার কটকীএ আশীর্ব্বাদ মজুরা করি সিংহাসনর ঘরর পরা নামি সোনর দুয়ারী ঘরলৈ আহিলে। পৃ. ৫৫—৫৬

গ

পাচে আমার কটকীক তুলিবর তিনি দিনর পাচত[১] রাত্রি দুই দণ্ডমান যাওঁতে উদয়নারায়ণ উকীলে আমার কটকীক রহস্যে রাজার ঠাইলৈ নিলে। পাচে রাজা সিংহাসনর ঘরতে সুজানি[২] পারি[৩] বসিছিলে। আন দর্ব্বারী মানুহ[৪] নাই। আমার কটকীকো তালৈকে[৫] নিলে। পাচে আমার কটকী-তকৈ[৬] মহা ৺দেবতাএ যি রহস্য পত্র দিছিলে, সেই পত্র আমার কটকীর হাতর পরা দেওয়ানে নি রহস্যে রাজাকে শুনালে। পাচে রাজার আজ্ঞারে দেওয়ানে আমার কটকীত সুধিলে, বোলে—রত্নকন্দলী, অর্জ্জুন দাস, মহারাজা জিজ্ঞাসিছেন, বোলে পত্রত যিখান লিখি আসিছে তাহাক শ্রুত হৈলাম। বাচনিক কোনে কথা আছে নেকি? পাচে আমার কটকীএ কলে, বোলে—স্বর্গদেব মহারাজার আজ্ঞাক্রমে বরবরুয়া নবাবে কহিছেন, বোলে গো-ব্রাহ্মণাদি জাতি ধর্ম্ম সহিতে প্রজা প্রতিপালন এইগোট রাজার মুক্ষ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মস্থ রাজা সকল বিদ্যমানে থাকিতে যবনে সকলো ধর্ম্মক নষ্ট করে। এতেকে সকলো এক বাক্য হৈয়া যবনক নিগ্রহ করি এই ধর্ম্মক রক্ষা করিলে যশ-ধর্ম্ম দুয়ো বৃদ্ধি হয়। আকে[৭] জানি যেইখান কর্ত্তব্য সেইখান করিবেন।—পৃ. ৫৭

ঘ

পাচে রাজা পরদিনে যুবরাজক অনালে, আরু দেশর বরা-বরুক[১], ভাল মানুহ সকলো দর্ব্বারলৈ আহিল। রাজা ওলাই[২] বিষ্ণু মণ্ডপর আগর চৌচালি ঘরত বিছনা করি বহিল। পাচে যুবরাজে আহি রাজাক সেবা করিলে। পাচে রাজা যুবরাজক বুলিলে, বোলে—রত্নমাণিক্যরো বরভাই আমারো বরভাই। আগে যিরূপে রত্নমাণিক্যর হিতক চিন্তি সেইরূপে সেই বিষয়তে থাকিবা। পাচে যুবরাজে বুলিলে, বোলে—আমি মহারাজার আজ্ঞাকারী, যেইখানে আজ্ঞা করে সেইখান করিম। আরু আনো[৩] বরা-বরুক সকলকো রাজা বুলিলে, বোলে—ঈশ্বরে যাক যিরূপে ভোগ্য দিয়ে সেইসে হয়। তোমোরাও পূর্ব্বে যিরূপে আছিলা এখনো আমার হিতক চিন্তি সেইরূপে থাকিবা।—পৃ. ৮৫

---

১ তিন দিন পরে। ২ সুজনি। ৩ পেতে; ৪ দরবারী মানুষ। ৫ তাঁর কাছে। ৬। কটকীর কাছ থেকে। ৭ নিশ্চয়ই।

১ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ। ২ নেমে গিয়ে। ৩ অন্যান্য।

CENTRAL LIBRARY

তুংখুং গিয়া বুরঞ্জী

১

কাছাড়ী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের নিকট শ্রীনাথ দুয়রা বড়বড়ুয়ার পত্র

স্বস্তি শ্রীমৎ-পুরন্দরাদি- দ্বিবিষদ্বৃন্দ- বন্দিত- নগেন্দ্র- নন্দিনী- চরণ- দ্বন্দ্বারবিন্দ-মকরন্দামোদানন্দিত- স্বান্ত- রালম্ব- হেড়ম্বেশ্বর- শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র- নৃপবরেষু লিপিরিয়ং বিরাজতেতরাং। চিরমস্মাকং ভবন্তব্যং সমীহামহে।

বিশেষ সমাচার এহি, আমার দেশ-বিভ্রাট কালে শত্রু-পরাভবত থাকি দেশস্থ প্রাণীসকল ভাগি গৈয়া বরমুরা[১] এবং ভগনীয়া[২] প্রজা ও মোয়ামরীয়া[৩] আপন দেশতে সোমাই[৪] আছিল। সম্প্রতি ঈশ্বরর কৃপাত সেই শত্রু দমন করিয়া দেশ পাইছি; এবং আপনে দেশত ভাগি গৈ সোমাই থকা জনসকল পূর্ব্ব ধর্ম্ম কবুল চাইয়া শীঘ্রে আমার কটকী[৫] ফেদেলা ও বরা[৬] লখীরাম ইহার সঙ্গেতে ছারি দিতে হয়। তেবেতো পূর্ব্ব পিতা-পুত্র সম্বন্ধ রক্ষা হয়, সকল ধর্ম্মো রক্ষা পায়। যদিস্যাৎ সেই বরমুরা এবং ভগনীয়া ও মোয়ামরীয়া ছারি দেয় না তবে যি হবে তাহা আপনে চাক্ষু দেখিবেন। আর পত্র চিহ্ন দিতেছি, পশ্চিবেন। হাতীদাঁতর ডাবেরে[৭] সোনর মলমা করা কটারী দুখান, রূপর মলমা করা দুখান, পিত্তলুয়া ৪ খান, মহর[৮] শিঙ্গর ডাবেরে উকা ২০ খান, রঙ্গা[৯] পাটর[১০] ধুতি ৪ খান। ইতি শক ১৭১৭, মাস আশ্বিন, তেরিখ ৫।

২

বড়বড়ুয়ার নিকট কাছাড়ীরাজ কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের পত্র

স্বস্তি শ্রীমদ্বৃন্দাবন-রাস-স্থানাধিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদ্রাধাগোবিন্দামল চরণারবিন্দয়োঃ গলন্মকরন্দ-নিস্পন্দমান-পানানন্দিত-মত্ত-মধুব্রতানুমানস শ্রীযুক্ত ভদ্রকান্ত-বরবরুয়া-রাজধর্ম্মনুশালি-নিয়ম-সুব্রত-সচিববরেষু। ভবদ্ভদ্রোন্নতীঃ ৺দ্বারা সমমিশং ভবেয়-মহত্র ক্ষেমমাস্তেতরাং।

---

১ ব্যক্তি নাম। ২ পালিয়ে যাওয়া। ৩ একটি সম্প্রদায়। ৪ ঢুকে গিয়েছিল। ৫ দ্রুত। ৬ সাধারণ অফিসার। ৭ হাতলে। ৮ মোষের। ৯ লাল। ১০ সিল্কের।

CENTRAL LIBRARY

বিশেষঃ যখন গার শত্রু মধ্য হইতে শ্রীরুদ্রসিংহ[১] ৺এ রাজা তাম্রধ্বজক[২] উদ্ধার করিয়া শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ ক্ষেত্রে দক্ষিণ উরুতে শ্রীশিবসিংহ[৩] মহারাজাক বৈসায়া ও রাজা তাম্রধ্বজক বাম উরুতে বৈসায়া পিতা-পুত্র সম্বন্ধ সত্যধর্ম করিয়াছিল, তদবধি উভয় দেশ অভেদানুবংচিহ্ন প্রীতিপূর্ব্বকমতে গঙ্গা স্রোত চলি গেছেন। তদনুরূপ ভাব, ভাবনা অন্তস্করণেতে আছে, কিন্তু দেশ কাল সম্যতা নাচলেন। অতএব পূর্ব্বব্যবহারাদি বিপর্য্যয় কিঞ্চিৎ হৈয়া থাকিবে। তত্রাপি মমান্তস্করণীয় পত্রী দ্বারা বেদ্ধ হৈয়া কালাকালক্ষণ করিয়া প্রসাদ হৈতে হই। অতএব মম ধর্ম্মপুর দেশীয় কিয়ৎলোক শ্রীমদান্ধ হৈয়া অকার্য্য করিল। মমাজ্ঞা প্রবল্লকারণ আত্মপিতা-পুত্র সম্বন্ধোভয়-দেশ এক হৈল। ভদ্রাভদ্র জ্ঞাপন করিতে মমাভিমান চিত্তে নাই। মদীয় পত্রী প্রেরণা করিতেছি। আপনে ৺ক জ্ঞাপন করিয়া মদীয় কিয়ৎ নরকীট-শ্রীমদান্ধজ্ঞান পূর্ণ দূর করিয়া দিবেক, বিজ্ঞোত্তমেষু··· শক ১৭১৭, মাস ফাল্গুন, তেরিখ ১০।

৩

স্বর্গ দেব কমলেশ্বর সিংহের নিকট জয়ন্তীয়ারাজের পত্র

স্বস্তি চতুর্ম্মুখ-শতমুখ-প্রমুখ-বহির্ম্মুখ-মৌলি-মন্দার-মাণিক্য-মণিদ্যুতিততি-ব্যতিকর-ভাস্কর-নীরাজিত-নিজেষ্টদেবতা-চরণ-সরোরুহ-দ্বন্দ্বনিঃস্যন্দামন্দ-ম ক র ন্দ-, বিন্দু-নিকর-ভ্রমরায়মান-শ্রীশ্রীযুক্ত-স্বর্গদেব-মহারাজাধিরাজেষু নিজেষ্ট-চরণৈক-তান-মান-মাদিত-প্রভূত-ভূতি-বৈভব-রিপুকুল-কুমুদ-দিবা করায়মান-স্থবল-কমল- বিকাশ-মান-দীন্য-দৈন্য-দমন-শ্রীশ্রীযুক্ত-জয়ন্তীপুর-পুরন্দরস্য-প্রেরিত-পত্রিকেয়ং বিরাজ-তেতরাং নাম এতৎ-তুভ্যং ভব্যমব্যাহতং সমীহে।

পরং সমাচার সম্প্রতি গুপ্তপত্রী দ্বারাতে জানিলাম, পূর্ব্বের প্রীতি সম্বন্ধীয় যে সকল লেখিয়াছ তাহা উপযুক্ত হয়। তোমাদের সুপ্রতুল শত্রু-দমন শ্রবণমাত্রে বহু আনন্দতাক পাই। অপরঞ্চ আপনি লিখিয়াছ জয়ন্তীপুরে[১] রংপুর[২], রংপুরে জয়ন্তীপুর একত্তাপপ্তি প্রীতের অভেদতা এবং আমিহ বিস্মৃত না হয়। সময়ের গতিক ঈশ্বরী ইহাতে রাহা-বিরোধ হেতু উকীল-পত্র গতায়াত হৈতে না পারে।

---

১ আহোমরাজ। ২ কাছাড়ীরাজ। ৩ আহোমরাজ।

১ জয়ন্তীয়া রাজ্যের রাজধানী। ২ আহোম রাজ্যের রাজধানী।

CENTRAL LIBRARY

মদ্‌ভৃত্য গারো কতগোটা[৩] স্থন্থে কুমন্ত্রনা করিয়া রাহা-বিরোধ করিয়াছে। দাতির[৪] রাজাসকলে তত্তবার্ত্তা নাপাই সম্প্রতিকত স্থপ্রতুল হৈয়াছে, অল্পশেষ আছে, ঈশ্বরীর কৃপাতে অল্প দিবসেই স্থপ্রতুল হবে। হয় নয় একপ্রকার বিরোধের শেষ দেখিবাম। আপনাতে অভেদতা কারণ জনাইলাম। আর ভগনীয়া[৫] প্রজার কারণ লেখিয়াছ, ইহার যথোচিত সম্বন্ধ করিবাম। সম্প্রতি মদীয় বিরোধ-নিবৃত্তি-বাট মুক্ত করণার্থে চেষ্টিত আছি। আর পূর্ব্বে অন্য অন্য দ্বারাতে শুনিয়াছি সীমা ভাঙ্গিয়া মদ্দেশাশ্রিত প্রজা নিয়াছ, তথাচ পূর্ব্বের ধর্ম্মাবলে কোন করিয়াছি? এমন রীতি ভাল নাহয়। পুনশ্চ লেখি যদ্যপি ঈশ্বরী-ঈশ্বরীর কৃপাবলে কে নহয়? পূর্ব্ব-ধারানুসারে উকীল-পত্র গতায়াত হয়, তবহি প্রণয়ের বৃদ্ধিতা হয়। অতঃপরং শ্রীরামচন্দ্র[৬] ভূদেব[৭] সবিশেষ বাচনিতে জ্ঞাত হৈবাই। ইতি, শক ১৭২৩, মাস মাঘ। কোলপত্রমিতি। কিঞ্চিৎ পত্রচিহ্ন—রক্তবর্ণ শারী ১ খান, সাধা খান ১, জাতিফল ৪ গোট[৮], লবঙ্গ কিঞ্চিৎ।

৪

জয়ন্তীয়া রাজার নিকট শ্রীনাথ বড়বড়ুয়ার পত্র

স্বস্তি শ্রীমদিন্দ্রাদি-বৃন্দারক-বৃন্দ-বন্দিত-পদারবৃন্দ-শ্রীগোবিন্দ-পদ-কমলামন্দ-মেদুর-মকরন্দ-ইন্দিবর-সান্দ্রানন্দ-মন্দির-নীতি-সুন্দরী-পরিরম্ভিত-কলেবর-দ্রবিণ-বি ত র ণ-তৃণীকৃত-গীর্ব্বান-দ্রুমক্ষীর-হিণ্ডীর-সোদর-কীর্ত্তিপুর-জয়ন্তীপুর-শ্রীমদ্রামসিংহ-নৃ পে ষু। স্বস্তি শ্রীমদ্বিশ্বেশ্বর-চরণশ্রী-পূর্ণ-পরয়ণান্তঃকরণ 'ধিষণাধিকৃতধিষণ-নীতি-সেতু-রক্ষক-শ্রীমদ্বরবরুয়া-মন্ত্রি-শৃঙ্গস্য লিপিরিয়ং বিরাজতেতরাং। অনুদিনং ভবদ্ভ্যাম্-ঈহমানানাম্-অব্যাহতং ভদ্রং নঃ।

বিশেষ সমাচার এহি,—শ্রীশ্রী৺দেবর[১] স্থানে আপনে শ্রীরামচন্দ্র কটকীর যোগে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিল সে পহুছিল। তাহার বাচনিতে শ্রীশ্রী৺ব[২] সকল সমাচার জ্ঞাত হৈয়া পরমাপ্যায়িত হৈল। তারপর শ্রীশ্রী৺ও[৩] আপনার কটকী

---

৩ কতগুলি গারো ভৃত্য। ৪ নিকটবর্তী, কাছের। ৫ পলাতক। ৬ দূত রামচন্দ্র। ৭ জয়ন্তীয়া রাজা। ৮ ৪টি।

১ স্বর্গদেবের অর্থাৎ আহোম রাজের। ২ শ্রীস্বর্গদেব। ৩ স্বর্গদেবও।

CENTRAL LIBRARY

মজকুরকে[৪] সাক্ষাৎ করালেন। সে সময়ে যে কথোপকথন হৈয়াছিল তাহা সকল কটকী মজকুর জ্ঞাত হৈয়াছে। আর পত্রে লেখিয়াছিলেন পূর্ব্বের প্রীতি-সম্বন্ধীয় উপযুক্ত হয়। এইরূপ কিয়ৎকাল হৈতে কথন মাত্র প্রবর্ত্তনাভাব হৈয়াছেন। সম্প্রতি যেমতে পূর্ব্ব ৺র প্রীতি রক্ষা পোওয়া যায় তাহা করণেসে উচিত হয়। আর বলিয়াছেন সুপ্রতুল শত্রু-দমন শ্রবণ মাত্রকে বহু আনন্দতাক পাই। আপ্তজন হৈলে আপ্তজনে শুভাকাঙ্খী হওনেসে উচিত। আর যে বলিয়াছ উভয় দেশের প্রীতি-পত্তি বিস্মৃত নাহয়, এবাক্য আপনার সত্য বটেন। তাহাতে লেখিয়াছেন,—শ্রীশ্রী৺৺র ইচ্ছাতে নর্থঙ্গের[৫] কতগোটা গারো[৬] পথবিরোধ করিয়াছিল। তাহা সম্প্রতি সুপ্রতুল হৈয়াছে, অল্প শেষ আছে। তাহাও অল্প দিবসেই সুপ্রতুল হয় নহয় একপ্রকার বিরোধর শেষ দেখিবাম। আপনাতে অভেদতা কারণ জনাইলাম। আমরাও এইসকল জ্ঞাত আছি। কিন্তু রাহা-বিরোধ যে শেষ আছে তাহা চেষ্টিত করিয়া পথ খোলাচা করি পূর্ব্বের ৺তে থাকিয়া পূর্ব্বধারাণমতে উকীল গতায়াত হৈলে উভয়ের এবং উভয়ত রক্ষা পাই এবং প্রীতো[৭] জিয়াদা[৮] হয়। অভেদতা বাক্যো তেবেসে উচিত হয়। 'আর ভগনীয়া প্রজার কারণ যথোচিত সম্বন্ধ করিবাম' এমত যে লেখিয়াছেন এ বাক্য রক্ষা করণেসে উচিত। তথাচ কাজের দ্বারা বুজিতে না। যে কালে এদেশের শত্রু মায়ামরীয়াক[৯] দমন করা গেল, সে কালেতে মরণ ভয়ে বহু লোক গিয়া সেখানের দাঁতি[১০] সোমাইল। সে সময়ে আমাদের লোকে সেখানের লোকক[১১] বলিয়াছিল,—"আমাদের শত্রুকে তোমরা সকলে রাখিবেক না, এবং সংস্থানো দিবেক না ; শত্রু হৈতে পশ্চাৎ জঞ্জাল বৃদ্ধি হৈবে এবং উভয়ের প্রীতো নষ্ট হৈবে। অতএব রাখিবেক না।" তথাচ সেখানের রাজা-পোয়ালি[১২] ও দাঁতিয়াল ও গারো এই সকলে দ্রব্যাভিলাষে "কোনোরূপ অন্যথা না হয়, যদিস্যাৎ অন্যথা হবে আমাতে বুজিবেক" এমন বলি জিম্মা করি রাখিলেক। সম্প্রতি সে দাঁতির রাজা-পোয়ালি ও গারো ও কছারী[১৩] এসকলেই মায়ামরীয়া সহিত সম্মিলিত হৈয়া যেরূপ মন্দ কার্য্য করিয়াছে, তাহা সকলে এমন মন্দ কার্য্য ব রিতে শক্য[১৪] না হয়, এমত বুজা যায়। ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ হৈয়াছি। কোনো প্রধান জনের ঈপ্সিত নাহৈলে এমন সামান্য লোকে গুরুতর কার্য্য করিতে পারে না। যাহার ঈপ্সিতত এমত অকার্য্য হৈয়াছে শ্রীশ্রী৺এ যে করাবে, তাহা আবশ্য

৪ ব্যক্তিনাম দত্তের নাম। ৫ নর্তঙ্গ নামে রাজা। ৬ কতগুলি গারো লোক। ৭ প্রীতিও। ৮ বেশি। ৯ মায়ামরীয়া নামক আক্রমনকারী একটি সম্প্রদায়। ১০ কাছে। ১১ লোককে। ১২ রাজপুত্র। ১৩ কাছাড়ী। ১৪ সক্ষম।

হৈবেক। অতএব পূর্ব্ব প্রীতিত থাকিয়া আমাদের ভগনীয়া প্রজা এবং মায়ামরীয়া সেথানে যে আছে সকল ছারি[১৫] দিবার জন্য সে লোককে হুকুম দিবেক। সেরূপ না করি পূর্ব্ব-ধর্ম-নির্ব্বন্ধ-ছাড়া হৈলে এবং প্রীতি-বাক্যো নাচরিলে ইহাতে যেরূপ হবে তাহা আপনে জানিল। পশ্চাত সে প্রজা এবং মায়ামরীয়া রাখিতে পারিবেক না; অতএব লেখিতেছি। আর লেখিয়াছেন,—"পূর্ব্বে অন্যোন্যের দ্বারা শুনিয়াছি সীমনা ভাঙ্গিয়া মদ্দেশাশ্রিত প্রজা নিয়াছ, তথাচ পূর্ব্ব ৺র বারণ কেন করিয়াছি, এমত রীতি ভাল না হয়।" যে বলিয়াছেন সম্প্রতি উপযুক্ত নয়। নিশ্চয় বুজিবেক আমি পূর্ব্ব ৺তে আছি, যদিস্যাৎ তাহাকে আমি ছারাণ হৈবাম আমাদের অত প্রজা অত দিবস সেথানে রাখিতে পারা হৈতে না। কিন্তু সেথানের আপনার আজ্ঞানুসারে পাত্র আসিয়া যে কিছু মারামরীয়া এবং ভগনীয়া উলিয়াই[১৬] দিয়াছে তাহাকে পায়াছি, আর বাকী যে আছে তাহা সকলকো দিতে কবুল করিয়া পাতর[১৭] এবং রাজা-পোয়ালি সেথানে গিয়াছে। সম্প্রতি দেই না, তথাচ আমরাও সীমনা ভাঙ্গিয়া আনিত না, এবং তোমরাও দুষ্টলোকের বাক্য শুনিবে না। সম্প্রতি সে প্রজা যেরূপ তাকিদ পাওয়া যায় তাহা করিবেন। যদিস্যাৎ দুষ্টলোকের মন্ত্রণাত[১৮] থাকিয়া ছারিয়া দেয় না পশ্চাত যে হবে স্বর্গদেবে জানিল আমি জনাই যাই[১৯] না। কিঞ্চিৎ পত্রচিহ্ন পঠাইতেছি, পহুঁছিবেক। বাকী সমাচার ওখানের শ্রীজয়দেউ কটকী ও টেকেলা বরা[২০] শ্রীজয়দাস, সেথানের শ্রীরামচন্দ্র কটকী ও গাইরহ, ইহা সকলের মুখ-জেবানিতে সকল সমাচার জ্ঞাত হইয়া আপনার নিজ মঙ্গলাদি লিখিয়া পরিতোষ করিবেন। ইতি, শক ১৭২৫, তেরিখ ২৮ মাস মাঘ।

৫

শ্রীনাথ দুয়রা বড়বড়ুয়ার নিকট কাছাড়রাজ কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের পত্র

স্বস্তি শ্রীমন্নগেন্দ্র-নন্দিনী-চরণারবিন্দ-দ্বন্দ্ব-পরিস্যন্দ-মকরন্দ-ধার-পানা- নন্দিতান্তঃ-করণ- ষট্‌চরণামিত্র- দ্বিরদগণ- বিদ্বেষণ- পঞ্চানন-ভূ- বৃন্দারকাশীর্ব্বান-ভিন্নাদিকেতন-শ্রীযুত-বরবরুয়া-সহুদার-চরিত্রেষু। ভবদ্-কারুণ্যং সদৈব চিন্ত্যং তেনাস্মৎ সাময়িকং কুশলমাস্তেতরাং।

---

১৫ ছাড়িয়া। ১৬ দূর করে, তাড়িয়ে। ১৭ পাত্রমিত্র, লোকলস্কর। ১৮ মন্ত্রনায় ১৯ জানিয়ে রাখি। ২০ ছোট অফিসার, নিম্নশ্রেণীর রাজকর্মচারী।

পরং বিশেষ, স্থিতিমান্ শ্রীশর্মামতি যোগে আপনে যে পত্র পঠায়াছিলাম[১] তাহা সবিশেষ জ্ঞাত হইলাম। আপনে বরমুরীয়া গোহাঁই ভগনীয়ার বিষয় পত্রেতে লিখেন,—যখন ৺র দেশ বিভ্রাটকালে ৺র সন্ততি বুলি পরিচয় দিলেন, সত্যাসত্য পরিচয় না পাই, তথাপি জীবিকার সংযোগ করিয়া রাখি। তদুপশ্চাৎ জয়সিংহ ৺মণিপুরেশ্বরে যখন আপনার দেশে গিয়াছিলেন উহান[২] পুত্র অনুপানন্দ যুবরাজের সঙ্গে মিলতা[৩] করিয়াছিল। সেই সম্বন্ধানুসারে পত্র দিয়াতেই নিলেন। অকস্মাৎ কেমতরূপে[৪] যায়া এতদ্দেশীয় ও পুরণীয়া ভকত[৫] ও সামান্য লোকের সঙ্গে কুমন্ত্রণা করিয়া ৺ক যুদ্ধ করিল। তাহা শুনি আমাদের শ্রীফের্গা খুংলাঙ্গকে ওহাকে পাগুরি আনিতে পাঠাইলাম। এ কথা শুনি আমার শ্রীফের্গাখুংলাঙ্গকে অমর্য্যাদা করিয়া নটুয়া লস্কর প্রভৃতি কতকলোক কাটিলেন[৬] এবং রণে ভঙ্গ দিয়া অন্নে পীড়িত হৈয়া দেশান্তরী হৈল। ইতি শক ১৭২৫, মাস জেষ্ঠ।

৬

কাছাড়রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট শ্রীনাথ দুয়রা বড়বড়ুয়ার পত্র

স্বস্তি শ্রীচতুর্মুখ-প্রমুখ-বৃন্দারক-বৃন্দ-বন্দিত-শ্রীমদীশ্বরী-চরণ- মহোৎপল-পরাগ-রাগীকৃত-চিত্ত-মধুব্রত শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনৃপেষু। স্বস্তি শ্রীগোপালচরণ-নখপূর্ণ-চন্দ্রিকাস্বাদ-চতুর-চিত্ত-চকোর-সকল-সদ্গুণা র্ণব-দুয়রা- বংশোদ্ভব- শ্রীশ্রীবরবরুয়াখ্য-মন্ত্রি- প্রবরস্য-পত্রমিদং বিরাজতেতরাং।

পরং সমাচার এহি,—শ্রীচেনাখুমডাঙ্গর মার্ফৎ আপনার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আর শ্রীশ্রী৺র স্থানে পালসেবার হস্তী ঘোঁরা সমেত যে পত্র প্রেরণ করিতেছিল শ্রীশ্রী৺র চরণারবিন্দেত[১] শ্রীচেনাখুমডাং সহিত সাক্ষাৎ করা গেল। সে সময়ে যে কথোপকথন হইয়াছিল শ্রীচেনাখুমডাঙ্গর মুখজাবানে জ্ঞাত হইবেন। আর পত্রতে লেখিয়াছিলেন,—বরমুরা গোহাঁই এবং ভগনীয়ার বিষয়

---

১ 'পাঠিয়েছিলেন' হবে, লিপিকর ভুলের ফলে 'ছিলাম' হয়েছে। ২ তাঁর। ৩ সখ্যতা। ৪ কেমন করে। ৫ ভক্ত। ৬ কতকলোককে বধ করিলেন।

১ 'ত' অতিরিক্ত ৭মী।

CENTRAL LIBRARY

পহিলে এহি সম্বাদ পত্রে লেখিয়া ইঠানের[২] শ্রীফেদেলা কটকীক সেখানে পাঠাইয়াছিলাম। সে সময়ে আপনে পত্রসমেত শ্রীফেলাই, শ্রীসাগরফা, শ্রীফেদেলা কটকীর সঙ্গে পঠোয়া[৩] পত্রেও মুখ-জেবানীয়েও এমত বলিয়াছিল,—'যখন ৺র দেশ-বিভ্রাট ছিল, তখন বরমূরা গোহাঁই ইখানে আসিছিল, সত্যাসত্য পরিচয় না পাই জীবিকা সংযোগ করি রাখিয়াছিল। ইতিমধ্যে শ্রীমণিপুরী রাজার পুত্র অনুপানন্দে মিত্রতা সম্বন্ধানুসারে লেখা দিয়া মণিপুরে নিলেক। যদিস্যাৎ পুনর খাসপুরে[৪] আসে তবে ধরিয়া দিয়া যাব।" এইরূপ পত্রে ও মুখ-জাবানেও কহিয়াছিল। সম্প্রতি সেরূপ বাক্য ছারা হৈয়া পত্রে লেখিয়াছেন,—"বরমূরা গোহাঁই মণিপুর হৈতে আসিয়া এতদ্দেশীয় পুরণীয়া ভকত সামান্য লোকের সঙ্গে কুমন্ত্রণা করিয়া ৺কে যুদ্ধ করিল।" তা শুনি আমাদের শ্রীফের্গাখুমডাঙ্গকে, উহাকে পাকুরি, আনাইতে পাঠাইলাম। একথা শুনি ফের্গাখুমডাঙ্গকে অমর্য্যাদা করি নটুয়া লস্কর প্রভৃতি কতটি লোক কাটিলেন; এবং রণে ভঙ্গ দিয়া অন্নে পীড়িত হইয়া দেশান্তরী হৈল।" এইরূপ আত্মদোষ গুপ্ত করিয়া যে লিখিয়াছেন অনুপযুক্ত। নটুয়া লস্কর আদি যেমত কাটিয়াছে এবং বরমূরা পুত্র সমেত রণে ভঙ্গ দিয়া পলাই গৈই আছিল, তাহা সমস্ত জানিয়াছি। সম্প্রতি আপনে পূর্ব্ববাক্য বিস্মরণ হৈয়া, পিতাপুত্র সম্বন্ধ, ৺ত ধর্ম্ম-কবুল বিচ্ছেদ করিয়া দাসীস্থত বরমূরাকে, মোয়ামরীয়া, ভগনীয়া প্রজা এবং কছারী সকলকে সম্মিলিত করাইয়া আমাদের ফৌজ সহিত যুদ্ধ করাইয়া ৺র যত অন্যথা কার্য্য করিয়াছেন, পত্রে লেখিতে পারি না। তথাচ পূর্ব্বধর্ম-কবুল পিতা-পুত্র সম্বন্ধেত থাকিয়া আমরা তাহার প্রতিকার করিবার মনস্থ নাই। অতএব পূর্ব্ব প্রীতিধর্ম্ম-কবুল রক্ষা করিবার যদি আপনার মনোযোগ আছে, যেরূপ পুত্র-ভার্য্যা সহিত বরমূরা এবং ভগনীয়া প্রজা ও মোয়ামরীয়া এসকল শীঘ্রে পাওয়া যাই[৫] তাহা করিবেন। যদিস্যাৎ এরূপ বাক্যতে মনযোগ না করেন ৺৺এ যি করাবে তাহা অবশ্য হৈবেক, নিশ্চয় বুজিবেক। আর কলিকত্তার শ্রীযুত বরসাহাবের পরামর্শ করিলাই ভালমতে তদন্ত করি বুজিবেক। দৈবচক্র বলবন্ত বটে, ইহাতে কেও বারণা করিতে না পারে। এরূপ যে বলিয়াছেন শরীরী মাত্রকে দৈবাধীন। দৈবে যাহাকে যেহি করাবে সেহিসে হয়; ইহাতে মনুষ্যের কর্ত্তব্যতা নাই। তথাচ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তাজনক কদাচ ধর্ম্ম ছারে না। আর এই দোষ গ্রহণ কর, তবে পূর্ব্ব ৺৺এ ধর্ম্মক্ষেত্রেতে পিতা-পুত্র সম্বন্ধ নিবন্ধ রক্ষা হৈল না। "অতএব ৺আমাদের পিতৃ হৈল। পিতৃতে পুত্রর যদি অপরাধ

২ এখানকার। ৩ পাঠানো। ৪ কাছাড়ের রাজধানী। ৫ যায়।

হয় তথাপি পিতৃয়ে অপরাধ ক্ষমা করিতে উপযুক্ত।'' এরূপ যে লেখিয়াছেন, আম্রা সেরূপ দোষ গ্রহণ করি নাই। যদিস্যাৎ গ্রহণীয় করিত সেইক্ষণে তাহার প্রতিকার ৺৺র কৃপাত যে হবে তাহা হৈত। অতএব পূর্ব্ব ৺র ধর্ম্ম-কবুল পিতা-পুত্র সম্বন্ধেতে থাকিয়া আম্রা ৺র ধর্ম্ম ছারা কাম করি নাই। আপনেও ৺র ধর্ম্ম ছারা হৈলে ৺ধর্ম্মে রক্ষা করিবেনা। অতএব যেরূপ পূর্ব্বপ্রীতি রক্ষা পায় আপনে তাহা করণেসে উচিত। ইতি, সন ১৭২৬, তারিখ ১৪ চৈত্র।

CENTRAL LIBRARY

টীকা

অনুপানন্দ—মণিপুরের রাজপুত্র ; এঁর উল্লেখ তুংখুঙ্গীয়া বুরঞ্জীর ৬ সংখ্যক পত্রে আছে।

অভয়পুরীয়া ফুকন—আহোমদের কয়েকজন সেনাপতি বা সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। এঁদের ফুকন বলা হয়। এইরূপ একজন ফুকন বা সৈন্যাধ্যক্ষ হলেন অভয়পুরীয়া ফুকন। এটি ব্যক্তিনাম নয়, উপাধি মাত্র।

অর্জুন দাস বৈরাগী—আহোম দূত এবং ত্রিপুরা বুরঞ্জীর অন্যতম লেখক। ইনি ১৭০৯-১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রত্ন কন্দলী শর্মা কটকীর সহিত তিনবার আহোম দূতরূপে ত্রিপুরা গিয়েছিলেন। এবং পরে ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে সহযোগী রত্নকন্দলী শর্মা কটকীর সহিত ত্রিপুরা বুরঞ্জী লেখেন।

অর্জুন শর্মা—আহোমরাজ চক্রধ্বজ সিংহের দূত বা উকিল (কটকী)। ইনি কুচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণের নিকট দূত রূপে গিয়েছিলেন।

অসুরালি—অসুরের আলি বা পথ। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে এই পথ ছিল এবং কোচরাজ্যের সীমা নির্দেশ করত। জনশ্রুতি এই যে অসুর নামে জনৈক পৌরাণিক নৃপতি (যেমন নরকাসুর) এই পথ নির্মাণ করেছিলেন।

আহ্লায়ার খাঁ—মোগল নবাব বা ফৌজদার। ইনি হাজো নামক স্থানে মোগল দুর্গ বা ফৌজদারির অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হাজোর অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ইনি আহোমদের সহিত বেশ কয়েকখানি পত্র-বিনিময় করেছিলেন।

আজম্‌তরা, সুলতান—বাদশা ঔরঙ্গজেবের পুত্র। ইনি মোগল সৈন্যের সহিত আসাম এসেছিলেন ও ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আহোম অমাত্য বড়ফুকনকে একটি পত্র দিয়েছিলেন।

ইসলাম খাঁ—বাংলার সুবেদার বা নবাব, ঢাকায় অবস্থান করতেন। সপ্তদশ শতকের শুরুতে কোচ রাজ্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন ও আহোম রাজ্যের কিয়দংশ দখল করে কামরূপের হাজো নামক স্থানে দুর্গ নির্মাণ করেন। এঁরই পরিচালনায় মোগল সৈন্য আহোম রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

CENTRAL LIBRARY

একাদশ—আকাদহ বা আকাদশ নামেও পরিচিত। মোগল দূত বা পত্র-বাহক। ইনি কয়েকবার আহোম রাজ্যের সহিত দৌত্যকর্মে যোগ দিয়েছিলেন।

উত্তরকূল—বেশির ভাগ বুরঞ্জীতে 'উত্তরকোল' নামে লিখিত। ব্রহ্মপুত্র নদী আসামের পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত। সেজন্য এর উত্তরাঞ্চলকে উত্তরকূল ও দক্ষিণাঞ্চলকে দক্ষিণকূল বলা হ'ত।

উদয়াদিত্য সিংহ—আহোম নরপতি। ইনি চক্রধ্বজ সিংহের মৃত্যুর পর ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন ও ১৬৭৩ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

ওরেষা—উড়িষ্যা দেশ।

কমলেশ্বর সিংহ—আহোম নরপতি। ইনি ১৭৯৫-১৮১০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

করইবাড়ী—গ্রাম বিশেষ, কামরূপ জেলার অন্তর্গত।

কলীয়াবরীয়া বড়ফুকন—আহোম অমাত্য, সেনাপতি ও মন্ত্রী উভয়ের কাজই করতেন। নগাঁও জেলার কলীয়াবর নামক স্থানে এঁর হেডকোয়ার্টার্স ছিল বলে এই নামে ইনি পরিচিত ছিলেন। তবে এটি কারো ব্যক্তিগত নাম নয়, উপাধি বিশেষ।

শ্রীকানাই—কোচ দূত বা পত্র-বাহক, কয়েকবার আহোম দরবারে গিয়েছিলেন।

কানু শর্মা—আহোম দূত বা পত্র-বাহক, কয়েকবার মোগল দুর্গ হাজোতে গিয়েছিলেন।

কামতা—কোচ রাজ্য। পূর্বে এই রাজ্য যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল ও এর মধ্যে বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও পশ্চিম আসামের বেশ কয়েকটি জেলা ছিল। রাজধানীর নাম কামতাপুর। এই রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের নাম পরে কুচবিহার ও পূর্বাঞ্চলের নাম কোচ হাজো হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ—কাছাড়ের রাজা। ইনি দীর্ঘদিন রাজত্ব করেন। এঁর সময়ে রাজ্যের অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল যদিও বহিঃশত্রুর বার বার আক্রমণে এঁকে সদাসর্বদা সর্তক থাকতে হয়েছিল। ইনি ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করলে ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ রাজা হন। গোবিন্দচন্দ্রই কাছাড়ের শেষ রাজা। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে আহোমদের সহিত বেশ কয়েকবার দূত বিনিময় হয়।

কোচবিহার—কোচ রাজ্য। কোচ রাজা নরনারায়ণের মৃত্যুর পর রাজ্য দুভাগে বিভক্ত হয়। পশ্চিমাঞ্চলের নাম হয় কোচবিহার এবং সেখানে নরনারায়ণের নিজের পুত্রকলত্রগণ রাজত্ব করেন। আর পূর্বাঞ্চলের নাম হয় কোচ হাজো

CENTRAL LIBRARY

ও সেখানে নরনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ও তাঁদের বংশধরগণ রাজত্ব করেন। কোচবিহার এখন পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা বিশেষ।

কোচ হাজো—কোচ রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের নাম। এর রাজধানী ছিল কামরূপের হাজো এবং দরঙ্গ জেলার দরঙ্গ নামে দুটি জায়গায়। রাজধানী দরঙ্গ পরে মঙ্গলদই নামে অভিহিত হয়। কোচ হাজো এখন আসামের অন্তর্গত, এর বেশির ভাগই দরঙ্গ বা দারাঙ্গ জেলার মধ্যে পড়েছে।

খাসপুর—কাছাড় রাজ্যের রাজধানী। আহোমদের আক্রমণে কাছাড়ীগণ পেরে না উঠে রাজধানী মাইবঙ্গ পরিত্যাগ করে দক্ষিণে বরাক নদীর তীরে খাসপুরে এসে উপস্থিত হন ও এইখানে এঁরা ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন। খাসপুর ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১২৭ বছর কাছাড়ী রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইংরেজরা ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড় রাজ্য কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। বেশির ভাগ বুরঞ্জীতে খাসপুর 'খাচপুর' এইভাবে লিখিত। শিলচরের আট মাইল দক্ষিণে খাসপুরের অবস্থান ছিল।

গড়গাঞ্চ —গড়গাং বা গড়গ্রাম ভাবেও লিখিত। আহোম রাজধানী, শিবসাগর জেলার ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত। আহোমদের সময়ে এই নগরীর যথেষ্ট শ্রী ও বিস্তৃতি ছিল, অধুনা লুপ্ত নগরীতে পরিণত।

গারো—গারো পাহাড়ের অধিবাসী, এরা গারো নামেই পরিচিত। গারোরা একটি ভিন্ন জাতি, আহোমদের সহিত এদের কোনো সম্বন্ধ নেই। তবে এরা কাছাড়ী বা কোচ জাতির জ্ঞাতি স্বরূপ। গারো পাহাড়ের বাইরে, কামরূপ, গোয়ালপাড়া, খাসি পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চলেও গারোরা কিছু সংখ্যায় বাস করে।

শ্রীগোপালচরণ—কোচ দূত বা পত্র-বাহক, কোচরাজ প্রাণনারায়ণ ও আহোম রাজ জয়ধ্বজ সিংহের মধ্যে পত্র বিনিময়ের সময়ে ইনি অনেকবার দৌত্য কার্য সম্পন্ন করেন।

গোভা—রাজ্য বিশেষ। জয়ন্তীয়া রাজা যশোমন্ত সিংহের সময়ে এটি জয়ন্তীয়ার অধীনস্থ একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। আহোমদের সঙ্গে জয়ন্তীয়ার বন্ধুত্বের সময়ে ক্ষুদ্র গোভা জয়ন্তীয়াকে বহুভাবে সাহায্য করে।

গৌড়—বঙ্গদেশের বিখ্যাত নগরী ও রাজ্য। গৌড়ের সুলতান কোচ রাজ্য জয় করার মানসে কোচবিহারে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। কোচ সেনাপতি, মহারাজ নরনারায়ণের ভাই, চিলারায়কে গৌড়ের মুসলমান সৈন্যরা বন্দী করে

CENTRAL LIBRARY

গৌড় নিয়ে গিয়েছিল। আহোমগণও গৌড়কে যথেষ্ট ভয়ের চোখে দেখত। সে সময়ে গৌড়ে হিন্দু রাজা ছিলেন না, মুসলমান সুলতান ছিলেন।

ঘিলা—গ্রাম বিশেষ। ঘিলা নামে একটি নদীর তীরে এই গ্রাম অবস্থিত ছিল। এইখানে কোচ রাজগণ একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। মোগল সৈন্য দ্বারা তাড়িত হয়ে পলাতক কোচরাজ পরীক্ষিৎ এইখানে এসে অবস্থান করেন। এটি খুব সম্ভবত কামরূপ জেলার পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত ছিল।

ঘিলাবিজয়পুর—কোচরাজ রঘুদেব নারায়ণের রাজধানী, ঘিলা নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থান বর্তমানে গৌহাটির ২০/২২ মাইল পশ্চিমে আজরা গ্রামের সন্নিকট। রঘুদেব কুচবিহার পরিত্যাগ করে এইখানে এসে রাজা হয়েছিলেন।

চক্রধ্বজ সিংহ—আহোম রাজ। এঁর রাজত্বকাল ১৬৬৩-৬৯ খ্রীঃ। স্বল্প কালের জন্য রাজপদে আসীন থাকলেও এঁর রাজত্বকালে মোগল-আহোম সংঘর্ষ চরমে উঠে এবং অসাধারণ সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও রণকৌশলের জোরে ইনি মোগলদের হাত থেকে কামরূপ উদ্ধার করেন।

চতুর্ভুজ—আহোম দূত বা পত্র-বাহক। একাদশের সহিত এই চতুর্ভুজ কয়েকবার মোগলদের দুর্গ হাজোতে পত্র-বাহকের কাজ করেছিলেন।

চন্দ্রনারায়ণ—কোচ-রাজপুত্র। কোচরাজ পরীক্ষিৎ মোগল সৈন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করলে তাঁর ভ্রাতৃদ্বয় চন্দ্রনারায়ণ ও রূপনারায়ণ আহোমদের শরণাপন্ন হন ও এইভাবে তাঁরা তাঁদের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিলেন। পরে চন্দ্রনারায়ণ আহোমদের হাতেই নিহত হয়েছিলেন।

চম্পক রায়—ত্রিপুরার যুবরাজ। রামমাণিক্যের মৃত্যুর পরে চম্পক রায় নিজে রাজা না হয়ে মৃতের ৭ বছরের বালকপুত্র রত্নমাণিক্যকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজেকে যুবরাজ হিসাবে রেখে রাজ্য শাসন করেন। তিনি সুশাসক ছিলেন ও প্রজাদের মঙ্গলচিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু পরে রামমাণিক্যের ভাই নরেন্দ্রমাণিক্য রত্নমাণিক্যকে তাড়িয়ে নিজেই রাজা হয়ে বসলেন। উপায় না দেখে চম্পক রায় তখন ঢাকায় পালিয়ে যান। কিন্তু নরেন্দ্রমাণিক্যের দুঃশাসনে পীড়িত হয়ে প্রজারা চম্পক রায়কে রাজ্যে ফিরে এসে সুশাসন প্রবর্তন করবার অনুরোধ জানিয়ে দূত পাঠিয়ে ছিলেন।

চিলারায়—কোচরাজ নরনারায়ণের ভাই। আসল নাম শুক্লধ্বজ নারায়ণ। চিলের মত তাঁর ক্ষিপ্রগতি ও বুদ্ধি ছিল বলে লোকে তাঁকে চিলারায় নাম

CENTRAL LIBRARY

দিয়েছিল ও এই নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। মহারাজ নরনারায়ণের সেনাপতি রূপে তিনি বহু যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন ও নিকটবর্তী প্রায় সব রাজাকে পরাজিত করে তাঁদের রাজ্যকে কোচরাজ্যের আওতায় এনেছিলেন। এভাবে তাঁরই প্রচেষ্টায় মহারাজ নরনারায়ণ এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। গৌড়ের সহিত যুদ্ধে চিলারায় পরাজিত হন ও গৌড়ের সুলতান তাঁকে বন্দী করে গৌড় নিয়ে যান। সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে আসবার সময় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে গঙ্গা তীরে তার দেহান্ত হয়, সেটা ১৫৭০-৭২ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে।

চুকাম্‌ফা—আহোমরাজ। সুথাম্‌ফা দ্র।

চেটিয়া গোহাই—আহোম অমাত্য। ব্যক্তি নাম নয়, উপাধি বিশেষ। গোহাই হলেন মন্ত্রী, আর চেটিয়া উচ্চ আসামের চেটিয়া সম্প্রদায়ের বসবাসকারী অঞ্চল। ঐ অঞ্চলের যিনি ভারপ্রাপ্ত উচ্চ রাজ কর্মচারী থাকতেন, তাঁর উপাধি কালক্রমে দাঁড়িয়ে যায় চেটিয়া গোহাই। আহোম রাজত্বের প্রথম দিকে এই উপাধিবিশিষ্ট কোন কর্মচারী বা অফিসার ছিলেন না।

শ্রীচেনাথুমডাঙ্গ—কাছাড়রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দূত ও পত্র-বাহক। ইনি জাতিতে কাছাড়ী, সেজন্য এঁর এই নাম, এটি কাছাড়ী ভাষার শব্দ। ইনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীনাথ দুয়রা বড়ুয়ার মধ্যে বহু পত্র বিনিময়ে দূত-গিরি ও বাহকের কাজ করেছিলেন।

ছাস্তা খাঁ—আসল নাম শায়েস্তা খাঁ, আসামে সাধারণভাবে ছাস্তা খাঁ নামে পরিচিত। ঢাকার নবাব ও মোগল রাজত্বের প্রতিনিধি। মীরজুমলার মৃত্যুর পরে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এঁকে নবাব করে ঢাকায় পাঠানো হয়। তাঁর অধীনে বেশ কয়েকজন ফৌজদার হাজোতে কাজ করেছেন। আহোমদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কয়েকবার পত্র বিনিময় হয়, এসব পত্র 'পুরণি অসম বুরঞ্জী' ও 'কামরূপর বুরঞ্জী'তে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। শায়েস্তা খাঁ নিজে কোনোদিন আসামে আসেন নি।

শ্রীজয়দাস টেকেলা বরা—আহোম রাজার পত্র-বাহক দূত। নাম জয়দাস, উপাধি টেকেলা বরা। টেকেলা বরা হল আহোম রাজপরিষদের নিচের দিককার কর্মচারী, আধুনিক হেড পিয়নের তুল্য। জয়দাস ঐ রকম কাজ করতেন বলে তাঁর এই উপাধি। ইনি জয়ন্তা ও আহোম শিবিরের মধ্যে একবার পত্রবাহকের কাজ করেছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

জয়দেব কটকী—আহোমরা দূত বা পত্রবাহক বলতে কটকী শব্দ ব্যবহার করতেন। এটিও পরে উপাধি বাচক শব্দে রূপান্তরিত হয়। এইভাবে জয়দেব কটকী আহোমদের একজন পত্রবাহক দূত। ইনি জয়দাস টেকেলা বরার সহিত একবার জয়ন্তীয়া রাজসভায় গিয়েছিলেন।

জয়ধ্বজ সিংহ—আহোম রাজা। এঁর রাজত্বকাল ১৬৪৮-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ। এঁর রাজত্বকালের স্মরণীয় ঘটনা মীরজুমলার আসাম আক্রমণ। মোগল সেনাপতি মীরজুমলা ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে আসাম আক্রমণ করেন। নিম্ন আসামে আহোমদের পরাজিত করে তিনি উচ্চ আসামে আহোম রাজধানীর দিকে ধাবিত হন; এই খবর শুনে রাজা জয়ধ্বজ সিংহ পাত্র মিত্র সহ রাজধানী ত্যাগ করে কিছু দিন পর্বতে আত্মগোপন করেছিলেন। রাজধানী থেকে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন বলে তিনি আসামে 'ভগনীয়া রাজা' (পলাতক রাজা) নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।

জয়নারায়ণ—কোচ রাজা, মহারাজ বলীদেব নারায়ণের প্রপৌত্র। এঁর উল্লেখ মহারাজা প্রাণনারায়ণের পত্রগুলিতে আছে। দ্রষ্টব্য—'কামরূপ বুরঞ্জী' পত্র সংখ্যা ৮।

জয়ন্তা—জয়ন্তীয়া রাজা। মূলত শ্রীহট্ট জেলার কিয়দংশ ও জয়ন্তীয়া পরগনা নিয়ে এই রাজ্য। এটি বহু পুরাতন ও বাংলাভাষী একটি হিন্দু রাজ্য। এখানে বহু হিন্দু রাজা রাজত্ব করেছেন। জয়ন্তীয়া রাজ্যের সহিত একদিকে নিকটবর্তী কাছাড় রাজ্যের ও অন্যদিকে বহু দূরবর্তী আহোম রাজ্যের মোটামুটি ভাল সম্বন্ধ ছিল। এই রাজ্যের প্রায় সবটা এখন বাংলাদেশে পড়েছে।

জয়ন্তীপুর—জয়ন্তীয়া রাজ্যের রাজধানী। বর্তমানে জয়ন্তীপুর নগর সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। অথচ পূর্বে এটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ নগরী ছিল।

জয়সিংহ—মনিপুরের রাজা। বর্মিজদের ভয়ে ও কাছাড়রাজ কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের আহ্বানে ইনি মনিপুর ত্যাগ করে কিছুকাল কাছাড়ে এসে অবস্থান করেছিলেন। ইনি পূর্বে উল্লেখিত যুবরাজ অনুপানন্দের পিতা।

জয়ানন্দ—আহোম-দূত ও পত্র-বাহক। বড়বড়ুয়া ও আহ্লায়ার খাঁর মধ্যে পত্র চালানির সময়ে এঁর দৌত্যকাজের উল্লেখ পাওয়া যায়।

জেঠো—পরীক্ষিৎ নারায়ণ, কোচ হাজোর রাজা, জেঠো পরীক্ষিৎ বা শুধু জেঠো নামে পরিচিত। ইনি চিলারায়ের প্রপৌত্র। দ্র. পরীক্ষিৎ।

CENTRAL LIBRARY

ডিমরুয়া—একটি ক্ষুদ্র প্রাচীন রাজ্য। বর্তমান নগাঁও জেলায় অবস্থিত ছিল। রাজ্যটি ১৬শ-১৮শ শতকের মধ্যে বহুবার কাছাড়, জয়ন্তীয়া ও আহোমরাজ্যের দ্বারা হস্তান্তরিত হয়। শেষ পর্যন্ত এটি পাকাপাকি ভাবে আহোম রাজ্যের এলাকা ভুক্ত হয়।

ঢাকা—বাংলার নবাবী আমলের রাজধানী। বিখ্যাত নগরী। পূর্ববঙ্গের বুড়ী-বালাম নদীর তীরে অবস্থিত।

ঢেকেরি—কামরূপ জেলার একটি প্রাচীন পরগণা বিশেষ। কোচ রাজত্বের সময়ে কামরূপ অঞ্চলকে সাধারণভাবে ঢেকেরি বলা হত। ত্রমনকি কুচবিহারও কখনো কখনো এই নামে পরিচিত হয়েছে। এর কারণ রূপে আহোমদের দায়ী করা যায়। তাঁরাই নিম্ন আসামের কোচ রাজ্যকে 'ঢেকেরি' বলেন। এখানকার অধিবাসীরাও কালক্রমে ঢেকেরিয়া নামে পরিচিত হয়।

তাম্রধ্বজ—তাম্রধ্বজ নারায়ণ। কাছাড়ের রাজা। ইনি আহোমরাজ রুদ্র-সিংহের সমসাময়িক ছিলেন। এঁর সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আহোম-দের কাছে যুদ্ধে হেরে কাছাড়ীদের মাইবং পরিত্যাগ ও খাসপুরে রাজধানী স্থাপন। এটি ১৭০৪-০৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেকার ঘটনা। তাম্রধ্বজের সহিত পরে আহোমদের সন্ধি হয়।

তিনি গোহাঁই—তিনজন গোহাঁই বা প্রধান মন্ত্রী। আহোম রাজসভায় রাজার পরেই এই তিন গোহাঁইর স্থান। এঁদের নাম বুঢ়াগোহাঁই, বড়পাত্র গোহাঁই ও বড়গোহাঁই। কিন্তু এগুলির কোনটিই নাম নয়, শুধু উপাধি। আহোমদের তিন জন প্রধান মন্ত্রী বা গোহাঁই ছিলেন। আধুনিক অর্থে প্রকৃতপক্ষে এঁরা ক্যাবিনেট স্তরের মন্ত্রী এবং এঁদের তিনজনেরই পদমর্যাদা সমান ছিল।

তুংখুংগিয়া বুরঞ্জী—বুরঞ্জী বিশেষ। আহোম রাজপরিবারগুলি কয়েকটি বংশে বিভক্ত ছিলেন। এইরূপ একটি বংশ হল তুংখুংগিয়া (তুংখুঙ্গীয়া) বংশ। এই বংশের রাজগণ ১৬৮১-১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১৪৫ বছর রাজত্ব করেন। এই বংশের প্রথম রাজা গদাধর সিংহ ও শেষ রাজা পুরন্দর সিংহ। পুরন্দর সিংহের সময়ে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বৃটীশ আসামের রাজ্যভার গ্রহণ করে। মূলত তুংখুংগিয়া রাজগণের শাসনকাল ও ঘটনাবলী এই বুরঞ্জীতে বর্ণিত হয়েছে, সেজন্যই এর নাম তুংখুংগিয়া বুরঞ্জী। 'তুংখুং' একটি আহোম শব্দ, এর সহিত

CENTRAL LIBRARY

'ইয়া' প্রত্যয় করে তুংখুংগিয়া শব্দটি গঠিত হয়েছে। এই বুরঞ্জীর লেখক শ্রীনাথ দুয়রা বড়ুয়া।

থানাদার—মোগল সুবা বাংলার অধীনে কতগুলি ফৌজ ছিল, প্রত্যেকটি ফৌজের অধীনে আবার কয়েকটি করে থানা ছিল। এইরকম একটি ফৌজ হল হাজো ও থানা হল শ্রীহট্ট। ফৌজের অধিকর্তাকে ফৌজদার ও থানার অধিকর্তাকে থানাদার বলা হয়। ফৌজদারও আবার সাধারণভাবে নবাব নামে পরিচিত ছিলেন এবং থানাদারকে ছোট নবাব বলা হত। সেকালের থানাদার একালের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের, মত। সে ক্ষেত্রে ফৌজদারকে ডিভিজনাল কমিশনারের সহিত তুলনা দেওয়া যেতে পারে।

দক্ষিণকূল—ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণাঞ্চলের নাম। 'উত্তরকূল' দ্র.

দরঙ্গ—রাজ্য বিশেষ, আধুনিক আসামের দরঙ্গ জেলার প্রাচীন অবস্থান। নরনারায়ণের কোচ রাজ্য পরবর্তী কালে দুভাগে বিভক্ত হয়, পশ্চিম ভাগে পড়ে কুচবিহার আর পূর্বভাগে পড়ে কোচ হাজো। এই কোচ হাজোই সাধারণভাবে দরঙ্গ নামে পরিচিত।

দরঙ্গি—কোচ রাজ্য দরঙ্গের অধিবাসী। দরঙ্গের কোচরাজগণও সাধারণভাবে দরঙ্গি বা দরঙ্গী বা দরঙ্গীয়া নামে পরিচিত ছিলেন।

দিলাল খাঁ—হাজোর ফৌজদার মীর্জা নাথুলার অধীনে মোগল সেনাপতি। আহোমদের সঙ্গে মোগলদের হাজো ও গৌহাটি প্রভৃতি স্থানে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। এইরকম কয়েকটি যুদ্ধে দিলাল খাঁ মোগল সৈন্য পরিচালনা করেন। তিনি মোগলদের তরফ থেকে আহোম রাজমন্ত্রীর নিকট কয়েকটি পত্রও লিখেছিলেন।

দুয়রা বরফুকন—বরফুকন বা বড়ফুকন হলেন মন্ত্রী, বড়বড়ুয়ার সমান মর্যাদার অধিকারী। দুয়রা পরিবারের যিনি নির্বাচিত মন্ত্রী তিনিই হলেন দুয়রা বরফুকন। এটি আহোম মন্ত্রীপরিষদের একজন মন্ত্রীর উপাধি, ব্যক্তি নাম নয়। সাধারণত কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবার থেকে মন্ত্রী নির্বাচিত হতেন। দুয়রা এই রকম একটি পরিবার।

ধর্ম্মা রাজা—ভুটান রাজার উপাধি। আহোম ও কোচদের সহিত ভুটান রাজের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। যেমন, একবার বিপদে পড়ে কোচরাজ প্রাণনারায়ণ ভুটানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন ও ভুটানরাজ ধর্মারাজ তাঁকে বহুভাবে সাহায্য দিয়েছিলেন।

CENTRAL LIBRARY

ধুবুড়ি—ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত বর্তমানের ধুবড়ি শহর। এই শহর ১৬শ-১৭শ শতকে কোচ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মোগলরা কোচ রাজ্যের ওপর অধিকার বিস্তার করলে ১৭শ শতকে এখানে একটি দুর্গ ও থানা স্থাপন করেছিল।

নটুয়া লস্কর—কাছাড়ী দূত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এঁকে দূতরূপে আহোম দরবারে পাঠান। কিন্তু সেখানে তাঁকে হত্যা করা হয়।

নড়া—রাজ্য বিশেষ; 'নরা' বলেও লেখা হয়। আসাম ও ব্রহ্ম সীমান্তে এই রাজ্য অবস্থিত ছিল। সাধারণত 'নরা' রাজ্য বলতে সীমান্ত ব্রহ্মরাজ্যই বোঝাত। এই রাজ্যের অধিবাসীদেরও 'নরা' বলা হত। নরা আসলে বর্মিজদের একটি শাখা বিশেষ।

নন্দরাম সাহ—মোগল রাজকর্মচারী। বড়বড়ুয়া ও চেটিয়া গোহাইকে লেখা আহ্লায়ার খাঁর একটি চিঠিতে এঁর উল্লেখ পাই। নন্দরাম সাহ (শা) ও আরো ২২ জন মোগল কর্মচারী এক সময় দরঙ্গের একটি দ্বারে (duar) অবস্থান করছিলেন, এমন সময় নিকটবর্তী দ্বারের চৌকিদার ওঁদের ধরে আহোম দরবারে নিয়ে যান।

নরনারায়ণ—বিখ্যাত কোচরাজ। বিশ্ব সিংহের পুত্র। এঁর সময়ে কুচবিহার রাজ্যের খ্যাতি ও প্রভাব বহুদূর বিস্তীর্ণ হয়েছিল। নরনারায়ণ দীর্ঘ ৫০ বছর রাজত্ব করেন, এঁর রাজত্বকাল ১৫৩৩-৮৩ খ্রীঃ। এডওয়ার্ড গেট অবশ্য ভুলবশত এঁর রাজত্বকাল ১৫৩৫-৮৫ খ্রীঃ বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে মহারাজ নরনারায়ণের বিশেষ একটি স্থান আছে। আহোম-রাজ সুকামফাকে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা তাঁর বাংলা পত্রটিই বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন; দ্র. বুরঞ্জী বহির্ভূত পত্র সংখ্যা ১।

নরা—'নড়া' দ্রষ্টব্য।

নরেন্দ্রমাণিক্য—ত্রিপুরার রাজা। বালক রাজা রত্নমাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করে ইনি রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু এঁর দুঃশাসনে দেশ উচ্ছন্নে গিয়েছিল বলে পাত্রমিত্র সবাই এঁর প্রতি বিরূপ হয়েছিল। ফলে যুবরাজ চম্পকরায়ের নেতৃত্বে এঁর বিচার ও বিচারে প্রাণদণ্ড হয়।

নর্তঙ্গ—জয়ন্তীয়ার অধীনস্থ ও মিত্র রাজ্য। এই রাজ্যের অবস্থান বর্তমানের মেঘালয় রাজ্যের জয়ন্তীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল, আধুনিক জোয়াই শহরের কাছে রাজধানীও ছিল। নর্তঙ্গরাজ মাণিকসিংহ ও আহোমরাজ জয়ধ্বজ

CENTRAL LIBRARY

সিংহের সহিত কয়েকবার পত্র বিনিময় হয়। ঐসব পত্রে রাজা মাণিক-সিংহ নিজেকে জয়ন্তীয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

নেলী—জয়ন্তীয়ার অধীনস্থ ক্ষুদ্র রাজ্য বিশেষ। আসলে এটি জয়ন্তীয়া সীমান্তে অবস্থিত একটি পরগনা মাত্র। যেমন গোভা আর একটি পরগনা। উভয় পরগনার কর্তরা রাজা নামে অভিহিত হতেন ও জয়ন্তীয়ার আশ্রিত ছিলেন।

শ্রীপণ্ডিত রায়—মোগল দূত, পণ্ডিত ও অভিজাত ব্যক্তি। শায়েস্তা খাঁর তত্ত্বাবধানে মোগল শক্তির প্রতিনিধি হয়ে এঁকে আহোম দরবারে প্রেরণ করা হয়। এঁর পদমর্যাদা অনুসারে এঁকে উপযুক্ত সম্মান দেবার জন্য শায়েস্তা খাঁ আহোম প্রধান মন্ত্রী বা বুঢ়া-গোহাইকে লিখেছিলেন।

পরীক্ষিৎ—পরীক্ষিৎ নারায়ণ, কোচ রাজা, চিলারায়ের প্রপৌত্র ও রঘুদেবের পুত্র। পরীক্ষিৎ রাজ্যের অধিকার নিয়ে পিতা রঘুদেব ও পিতৃব্য লক্ষ্মী-নারায়ণের সহিত বিবাদে লিপ্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত কোচ হাজো অঞ্চল দখল করে উত্তর গৌহাটিতে রাজধানী স্থাপন করেন। মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সন্ধির প্রার্থনা করলে এঁকে দিল্লীর বাদশার কাছে পাঠানো হয়। সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে আসবার সময় প্রয়াগে এঁর মৃত্যু হয়। এঁর লৌকিক নাম ছিল 'জেঠো'। এটি সম্ভবত 'জেঠা'র বিকৃতি।

পাত্র বড়ফুকন—আহোম-অমাত্য, রাজমন্ত্রী। 'বড়ফুকন' হলেন রাজমন্ত্রী, তার 'পাত্র' অর্থাৎ উচ্চ। এই বিশিষ্ট পদ আহোম দরবারের পরবর্তী যোজনা। প্রথমে মাত্র ৫ জন রাজমন্ত্রী ছিলেন, তার মধ্যে একজন হল বড়ফুকন, তখন পাত্র বড়ফুকন বলে কেউ ছিলেন না। পাত্র বড়ফুকনের অন্যতম কাজ ছিল সেনাপতিত্ব করা।

প্রাণনারায়ণ—কোচ রাজ, মহারাজ নরনারায়ণ হতে ইনি চতুর্থ কোচ রাজা ছিলেন। এঁর রাজ্য ছিল কুচবিহার। এঁর সময়ে মোগলদের আক্রমণে রাজ্য বিধ্বস্ত হলে ইনি প্রাণের ভয়ে ভুটানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সে সময় মীরজুমলা ছিলেন মোগল সেনাপতি। ঢাকা ফেরার পথে ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মীরজুমলার মৃত্যু হলে ইনি ফিরে এসে রাজ্য পুনরধিকার করেছিলেন। আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ ও চক্রধ্বজ সিংহের সহিত ইনি বহু পত্র বিনিময় করেন। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এঁর এই পত্রগুলির মূল্য অপরিসীম।

পোলোঙ্গা—মোগল দূত ও পত্র-বাহক। আহ্লায়ার খাঁ ও বড়বড়ুয়ার মধ্যে পত্র-

CENTRAL LIBRARY

বিনিময় কালে পোলোঙ্গা সহযোগী লেঙ্গার সহিত কয়েকবার দৌত্যকর্ম করেছিলেন। উভয় শব্দই ব্যক্তি নাম, এগুলি আহোম ভাষার শব্দ।

ফতে খাঁ—মোগল সেনাধ্যক্ষ। কোচ রাজ পরীক্ষিতের সহিত এঁর যুদ্ধ হয়েছিল। ইনি আহ্লায়ার খাঁর অধীনে হাজো ও গৌহাটির দুর্গে থেকে সৈন্য পরিচালনা করতেন।

শ্রীফেদেলা কটকী—ফেদেলা ব্যক্তির নাম, কটকী উপাধি, আহোম দূত। ইনি কাছাড়ী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ ও আহোম মন্ত্রী শ্রীনাথ দুয়রা বড়বড়ুয়ার মধ্যে পত্র-বিনিময়ে বাহকের কাজ করেছিলেন।

শ্রীফের্গাথুংলাঙ্গ—ব্যক্তি নাম। কাছাড়ী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের দূত। ইনি দৌত্য কার্যে আহোম মন্ত্রী শ্রীনাথ দুয়রা বড়বড়ুয়ার নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। আহোম দরবারের লোকে এঁকে অসম্মানিত করেছিল।

শ্রীফেলাই—ব্যক্তি নাম। ইনি কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ ও শ্রীনাথ দুয়রা বড়বড়ুয়ার মধ্যে পত্র-বিনিময়ে ফেদেলা কটকীর সহযোগে বাহকের কাজ করেছিলেম। আহোম দূত।

ফৌজদার—সৈন্যাধ্যক্ষ। মোগল সুবেদারদের অধীনে বহু ফৌজদার থাকতেন। সৈন্যাধ্যক্ষের কাজ ছাড়াও এঁরা নিজ নিজ অঞ্চলের তত্ত্বাবধান করতেন। এইরূপ এক একটি অঞ্চলকে ফৌজদারী বলা হয়। হাজো, পাণ্ডু ও গৌহাটিতে মোগলের কয়েকটি ফৌজদারী বা দুর্গ ছিল। এইসব দুর্গের পরিচালক ও অধ্যক্ষগণই হলেন ফৌজদার। এঁদের কখনো কখনো নবাব নামেও আখ্যা দেওয়া হত। যেমন, গৌহাটির ফৌজদার নবাব আহ্লায়ার খাঁ।

ফ্রা-চেং মুঙ্—ব্যক্তি নাম। আহোম সেনাপতি ও রাজমন্ত্রী। আহোম রাজা সু-হুং-মুঙ্ এঁকে রাজমন্ত্রী ও সেনাপতি পদে নিয়োগ করেন। ইনি সদিয়ার চুটিয়া রাজাকে পরাস্ত করলে এঁকে সেখানকার গভর্নরও করা হয়। পরে ইনি কাছাড়ীদেরও যুদ্ধে পরাস্ত করেন। এঁর আর একটি কৃতিত্ব মোগলদের সহিত যুদ্ধে সাফল্য। ইনি ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দের কলীয়াবরের যুদ্ধে মোগল সেনাপতি হায়াত খাঁকে নিহত করেন। ফ্রা-চেং মুঙ্ আহোম ভাষার শব্দ।

বড় গোহাঁই—আহোম মন্ত্রী বা প্রধান মন্ত্রীর উপাধি। তিনি গোহাঁই দ্র।

বড় নদী—ব্রহ্মপুত্র নদী।

বড় পাত্র গোহাঁই—আহোম প্রধান মন্ত্রীর উপাধি, বড় গোহাঁই ও বুঢ়া গোহাঁইর সহিত সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি গোহাঁই দ্র.।

CENTRAL LIBRARY

বড়ফুকন—আহোম রাজমন্ত্রীর উপাধি। আহোম দরবারে পাঁচজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছিলেন। এঁদের মধ্যে বড়ফুকনের স্থান পঞ্চম।

বড়বড়ুয়া—আহোম রাজমন্ত্রীর উপাধি। আহোম দরবারে পাঁচ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছিলেন। এঁদের মধ্যে বড়বড়ুয়ার স্থান চতুর্থ।

বড় সন্দিকৈ—বড় সন্দিকৈ ফুকন অথবা সন্দিকৈ বড়ফুকন। আহোম সেনাধ্যক্ষের এবং প্রহরাদারের উপাধি। সন্দিকৈ হল একটি বংশ বা পরিবার। এই পরিবার থেকে নির্বাচিত একজন সেনাধ্যক্ষের নাম ও উপাধি হল সন্দিকৈ বড়ফুকন, সংক্ষেপে বড় সন্দিকৈ।

বড়িতলা—বড়তলা, পরগণা বিশেষ। কামরূপ জেলায়, ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে, এর অবস্থান ছিল। এটি প্রথমে কোচদের অধীনে ছিল ও সেখানে একজন অধীনস্থ রাজা ছিলেন। পরে এটি আহোমদের দখলে এসেছিল।

বরচাহাব—বড় সাহেব, কলিকাতাস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গভর্ণর জেনারেল।

বরমুরা গোহাই—ব্যক্তি নাম। আহোম রাজা কমলেশ্বর সিংহের রাজত্বকালে (১৮শ শতক) আহোম রাজ্যে মোয়ামারীয়া নামে একদল লুণ্ঠনকারীর আবির্ভাব হয়। বরমুরা গোহাই ঐ সুযোগে আহোম রাজ্যে অনেক উপদ্রব করেছিলেন ও আহোম রাজা এবং অফিসারদের ব্যতিব্যস্ত করেছিলেন। ইনি জন্মসূত্রে সম্ভবত আহোম রাজের কোন দাসীর পুত্র ছিলেন, সেজন্য আহোমরা এঁকে মোটেই পছন্দ করতেন না।

বলীনারায়ণ—পরীক্ষিতের ছোট ভাই। কোচ রাজ। রাজা পরীক্ষিৎ মোগলদের সহিত সন্ধি করেছিলেন। এতে বিস্মিত হয়ে বলীনারায়ণ ও তাঁর অন্যান্য ভাইরা আহোমদের সাহায্য ভিক্ষা করেন ও আহোমদের সাহায্যে তিনি দরঙ্গের রাজা হন এবং বেশ কিছুকাল ওখানে রাজত্ব করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইনি ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগলদের হাতে নিহত হন। মোগলদের নিকট ইনি বলদেব বা বলীদেব নামে পরিচিত ছিলেন।

বাপা মহারাজ—ব্যক্তি নাম। কোচ সেনাপতি চিলারায়ের পুত্র। ইনি মহারাজ নরনারায়ণের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে ঘিলায় রাজা হয়ে বসেছিলেন। পরে ভ্রাতা রঘুদেবের সহিত এঁর বিরোধও হয় এবং অল্পকাল পরে মারা যান।

বালিপাড়া—দরঙ্গের পরগণা বিশেষ। এটি কোচ রাজাদের অধীনে ছিল।

বাস্কা—স্থান বিশেষ। ভুটানের অন্তর্গত একটি পার্বত্য গ্রাম। মোগলদের দ্বারা

CENTRAL LIBRARY

তাড়িত হয়ে কোচরাজ প্রাণনারায়ণ এখানে এসে বেশ কিছুকাল ভুটান রাজের আশ্রমে থেকে বসবাস করেছিলেন।

বুঢ়া—গোহাঁই—আহোম রাজমন্ত্রী, তিন গোহাঁইর অন্যতম। 'তিনি গোহাঁই' দ্র।

বেলতলা—কোচ রাজ্য কোচ হাজোর অন্তর্গত একটি ছোট রাজ্য। এখানকার রাজা কোচ রাজ্যের অধীনস্থ ছিলেন। এটি পশ্চিম কামরূপ জেলায় অবস্থিত।

শ্রীভকতচরণ—কোচরাজ প্রাণনারায়ণের দূত ও পত্রবাহক। আহোম রাজ জয়ধ্বজ সিংহের নিকট ইনি প্রাণনারায়ণের কয়েকবার পত্র-বাহক ছিলেন।

ভকতধূলি—ব্যক্তি নাম, আহোম দূত। আহোমরাজ রুদ্রসিংহ ও জয়ন্তীয়া রাজ রামসিংহের মধ্যে পত্র-বিনিময়ে ইনি সহযোগী অর্জুনের সঙ্গে দৌত্যকার্য করেছিলেন।

ভগনীয়া রাজা—জয়ধ্বজ সিংহ দ্র.।

ভবানাথ কার্জী—কোচরাজ প্রাণনারায়ণের সেনাপতি। ইনি মোগলদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ জয় করেছিলেন ও গৌহাটি (পাণ্ডু বা হাজো) থেকে মোগলদের হটিয়ে দিয়ে প্রাণনারায়ণের দখল বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু গৌহাটিতে আহোমদের সহিত একটি যুদ্ধে এঁর পুত্র অনিরুদ্ধ কার্জী নিহত হলে ইনি পাণ্ডুর ভার অধীনস্থ এক ব্যক্তিকে দিয়ে ধুবড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

ভেলাঙ্গি—ব্যক্তি নাম। আহোম দূত ও পত্র-বাহক। আহোম রাজমন্ত্রী বড়-বড়ুয়ার দূত রূপে ইনি শত্রুসেন ও জয়ানন্দের সহিত মোগল ফৌজদার আহ্লায়ার খাঁর দরবারে গিয়েছিলেন।

ভোট—ভুটানের অধিবাসী বা সৈনিক।

ভোটান্ত—ভুটান। ভুটানরাজ্য ও তার সীমা। কোচ রাজ্যের সীমান্তেই ভুটানের অবস্থান ছিল।

মকরধ্বজ নারায়ণ—বলীনারায়ণের পুত্র, কোচ হাজোর রাজা পরীক্ষিতের ভ্রাতুষ্পুত্র ইনি দরঙ্গের রাজা হয়ে কিছুকাল রাজত্ব করেছিলেন। এডওয়ার্ড গেট অবশ্য এঁকে দরঙ্গের রাজা না বলে 'রাণী'র রাজা বলেছেন। 'রাণী' নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র রাজ্য।

মকরম খাঁ—মোগল অমাত্য, দিল্লির বাদশার কর্মচারী, নবাব নামে আখ্যাত। এঁর উল্লেখ ফৌজদার আহ্লায়ার খাঁর পত্রে আছে। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর

CENTRAL LIBRARY

এঁকে সেনাপতি করে আসামে পাঠিয়েছিলেন, মূলত পরীক্ষিৎ নারায়ণকে শায়েস্তা করার জন্য। ইনি পরীক্ষিৎকে বন্দী করে দিল্লি নিয়ে গিয়েছিলেন।

মাজুম খাঁ—মীর জুমলার আসাম ও কুচবিহারে প্রচলিত নাম। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীর জুমলাকে বাংলার নবাব করে ঢাকায় পাঠান। ঢাকা থেকে মীর জুমলা কোচ ও আহোমদের বশে আনবার জন্যে কুচবিহার ও আসাম অভিযান করেন। মীর জুমলার অভিযানের ফলে মোগল ও আহোমদের সঙ্গে বহু দিন ধরে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। মীর জুমলা উজনি আসামে আহোম রাজধানী অভিমুখে রওনা হলে রাজা জয়ধ্বজ সিংহ রাজধানী ত্যাগ করে পালিয়ে যান। মীর জুমলার আসাম অভিযান আজও আসামে গল্প কথা হয়ে আছে। ঢাকা ফেরার পথে ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মীর জুমলার মৃত্যু হয়। মাজুম খাঁ ছাড়াও ইনি মীর্জা মূলা, মীর্জা নাথুলা প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন।

মাণিকসিংহ—নর্তঙ্গের রাজা। আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহের সমসাময়িক রাজা ছিলেন। জয়ধ্বজ সিংহের সহিত ইনি কয়েকটি পত্র বিনিময় করেন।

মানসিংহ—জয়ন্তীয়া রাজা, আহোমরাজ চক্রধ্বজ সিংহের সমসাময়িক। ইনি আহোমরাজ চক্রধ্বজ সিংহ ও উদয়াদিত্য সিংহের সহিত বেশ কয়েকটি পত্র বিনিময় করেন।

মানাহা—নদী বিশেষ, আধুনিক মানস। এই নদী ভুটান পাহাড় হতে নির্গত হয়ে দরঙ্গের মধ্যে দিয়ে এসে কামরূপে ব্রহ্মপুত্র নদীতে পড়েছে। মানস ও ব্রহ্মপুত্রের সংযোগস্থলকে পূর্বে মানাহামুখ বলা হত। এখানে আহোম, কোচ ও মোগলদের মধ্যে বহু যুদ্ধ হয়েছিল।

মান্তরা—ব্রহ্মদেশের মান জাতি। আসামের পূর্ব সীমান্তে বহুবার এই মান জাতি চড়াও হয়ে রাজ্যের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। এদের রাজ্য আসাম সীমান্তে ছিল। আসামে এদের কখনো কখনো মান্তরা নামে অভিহিত করা হয়েছে।

মামোগোবিন্দ—কোচরাজ পরীক্ষিতের মামা বা মামু ও বেলতলার রাজা। ইনি মোগলদের বশ্যতা স্বীকার না করে বলীনারায়ণের মত স্বাধীনভাবে ছিলেন। মোগল-আহোমের যুদ্ধে ইনি আহোমদের পক্ষ নেন, কিন্তু আহোমদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে শেষে ঢাকায় মোগলদের সহিত মিলিত হন।

CENTRAL LIBRARY

মীর্জা জাহিনা—ইসলাম খাঁর ভাই। ইনি ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে গৌহাটির ফৌজদার হয়ে আসেন ও আহোমদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হন। কয়েক বছর গৌহাটিতে থেকে মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইনি বেশ সাফল্যলাভ করেন কিন্তু আহোমদের কাছে শেষ পর্যন্ত দারুণভাবে পর্যুদস্ত হন। তখন আহ্লায়ার খাঁর ওপর ফৌজদারির ভার অর্পণ করে ইনি ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা ফিরে যান।

মীর্জা নাথুলা—আসল নাম মীর্জা নাথান, কিন্তু মীর্জা নাথুলা নামে সমধিক পরিচিত। ইনি প্রথমে, ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের দিকে, গৌহাটির থানাদার ও পরে ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে হাজোর মোগল ফৌজদার হন। আহোমদের সঙ্গে ইনি বীরত্ব সহকারে বহু যুদ্ধ করেন। আরো দুজন মোগল সেনাপতিও মীর্জা নাথুলা নামে পরিচিত ছিলেন। এঁদের একজন হলেন কামরূপের ফৌজদার মীর লুৎফুল্লা সিরাজী ও আর একজন হলেন মোগল সেনাপতি মীর জুমলা।

মীর জুমলা—মাজুম খাঁ দ্র.।

মীর্জা মুলা—মীর জুমলার প্রচলিত একটি নাম। মাজুম খাঁ দ্র.।

মেচ—জাতি বিশেষ। সংস্কৃত 'ম্লেচ্ছ' শব্দ হতে এর উৎপত্তি। মেচ নামে মধ্যযুগীয় একটি জাতির উল্লেখ বহু জায়গায়, এমনকি তন্ত্রে ও পুরাণে পাওয়া যায়। এই মেচ জাতিই আধুনিক গোয়ালপাড়া জেলার বোড়ো জাতি। কোচ রাজ পরীক্ষিৎ কামরূপ বুরঞ্জীতে বেশ কয়েকবার 'মেচ পরীক্ষিৎ' নামে অভিহিত হয়েছেন।

মোমাই তামুলি বড়বড়ুয়া—আহোম মন্ত্রী ও সেনাপতি, মোমাই তামুলি নাম বড়বড়ুয়া উপাধি। আহোম রাজা প্রতাপসিংহ (আহোম নাম: সু-সেঙ ফা) এঁকে ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। ইনি জয়ধ্বজ সিংহের আমল পর্যন্ত (১৬৬৩ খ্রী.) এই পদে বহাল ছিলেন। ইনি মোগলদের সহিত বহু যুদ্ধ করেছেন ও অশেষ বীরত্ব দেখিয়েছেন।

মোয়ামরীয়া—একটি দল বা গোষ্ঠী (sect)। অষ্টাদশ শতকে এই গোষ্ঠীটির আবির্ভাব হয় ও প্রায় শত বছর ধরে এরা সমগ্র আসামে, বিশেষত উচ্চ আসামে, হামলা চালায়। এদের লুণ্ঠন, পীড়ন ও অত্যাচারের কথা আজো আসামে গল্প কথা হয়ে আছে। বর্গীর হাঙ্গামার সহিত এদের হামলার তুলনা দেওয়া যায়। এদের হাঙ্গামা মোকাবিলা করতে বহু আহোম, জয়ন্তীয়া ও কাছাড়ী রাজাকে ব্যস্ত হতে হয়েছিল।

মোরঙ্গ—রাজ্য বিশেষ। উজনি বা উচ্চ আসামে, বর্তমান শিবসাগর জেলার শেষ প্রান্তে এই রাজ্য অবস্থিত ছিল। এখানে প্রথমে চুটিয়া রাজা রাজত্ব করতেন। পরে এটি আহোম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন এখানে একজন গভর্ণর নিযুক্ত হলেন, অসমীয়া ভাষায় তাঁর নাম হল মোরঙ্গ-খোয়া, মোরঙ্গি-খোয়া ও পরে কুকুড়া-খোয়া।

যশমন্ত রায়—জয়ন্তীয়া রাজা, ইনি আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ (১৬৪৮-৬৩) ও চক্রধ্বজ সিংহের (১৬৬৩-৬৯ খ্রী.) সমসাময়িক ছিলেন ও এঁদের সঙ্গে এঁর বহু পত্র বিনিময় হয়। এঁর সময়ে জয়ন্তীয়া রাজাদের উপাধি লাণ্ডা সুলতান চালু হয়। বহু রাজকীয় পত্রে এঁকে 'যশমন্ত রায়' নামেও উল্লেখ করা হয়েছে।

রঘুদেব নারায়ণ—কোচ রাজা, চিলা রায়ের পুত্র ও পরীক্ষিৎ নারায়ণের পিতা। মহারাজ নরনারায়ণের জীবিত কালেই তাঁর রাজ্যের সীমা নির্দিষ্ট করা হয়। বড় সঙ্কোষ নদীর পূর্ব দিকের ভাগ পড়ল রঘুদেবের হাতে। ইনি সেখানে ঘিলাবিজয়পুর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করে রাজ্য শাসন করেন। এঁর অংশে কামরূপ, দরঙ্গ, গোয়ালপাড়া ও রংপুর প্রভৃতি জেলা পড়েছিল। পরে এই অংশের নাম হয় কোচ হাজো।

রঘু রায়—রঘুরায় চৌধুরী, বঙ্গের জমিদার। মোগলের বিশ্বাসী ও সম্ভ্রান্ত দূত রূপে কার্য করেছেন। আহ্লায়ার খাঁ অনেকবার রচিপ খাঁর সহিত এঁকে দূত রূপে আহোম মন্ত্রী বড়বড়ুয়ার নিকট পাঠিয়েছিলেন।

রচিপ খাঁ—বাংলার জমিদার মাচিম খাঁর পুত্র। ইনি রঘুরায় চৌধুরীর সহিত মোগল ফৌজদার আহ্লায়ার খাঁর বিশ্বাসী ও সম্মানিত দূত রূপে আহোম মন্ত্রী বড়বড়ুয়ার দরবারে গিয়েছিলেন।

রত্নকন্দলী শর্মা—আহোম দূত। আহোম-রাজ রুদ্র সিংহের দূত রূপে ইনি অর্জুন দাস বৈরাগীর সঙ্গে ১৭০৯—১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোট তিনবার ত্রিপুরার রাজ দরবারে গিয়েছিলেন এবং ত্রিপুরা বুরঞ্জী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দ্র. অর্জুন দাস বৈরাগী।

রত্নমাণিক্যদেব—ত্রিপুরার মহারাজা। মাত্র ৭ বছর বয়সে ইনি সিংহাসনে বসেন। মাঝখানে অল্প কিছুকালের জন্য রাজ্যচ্যুত হলেও পরে আবার সিংহাসন ফিরে পান এবং দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। ইনি সুশাসক ও লোকপ্রিয় রাজা ছিলেন। কিন্তু রাজ্যলোভী ভ্রাতা মহেন্দ্রমাণিক্য এঁকে হত্যা করে নিজে রাজা হন।

CENTRAL LIBRARY

রংপুর—কিছুকালের জন্য আহোম রাজধানী। ডিব্রুগড় জেলায় অবস্থিত। নগাঁও জেলায়ও একটি রংপুর আছে, কিন্তু সেটি আহোমদের রাজধানী ছিল না। রুদ্রসিংহ এখানে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী স্থাপন করেন।

রামচন্দ্র কটকী—জয়ন্তীয়া রাজা রামসিংহের দূত। ইনি আহোম মন্ত্রী শ্রীনাথ দুয়রা বড়ুয়ার নিকট রামসিংহের পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রীরামচরণ—কোচরাজ প্রাণনারায়ণের দূত। ইনি প্রাণনারায়ণের দূত ও পত্র-বাহক রূপে কয়েকবার আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহের দরবারে গিয়েছিলেন।

রামসিংহ—জয়ন্তীয়া রাজা। এঁর রাজ্য শাসনকাল ১৬৯৬ খ্রী. থেকে ১৭১৪ খ্রী. পর্যন্ত। ইনি বহু আহোম রাজা ও মন্ত্রীর সহিত পত্র-বিনিময় করেছিলেন।

রামসিংহ—মোগল সেনাপতি, অম্বরের রাজা জয়সিংহের পুত্র। দিল্লির সম্রাট ঔরঙ্গজেব রামসিংহকে সেনাপতি করে ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আসাম পাঠান। আহোমরা তখন মোগলদের অধিকৃত গৌহাটি দখল করে নিয়েছিল। সেনাপতি রামসিংহের আগমনে আহোমরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। তখন আহোমদের সেনাপতি ছিলেন লাচিত বরফুকন। রামসিংহ ও লাচিত বরফুকনের সহিত পত্র বিনিময় হয়েছিল। যুদ্ধে আহোমরা জয়লাভ করে।

রামাই দলৈ—জয়ন্তীয়ারাজ যশমন্ত রায়ের দূত ও পত্র-বাহক (কটকী)। ইনি বিরৈ নামে জনৈক ব্যক্তির সহিত রাজকীয় পত্র নিয়ে আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহের দরবারে গিয়েছিলেন।

রুদ্র বুঢ়াগোহাঁই—আহোম প্রধানমন্ত্রী। ইনি বহু দিন, জয়ধ্বজ সিংহের আমল থেকে সুডৈফা-র আমল পর্যন্ত (১৬৬১—১৬৮১ খ্রী.) আহোম তিন প্রধান মন্ত্রীর একজন ছিলেন। বহু জয়ন্তীয়া রাজার সহিত এঁর অনেক পত্র বিনিময় হয়।

রুদ্রসিংহ—আহোম রাজ। ইনি ১৬৯৬—১৭১৪ খ্রী. রাজা ছিলেন। ইনি রাজধানী রংপুরে স্থানান্তরিত করেন। ইনি কাছাড় ও জয়ন্তীয়া রাজ্যে অভিযান প্রেরণ করেন। কাছাড় ও জয়ন্তীয়া রাজাদের সহিত এঁর বহু পত্র বিনিময় হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণ—কোচ রাজা। মহারাজ নরনারায়ণের একমাত্র পুত্র এবং তাঁর মৃত্যুর পর কুচবিহারের রাজা হন। এঁর রাজত্বকাল ১৫৮৭—১৬২৭খ্রী.। ইনি একজন দুর্বল রাজা ছিলেন। সেজন্য মোগলদের বশীভূত থাকতেন।

CENTRAL LIBRARY

ইনি রঘুদেব নারায়ণের পুত্র পরীক্ষিৎকে নানারকম কুমন্ত্রনা দিয়ে বিদ্রোহী করে তুলেছিলেন ও বিপদের দিনে তাকে নিজের রাজ্যে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

লক্ষ্মীসিংহ—জয়ন্তীয়ার রাজা। ইনি আহোম রাজা উদয়াদিত্য সিংহ, রামধ্বজ সিংহ, সুজিন ফা, সুডৈফা, গদাধর সিংহ ও রুদ্র সিংহের সমসাময়িক ছিলেন এবং ১৬৭৩—৯৬খ্রী. পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি সমসাময়িক আহোম রাজগণের সঙ্গে দূত বিনিময় করেন। এঁর নামে বহু বাংলা পত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে।

লখীরাম বরা—আহোম পত্র-বাহক। আহোম রাজা কমলেশ্বর সিংহের পত্র নিয়ে ইনি কাছাড়ী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের কাছে গিয়েছিলেন, ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে।

লাণ্ঢা দেশ—জয়ন্তীয়া রাজ্য। জয়ন্তীয়ার একজন পৌরাণিক রাজা ছিলেন, তার নাম লাণ্ঢাবর। তাঁর নামানুসারেই পরে রাজ্যের নাম লাণ্ঢা দেশ হয়।

লাণ্ঢা সুলতান—জয়ন্তীয়া রাজাদের উপাধি। জয়ন্তীয়া রাজ্যের নাম ছিল লাণ্ঢা দেশ। ফলে ষোড়শ-সপ্তদশ শতক থেকে রাজাদের উপাধি হয় লাণ্ঢা সুলতান। এ সময়ে পূর্বাঞ্চলে মোগল আগমনের ফলে 'সুলতান' শব্দের চল হয়। সাধারণত যশমন্ত রায়ের সময়ে 'লাণ্ঢা সুলতান' উপাধি খুব ব্যাপক-ভাবে ব্যবহৃত হয়।

লাচিত বরফুকন্—আহোম সেনাপতি ও মোমাই তামুলি বড়বড়ুয়ার পুত্র। এঁর বুদ্ধিমত্তা ও রণনৈপুন্যের পরিচয় পেয়ে চক্রধ্বজ সিংহ এঁকে 'বরফুকন' অর্থাৎ মন্ত্রী ও সেনাপতির পদে নিয়োগ করেন, ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। মোগলের বিরুদ্ধে ১৬৭১ খ্রী. গৌহাটির নিকটে সরাইঘাটের যুদ্ধে ইনি অসম্ভব বীরত্ব দেখিয়ে জয়লাভ করেন। এঁর বীরত্বের কথা আজো আসামের ঘরে ঘরে প্রচলিত। ইনি ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। মোগল সেনাপতি রামসিংহের সহিত ইনি পত্র বিনিময় করেন।

লেঙ্গা—মোগল দূত ও পত্র-বাহক। আহ্লায়ার খাঁর পত্র-বাহক রূপে লেঙ্গা সহযোগী পোলোঙ্গার সহিত আহোম মন্ত্রী বড়বড়ুয়ার নিকট গিয়েছিলেন। পোলোঙ্গা দ্র.।

লোহিত্য—ব্রহ্মপুত্র নদী। সংস্কৃত সাহিত্যে 'লৌহিত্য' নামে উল্লেখিত। অসমীয়া ভাষায় আধুনিক কালে এটি 'লুইত' হয়েছে। কাছাড়ীরা ব্রহ্মপুত্রকে 'ডি-লাও' বলত; দেখাদেখি আহোমরাও বলত 'টি-লাও' বা 'নাম-টি-লাও'।

CENTRAL LIBRARY

সম্ভবত এই টি-লাও 'তিলাও' হয়ে লুইত হয়েছিল, পরে সংস্কৃত ভাষায় লুইত লৌহিত্য হয় এবং সেখান থেকে স্থানীয় সংস্কৃতে লোহিত্য।

শক্রসন—শক্রসেন। আহোম দূত ও পত্র-বাহক। বড়বড়ুয়ার পত্র-বাহক রূপে ভেলারই ও জয়ানন্দের সহিত আহ্লায়ার খাঁর নিকট গিয়েছিলেন।

শ্রীশর্ণামতি—শরণামতি। আহোম মন্ত্রী শ্রীনাথ ডুয়রা বড়বড়ুয়ার পত্র-বাহক। ইনি কাছাড়ী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ডুয়রা বড়বড়ুয়ার পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন।

শায়েস্তা খাঁ—বাংলার নবাব ও মোগলের প্রতিনিধি। ইনি মীরজুমলার মৃত্যুর পর ঢাকার নবাব হয়ে আসেন। ইনি কখনো আসামে আসেননি। আসামে ইনি 'ছাস্তা খাঁ' নামে পরিচিত ছিলেন। ছাস্তা খাঁ দ্র.।

শিবসিংহ—আহোম রাজা। এঁর রাজত্বকাল ১৭১৪—৪৪ খ্রী. ইনি বহু জনহিতকর কাজ করেন। ইনি শাক্ত ছিলেন। এঁর সময়ে কামাখ্যা মন্দিরের অনেক সংস্কার হয়। এঁর নামানুসারেই শিবসাগর জেলার নামকরণ হয়েছে।

শ্রীহট্ট—শ্রীহট্ট জেলার সদর শহর। অসমীয়া বুরঞ্জীতে এই শহর 'চিল্লেহট' নামে লিখিত হয়েছে।

সত্রাজিত—ভূষণার রাজপুত্র। ইনি মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করে মোগল সেনাপতি সৈয়দ আবু বকর-এর সঙ্গে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে আসাম আক্রমণ করেন। মোগলদের সেনাপতিরূপে ইনি আহোমদের সহিত বহু যুদ্ধ জয় করেন ও গৌহাটির নবাবও হন। কিন্তু পরে আহোমদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেন ও মোগলদের গোপন তথ্য আহোমদের সরবরাহ করেন। মোগল সেনারা তা জানতে পেরে এঁকে ধুবড়ীতে বন্দী করে ও ঢাকায় নিয়ে এসে হত্যা করে।

সনাতন—আহোম মন্ত্রী বড়বড়ুয়ার উকিল ও পত্র-বাহক। ইনি কানু শর্মার সহিত বেশ কয়েকবার বড়বড়ুয়ার পত্র-বাহক হয়ে আহ্লায়ার খাঁর নিকট গিয়েছিলেন।

সন্দিকৈ দিহিঙ্গীয়া ফুকন—সন্দিকৈ বংশের ফুকন অর্থাৎ সেনাপতি ও অমাত্য। দিহিং নদীর অববাহিকা অঞ্চলে এঁর সদর দপ্তর ছিল, সেজন্য ইনি এই নামে পরিচিত। আহোম রাজ পরিষদে ৫ জন মন্ত্রী ও কয়েকজন মন্ত্রী-সেনাপতির

CENTRAL LIBRARY

দ্রষ্টব্য=দ্র. পরেই এঁর স্থান। এটি উপাধি, ব্যক্তি নাম নয়। জয়ন্তীয়া রাজা লক্ষ্মী-সিংহের সহিত এঁর পত্র বিনিময় হয়েছিল।

সন্দিকৈ বড়ফুকন—বড় সন্দিকৈ দ্র.।

সাহসুজা—মোগল সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্র। ইনি বাংলার নবাব হয়ে ঢাকা এসেছিলেন, পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের ভয়ে ইনি ঢাকা ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। ঢাকায় থাকা কালে আহোমদের সঙ্গে এঁর সামান্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

সিঙ্গরি—রাজ্য বিশেষ। পশ্চিম কামরূপের প্রান্তে দরঙ্গে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির অবস্থান ছিল ও এটি কোচ রাজাদের দখলে ছিল। কিছু কাল এর ওপর মিত্র রাজা ভূটান-রাজও দখল বিস্তার করেছিলেন। কোচ-আহোম ও মোগলদের ভেতর সংগ্রামের সময় অনেকবার কোচ রাজারা এখানে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিতেন।

সুকামফা—আহোম নরপতি, অসমীয়া বুরঞ্জী ও অন্যান্য গ্রন্থে এঁকে 'চুকামফা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইনি 'খোরা রাজা' নামে পরিচিত ছিলেন। এঁর রাজত্বকাল ১৫৫৩—১৬০৩ খ্রী. ও এইজন্য ইনি কোচরাজ নরনারায়ণের সমসাময়িক ছিলেন। এঁর সহিত নরনারায়ণের পত্র বিনিময়ও হয়। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এঁদের পত্র দুটির অপরিসীম মূল্য আছে।

সুজান সিংহ—মোগল সেনাপতি। এঁর সহিত কোচরাজ প্রাণনারায়ণের যুদ্ধ হয় ও সেই যুদ্ধে প্রাণনারায়ণের বহু ক্ষয়-ক্ষতি হয়।

সু-হুঙ-মুঙ—আহোম রাজা। এঁর রাজত্বকাল ১৪৯৭—১৫৩৭খ্রী.। ইনি দিহিং নদীর তীরে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন বলে এঁর নাম হয় দিহিঙ্গীয়া রাজা। ইনি শকাব্দার প্রবর্তন করে আহোম সাল গণনায় বিপ্লব আনেন। ইনি 'স্বর্গনারায়ণ' উপাধিরও প্রবর্তন করেন।

সেক মেদা—ফৌজদার আহ্লায়ার খাঁর দূত ও পত্র-বাহক। আহোম মন্ত্রী বড়বড়ুয়ার নিকট ইনি কয়েকবার পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন।

সোহোই ইসলাম খাঁ—সোহোই মানে রাজপুতনার সহিত জড়িত ও অভিজাত। ইনি ঢাকার নবাব হয়ে এসেছিলেন। ইসলাম খাঁ দ্র.।

সৌমারদেশ—আহোম রাজ্যকে পূর্বে সৌমার দেশ বা সৌমার পীঠ বলা হত। নিম্ন আসামকে বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর

CENTRAL LIBRARY

বলা হত। এইসব প্রাচীন সাহিত্য ও তন্ত্রে উচ্চ আসামকে সৌমার পীঠ বলা হয়েছে। আহোমদের রাজত্ব মূলত এই উচ্চ আসামেই ছিল।

হরবল্লভ ডেকা কার্জী—কোচরাজ প্রাণনারায়ণের মন্ত্রী। আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহের সহিত প্রাণনারায়ণের সন্ধির ব্যাপারে ইনি সহায়তা করেছিলেন ও প্রধান সাক্ষী ছিলেন। নাম হরবল্লব, উপাধি ডেকাকার্জী বা কাজি। ডেকা একটি আহোম শব্দ।

হাজো—গৌহাটির পনের মাইল পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে একটি ক্ষুদ্র শহর। এইখানে মোগলদের বিরাট ঘাঁটি ও দুর্গ ছিল এবং ফৌজদারীর সদর ছিল। দুর্গের অধিনায়ককে ফৌজদার বা নবাব বলা হত।

শ ব্দ কো ষ

[এটি পূর্ণাঙ্গ শব্দ তালিকা নয়। কেবলমাত্র অপ্রচলিত, লৌকিক ও দুর্বোধ্য শব্দ সমূহের তালিকা এবং তাদের অর্থ ও যথাসম্ভব ব্যুৎপত্তি দেওয়া হল।]

সংকেত

অস. = অসমীয়া ; অসমা. ক্রি. = অসমাপিকা ক্রিয়া ; আ. = আরবী ; দ্র. = দ্রষ্টব্য ; পু. = পুরুষ ; ফা. = ফারসী ; বাং = বাংলা ; বি. = বিশেষ্য ; ব্রজ. = ব্রজবুলি ; সং = সংস্কৃত ; সমা. ক্রি. = সমাপিকা ক্রিয়া ; হি. = হিন্দী

বোড়ো-কোচ = তিব্বতী-চীনা পরিবারের একটি ভাষা বিশেষ।

অ

অক্ষরর—অক্ষরের

অখন—এখন

অখনেও—এখনো

অখনো—এখনো

অচল—চিরস্থির

অচমর—আসামের

অজাব—শান্তি, <আ. অজাব

অজিজ্ঞারূপে—অজ্ঞতারূপে

অজিজ্ঞাস—জিজ্ঞাসা

অতয়েব—অতএব

অতম্পর—অতঃপর

অতি রেক—অতিশয়, আধিক্য

অধিকত অধিক—অধিকের অধিক, সর্বাপেক্ষা অধিক

অধিকতো অধিক—সর্বাপেক্ষা অধিক

অধিকারীএ—কর্তা, অধিকারী

অনালে—আনাইলেন

অনাদরি—অগ্রাহ্য করে, অসমা. ক্রিয়া

অনায়ত—অহেতুক

অনেক কালকে—অনেক কালের পরে

CENTRAL LIBRARY

অন্তকে—অন্তরে

অন্তকো—অন্তকে, শেষ, শেষ পর্যন্ত

অন্তস্করণেতে—অন্তঃকরণে, মনে

অন্তস—অন্তর, পরে

অন্তসেত—অন্তরে, পরে, মনে

অম্বেষাত—অম্বেষাতে

অন্যত্তাস্বরূপে—খুব ভাল ভাবে, অন্য সকলের চেয়ে

অন্যোঅন্যে—অপরে, অপরের

অন্যোন্যে—অন্যদের

অপরঞ্চ—অতঃপর, এদিকে

অপরীয়ামৈত—অপরিমিত

অপৃত—অপ্রীত, অপ্রিয়

অভয়পুরীয়া ফুকন—জনৈক আহোম অমাত্য, অভয়পুর নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত ফুকন পরিবারের অফিসার/সেনাপতি

অভিমত্ত—অভিমত

অভেদ—ভেদহীন

অমিরুল উমরাএ—আমির-উল-ওমরা, অমাত্য, মন্ত্রী

অয়ে—ওহে, <ব্রজ.

অরিজুতা—শত্রুতার ভাব

অর্জুন—পাণ্ডব, তৃতীয় পাণ্ডব

অর্জুন—পত্রবাহক দূতের নাম

অর্থত—অর্থে [ত ৭মী বিভক্তি

অর্দস্ত—সুবিধা, favour, <ফা, অরজ্‌দস্ত

অলোক্য—স্বর্গাদি প্রাপ্তি, বিরোধী

অল্পকামর—অল্পকাজের

অল্পজন্রে—অল্পমাত্রায় ; সত্বরে

অল্পো—অল্প

অশস্ত—অশান্ত

অসুরালি—অসুরের পথ, ঐ নামে পরিচিত পথ, <অসুর+আলি, পথ

অহোর—বড় ; প্রতিদিনের, <সং

CENTRAL LIBRARY

আ

আইছে—আসে, এসেছে, <আসিছে
আইতেছি—আসছি
আইতেছে—আসছে
আইল—এল, <আসিল
আইলেহে—এলেই, অসমা. ক্রি. [হে=ই
আউর—আর, অন্য, <হি.
আওর—আর, অন্য, <হি, ব্রজ.
আওল—এল, <ব্রজ.
আক—তাকে, একে, [ক দ্বিতীয়া বিভক্তি
আকলাস্ত—এখন আছে, <ফা. একনোন আস্ত্
আকনাস্ত—এখন আছে, <একনোন আস্ত্
আকাদহ—একাদশ, [আসাম ও পূর্ববঙ্গে স/শ ধ্বনি 'হ' হয়
আকায়দ—বিশ্বাস, <আ.
আকে নিশ্চয়ই
আখার—আকার, প্রকার
আখের—শেষ পর্যন্ত
আগক করিয়া—আগে রেখে, [ক ৭মী বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত
আগতে—আগে, <আগ+৭মী তে
আগর—আগের, পূর্বের
আগর কাঠ—ধূপ কাঠ
আগয়ার—পূর্বের, আগের, [আগ+র
আগুয়া—অগ্রবর্তী
আগু বাঢ়ি—আগু বাড়াইয়া, অগ্রসর হয়ে
আগু হুয়া—আগে হয়ে, অগ্রে, <ব্রজ.
আগেয়ে—আগেই
আগ্রহণ—গ্রাস [আ উপসর্গ
আঘন—অঘ্রান মাস
আঘীর সিন্দুর—এগার সিন্দুর, গ্রাম বা স্থান বিশেষ
আচম—আসাম, [অস. চ=স

CENTRAL LIBRARY

আচাম—আসাম আচা ; মহিমকে—যুদ্ধের লাঠি, = যুদ্ধাস্ত্র [আ. আচা = লাঠি, কাঠি,

আচামকে—আসামের, [কে হিন্দী ষষ্ঠি বিভক্তি

আচফি—আসরফি, মুদ্রা, <ফা, আসরফি

আচৌ—আছি ।

আছা—আছো, মধ্যম পু. ক্রি

আছিতেও—থাকিতেও, inf.

আছিছে—আসিছে, এসেছে

আছিবার থান—থাকবার বিষয়ে

আছিল—ছিল

আছিলা—ছিলেন (তুমি বা আপনি)

আছিলোঁ—ছিলাম

আছোঁ—আছি

আজম—রাজপুত্র, <ফা.

আজার—অভিযোগ, দোষ, <আ. উজার

আজির—আজকের [আজি + র

আজি—অদ্য

আঞ্চোরে—আঁচলে, <ব্রজ.

আট্টিয়া—আঁটিয়া (?) ; আট (+ আ), আট, ৮

আত্‌লচ্‌—আতা, ফল বিশেষ, <অস.

আত—এতে, [ত ৭মী বিভক্তি

আতলচ—আতা, এক প্রকার ফল, আত্‌লচ্‌

আতো—এতে, ইহাতে, [তো ৭মী বিভক্তি, তো <ত

আদ—আধ, অর্ধ

আদতাই—উপহার দ্রব্য বিশেষ

আদমি—মানুষ, <হি.

আদমিকো—মানুষের, <হি.

আদমসে - প্রথম থেকে [আদম + ৫মী সে

আদাতাঞি—আদতাই দ্র.

আদ্ধ—প্রথম

CENTRAL LIBRARY

আন্য—অন্য

আন আন্যো—অন্যান্য, আন<অন্য

আন মত—অন্য মত

আনর—অন্যের

আনাইত—আনীত (?)

আনাইবা—আনিবে (তুমি)

আনিছিল—এনেছিল

আনিব করিয়া—আনিবে বলিয়া (তুমি)

আনিলি—আনিলাম

আনিম—আনিব, আনব [উত্তম পু. ক্রি.

আনো—অন্য

আনো পায়ন—অন্য উপায়ে, <আন+উপায়ন

আন্দাস্তকো—অন্য পক্ষকে, <ফা. অন দাস্ত্+কো

আন্দ্যু পক্ষ—উভয় পক্ষ বা শত্রু পক্ষ

আন্ধিয়ারি—আঁধার, বি. ; আঁধার করে, ক্রি.

আনন্দতাক—আনন্দকে, ২য়া বিভক্তি 'তাক' যোগে, অর্থাৎ আনন্দে

আপনা—নিজের

আপনার আগুয়াক পাঠায়া—আপনার/নিজের লোক আগে পাঠিয়ে

আপনে—স্বয়ং ; আপনি ; আপনার দ্বারা

আপনে জানিল—আপনি জানলেন, আপনার দ্বারা জানা হল

আপুনি—স্বয়ং

আপোন—নিজের

আপোন মাফিক—নিজের মত

আপোন আয়—আপনার ইচ্ছায়

আপোনে—আপনি

আপ্ত—নিজের ; আত্ম ; আত্মীয়তা]

আপ্ত দেখায়া—আত্মীয়তা দেখিয়ে

আফত—আপদ, পূর্ববঙ্গে প>ফ একটি বিশেষত্ব

আফতাব—সূর্য, <ফা. আফ্তাব্

আফিয়ত—ক্ষমা ; প্রত্যাবৃত্ত, <আ.

CENTRAL LIBRARY

আবর—<আওর, পুনরায় ; আরও
আবরদ—কমানো, হ্রাস করা, ক্রি.,<ফা. ইব্‌রদ
আবশ্য—অবশ্যই
আবাগুর—আবাগোর, অভাগার
আভিরত—অবিরত
আমদ—আমোদ (?)
আমরাকো—আমাদের ; কো হি. ষষ্ঠি
আমাত—আমার ; আমাকে ; আমাতে
আমাত হন্তে—আমার থেকে ; আমাদের থেকে
আমাঠের—আমাদের
আমার—আমার ; আমাদের
আমারা—আমরা ; আমাদের
আমারে ওপরে—আমারও ওপরে
আমারাএ—আমরাই ; আমরা এ
আমাৰৈ—আমাকে ; আমাদের নিকট
আমিয়ো—আমিও
আমি—আমি ; আমরা ; [অসমীয়া বহুবচনে আমি]
আমিহ—আমিই, [হ emphatic
আমীরোল উমরাও—মন্ত্রী, অমাত্য<ফা. আমির-উল-উমরাহ্‌
আমোল—আমল
আয়াজেজাম—প্রিয়, <ফা. আজিজাম
আয়লি—এলি (তুই), <ব্রজ.
আঁর হৈ—লুকিয়ে, অসমা. ক্রি. <অধ>আড়
আর দার—অন্য দ্বার, পৃথক
আর বার—অন্য বার
আর মত—ভিন্ন মত
আরামত—বিপদ, <ফা.
আরু—আর, এবং
আরু—আর, এবং
আরে—আরো

CENTRAL LIBRARY

আরো সময়ে—অন্য সময়ে

আর্দ্দাস—দরখাস্ত, <ফা.

আর্দ্দাস্ত—বন্ধুত্ব, সহায়তা, <ফা. অরজ্‌দস্ত্‌

আলাম পাৎসা—বাদশা আলমগীর

আশিস্ – আশীর্বাদ করা

আশ্রমক—আশ্রমের, [ক ব্রজ. ষষ্ঠি

আষার—আষাঢ় মাস

আসমানকে—আকাশের ; [কে হি. ষষ্ঠি

আসা-যোওয়া—আসা-যাওয়া

আসি আছি—আসিয়াছি

আসিছিল—এসেছিল

আসি পহুচিলা—এসে পৌছল/পৌছলেন

আসি পাইলেক—এসে পৌছলেন

আসিবর—আসবার, বি.

আসিলত—আসিলে পর, [ত ৭মী বিভক্তি

আসোয়ার—অস্ত্রধারী, সৈনিক

আস্তে—আছে, ক্রিয়া ; জন্য, অব্যয়

আহান—ব্যক্তি নাম বিশেষ, <ফা.

আহান দিন—ধর্ম বিশেষ, <আ. দিন=ধর্ম

আহার নামে দানি—ব্যক্তি নাম বিশেষ

আহাল দিল –ব্যক্তি নাম, same as আহান দিন ; <আ. আওহাল/ আব্‌হাল—অবস্থা, বহুবচন

আহি—এসে, আসিয়া ; অসমা. ক্রিয়া

আহিছিল—এসেছিল

আহিছে—এসেছে ; আসছে

আহিতেছে— আসছে

আহিন—আশ্বিন মাস

আহিল—এল, এলেন

আহে—ওহে, <ব্রজ.

আহ্লাদা – আনন্দের

CENTRAL LIBRARY

ই

ই—এই

ই কারণ—এই কারণ

ই কারণে সে—এই কারণে

ইথা – এইরকম ; আস্ত

ইথান – এইখানি

ইথানক—এখানে ; [ক দ্বিতীয়া, গমনার্থে বা কার্যার্থে ৭মীতে ২য়া বিভক্তির প্রয়োগ

ইথানে—এইখানে

ইগোটহে—এইটাই ; এই বন্ধনই

ইছা—ইচ্ছা

ইচ্ছাও আস্তে—তাদের/এদের জন্য, <উর্দু ইসৌ/ইসোন ওয়াস্তে

ইটো – এইটা

ইঠাইলৈ – এই ঠাঁই/স্থানের জন্য

ইঠানের – এই স্থানের

ইতরফও—এই তরফেরও

ইতরফের—এই তরফের

ইতি মধ্যাত—এর মধ্যে

ইতে—ইতি

ইথানের – এই স্থানের

ইদানীক—ইদানিং, সম্প্রতি

ইবার—এবার

ইমাক—তাদিগকে, ইহাদিগকে, [ক দ্বিতীয়া বিভক্তি

ইমরা—এরা

ইয়াক—একে, এটাকে

ইয়াত—এখানে, এতে, [ত ৭মী বিভক্তি

ইয়াতে—এখানে, এতে

ইয়ার—এর, এদের

ইয়াদ্—স্মৃতি, স্মরণ, <ফা.

ইয়ো—এইটি, এমনটি

CENTRAL LIBRARY

ইরসাল—অর্থ জমা, বি.<আ.
ইসবর—এইসবের
ইসকো—একে, ইহাকে, <হি.
ইসো আস্তে—এর জন্য, এদের জন্য, <উর্দু ইসন ওয়াস্তে
ইসো জবাব—এই জবাব, এদের/তাদের জবাব, [ইসো<উর্দু
ইস্তক—শেষ পর্যন্ত, চূড়ান্ত, সবচেয়ে বড়, <হি.
ইস্তাদ—দাঁড়ানো, দাঁড়াল, দণ্ডায়মান, <ফা.
ইস্তাদ হোবে—দাঁড়াতে হবে
ইস্পিন্দিয়ারক—ইস্পিন্দিয়ারকে, ব্যক্তি নাম
ইস্লাম থাকে ওপরত—ইস্লাম থাঁর ওপরে, [কে হি. ষষ্ঠী, ত ৭মী
ইহাতে—ইহাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে/ঈশ্বরীতে
ইহাকর—এখানকার
ইহাকো—একে, এটা
ইহাকতো—একে তো
ইহানার—এদের, এঁদের [ইহান (=এঁরা) + আর
ইহারার—এদের

ঈ

ঈপ্সিতত—ইচ্ছায়, <ঈপ্সিত + ৭মী ত

উ

উকা—লোহার অস্ত্র বিশেষ, উখা, File
উকিল—দূত, উকীল, পত্রবাহক
উকিলক—উকিলকে
উকিলর—উকিলের
উকীলক—উকিলকে
উকীল-পত্র—উকিলের অর্থাৎ দূতের সহিত প্রেরিত পত্র
উক্তে—ভাবে, রীতিতে
উচিত রহে—উচিত হয়
উজনী—উচ্চমুখী, উচ্চের, উপর মুখে, উজানে
উজান চলিব—ওপরের দিকে প্রবাহিত হবে
উজার—উজাড়, নষ্ট, জব্দ

CENTRAL LIBRARY

উঝার—নষ্ট, ধ্বংস, <উজাড়
উঠিকহো—উঠে, অসমা. ক্রি. <ব্রজ
উপাখ্যেত হয়—দৃষ্ট হয়, লক্ষিত হয়
উপায়ন—উপায়, উপায়-নির্দেশ
উপারল—উপড়ে ফেলল. <ব্রজ
উবুরি—উপুড়
উভয়দি—উভয়ের তরফ থেকে
উভয়দিগ—উভয়দিগের
উভয়ান—উভয় পক্ষের [আন ফা. বহুবচন
উভয়ানু পক্ষে—উভয়ানুপক্ষে, উভয়ের জন্য, <উভয় + অনুপক্ষে
উমরা—ওরা
উলক্ষিত হৈব—অগ্রাহ্য হবে, উপেক্ষিত হবে
উলিয়াই দিয়াছে—বের করে দিয়েছে, [উলিয়া=বের করা
উহান—ওঁর, ওদের, ওঁদের, [আন ফা, বহুবচন

এ

এইখানকো—এইটিকে, [কো হি. দ্বিতীয়া
এইগোট—এইটি, এইগুলি, এই বন্ধন
একইত—এই, একমাত্র
একখান—একটা, একখানি
একত্তাপপ্তি—একত্রতা, ঐকতাপ্রাপ্তি
এক না—এক নাগাড়ে ; এক নয়
এক বাক্যতা হয়া—একবাক হয়ে, একত্র হয়ে
একলাএ—একলা, একলাই [কর্তায় এ বিভক্তি
এক লাখ—একলক্ষ্য, unitarget
এক লাগ—একলগ্ন, একত্র
একলাস—নির্বাচিত, নির্দিষ্ট, <আ. ইকলাস
একলাস বাতে—নির্দিষ্ট কথায় [উর্দু বাত = কথা
একে ঘর—এক ঘর
একে রাজার—একই রাজার
একেশ্বর—একাকী, <ব্রজ

CENTRAL LIBRARY

একৈতা—একত্র, একতা
এখনে—এখন, এইক্ষণে
এঘারসিন্দুর—এগারসিন্দুর, স্থান নাম বিশেষ
এজে—এ যে
এটা—এইটা
এঠা—এথা, <ব্রজ
এঠাত—এখানে, [এঠাইত
এড়ি—এড়িয়ে, বাদ দিয়ে, অসমা. ক্রি.
এত বারি—বিশ্বাস, বিশ্বাসী, <আ. এতওয়ার=বিশ্বাস
এতবারী—**same as** এত বারি
এতিবের—**same as** এত বারি
এতেক কালর—এত কালের
এতে কাল—এত কাল
এতে কালের—এত কালের
এতেকে—এরপর
এথা—এখানে
এথাতে—এখানে
এনায়ত—সাহায্য, >আ.
এনায়েত—সাহায্য, >আ. এনায়ত
এনে—এইরকম
এপৃত কে—এই প্রীতির, [কে হি. ষষ্ঠি]
এ বুলিয়া—এই বলে, অসমা. ক্রি.
এবে—এইটা
এম ও—এমন, <এমত্ত
এমত—এমন
এমতটাহে—এইটাই, এমনটাই
এমত্ত—এমন
এমতখান—এতখানি
এমতে—এইরূপে
এমরার—এদের

CENTRAL LIBRARY

এমারাক—এদের, এদিগকে
এরাইবেক—খালাস/রেহাই পাবে<এড়াইবেক
এরি—ছেড়ে, পরিত্যাগ করে, অসমা. ক্রি.
এরিছি—ছেড়ে দিয়েছি
এরে—একে ; পরিত্যাগ, বি.
এল্‌চা—দূত, <তুর্কী এল্‌চি
এসম্বার—এ সবার, এ সবের
এসেয়কে—ওখানকার, অথবা আসিয়া (?)
এ হাতে—এখানে
এহি—এই, <ব্রজ

ঐ

ঐচন—এইভাবে,এই প্রকারে, এই <ব্রজ

ও

ওঁ—উনি, ও
ও আস্তে – ওয়াস্তে, জন্য [ফা. ওয়াস্তে
ওক্তকে—জরিমানার, [আ. ওক্ত, waqt, জরিমানা ; সময়+এর
ওগয়রস—ইত্যাদি, প্রভৃতি, [ফা. ওগয়রহ
ওগাইরহ—ওগয়রহ, ইত্যাদি, [ফা. ওগয়রহ
ওবাবামাফিক—অঙ্গীকার মত [আ. ওয়বাবা/ ওয়াব + মাফিক
ওবিবৈ—এবং খারাপ, [বিবৈ=খারাপ
ওমরাও সকলের—অমাত্য বর্গের, [আ. ওমরাহ,
ওয়াদা—প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ; নির্দিষ্ট সময়, <আ. রাদাহ, wadab
ওলাই—বেরিয়ে এসে, অসমা. ক্রি. [ওলা – বেরিয়ে আসা
ওহাকে—উহাকে, ওকে

ক

কচলা—সংকোচ করা, দোনোমোনা ভাব
কছাড়ীত – কাছাড়ী জাতির নিকটে, জাতিতে
কছারী – কাছাড়ী জাতি ; ঐ সম্প্রদায়ের লোক
কছারী রজাকে—কাছাড়ীদের রাজাকে

CENTRAL LIBRARY

কটকী—দূত, পত্র-বাহক দূত, <সং কটক—সৈন্য
কটকীএ—দূত, [কর্তায় ৭মী এ বিভক্তি
কটকীয়ে—ঐ ; কর্তায় ৭মী য়ে <এ বিভক্তি
কটকীত—কটকীতে, কটকীকে ; দূতের সঙ্গে
কটকীত হন্তে—কটকীর থেকে
কটকীথানি—কটকীকে
কটারী—কাটারী, অস্ত্র, <সং কর্ত্তরী, ছুরি
কড়ির কড়ার, অঙ্গীকার
কড়োর - কোটী ; অর্থ, ধন, <হি.
কণ্যা—কন্যা, মেয়ে
কতগুটি—কতগুলি
কতগুটিমান—কতকজন
কতগোটা—কয়েকজন
কতটিলোক—কিছুলোক
কতিদূর—কতদূর <ব্রজ
কতিপা—বস্ত্র বিশেষ
কতো—কত
কদাচিতো—কদাচিৎও
কন্দলর—কোন্দলের, বিরোধের
কন্দা—কাঁদা, আপশোস, <কান্দা
কন্যাক—কন্যার [ব্রজ. ক ষষ্ঠী ; কন্যাকে
কফদস্ত,—হাতের চেটো বা তালু, <ফা. কফেদস্ত,
কবর—গোরস্থান
কবু করিলাম—কবুল করিলাম [আ. কবুল
কবুল—প্রজা, <আ
কবুলক—কবুলকে, স্বীকার
কবুল রাখি—কথা রেখে, অধিকারে/স্বীকৃতির মধ্যে রেখে
কমতাধিনাথ—কামতা অর্থাৎ কুচবিহারের রাজা
কমতেশ্বর—ঐ
কমরবান্ধ—কোমরবন্ধনী, বস্ত্র বিশেষ

CENTRAL LIBRARY

কমিতা না রহে—কমে না যায় [রহে হি.

কমি না হৈতেছে—কমে যাচ্ছে না

কয়—হয়ে, অসমা. ক্রিয়া, <ব্রজ.

কয়দ—বন্দী

কয়ল—করল, করিল, <ব্রজ,

কয়া—বলে, অসমা. ক্রি. <কইয়া

কয়ে লাগল—করতে লাগল, <ব্রজ.

করণ—করা.বিশেষ্য [পূর্ববঙ্গীয়

করণ চাই—করা চাই, [করন পূর্ববঙ্গীয় বিশেষ্য

করণা—করণীয়

করণেসে—বলে, **adverb** ; হেতু

করণেসে উচিত—করা উচিত

করতিয়াক—করতোয়া নদীর পার্শ্বে [ক ২য়া বিভক্তি, স্থানার্থে

করহে—করে, প্রথম পুরুষ

কর নটা—করনটা করাটা

করন্নরে—করায়, করাতে, বি <করন + রে

করযুরি—কর যোড়ে, <ব্রজ.

করাবা—করাবে, মধ্যম পু. ক্রি.

করাবে—করাবেন ; করবেন

করা গল—করা গেল

করায়া—করিয়ে

করার—কড়ার, অঙ্গীকার

করাষ্ট করি—স্থির করে, দৃঢ় করে, অসমা. ক্রি.

করিএ—করিয়ে, অসমা. ক্রি. [ব্রজ. এবং বাংলা

করিছোঁ—করেছি উত্তম পু.

করি চার—হাতীর হাড়

করিবাক উচিত—করা/করিতে উচিত

করিবাক লাগে—করতে হবে

করিবাম—করব, উত্তম পু.

করিবায়—করবে, মধ্যম পু.

CENTRAL LIBRARY

করিবেক—করিবেন, প্রথম পু.
করিম—করিব, উত্তম পু.
করিলতো—করলেই
করিলাই—করিয়াই, করেই, অসমা. ক্রি.
করিলেক করিলেন, করিলে, মধ্যম পু., সম্মানার্থে
করিয়া গয়াবেন—করিয়া যাবেন
করেহা—করিলে, অসমা. ক্রি.
করৈ বাড়িকে—করইবাড়িতে
করো—করি, উত্তম পু.
করোক—করুক, করুন [প্রথম পু. অনুজ্ঞা]
করোড়ী—তহশীলদার
করোতি—করি, উত্তম পু. ; করে, প্রথম পু.
কর্কে—করে, [হি. অসমা. ক্রি
কর্ত্তব্যতা—কর্তব্য
কর্ত্তব্যতা নাই—হাত নাই
কর্ত্তাহে—কর্তাই
কর্দ্দ—করা, কর (তুমি), সমা. ক্রি. <ফা. কর্দ্
কর্ম্মাই—কাজ ; কর্মচারী
কর্ম্মাইত—কাজে ; কর্মচারীর হাতে
কর্ম্মাইর লোকে—কাজের লোক, কর্মচারী [এ ৭মী বিভক্তি, কর্তার ব্যবহৃত
কলা—কালো
কলিকত্তার—কলিকাতার
কলীয়া চামর—কালো রঙের চামর
কস্তুরী—মৃগনাভি
কহয়—কহা যায়, <ব্রজ.
কহি আছি—কহিয়াছি, বলেছি
কহিয়া চিলাই—কহিয়াছিলে, বলেছিলে
কহিব পোয়া—বলতে পারো, [ইব inf.
কহিবাক পোয়া—বলতে পারো [ইবাক inf.
কহিলা হয়—বলেছি

CENTRAL LIBRARY

কহিম—বলব, উত্তম পু.

কাঞি—কোথায়

কাকো চন্দ্রনারায়ণ—রাজা পরীক্ষিতের পুত্র [কাকো—প্রাণনারায়ণের সম্পর্কীয় কাকা

কাচর বান—কাচের বাসন বিশেষ

কাটিম—হত্যা করিব, কাটব

কাটিলোঁ—কাটিলাম, হত্যা করিলাম

কাটিলেন—হত্যা করিলেন

কাত—কোথায় ; কাকে

কাপোর শাল—শাল কাপড় বা শালু (লাল রঙের) কাপড়

কাভেজি—মোগল সেনাপতির নাম

কামতে—কাজে

কামায়ণ ধনু—কাজ যুক্ত ধনু, নক্সা করা বা স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত ধনু

কাম্পূর্ণ—কৃপা ; অকার্পন্য

কার সিস্ত—খারাপ কাজ, [কার=কাজ ; সিস্ত=জিস্ত, ফা.

কার শিস্ত—ঐ

কার্য্যত—কাজে

কার্য্যতে—কাজে

কার্জিক—কর্মচারী ; উপাধি বিশেষ, <কার্য্য>কার্য্যী+২য়া ক (=কে)

কাহাক—কার, কাকে

কাহে—কোথায়, <ব্রজ.

কাহেক—কাকে, <ব্রজ.

কিচু—কিছু

কিছো—কিছু

কিঞ্চিত—কিঞ্চিৎ

কিঞ্চিকহো—কিঞ্চিৎ, <ব্রজ.

কিয়—কেন ?, কি করে

কিরি—গিরি

কিম্মিজি—বস্ত্র বিশেষ

কিশক—কিসের জন্য, কি করে<কিস

CENTRAL LIBRARY

কিসক—ঐ

কুচিয়াবা চাদ—সুপরামর্শ গ্রহণ করা উচিত

কুজি বালিত—কুজিবালি নামক স্থানে

কুঞ্জরী—কন্যা, কুমারী

কুতার কারণ—খোদার কারণ, লোকের জন্য

কুদাল—কোদাল

কুন্দ্রাক্ষ—গবাক্ষ, <সং

কুরুমা করি—আত্মীয়দের সঙ্গে করে

কুর্ম্মাবিলাকো—বিবাহের দ্বারা সম্পর্কিত আত্মীয় সকলকে

কুলিঙ্গর মুখত—কলুঙ্গা নামে নদীর মুখে

কুশলক - কুশলকে অর্থাৎ কুশল

কীর্ত্ত—কীর্তি

কৃত পাশ—পাশ বদ্ধ

কৃষ্ণসার—হরিণ বিশেষ, antelope

কৃষ্ণক—কৃষ্ণের, <ব্রজ.

কেও—কেহ

কেনে—কেন ? কি করে

কেমত রূপে—কেমন করে

কেমল জান—ব্যক্তি বিশেষ

কেহ না করি—কেহ করে না

কৈছা —বলেছ, মধ্যম পু.

কৈরব—শ্বেতপদ্ম

কৈল—কইল, বলল

কোঞর—কুমার, রাজপুত্র

কোয়র—ঐ

কোচবেহার—কুচবিহার

কোচনকে—কুচবিহারের [কে হি ষষ্ঠি

কোঠত—ঘরে, কোঠায়

কোই যাদ—কে ভাবে ?

কোচালকেরা—কুচবিহার সম্পর্কিত

CENTRAL LIBRARY

কোতার—কোঠার, ঘরের
কোদাতাসে—খোদাতালাসে ? [ঈশ্বরের নিকট হতে
কোল পাঠাবা—সঙ্গে পাঠাবে [অনুজ্ঞা মধ্যম পু.
কৌল-পঞ্জা—কুল পাঞ্জা
কৌলি—বচন, ভাষণ, উক্তি<আ.
কৌলিকে—কথার [কে=হি ষষ্ঠি
কৌলিকর—করিলে, অসমা. ক্রি ; অঙ্গীকার ও স্বীকৃতি
ক্রম হেন চিন্ন—উপক্রম মনে হচ্ছে, চিহ্ন দেখা যাচ্ছে
ক্ষোদন—চূর্ণন, খোদাই
ক্ষেমা—ক্ষমা

খ

খড়ি-খড়ির—ঘড়ি-ঘড়ির, তাড়াতাড়ি
খড়ে রহে—খাড়া রহে, দাঁড়িয়ে থাকে, <হি
খড়্গ—গণ্ডারের খড়্গ
খড়্গি—খড়্গ,<ব্রজ.
খবরক—খবরের জন্য, [ক ৪র্থী, নিমিত্তার্থে
খয়ের—মঙ্গল, কল্যাণ,<আ. খইর
খরছ—খরচ
খলিচা মতে—খালাস করা মতে
খলিত—স্খলিত
খাচা—খাঁচা, পাখির খাঁচা
খাটনীয়ার—যে খাটে তার ; কার্যের মধ্যে
খাণ্ডারে—নবাব/মহারাজা বাহাদুর [এ ৭মী
খালিছা—খালাস
খালিচা করিয়া—শেষ করে
খাতবর—নির্দিষ্ট খাত, specific head,<ফা. ; স্বীকৃতিপত্র,<ফা. খত
খাতির—সম্মান,<আ.
খানা—খাবার <আ.
খান্দিয়া—খুঁড়িয়া<খুন্দিয়া [সং খুন্দ,

CENTRAL LIBRARY

খাসা—খাচা, খাঁচা [পূর্ববঙ্গে ও আসামে প্রায়শই চ>স হয়, এখানে তার উল্টো হয়েছে

খাহির—খাড়ির, নদীর

খাস্বপুর—খাসপুর, কাছাড়ীদের রাজধানী

খুচি—খুশি

খেজ বায়ত—সেবায়, <ফা. খেজবার

খেজ মতদার—কর্মচারী ; ভৃত্য, <ফা

খেদ মতেত—খিদমতে, সেবায় [আ খিদমত

খেদাত—খেদানিতে [খেদা বি. যেমন হাতী খেদা

খেদিম—খেদাব, ক্রি উত্তম পু.

খোচকা—খুশির [কা হি. ষষ্ঠি

খোচহাল—খুশি অবস্থা, খুশি খুশি ভাব<ফা.

খোচাল—খুশি, <ফা.

খোত চা—খোত সাহা, ব্যক্তি বিশেষ

খোদজাতে—সেবায়

খোদাই-পেকম্বর—খোদা পয়গম্বর

খোদায়—ঈশ্বরে

খোয়াই-পিন্ধাই—খাইয়ে পরিয়ে, অস. ক্রি.

খোরামি—উন্নতি

খোয়া—খাওয়া, বি ; খাও, ক্রি. অনুজ্ঞা

খোলাচা—খোলসা, মুক্ত

খোসমুদ—খোসবুদ, সুগন্ধ [আ. খুশ+ফা. বুদ

গ

গচ—খণ্ড, গাছা, -টা

গছ—গাছি, গাছা, খণ্ড, -টা

গজি—বস্ত্র, গজ পরিমান বস্ত্র

গজিন্দ্রর—হাতীর

গড় গাঁও—আহোম রাজধানী

গড়গাঞ্চ—ঐ

গড়গ্রাম—ঐ

CENTRAL LIBRARY

গড় প্রাকী –দুর্গ, পরিখা, প্রাচীর

গঞ্জার—গাঁওএর, গ্রামের

গডাই—গদাই, লোক [যেমন—গদাই-লস্কর

গণ্ডগোলত –গণ্ডগোলে [ত ৭মী বিভক্তি

গতাই পাঠাবেন—সত্বর পাঠাবেন [গতাই—গতিতে

গতায়ত—যাতায়াত

গতাগতি—যাতায়াত

গতালত—যাতায়াতে [ত ৭মী বিভক্তি

গদ—গদাধর, বলরাম, <ব্রজ.

গদরিয়া—মেষপালক, পশুপালক, <ফা. গড়েরিয়া

গফেজে—খোলা মনে, সহৃদয়ে, <ফা. বফৈজে

গরজ—দায়, প্রয়োজন, <ফা.

গরীয়াএ—মুসলমান, এ ৭মী বিভক্তি [<গৌড়>গৌড়ীয়/গড়ীয়/গড়ীয়া

গল—গেল, সমা. ক্রি.

গাথাপভি—গায়ের পোষাক [গাথাপ, ফা.+ভি, হি. enclitic

গাজি খাচা—মুসলমানী খাঁচা, বর্ণাঢ্য ও সুন্দরভাবে বিচিত্র খাঁচা

গাঞো – গাঁয়েও, <গ্রাম—গাঞ

গাঁঠিয়ন—গাঁট যুক্ত সুগন্ধি শেকড় বিশেষ, উপজাতিরা খুব ব্যবহার করে ও গন্ধদ্রব্য হিসাবে এর যথেষ্ট সামাজিক মূল্য আছে

গাড়া—বস্ত্র বিশেষ

গাষ্ঠিয়ন—গাঁঠিয়ন

গান্ধ—সুগন্ধযুক্ত ঘাস বিশেষ, এর থেকে সুগন্ধি তেল প্রস্তুত হয়

গাম্ভির—গম্ভীর

গারো—জাতি বিশেষ, ঐ জাতির লোক, গারো পাহাড়ের অধিবাসী

গায়ত—গাঁয়ে, গ্রামে ; [তাগায়ত (?)=এই পর্যন্ত বা সেই পর্যন্ত

গিঙ—অতর্কিতে (?)

গিরদ—চতুর্দিকে, চারদিক থেকে, <ফা গির্দ

গিরনেপ্ত—লেগে আছে [নেপ্ত<লিপ্ত ?

গিরফে—পড়ে, পতিত হল/হয়, <ফা.

গীয়মান গীত, <সং

CENTRAL LIBRARY

গীর্ব্বাণ—দেবতা, বাক্যবান, <সং

গুচাইবা পারি—ঘুচাতে পারি [ইবা<ইব inf.

গুচিতে—নষ্ট করিতে

গুচিল নিকি—ঘুচিল নাকি? শেষ হল নাকি?

গুচোক—ঘুচুক

গুজরাতি—গুজরাটী, গুজরাট নামক দেশের

গুণগারি—গুণাগারি, জরিমানা, <ফা গুণাহ্

গুণাগাড়ী—গুণাগারি

গুণাহ—দোষ

গুদজানিতে—নিকটে, কাছে, <উর্দু গুদজানি

গুলিস—মুদ্রা (?), <ফা

গুয়াহাটীক—গৌহাটির দিকে

গুয়াহাটিত—গৌহাটিতে

গুয়াহাটীত—গৌহাটিতে

গুস্তেত্—হল, ঘটল, <ফা.

গেরিকর—পৌরাণিক রাজ্য বিশেষ

গৈ—গিয়া, <গইয়া, অসমা. ক্রি.

গৈই আছিল—গৈ আছিল, গিয়াছিল [ই অতিরিক্ত

গৈছে—গেছে

গৈয়া—গিয়া, অসমা. ক্রি

গৈল—গেল

গৈলে—গেলে

গেঞ্চোর—গাওএর, গাঁয়ের

গোট—গোটা,-গুলি ; বন্ধন

গোটে রায়ন—বাদ্য-যন্ত্র বিশেষ

গোভার—গোভা নামক রাজ্যের

গোমচেং—চীনা সিল্কের বস্ত্র বিশেষ, সর্প চিহ্ন আঁকা, [সং গোম—সাপ, +
বডো-কোচ চেং—সিল্কের বস্ত্র

গোষ্ঠীত—গোষ্ঠীতে, বংশে

গোসয়লি—পাপ, মলিনতা, <ফা

CENTRAL LIBRARY

গোসঙ্কার—ভুল বোঝাবুঝি

গোহাই—আহোম মন্ত্রী ; ভদ্র ব্যক্তি ; উপাধি বিশেষ. <আহোম কুম+হাই=লোক বড় অর্থাৎ ভদ্রব্যক্তি

গোহাঞ—গোহাই, গোহাই দ্র.

গোহাঞি—গোহাই, গোহাই দ্র.

গৌড়—বঙ্গদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্য বিশেষ

গৌরেশ্বর—গৌড়ের রাজা

গ্রাহ—পৌরাণিক রাজ্য বিশেষ

ঘ

ঘটাইচে—ঘটাইয়াছে, ঘটিয়েছে

ঘরত—ঘরে [ঘর+৭মী ত

ঘরতে—ঘরে [ঘর+৭মী তে

ঘাইল—ঘায়েল

ঘাগরি—ঘাগরা, শায়া

ঘাটিছো—ঘেঁটেছি, উত্তম পু.

ঘিরাইলেক—ঘিরিয়া ধরিল

ঘিলাত—ঘিলা নামক স্থানে

ঘুঁরী—ঘুড়ি, আকাশে ওড়াইবার জন্য কাগজ ও বাঁশের তৈরি যন্ত্র

ঘের ঘের—অনেক

ঘেরিয়া—ঘিরিয়া

ঘোরা—ঘোড়া

ঘোঁরা—ঘোড়া

চ

চকিদার—চৌকিদার, পাহারাওয়ালা

চকী—চৌকি, **checkpost**

চগজার—ঘটা, হওয়া, সমা. ক্রি.<ফা. চেগুজার

চজ লগা—রঙ লাগানো, ভাল কোটিং করা, [চজ<সং>সজ, ভাল

চঞ্চল চা—চঞ্চল সা/সাহা, ব্যক্তি নাম

চড়হা—চড়া, তেজী, উচ্চ. <হি. চড়া

চড়ালগা—সোনার জলে রঙ করা [চড়া জলের কারুকাজ

CENTRAL LIBRARY

চঢ়াইলেক—চড়িয়ে দিলেন, আক্রমণ করলেন
চতাপ—চিতাপ, সম্বর, <ফা. শিতাপ
চনথাপ বড় গোহাই—ব্যক্তি নাম বিশেষ
চন্দনা চল—চন্দনাচল, পর্বত বিশেষ
চন্ন—চূর্ণ
চম বিদ—সম্বিৎ, জ্ঞান
চমাচার—সমাচার
চর্ফ রাজ—সরফ্‌রাজ
চর্ফ রাজ—সরফরাজ
চরণত—চরণে
চরণারবিন্দেত—চরণারবিন্দে, পাদপদ্মে [ত অতিরিক্ত ৭মী
চরবছর—চার বছর ; সম্বৎসর ; সর্বস্ব
চরবন্ধ—সরবন্ধ কাপড়
চরা—নৌকা
চরায়া—চড়াইয়া, চড়িয়ে
চরায়া লৈলায়—চড়িয়ে/আক্রমণ করে নিয়েছ
চরা লগা—চড়ালগা দ্র.
চরিফি—আসরফি ? অথবা শরিফী ?
চরিবেন—ছাড়িবেন
চরিল—আক্রমণ করিল
চরিয়া—চড়াও হয়ে
চলাইবাক পারেন - চলাচলের উপযোগী করিতে পারেন [ইবাক inf.
চলাই—কাঠের ফালি
চলি—চলিয়া, চলে, অসমা. ক্রি.
চলিবার না হয় (প্রীতি)—নষ্ট হবার নয়, ছলিবার নয়
চসমদিদ—প্রত্যক্ষদর্শী, <ফা. চস্‌ম্—চোখ, দিদ—করা
চস্ত—চোস্ত, নিখুঁত, <ফা.
চসামিদ—স্বাদ গ্রহণ করল, বুঝতে পারল, <ফা.
চাক্ষীহি—চাহি, <চাঞ্চীহি [ঞ্চ>ক্ষ ভুল
চাঙত—ওপরে ; ঈশ্বরে,<আহোম বা বড়ো চাং—ওপরের ঘর ;

CENTRAL LIBRARY

ঈশ্বর ওপরে অর্থাৎ আকাশে থাকেন, অতএব চাং বলতে ঈশ্বরকেও বোঝায়।

চাতে—সাথে, সঙ্গে

চাজু আ—সাজুয়া, দূত বিশেষ

চাফ—সাফ, পরিষ্কার

চামর—চামর, ব্যজনী

চা-মহাজন—সা মহাজন, ব্যবসায়ী

চায়া—চেয়ে, অসমা. ক্রি.

চায়া কুর্ম্মা—চায়া <চাইয়া + কুর্ম্মা —কর্মচারী = কর্মচারীদের থেকে/চেয়ে

চার—চর, spy

চারন্দা—বাদ্য যন্ত্র বিশেষ ; চরা জন্তু, গোরু, <ফা.

চারন্দা বজাই আচিল—সাহায্য চেয়ে এসেছিল ; গোরু চরিয়ে এসেছিল

চারর—বাড়াইবার

চারিয়া—ছাড়িয়া

চারিয়া নেদ—ছেড়ে দাও না

চারিলাম—ছাড়িলাম.

চারুত্বক—চারুত্বকে

চাহ—চাও, তুমি /তোমরা চাও

চাহে—চাই (আমি/আমরা)

চিকনকো ভিতর—পর্দার ভিতরে, <হি.

চিচার ধোয়া—সিসার/কাঁচের রঙে ধোয়া

চিতাপ—সত্বর, <ফা. শিতাপ

চিতাপে—সত্বরে, <ফা. শিতাপ

চিত—ছবি, <চিত্র

চিতে—চিত্তে, হৃদয়ে ; জন্য, <চিত্ত

চিতত—চিত্তে [ত ৭মী

চিত্তকে—চিত্তের [ক হি. ষষ্ঠি

চিত্তাপ—চিতাপ, সত্বর, <ফা. শিতাপ

চিত্তেত—চিত্তে [ত ৭মী, অতিরিক্ত বিভক্তি

চিদার—বড়

চিদ্র পাই—ছিদ্র পাইয়া

CENTRAL LIBRARY

চিনির বাসন—কাচের/চীনামাটির বাসন
চিন—চিহ্ন
চিল—ছিল
চিলিম—কলকে (তামাক খাওয়ার)
চিল্লেহট শ্রীহট্ট
চিয়াক—স্মরণীয়, <সং চিং
চুদওরাও চরে—চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়
চুপজ—উচ্চ (?) <ফা.
চুরূপ— স্বরূপ
চুশন—পছন্দ, মত, like, <ফা.
চেঙ্গা মৎস—চেং মাছ
চৈয়দ কো গোর—সৈয়দের কবর, <হি.
চোট—ছোট
চোড়ায়া—চড়াও হয়ে, অসমা. ক্রি
চোর যাওয়ে—নষ্ট হয়ে যাবে, চুরি হয়ে যাবে
চোর না করিবেন—প্রকাশ করিবেন না
চৌচালি ঘরত—চার চালা বিশিষ্ট ঘরে [চৌচালি—চার চালা
চৌরিকে—ঠিক করে
চারদস্তন—তীক্ষ্ণ ভাবে<ফা.
ছলিবার নাহব—স্খলিত হবার নয় [স্খলিত> ছলিঅ>ছলি
ছারাণ—ছাড়ান, ছেড়ে দেওয়া, বি.
ছারা হৈয়া—ছেড়ে ; ছাড়ান অর্থাৎ মুক্ত হয়ে
ছারি—ছাড়িয়া, ছেড়ে, অসমা. ক্রি.
ছারিবাক—ছাড়িতে, ছাড়তে [ইবাক inf.
ছারিয়া—ছেড়ে
ছেক-মেদা—শেকমেদা, ঐ নামে দূত
ছেবরাই মিত্র—শিবরায় মিত্র, ঐ নামে দূত
ছৈয়দ—সৈয়দ, সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পদবি

জ

জকাই—বাঁশের তৈরি মাছ-ধরা যন্ত্র বিশেষ

CENTRAL LIBRARY

জক্রে—সময়ে ; আয়াসে

জগতক—জগতের [ক ব্রজ. ষষ্ঠি বিভক্তি

জঙ্গকে—মহাশয়ের, বাহাদুরের [কে হি. ষষ্ঠি বিভক্তি

জঙ্গলত—জঙ্গলে

জটা মাংসী—সুগন্ধযুক্ত এক প্রকার গাছের ছাল, <সং জটা, ছাল+মাংসী, এক প্রকার গাছ

জনর—জনের

জনা গেল—জানা গেল

জনাইবা—(তুমি) জানাইবে

জনাইলাম—জানাইলাম

জনাই যাই না—জানিয়ে যাই না

জন্তুবীর—বীরসদৃশ

জনেক—একজন

জরব—মুদ্রাংকন, শীলমোহর, <ফা, জরব

জবাবত—জবাবে

জবানি—বচন, মুখের কথা, <ফা. জবান, ভাষা

জমদার—চাকচিক্যময়, মূল্যবান, <ফা.

জমধর—বড়, মস্ত

জয়কৃষ্ণে—জয়কৃষ্ণ নামে ব্যক্তি [কর্তায় ৭মী এ

জয়ন্তা—জয়ন্তীয়া রাজ্য

জয়ন্তাত কছারীত—জয়ন্তীয়া ও কাছাড়ীদের মধ্যে, জয়ন্তীয়া ও কাছাড়ী রাজ্যের মধ্যে

জয়ন্তাপুর—জয়ন্তীয়া রাজধানী

জরাও-জমরদ—জড়োয়া করা, stone inlay, প্রস্তর খচিত করা, খচিত প্রস্তর

জরোয়াল—খচিত প্রস্তর

জহব—স্বর্ণ, সোনা, <আ.

জাইফল—জায়ফল, ত্রিফলার একটি ফল

জাইবেক—যাইবো

জাকৈ—বাঁশের তৈরি মাছ-ধরা যন্ত্র বিশেষ ; same as জকাই

জাতি চন্দন—জাতের/আসল চন্দন

CENTRAL LIBRARY

জাতিফল—জায়ফল

জাদা—বেশি, বড়, <ফা. জ্যাদা <জিয়াদা

জানস্তা হোগা—আপনি জানবেন, আপনাকে জানতে হবে, <হি.

জানা—(তুমি) জানো

জানি আছি—জেনেছি

জানিছিলাম –জেনেছিলাম

জানিবাক – জানিতে, জানিবার জন্য [ইবাক inf. এবং নিমিত্তার্থে ৪র্থী

জানিলোঁ—জানলাম

জানোঁ—জানি

জামা—জমা

জামা গুণা—খাজনার অর্থ জমা

জালাই—খুলে রেখে, অসমা. ক্রি <ঝালাইয়া, দরজা ঝালিয়ে অর্থাৎ খুলে রেখে

জাহান কেবর—জগতের বড় <জানাহকে বর

জাহির—প্রকাশ

জাহে—যাহাতে, যাতে, <ব্রজ

জি—যি, যে

জিউ রাখি—আকাঙ্খা রেখে

জিগির—ষড়যন্ত্র, ঝামেলা, <ফা.

জিনহজ – হিজিরাব্দ অনুসারে মাসবিশেষ, same as জিল হজ

জিম্মা করি – জিম্মায়, দায়িত্বে, <ফা.

জিরাকে - জিরিয়ে, [হি. অসমা. ক্রি

জিয়াদা—জ্যাদা, বেশি, <ফা.

জিয়ান—দেরি

জিলকাজ—হিজিরাব্দ অনুসারে মাস বিশেষ

জিলহজ—হিজিরাব্দ অনুসারে মাসের নাম

জী—ঝি, কন্যা

জীউরে—দেবরে, দেবকে

জীউ দান—জীবন দান

জীয়া—জীবিত, জ্যান্ত

CENTRAL LIBRARY

জুগাদি হৈলে—একত্র হইলে

জুট—ঝুট, মিথ্যা, <ফা. ঝুট

জুথাবেত—একত্রে ; একপ্রকার বেত ?

জুবানি—বচন, কথা, <ফা. জবান

জুবালি—ঐ

জুরিতে—জুড়িতে, বন্ধ করিতে

জেখো—যে যে

জেঠ—জ্যৈষ্ঠ মাস

জেঠোর—জ্যাঠার ; (কোচরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ, ইনি প্রাণনারায়ণের সম্পর্কে জ্যাঠা ছিলেন, সেজন্যে প্রাণনারায়ণ লক্ষ্মীনারায়ণকে জেঠো বলে ডাকতেন)

জেমামোদ—লাগাম, **bridle** <আ. জেমামদ

জেমন—যেমন

জোখ– মাপ, পরিমান, <ফা.

জোখো—ধরণের, কামনা, লালসা <ফা.

জোটন করিয়া যাইবার—জুটিয়ে যাবার, স্থির করে যাবার জন্য

জোতাবর—ধড়িবাজ, বুদ্ধিমান, <ফা. (?)

জোইযোগ্যানুরুপত—যে যার যোগ্য এই রূপে

জোপে—ঝোপে ; ওঁৎ পেতে থাকা, অপেক্ষা করা

জোবত—বিযুক্ত (?)

জোমো—যোড়া, যুগ্ম ?

ঝ

ঝগরা—ঝগড়া

ঝাড়ি—কাঁচের ঝাড়, ঝাড় লণ্ঠন

ঝারখণ্ডের—ঝার খণ্ড নামে স্থানের

ঝারত—ঝাড় জঙ্গলে, জঙ্গলে

ঝালুক—গোলমরিচ

ঝুত—ঝুট, মিথ্যা

ট

টাঙ্গন ঘোড়া—তেজী ঘোড়া [টাঙ্গন—টগবগ করা, দ্রুতগামী

CENTRAL LIBRARY

টানিতেসে—টানিতেছে

টার—বলয়, হাতের বালা, স্বর্ণালংকার<অস.

টারি—তেলের পাত্র, <অস.

টেকেলা বরা—বরা উপাধি-ধারীদের হেড, পিয়ন, হেড পিয়ন<অস.

টেমি—পানের বাটা, <আহোম তেমি-কৌটা

টোপা—ঝুড়ি, বস্তা

টোপোলা—টোপা, ঝুড়ি, বস্তা

টোল—অস্থায়ী কুটীর, কাছারি বাড়ি

ঠ

ঠাই - ঠাই, স্থান

ঠাকুরিয়া—মন্দিরের দক্ষিণা আদায়কারী ব্যক্তি, <অস.

ড

ডকায়া—ডাকিয়ে, অসমা. ক্রি.

ডাঙ্গরিয়া—ভদ্র ব্যক্তি, সম্ভ্রান্ত লোক, অমাত্য, <অস.

ডাকুয়া—ডাকাত, লাঠিয়াল

ডাল—খণ্ড, -টা, <অস.

ডারিবেন—ধরিবেন

ডিমরুয়ার পোনে—ডিমরুয়ার মুখে, পানে

ডিমরুয়াদি—ডিমরুয়ার লোকজন-আদি

ডিল্লিশ ভট—দিল্লীর সম্রাট

ডুবা কাষ্ঠ—শক্ত কাঠ বিশেষ, কাঁঠাল কাঠ ?

ডেকা—অসমীয়া উপাধি বিশেষ ; তরুণ, <অস. ও আহোম

ডের বরিষ—দেড় বছর, <হি

ঢ

ঢকার—ঢাকার, ঢাকা নামে নগরীর

ঢকাক—ঢাকার জন্য [ক নিমিত্তার্থে ৪র্থী

ঢরা—বাঁশের কাঠি দিয়ে বোনা আসন

ঢরা কাপর—বাঁশের কাঠি দিয়ে বোনা কাপড়, বাঁশকাঠির সুজনী

ঢারা—ঢরা

ঢালি—ঢালী, যোদ্ধা

CENTRAL LIBRARY

ঢেকেরিত—কুচবিহার ও কামরূপের অধিবাসীদের মধ্যে/অধিবাসিগণকে
ঢেকেরিহে— কুচবিহার ও কামরূপের অধিবাসিগণই

ত

ততকাল—তখন ; তৎক্ষণাৎ
ততে—তাতে
তত্রাপি—তা সত্ত্বেও
তথাচ—তবুও
তথা সমেত—সব সমেত
তথা হৈত—তথা হতে, সেখান থেকে
তদনুসারেসে—তদনুসারেই
তস্থ—আশ
তন্‌হা—তংকা, টাকা, <আ. তংখা
তপক—তপের, তপস্যার [ক ব্রজ. ষষ্ঠি
তাবেসে—তবে
তমসিল—মূর্তি, চেহারা, <আ.
তমাম—গোটা, সম্পূর্ণ, <আ. তামাম
তরফেত—তরফে [ত মী বিভক্তি
তরফের—পক্ষের
তরিয়া—উত্তীর্ণ হয়ে, অসমা. ক্রি.
তহসিলক—তহশীলে, তহশীলকে, [কর্মকা.
তহসিলত—তহশীলে
তাক—তাকে ; তার ; তা
তাক তো—তাকে তো
তাক লাগিয়া—তার লাগিয়া, তার জন্য
তাকিত—সত্বর, <আ.
তাকিদ—তাকিত, সত্বর, <আ. তাকিত
তাকির করিয়া—বাদ দিয়া
তাকেশে—তাকেই
তাকেহে—তাকেই
তাকো—তাকে

CENTRAL LIBRARY

তাগায়ত—পর্যন্ত, সীমা পর্যন্ত, <ফা

তাগায়দ কহে—সত্বর বলে (?), সীমা বলে (?)

তাগিদ—পীড়াপীড়ি ; সত্বর ; জরুরী চিঠি ; প্রয়োজন, <আ. তাকিত, তাগিদ

তাজার—ব্যবসায়ী, <আ. তাজের

তাঞি—তিনি

তাঞির—তাঁর

তাঞো—তাঁকেও

তাত—সেখানে ; তাতে

তাত হন্তে—তার থেকে ; সেখান থেকে

তাতো—তার থেকে

তান – তার ; তাঁর

তানে—তা ; তাকে [কর্মকা.

তাবত—সবকিছু

তাবেক—তার সবটা

তাবেক হৈতে—তখন হতে

তামঙ্গা—তামাসা, <ফা. তামাসা

তামরা—তারা ; তাঁরা

তামারা সে—তারাই ; তাঁরাই

তামারা—তারা/তাঁরা ; তাদের/তাঁদের

তামাম—সম্পূর্ণ, গোটা, <আ.

তামার পূর্বে—তার পূর্বে

তার—স্বর্ণালংকার বলয়, <অস. টার

তারাক—তাদিগকে ['তাক' শব্দের বহুবচন

তারার—তাদের, [তারা + এর, 'তার' শব্দের বহুবচন

তারেক—তাকে ; সেইটা [ক অতিরিক্ত কর্ম বিভক্তি

তারে—তাকে

তাহনার—তাদের ; তাঁর

তাহা—তা, তাহা

তাহাক—তা, তাকে

CENTRAL LIBRARY

তাহা সকল—তারা ; সেসব

তাহাত—তাতে ; সেখানে ; তার থেকে ; তারচেয়ে

তাহানে—তাঁকে ; তাঁর এ

তাহারার—তাদের/তাঁদের, ['তার' শব্দের বহুবচন

তাহে—তাতে ; তার জন্যে

তাহো—তাহা, তা

তিনি—তিন, **three**

তিনিখান—তিনজন, তিনজনকে, তিনটা

তিনি গোহাই—তিন জন গোহাই অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী, যথা বুঢ়াগোহাই, বড় পাত্রগোহাই এবং বড়গোহাই

তিনি দলৈ—তিনজন পত্রবাহক

তিমিরততি—অন্ধকার দূরকারী

তিয়ার—তৈয়ার

তুমি দেখিয়াছি—তুমি দেখিয়াছ

তুরিতে—নষ্ট করিতে

তুহু—তুমি <ব্রজ

তে—সেই

তেইশগাজি—২৩ গজের কাপড় বিশেষ

তেখন—তখন

তেতিয়া—তখন

তেবে—তবে

তেমত—তেমন

তেমনে—তেমন করে

তেম্রাও—তোমরাও

তেরিক্ষ—তারিখ, <আ. তারিখ

তেরিখ—তারিখ

তেস্ত —আছে, থাকে, <ফা.

তোড়কাহে—তড় বড় কর <হি.

তোপা—টোপা, ঝুড়ি

তোমভি—তুমিও

CENTRAL LIBRARY

তোমাক লাগিয়া—তোমার জন্য [ক নিমিত্তার্থে ৪র্থী
তোমরাক—তোমাদিগকে ['তোমাক' শব্দের বহুবচন
তোমাকো—তোমাকে [কো হি. বিভক্তি
তোমাতকৈ—তোমার চেয়ে
তোমাত হন্তে—তোমার থেকে
তোমার দিকির—তোমারদিগের
তোমারটিকহে—তোমারটিকেই
তোমার দিবার—তোমাকে দিবার জন্য
তোমারা—তোমরা
তোম্ভি—তুমিও, <হি.
তোম্রাও সকলে—তোমরাও সকলে
তোরা—থোড়া, অল্প, <হি. থোড়া
তোহার—তোমার, <ব্রজ.
তোহো—তোমরা, <ব্রজ.

থ

থই—রাখে (প্রথম পু.) ; রাখি (উত্তম পু.)
থব পাই—রাখতে পারি, রাখি
থরিদ—থরিদ [নকল প্রমাদ
থলে—রাখিলেন (প্রথম পু.)
থাকন্তে—থাকতে, inf.
থাকিহে—থাকিতে, inf.
থানা—স্থান, অঞ্চল ;
থানা চোরায়া লৈলাই—স্থান অধিকার করে নিয়েছ
থানাদার—অঞ্চল অফিসার ; ফৌজদারের অধীনে থানাদারের অবস্থান
থানে—স্থানে
থিক—আছে ; নেই <মৈথিলী অথিকহ —'অ' এবং 'হ', <সং অস্তি ; অথবা <স্থা+>থক্কই>থাকই> থিকই>থিক.
থিত করি—অধিষ্ঠিত করে, অসমা. ক্রি.
থেমও—তেমও<তেমত্ত>তেমন

CENTRAL LIBRARY

থৈছিল—রেখেছিল

দ

দএস—সম্রান্ত ?

দক্ষিণকোলে—ব্রহ্মপুত্রর দক্ষিণকূলে

দগদগি—ধুকধুকি, -কী, সাতনর

দঢ়য়া—দৃঢ় করে, অসমা. ক্রি.

দণ্ডুকা—দাঁড় ? গাঁজা ?

দন্তর—দাঁতের

দফলা—পাবর্ত্য জাতি বিশেষ, Dafla

দরঙ্গ—রাজ্য বিশেষ, আধুনিক দারাঙ্গ জেলা

দরঙ্গক—দরঙ্গ রাজ্যকে, দরঙ্গের অধিবাসীকে

দরঙ্গিকো—দরঙ্গের অধিবাসীকে

দরবর—সত্বর, শীঘ্র, <ফা.

দর্শন যোগ্যে—দর্শনীয়

দরবারক—দরবারে, রাজসভায় [ক স্থানার্থে ৪র্থী

দরশন করায়া—দেখিয়ে নিয়ে

দর্ব্বারলৈ—দরবারে

দরিয়া—বিস্তৃত, <ফা.

দরিয়াতু জামানকে—সর্বত্র

দরিয়া-রায়ত—বড় চুক্তিতে <ফা. দরিয়া-রায়, বড় চুক্তি+৭মী ত

দলচা—গালিচা ?

দলর—দলের

দলৈ—দূত, পত্রবাহক

দস্ত—হাত. <ফা. দস্ত,

দহলি—দিল্লি

দাগা—চিহ্ন ; দাগা করিয়া—চিহ্ন দিয়া, বেছে

দাচুচ—গুপ্তচর, গুপ্তচরবৃত্তি. <ফা. জাসুস

দাঢ্যতা—দৃঢ়তা

দাতিয়াল—পার্শ্ববর্তী, <দাঁতিয়াল

দাঁতি কাছে, নিকটে

CENTRAL LIBRARY

দাঁতিক—পাশ্ববর্তী (রাজ্য) কে

দাঁতি-কাষরীয়া—সীমান্তবর্তী

দাঁতির—নিকটের, পাশ্ববর্তী অঞ্চলের

দাঁতিয়াল—নিকটস্থ, same as দাতিয়াল

দাদ— প্রতিশোধ, <ফা.

দাদনি—প্রতিশোধ, <ফা, দাদ

দানিস্তমন্দ— জ্ঞানীব্যক্তি, <ফা. দানিস্ত = জ্ঞান + মন্দ = শালী/বান

দানী—রাজকর সংগ্রহকারী,

দান্তর ডাবেরে – হাতীর দাঁতের হাতলে [দান্তর = দাঁতের, ডাবেরে = হাতল + এ

দার্গাতে – প্রাসাদে, মন্দিরে, দরগায়

দায়ত—দায়ে [দায় + ৭মী ত

দাস্ত – নাগাল, <ফা. দাস্ত,

দি—দিয়ে, অসমা. ক্রি.

দিকির—দিগের, বহুবচনের প্রত্যয়

দিগির—দিগের, ঐ

দিগের—বহুবচনের প্রত্যয়

দিছিল— দিয়েছিল

দিছিলেন—দিচ্ছিলেন, দিয়েছিলেন (মধ্যম পু.)

দিছে—দিয়েছে

দিছোঁ—দিয়েছি

দিদ – দৃশ্য, <ফা. দিদ, দেখা. ক্রি.

দিদ করিতে—দেখিতে, দৃশ্যমান করিতে [ফা. দিদ – দেখা

দিব লাগে—দিতে হয়/হবে [ইব inf.

দিবা—দিবে (তুমি)

দিবাক চাহে – দিতে চায় ; — লাগে, দিতে হবে [বাক inf.

দিবার উচিত—দেওয়া উচিত

দিয়ন—দেওয়া, বি. [পূর্ববঙ্গীয় প্রয়োগ

দিয়াতেই—দিতেই, দেওয়ার ফলেই

দিয়ে—দেয়, সমা. ক্রি.

CENTRAL LIBRARY

দিরঙ্গ—বিলম্ব

দিল—হৃদয়, <ফা.

দিলগির—ক্ষোভ, হৃদয়ব্যথা, অসন্তোষ <দিল, হৃদয়+গির, ব্যথা, বিচূর্ণ

দিলগীর—দিলগির

দিলগিরি—রাগ করা, ক্ষোভ করা, ক্রি.

দিলসা—দিল খেলিসা, মন খুলে, <ফা.

দিলাস—সান্ত্বনা

দিলাস দিয়া—সান্ত্বনা দিয়ে, <ফা.

দিলাসা করিয়া—সান্ত্বনা দিয়ে, হৃদয়ের ক্ষোভ দূর করে

দিলি—দিলাম (আমি), দিলে (তুমি)

দিহিঙ্গীয়া ফুকন—দিহিঙ্গীয়া নামে পরিবারের অমাত্য [দিহিং নদীর তীরে বাসস্থানহেতু দিহিঙ্গীয়া শব্দের ব্যবহার

দীঘ—দীর্ঘ

দীন্ন—দীর্ণ ?

দুইক—দুইজনকে

দুই নাহই—দুই নয়, আলাদা নয় ; —না হয়, ঐ

দুইহানার—দুইজনের, দুইদলের

দুওঁ—দুই

দুক্ষ করিব লগা—দুঃখ করার, দুঃখ করণীয়

দুক্ষি—দুঃখী

দুক্ষে—দুঃখে

দুনিয়াইটো—দুনিয়াটা

দুবা কাঠ—এক জাতীয় মূল্যবান কাঠ, ডুবা কাঠ

দুবার বার—দুয়ার বার, দ্বারের বার

দুয়রা—আহোম উপাধি বা বংশ বিশেষ, <সং দ্বার

দুয়ার—দ্বার

দুয়ারত—দ্বারে ; ভুটানে প্রবেশের মুখে

দুয়ারদ্বারের বেটা - দ্বাররক্ষী বা চৌকিদারের পুত্র, **son of the checkpost guard**

দুয়ো—দুই, দুইই

CENTRAL LIBRARY

দুস্‌মন—শত্রু, <ফা: দুস্‌মন

দুহানার—দুজনের, দু দলের [দুইহানার দ্র.

দেঅর—দেব, <ব্রজ.

দেওয়ানে—মন্ত্রী, [কর্তায় ৭মী এ

দেউ—দাও (আদেশ), <ব্রজ.

দেখায়া—দেখিয়ে, অসমা. ক্রি.

দেখিবাম – দেখব, সমা. ক্রি. [বাম পূর্ববঙ্গীয়

দেখিছা—দেখেছ

দেখোঁ—দেখি

দেতা সে—দিয়েছে ; দেয়, <হি.

দেল—দিল, <ব্রজ.

দেশক আহি—দেশে এসে, অসমা. ক্রি. [ক স্থানার্থে ৪র্থী

দেশত—দেশে

দেহঙ্গা—দোব, <হি.

দেহ এড়িলে—দেহত্যাগ করিলেন [এড়া/রা-ত্যাগ করা, বেরিয়ে যাওয়া

দৈ—বাঁশের পাতলা কাঠি, <অস.

দোএক—দু এক, <হি.

দোচর—দোসর ; দুই দলের চর

দোচমন—দুসমন, <ফা. দুস্‌মন

দোজন—দুজন, <হি.

দোতরফকে—দুই তরফের, <হি-উর্দু

দোদলর্ম্মধ্যে—দুই দলের মধ্যে

দোনা—দুই

দোপক্ষর—দুই পক্ষের

দোভি—দুজনেরই, <হি.

দোসমন—দুসমন

দোস্ত রহে—বন্ধুত্ব রয়/থাকে, <হি.-উর্দু

দোস্তরাখ—বন্ধুত্ব থাক, <হি.-উর্দু

দোস্ত মার্গ—সৎপথ ?

দোহান—দুজনের

CENTRAL LIBRARY

দোহার—দুজনকে
দোহারে—ঐ
দোহান মধ্যে—দুয়ের মধ্যে
দৌর চড়ে—দুয়ার/দ্বার চড়াও হয়ে, অসমা. ক্রি.
দৌর দস্ত—দূরস্থ, দূরবর্তী, <ফা. দূরস্ত,
দৌলত—ধন, বিত্ত ; রাজ্য, <ফা.
দৌল বান্ধিলেক—দেউল বাঁধল, ঝুলিয়ে রাখল
দৌল মাফিক—মন্দির নির্মানের মত
দৃঢ়ত্তর—দৃঢ়তর
দ্বারাএ—দ্বারা
দ্রোণ—কাক
দ্রোহী—শত্রু, বিপক্ষীয় ব্যক্তি

ধ

ধরিকহো—ধরিয়া, আনিয়া, <ব্রজ. অসমা. ক্রি.
ধরিবলৈকো—ধরিতে [ইব inf.
ধর্ম্ম-ছারা—ধর্মছাড়া, -চ্যুত
ধর্ম্মজাহান—ধর্ম-রাজ্য
ধর্ম্মদ্বার—মুক্ত/খোলা দ্বার/পথ, ভুটানে যাবার মুক্তপথ
ধর্ম্মাবলে—ধর্মবলে
ধর্ম্মারাজা—ভুটানরাজ
ধানাত থানাত/থানায় [নকল প্রমাদে থ>ধ
ধারণগোট—ধারা, রীতি
ধারণে—উপায়ে, ধারায়
ধারাণে—ধারণে, উপায়ে
ধারানগোট—ধারা, রীতি, রীতি-বন্ধন
ধিকার নাই—লজ্জা নাই
ধুকধুকি—হারের মধ্যমনি, লকেট, [হি. —মারাঠীতে – স্কা
ধুবুড়িত—ধুবড়িতে
ধুবুরি—ধুবড়ি
ধৌণ্ডে—কষ্ট পায়, [ঢুঁড়ে ?

CENTRAL LIBRARY

ন

নও—নতুন, <নব

নওয়া—নতুন, নয়া

নকরে—করে না [ন নঞর্থক শব্দাঙ্গ

নগণি—না শুনে, না দেখে, অসমা. ক্রি.

নগৈছে—গেছে না, যায় নি

নঘটিছে—ঘটে নি

নচিয়ত—শাসন, পরামর্শ, <আ. নশিয়ৎ

নজরেৎ, নজরেত—নজরে

নজিক—নিকট, <উর্দু নজদিক

নজিকি—নিকট সম্বন্ধীয়

নজিফ—নিকটে, [ফ নকল প্রমাদ ?

নটুয়া লস্কর—ব্যক্তি নাম

নডা—নরা দেশের বস্ত্র বিশেষ

নডা কাপোর—নরা দেশ হতে আনীত বিশেষ এক প্রকারের বস্ত্র

নপত্তছিল—পৌছল না

নফরর —নফরের, চাকরের

নফর হন্তে—চাকর হতে

নফরেসে—চাকরই

নবচিয়ত—নতুন করে

নবর্চ্ছ—নব বছর, নতুন বছর

নবিস্ত—সবচেয়ে ভাল, <ফা. ; দ্র. নমিস্ত

নবীন নাহই—নবীন নয়, নূতন নয়

নমিস্ত—সর্বাপেক্ষা ভাল

নরা—ব্রহ্মদেশ ও আসামের সীমান্তে রাজ্য বিশেষ

নরাখ—রেখো না

নর্থঙ্গের—নর্তঙ্গ নামে রাজ্যের

নলি—নল, চোঙ্গা

নস—ন শ, ৯০০

ন সহিয়া—না সহ্য করে, অসমা. ক্রি.

CENTRAL LIBRARY

নস্ত—অর্পণ ; নেই<ফা. নস্ত্

নহয়—নয়, হয় না

নহাদিদ—না দেখা যায়, না করা যায়, করা যায় না

নহৈ—নহয়, নয়, হয় না, নাই

নহৈব— হবে না

নাওশাল—নৌকা ঘাঁটি

নাক বুল—প্রজা পাঠক, <আ. না কবুল ?

নাকরিব—করিব না

না খোর্দ্দি—খেল না, [খোর্দ্দি=ফা. খোর্দ্, খেল

নাচলেন—না চলেন, চলেন না

নাচরিলে—না আচরণ করিলে, অস. ক্রি

নাচলিছে—চলে নি

নাচিল—না ছিল, ছিল না

নাছিল—ছিল না

নাজানন্তাহে—জানি না ['ন' নকল প্রমাদ

নাজান্তাহে—জানি না

নাজানা—(তুমি) জানো না

নাজানিলাম—জানিলাম না

নাজানিবাই—(তুমি) জানবে না

নাড়ি কাটিয়া—জন্ম থেকে [জন্মের সময় নাড়ি কাটতে হয়, সেই সূত্রে এই অর্থ

নাতুলিবাক—না তুলিতে [ইবাক inf.

নাথাকিল হন্তে—(যদি) না থাকত

নাথুলা চিরাজী—নাথুলা সিরাজী, শ্রীহট্টের থানাদার

নাথুল্লাখা সীরাজী—নাথুলা খাঁ সিরাজী

না দে—না দেয়, দেয় না

নাদিয়া—না দিয়া

মাদিলাম—দিলাম না

নান্নতি—উন্নতি

নাপাই—পাই না, সমা. ক্রি ; না পেয়ে, অসমা. ক্রি.

CENTRAL LIBRARY

নাপাইলাম—পেলাম না

নাপরা পারিয়া—না হতে পেরে

নাপালোঁ—পেলাম না

নাপায়াও—না পেয়েও

নাপায়েন—পান না, পাও না

না পাইয়েন—পান না, পাবেন না

না পারিয়া—না পেরে

নাবিনেহ—নাও রাখবে (?)

নাবে—নৌকা করে, <নাওএ [নাব+এ

নাভজিব—ভজিব না, দিব না

নামতে—নামে, <নাম+তে, বি.

নামানিলেক—মানিলেন না

নামানিয়া—না মেনে, অসমা. ক্রি ; নিচের<নামনি+ইয়া>নামনিয়া >নামানিয়া

নামাকুল—নামযুক্ত

না মারিছে—মারছে না, মারে নি

নামাসহিত—নামযুক্ত

না যাই—যায় না

না যাতাহোঁ—যাই না, <হি.

নারজ—সবে, সবেমাত্র

না রাখিলেক—রাখিলেন না

না রাখিলোঁ—রাখিলাম না

নালাগে—লাগবে না, দরকার নেই

নালিখায়—(তুমি) লেখো না, লিখিও না [পূর্ববঙ্গীয়

না শুনিছি—শুনি নি

না সহিলেক—সহিলেক না, সইল না

নাসা যায়—না আসা যায়, <না+আসা=নাসা

নাসিল—না আসিল, আসিল না

নাসে—না আসে, আসে না

নাসৌ—নাশএ (?), নাশ করে ; না আসুক

CENTRAL LIBRARY

নাসৌগন্ধতা—নাসাগন্ধ (?)
নাহব—হব না, হবে না
নাহিবৈ—না হবেই, হবে না ; না আসিবেই>নাহিবে
নাহিল—এল না
নাহে—না+আহে<আসে, আসে না
নাহৈ—(যদি) না হয়, হয় না
নাহৈল—হল না
নাহৈছে—হয় নি
নিকলিয়া গৈল—বেরিয়ে গেল, <নিকলিয়া<হি. নিকলা
নিকি—নাকি
নিকর্ণ—নিকা করিয়া, কোরানের মন্ত্র পড়ে
নিচয়—নিশ্চয়
নিচান—নিশান
নিচের—নিচে ; নিশ্চয়
নিছয়—নিশ্চয়
নিদানত—শেষে, [নিদান+ত
নিদানতো—বিপদ তো, কথা এই যে
নিদিলা—দিলে না (তুমি)
নিদিয়ে—না দেয়, দেয় না
নির্ন্নিতি—নির্ণয়
নির্ন্নয়ত হন্তে—নির্ণয় হতে
নিবন্ধ করাতো—নিবন্ধ করার বিষয়ে
নিবাক না পারিল—নিতে পারিল না, নিবাক=নিতে, লইতে [ইবাক *inf.*
নিবাহ—নির্বাহ, সম্পন্ন
নিরৈক—নিরই নামে ব্যক্তিকে [ক দ্বিতীয়া বিভক্তি
নির্য্যাত—পরাস্ত
নিলেক—নিলেন, নিয়ে গেলেন
নিশা করিম—শেষ করব
নিষ্কর্ষ করিয়া—নিশ্চয় করিয়া
নিসন্দেসে—নিঃসন্দেহে

CENTRAL LIBRARY

নিঃসন্দেহরূপে—নিঃসন্দেহ রূপে
নিসা করিয়া—শেষ করে
নিহল—শেকল
নুই—নয় ; নই [ন + হুই
নুপুছি—না জিগ্যেস করে, অসমা. ক্রি [পুছ, <হি.
নেকি—নাকি ?
নেদিঞো—দিব না, দেই না
নেদেই—দেয় না, দেবে না
নেদেখোঁ—দেখি না
নেদিখিলোঁ হতে—(যদি) না দেখিতাম [হতে <হন্তে
নেরাঙ—রাখি না
নেলাগে—লাগে না, লাগবে না
নেলিখি—না লিখে, অসমা. ক্রি.
নেলেখিলে—লিখল না, লিখলে না
নৈবাদ্য—নিবেদ, নৈবেদ্য
নৈবেন—নেবেন, <লৈবেন
নোখোজে—চায় না [খোঁজা—অন্বেষন করা, চাওয়া
নোহে—নয়
নোহোয়াখানো—না হওয়াটি, যেটি হয়নি সেটি
নৌনিকর—তৃপ্ত ? ভগ্ন ?

প

পক্ষাভিরত—উভয় পক্ষের মধ্যে
পক্ষেত—পক্ষে [ত অতিরিক্ত ৭মী
পচয়—অপচয় ? অথবা পচে ?
পটুকা—পট্টবস্ত্র, সিল্কের কাপড়
পঠাইবা—(তুমি) পাঠাবে
পঠাইম—পাঠাব
পঠাইলেক—পাঠাইলেন
পঠাইবার চাই—পাঠাতে চাই
পঠাঙ—পাঠাও

CENTRAL LIBRARY

পঠায়াছা —পাঠিয়েছ

পঠায়াছিলাম—পাঠিয়েছিলাম (আমি), পাঠিয়েছিলেন (আপনি)

পঠাবরখান—পাঠাবার বিষয়ে

পঠালা—(তুমি) পাঠালে

পঠালোঁ —পাঠালাম

পঠোয়া—পাঠানো, বি. ; পাঠাও, ক্রি. অনুজ্ঞা, মধ্যম পু.

পত্রত —পত্রে, চিঠিতে [পত্র + ত

পত্রচালামি—পত্র বিনিময়

পত্র চিহ্ন—পত্রের সহিত প্রেরিত উপহারাদি

পত্র-সন্দেশ—পত্র চিহ্ন

পত্রার্থবিদ—পত্রের অর্থবিজ্ঞ, পত্রের পাঠ ও অর্থ উদ্ধারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি

পত্রাপত্রি—পত্রবিনিময়, চিঠিপত্রের আদান প্রদান

পত্রাসারে—পত্রযোগে

পত্রী—পত্র বাহক, দূত

পথত—পথে [পথ + ত

পথগোট —প্রথা, রীতি

পদর —পদের

পবাণ—প্রয়াণ, শেষ, <প্রয়াণ

পয়া—পাওয়া, বি. <অস.

পয়দা—জোগাড়, সৃষ্টি, <হি,-উর্দু

পয়যার—অলংকার বিশেষ

পয়োযর—প্রজাপাঠক

পরকারে—প্রকারে, <ব্রজ.

পরমাপ্যাতি—পরমাপ্যায়িত

পরা—থেকে, হতে, অব্যয় <সং প্র.

পরাহে—থেকেই, হতেই, পরা দ্র.

পরিপক্ক—বিপর্যয়

পরিল - পড়িল

পরে—পড়ে

পহলন—নাম বিশেষ ; প্রথম

CENTRAL LIBRARY

পহাও করেছে—ছেড়ে দেয়
পহিরনক—পরিধান করে, অসমা. ক্রি. <হি.-উর্দু
পহিলকে—প্রথমের, <হি.
পহিলে—প্রথমে, <হি.
পহুচে—পৌঁছে
পহুছার—প্রকোষ্ঠের ? মণিবন্ধের ?
পহুছাইবা—পৌঁছবে, আসবে (তুমি), [পূর্ববঙ্গীয়
পাইক—লাঠি-ধারী, যোদ্ধা
পাইকান—পাইক-এর বহুবচন, পাইকেরা
পাইচি—পেয়েছি
পাই না—(সে) পায় না
পাইবারে—পাইতে, পেতে
পাইলেসে—পাইলেই
পাকুরি—পাকুড়ি, পাগড়ি
পাগজামা—মাথায় বাঁধবার কাপড় বিশেষ
পাগুড়ি—পাগড়ি
পাচ—পার্শ্ব ; কাছে ; পরে
পাচা—পাছে, পরে
পাচিবেক—পশ্চাতে করিবে ; পুছিবেক অর্থাৎ জিগ্যেস করবে
পাচে—পাছে, পশ্চাতে, পরে
পাঞ্চ—পাঁচ, ৫
পাট কাপড়—সিল্কের কাপড়, [পাট<পট্ট
পাটন—রাজ্য ; নগর
পাটর—সিল্কের, [পট্ট—পাট+এর
পাটুকা—সিল্কের বস্ত্র
পাঠাইবাক না পাএ—পাঠাতে পান/পারেন না
পানীচকী—জলপাহারা, water checkpost, [চকী<চৌকী
পাতর—পাত্র
পাৎচাহাবর—বাদশাহের
পাৎনাকে—পাৎনা নামে স্থানে [পাবনা ?

CENTRAL LIBRARY

পাৎসাহীত—বাদশাহীতে

পাৎসাই—বাদশাহী

পাত্র—ব্যক্তি

পামরি—মূল্যবান বস্ত্র

পামরু—পামরি

পায়া—পেয়ে, অসমা ক্রি.

পায়ার থান—প্রাপ্তিস্থান

পায়াছি—পেয়েছি

পায়ি—পাই, ক্রি.

পার—বিস্তার ; শেষ

পারবার—পারিবার, ক্রি , বি.

পারাতির—পার্শ্বের, ভাগের, [পার + ইতির

পালন করনতা—পাল কার্য ; পালন করাটা

পাল সেবার—গ্রাম বা স্থান বিশেষের ; যেখানে পশুদের গোচারণ হয় সেখানকার

পালা-পহরীয়া—পালাক্রমে প্রহরা

পালেঙ্গ-পোচ—পালঙ্কপোষ, খাট-গদি

পালেহি—পাইবার, যেমন পালেহি তারিখ—পাইবার তারিখ

পালোঁ—পাইলাম

পাহারত—পাহাড়ে, [পাহাড় + ত

পাহাড়ি লোকে—পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসী

পিচর পাচ—পরের পরে, সবশেষে

পিত্তলুয়া—পিতলের দ্বারা নির্মিত

পিঞ্জরা—খাঁচা, cage

পিতৃএ—পিতা কর্তৃক, পিতা

পিন্ধল—পরল, <ব্রজ.

পিন্ধি—পরিয়া, অসমা. ক্রি

পিরে—ফিরে, ফেরে, ক্রি.

পীড়া করিলে—কষ্ট দিল, উৎপীড়ন করিল

পুছিল—পৌছিল

CENTRAL LIBRARY

পুতাই—পুত্র
পুনর—পুনঃ, পুনরায়
পুন্ন—পুনরায় ; পুণ্য
পুরখাশ্বাপাদ—মূল্য অনুযায়ী, শ্রেষ্ঠত্ব অনুযায়ী
পুরখাচ—শত্রুতা, মিত্রতার অভাব, <ফা.
পুরণীয়া—প্রাচীন, পুরানো
পুরুচি দাম—আদরে গ্রহণ করিলাম
পূত নামা—পবিত্র নামা
পূর্ব্বতে—পূর্বে
পূর্ব্বদিশক—পূর্বদিকে, ক গমনার্থে ৭মী
পূর্ব্বধারাণ মতে – পূর্ব প্রথা বা রীতি অনুযায়ী
পূর্ব্বনিবন্ধগোটক—পূর্ব প্রথাকে/ধারাকে [ক কর্মকা. নির্দেশক
পূর্ব্বপ্রীতিত—পূর্ব প্রীতিতে
পূর্ব্ববত—পূর্ববৎ
পূর্ব্বহা—পূর্বেই
পৃত—প্রীতি
পৃত পত্র—প্রীতি-পত্র
পৃতি—প্রীতি
পেখিয়ে—দেখিয়ে, <ব্রজ.
পেচকচ—রাজস্ব, <ফা. পেশকস
পেছকছ—পেশকস, রাজস্ব
পেলাইতে –ফেলে দিতে
পেসা—পেশা
পেড়ায়া—জোর করে ; যুক্ত করে, অসমা. ক্রি.
পৈশল—পশিল
পোচচাড়া দিয়া—পোছা ঝাড়া দিয়ে; অসমা. ক্রি.
পোয়া—(তুমি) পারো, ক্রি
পোয়াল—প্রবাল, মণি বিশেষ
প্রতিবাসে—মনে হয় ; —ভাসে, ঐ
প্রতা—প্রত্যয়

CENTRAL LIBRARY

প্রত্যুত—প্রত্যুত্তর
প্রবলকারণ—শক্তিমত্তার জন্য ; কারণ
প্রমখো—প্রমুখ্যে
প্রমুক্ষে—প্রমুখ্যে
প্রসাদ—সন্তোষ
প্রাই—প্রায় ; মত, অব্যয়
প্রাকালিয়ারি যুক্ত—বড় রকমের যুদ্ধ ?
প্রাচীনোস কালর—প্রাচীন কালের
প্রাচীন—প্রাচীন
প্রিত—প্রীত
প্রিতি—প্রীতি
প্রিতো—প্রীতিও
প্রীতিক চায়ো—প্রীতির চেয়ে
প্রীতি-করার—প্রীতি-অঙ্গীকার
প্রীতিগোট—প্রীতিবন্ধন
প্রীতিতা—প্রেম ভালবাসার সম্বন্ধ
প্রীতি-পত্তি—প্রীতির সম্পর্ক ; প্রতিপত্তি
প্রীতি বির্জখানি—প্রীতির বীজটি
প্রীতিয়ে—প্রীতিতে
প্রীতো—প্রীতিও
প্রেত্য—প্রত্যয়
প্রেম পত্র—প্রীতি-পত্র

ফ

ফতাই—জয়, যুদ্ধজয়, <আ. ফতাহ্
ফদস্ত—সেখানে, <ফা.
ফন্দ-পত্র—কূটনৈতিক পত্র, [ফন্দ<ফন্দী
ফরমান—আদেশ, নির্দেশ, <আ.
ফরজবোফা—বাধ্যতামূলক [আ. ফরজ=বাধ্যতামূলক+বোফা=ঐ
ফরা—ঘোরা, ফেরা
ফলকর—ফলদানকারী, যেমন ফলকর বাগান

CENTRAL LIBRARY

কহমানি—প্রচার, প্রচারিত, <ফা.
কহমানিদ— প্রচার, বি.
কাকেরে—খাপে, খাপের ভিতরে
কার—অনেক, দীর্ঘ
ফিরস্তাদ—প্রেরিত, বিশেষণ ; পাঠানো হল, ক্রি. <ফা
ফিরিছিল—ফিরেছিল
ফিলচতিকা—হাতিগুলি, [ফিল—হাতি, <ফা.
ফুকন-ডাঙ্গরিয়া—সেনাপতি মহাশয়, [ফুকন<আহোম
ফুরিতেছিল—ফিরিতেছিল
ফুল মরিয়া—ভুল বুঝাইয়া [ভুল করিয়া (?) ; ফুলগেড়িয়া
ফুলান—ফুলযুক্ত
ফেদেলা—পত্রবাহকের নাম
ফের—পুনরায়
ফৈদ—বংশ, পরিবার, <ফা. ফইদ
ফৌজ—সেনা
ফৌজদার—ফৌজদারির অধিকর্তা, নবাব
ফৌজদারক—ফৌজদারকে
ফ্রাচেং মুন—ব্যক্তি নাম, ফ্রা চেং মুঙ্

ব

বকচিয়া—স্থির করে (?), অসমা. ক্রি.
বকচি দেত—মুক্তিতে, <ফা. বক্‌সিদ্‌+৭মী ত
বকবাখর—মশলা বিশেষ
বক্ত—সৌভাগ্য ; সময়, <আ. ওয়ক্ত
বক্রি—বাকি ; বিয়োগ ফল, <আ. বক্রী
বগচারাল—সত্বর, <ফা.
বগরি বারির—বগরিবাড়ী নামক স্থানের
বঙ্গালত—বঙ্গদেশ হতে আগত মোগল সৈন্যের হাতে, [বঙ্গাল + ত
বঙ্গালক—বাঙালী অর্থাৎ মোগল সৈন্যকে
বঙ্গালর—বাঙ্গালী অর্থাৎ মোগল সৈন্যের
বঙ্গালে—মোগল সৈন্য [কর্তায় ৭মী এ

CENTRAL LIBRARY

বচনক মাত্র—মুখের কথায় মাত্র
বচনত—বচনে, কথায়
বটা—পানের বাটা ; পুরস্কার ; উপহার
বটা বাহন—পানের বাটা আদি উপহার
বটা বকৃচিচ—পুরস্কার ; বকশিশ
বটেন—বটে [সম্মানার্থে ন-এর ব্যবহার
বড় গাও—বড়গাঁ, স্থান বিশেষ
বড়গোহাইর পুত্র—আহোম প্রধান মন্ত্রীর পুত্র
বড়বড়ুয়া—আহোম মন্ত্রী ; আহোম উপাধি
বড়ুআজি—বড়বড়ুয়া মহাশয়
বঢ়া—বড়, বেশি, <হি
বঢ়াইচ—বাড়িয়েছ
বতায়া—বলিয়া, অসমা. ক্রি ,<হি বতা +
বদ করাল—সীমা নির্দেশ, [হদ করাল ?
বদকৌলি—মন্দ কথা, <ফা. বদ + আ কৌলি—বচন
বন—বন্দী, যেমন 'বন সুদাস্ত্' বন্দী হল, <ফা,
বন হনে—বন থেকে. [হনে পূর্ববঙ্গীয় প্রয়োগ,<হস্তে, হতে
বন্দক চনা—বন্দকী বস্তু ?
বন্দগিয়া—বন্দনা করে, অসমা. ক্রি , <সং বন্দ,
বন্ধা—বান্ধা, বাঁধা
বরান—বিষয়, সাক্ষা,<আ.
বর—বড়
বর কর্দ্দন—আক্রমণ, আক্রান্ত,<ফা ওয়রকর্দন
বরকন্দার—বরকন্দাজ, সেপাহী,<ফা.
বরকরর্দ্দুল—আক্রমণ, বরকর্দ্দন দ্র
বরগোহাই—বড়গোহাই, আহোম প্রধানমন্ত্রী
বরচাহাবের—বড় সাহেবের, কলিকাতাস্থিত লাট সাহেবের
বরচরা—বাঁশের কাঠির দ্বারা নির্মিত বড় আসন, চরা দ্র.
বরনবাবকে—বড় ফুকনকে
বরফুকন—বড়ফুকন, আহোম মন্ত্রী, সেনাপতি

বরফুকন গোহাই—বড়ফুকন গোহাই, আহোম মন্ত্রী
বরবরুয়া নবাবে—বড়বড়ুয়া মহাশয়, [কর্তায় ৭মী এ
বর ভাই—বড় ভাই
বরমুরীয়া—বড়, প্রধান কর্মচারী ; ব্যক্তিনাম
বরস্বৈ—সম্মানার্থে
বরা—পিয়ন, সাধারণ কর্মচারী
বরা-বরুক—পাত্রমিত্র ; সামান্য ও অসামান্য কর্মচারী সবাই
বরাই—খারাপ, <হি. বুরা
বরাগ্নিএ—বৈরাগ্নি
বরিতলা—বড়তলা, রাজ্য বিশেষ
বরিদূরে—অনেক দূরে, <ব্রজ.
বরিষত—বছরে, [বরিষ+ত
বর্ধিতাক পাই—বৃদ্ধি পেয়ে, অসমা. ক্রি. [পাই<পাইয়া
বলবর্ত্তিতা হোবে—বলবৎ হবে [হোবে হি.
বলা-বল—বল ও অবল, ক্ষমতা ও অক্ষমতা
বল পালিয়া—বল করিয়া
বশঙ্কর—বশীভূত
বসিছিল—বসেছিল
বসিদ—মেঘ ? দৃঢ় ?
বসুধা বিচিরায় সম—প্রবল ক্ষমতা সম্পন্ন
বস্তবুদন—দৃঢ়বদ্ধ, <হি.
বহিনাই—ভগ্নিপতি
বহিনি—ভগ্নি
বহুতেরা—অনেকে
বহুথ—বহুত, বহু, অনেক
বংশত—বংশে [৭মী ত
বঁটা-প্রসাদ—উপহার, পুরস্কার
বাইচা—বাইশ, ২২শে
বাইর বন্দর—বাইরবন্দ, স্থান বিশেষ
বাকীত—বাকিতে, [বাকি+৭মী ত

CENTRAL LIBRARY

বাক্যে পচয়ে—বাক্যের অপচয়ে

বাক্যো—বাক্য

বাখরপতা—বাখর পাতা, হীরা-পান্না আদি অলংকারে খচিত করা, [বাখর <সং ভাস্কর

বাগদ্বারর—পার্শ্বদ্বারের, [বাগ<হি., বগল, পার্শ্ব

বাচনিক – মৌখিক

বাচনিতে—বচনের দ্বারা, মুখের কথাতে

বাচমানকে—মানসম্মানের, জানমানের [কে হি. ষষ্ঠি

বাচিবেক—বাছিবেন ; মনে করবে

বাজ—সম্পর্কহীন, <বাহ্য

বাজ হয়া—বার হয়ে, [বাজ<বাহ্য

বাজুবন্ধ—বাহুভূষণ, অলংকার বিশেষ, armlet

বাঞ্ছিত চিত্ত—বাঞ্ছিত চিত্ত

বাঞ্ছিবাকে পাওঁ—বাঞ্ছিতে পাই/চাই ['ইবাকে' অসমা. (inf.) প্রত্যয়

বাঞ্ছা— (তুমি) কামনা কর [বাঞ্ছ+আ

বাঞ্ছি—কামনা করি

বাটে—পথে

বাঢ়ন্তি—বড়, বর্ধিত

বাঢে—বাড়ে

বাঢ়ি যায়—বেড়ে যায় [বাঢ়ি<বাঢ়িয়া

বাতে—কথায়, মতে, <বার্তা

বাতের—কথার

বাত্রা—বার্তা

বাদলি ফুকন—জনৈক ফুকন, আহোম সেনাপতি বিশেষ

বানছীয়া—বাছিয়া, অসমা. ক্রি

বানত—উলের বা পশমের বস্ত্র বিশেষ, <হি. বাংলা বনাত

বানাত – বস্ত্র বিশেষ, বানত দ্র.

বানাতর—কাপড় বিশেষের, বানত দ্র.

বানাচিয়া—বুঝেসুজে, অসমা. ক্রি.

বানিয়া—বস্ত্র বিশেষ

CENTRAL LIBRARY

বাপা মহারাজ – চিলারায়ের পুত্র, ব্যক্তি নাম

বাপ্তা—বস্ত্র বিশেষ, পশম ও সুতার মিশ্রণে প্রস্তুত বিশেষ ধরণের বস্ত্র

বামুনিয়া খাঁ—ব্যক্তি নাম

বায়স—কাক

বারত—বাইরে, [বার<বাহির+৭মী ত

বারণা—কারণ ; ব্যর্থ

বারাক্ত—সময়ে, <ফা.

বারাগিও—বৈরাগীও

বাক—ভাল, <সং বাঢ়ং

বাকরূপে—ভাল করে

বার্তাএ – বার্তায়, কথায়

বালা—বস্ত্র বিশেষ, বলয় নয়

বালি পরা—বালিপড়া বা বালিপাড়া, স্থান বিশেষ

বালিচ—বালিশ

বা সমেত—সঙ্গে করে

বাস্কাতে—বাস্কা নামক পর্বতে

বাস্কার হন্তে—বাস্কা পর্বত হতে

বাহিরত—বাইরে [বাহির+৭মী ত

বিকশ—বিকাশ, ব্যক্ত

বিথারবে—নষ্ট হবে, বিগড়ে যাবে [বিথার<বিগাড়, ক্রি. বে বাংলা ভবিষ্যৎ ক্রি. প্রত্যয়

বিগার—প্রীতিভঙ্গ, নষ্ট, <ফা. বিগাড়

বিচার পরে—বিচারের দ্বারা, চিন্তা ভাবনা করে

বিচারি—বিচারিয়া—খুঁজিয়া, অন্বেষণ করে, অসমা. ক্রি

বিচারিতে—অন্বেষণ করতে, inf.

বিচিবার—ব্যজন করিবার

বিজন কারণ—একমাত্র কারণ

বিজয়পুরত—বিজয়পুরে [বিজয়পুর+৭মী ত

বিদ—বিস্তারিত, বিশেষরূপে, <সংবিদ্+

বিদলেখ – (তুমি) বিশেষরূপে বর্ণনা করে লেখ

বিদাই—বিদায় ; বিদাইয়া, অসমা ক্রি.

বিদুরতে—দূরে [বিদুর + ৭মী তে

বিদেশরূপ—বিভিন্নতা

বিপত্তিত—বিপদে পড়ে, [বিপত্তি + ৭মী ত

বিপারিত—বিপরীত, উল্টো

বিরাজতেতরাং—বিরাজমান

বিরাদর—ভাই, <ফা বিরাদর, সম [cognate সং ভ্রাতৃ, ভ্রাতর)

বিরিণার মুখে—বিরিণা নামক পত্রবাহকের মুখে

বিলায়ত—অঞ্চল, এলাকা, <ফা.

বিলায়তে—অঞ্চলে, এলাকায়, রাজ্যখণ্ডে [বিলায়ত + ৭মী এ

বিস্তর অনেক, প্রচুর, <ফা.

বিহাইলেক—জন্মদান করিলেন

বীজখনি—বীজখানি, মন্ত্রটি

বুগজার—অনুরোধ, বি. ; ছেড়ে দেওয়া, ক্রি. <ফা.

বুছিলোঁ—বুঝিলাম, [ছ<জ

বুজ -বোঝ, ক্রি. [জ<ঝ

বুজ করিতে আচি - বুঝিতে পারি ; আচি<আছি, [জ<ঝ

বুজ গতি—বোধ, বোঝগতি, [জ<ঝ

বুজিবেক—বুঝিবেন, [জ<ঝ

বুজিয়া—বুঝিয়া, বুঝে, অসমা ক্রি., [জ<ঝ

বুজিবেন—বুঝিবেন, [জ<ঝ

বুজিলাম—বুঝিলাম. [জ<ঝ

বুজুয়া—বোঝাও (তুমি) ; বোঝানো, [জ<ঝ

বুঢ়াগোহাই—আহোম প্রধানমন্ত্রী

বুঢ়া গোহাঞি—ঐ

বুনদ এর -দৌলতের ? প্রতিষ্ঠার ?

বুরঞ্জী -ইতিহাস, <আহোম বু—মূর্খ. রণ—শিক্ষা. জী—গৃহ = মূর্খের শিক্ষাগৃহ লাইব্রেরী, বই

বুলাল -হচ্ছে, ঘটেছে, <ফা.

বুলি -বলিয়া. বলে, অসমা. ক্রি

CENTRAL LIBRARY

বুলিআচ—বলেছ, [চ<ছ ; বুলি<বলিয়া
বুলিছ—বলেছ
বুলিছেন—জিজ্ঞাসা করছেন
বুলিবাক পোয়া—বলতে পারো [ইবাক inf, পোয়া—পারো
বুলিম—বলব
বুলিয়াছা - বলেছ
বৃদ্ধতাক পায় – বাড়িতে পারে, [তাক inf. <ত+আক ; পায়=পারে
বৃদ্ধি পথতে –বাড়ার/বাড়বার পথে
বৃন্দন—সমস্ত ; ব্যস্ত
বেকতত – প্রকাশে. ব্যক্ত হলে [বেকত<ব্যক্ত + ৭মী ত
বেগচ—অসহায়. <ফা. বেকস্
বেগাত – বিপদে. বেকায়দায় ; প্রকারে
বেগার - বাকি, খালি, <ফা.
বেকার=বে কার, কর্মহীন
বেগার করিয়া—এমনি করিয়া
বেটা—পুত্র
বেটীক—বেটিকে, মেয়েকে. [ক=কে
বেড়িকা দেয়া—বেড়ে/ঘিরে ফেলল. [বেড়িকা—বেড়িয়ে. অসমা. ক্রি.
বেদনিধিক—বেদনিধিকে, ব্যক্তিনাম বিশেষ. [ক=কে
বেদোও—বিশেষভাবে
বেবহার—ব্যবহার
বেরবন্ধ করিয়া—বেঁধে ফেলে. অসমা. ক্রি. [বের=বেড়. বেড়ি
বেল্তলাত—বেলতলা নামক স্থানে. [ত ৭মী
বেহার – বিহারে. ফিরে, বিচরণ করে, সমা. ক্রি.
বেহার—কুচবিহার, স্থান বিশেষ
বেহার-পাট –কুচবিহার রাজ্য
বেহুমত—অসম্মান, <ফা. বে+আ. হুরমত ?
ব্যেবহারে—অনুসারে
বৈগাড় – বিগাড়, প্রীতি-নষ্ট, <ফা বিগাড়
বৈঠল – বসিল, <ব্রজ.

বৈস্ত—অবগত, <সং বিদ্ +
বৈসায়া – বসিয়ে, অসমা ক্রি
বোকচাকে—পুঁটলির (?) [ক হিন্দী যষ্টি
বেবন্ধক—বেমালুম ?
বোল—বল, সমা ক্রি ; অনুজ্ঞা মধ্যম পু
বোল-মাত—কথা-বার্তা
বোলা—বল (তুমি , সমা ক্রি
বোলে—বলছেন (তিনি)
বোলোঁ—বললাম
ব্যাজ—অসুবিধা, ত্রুটি
ব্যাতক—ছাড়া, বাদে
ব্রেথা গোসা করিয়া—বৃথা রাগ করে [গোসা<ফা

ভ

ভই—ভয়
ভকত—ভক্ত
ভকতধুলিতকৈ—ভকতধুলির নিকটে
ভকতধুলিতে—ভকতধুলি নামে ব্যক্তিতে/ব্যক্তিকে
ভক্ষ—ভক্ষ্য দ্রব্য
ভক্ষ-ভোজ—ভক্ষ্য ও ভোজ
ভগনীয়া—পলাতক, <ভাগন + ঈয়া = ভাগনীয়া > ভগনীয়া
ভাগিনা—ভাগিনেয়ী
ভটীয়াই – নিচের দিকে, স্রোতের অনুকূলে গিয়া, অসমা. ক্রি , <ভাঁটাইয়াই
ভদ্রবস্তু—ভদ্র অর্থাৎ ভাল বস্তু, জিনিস, প্রীতি-উপহার ইত্যাদি
ভদ্রাভদ্র—ভালমন্দ
ভরিবাক – ভরিতে, <ইবাক inf
ভাগামকে – ভাগিয়ে, <হি. অসমা. ক্রি
ভগোয়া – ভাগিয়ে
ভাঙ্গা—(তুমি) ভাঙ্গো, সমা. ক্রি. [ভাঙ্ + আ
ভাঙ্গিবর—ভাঙ্গিবার, বি.
ভাঙ্গিবায়—(তুমি) ভাঙ্গিবে ['বায়' মধ্যম পু. সাধারণ ক্রিয়া প্রত্যয়, পূর্ববঙ্গীয়

ভাঙ্গিলা—(তুমি) ভাঙ্গিলে, ভাঙলে
ভাঙ্গিলাই—(তুমি) ভাঙ্গিলে, ভাঙলে
ভাঙ্গিলোঁইতে—(যদি) ভাঙতাম
ভাটি—নিম্নাঞ্চল, নদীর গতির দিকের নিম্নভূমি, ভাঁটি
ভাটী—ভাটি দ্র.
ভাটীত—নিম্নভূমিতে, নদীর স্রোতের অনুকূলে, নিম্নে
ভাটো—চিকন
ভাত-মুঠি—ভাতের মুঠি অর্থাৎ ভাত
ভাবন—চিন্তা, ভাবনা
ভাবন করণটা—চিন্তা করাটা [পূর্বাঙ্গীয়
ভাবুরা—বিস্মরণ
ভারযা—ভরসা
ভারসা—ভরসা
ভাল ভাসে—ভাল মনে হয় [ভাসে<ভাস+, প্রতিভাসে
ভালা—ভাল
ভালাই—ভাল, ভালই
ভালাইর—ভালর
ভালে—ভাল
ভালেহে—ভাল
ভিতরে দি—ভিতর দিয়ে, [দি<দিয়া
ভিন—অন্য, আলাদা, <ভিন্ন
ভির দিয়ে—ভর দিয়ে
ভির দিলেক—ভিড়ে গেল, দলে ভিড়ে গেল
ভুবা কাঠ—কাঁঠাল কাঠ
ভুবিক—ভুবির, পৃথিবীর [ক ব্রজ. ষষ্ঠি
ভেজ—নজরাণা ; রাজস্ব ; উপঢৌকন
ভেজিতে আছি—পাঠাইতেছি
ভেজিতেছি—পাঠাইতেছি, [হি. ভেজ্ + বাংলা 'ইতেছি' প্রত্যয়
ভেজিবেক—পাঠাইবেন
ভেজিলেক—(তুমি) পাঠাইলে

CENTRAL LIBRARY

ভেজোহে—পাঠিও হে
ভেদতা—পার্থক্য, [ভেদ + তা
ভেদ করিয়া—ভেজিয়া, পাঠাইয়া, অসমা. ক্রি.
ভেদ দৌড়—গভীর পার্থক্য ?
ভেল - হল, সমা ক্রি, <ব্রজ. [ভূ + প্র. পু ল
ভেলাই—ব্যক্তি নাম
ভোটক - ভুটিয়া সৈন্যকে [ভোট = ভুটান, ক = কে কর্মকা.
ভোট গাঞর— ভুটিয়া গ্রামের, ভুটানের কোন গ্রামের
ভোটর ভুটিয়াদের, ভুটানের, ভুটান সৈন্যের
ভোটান্ত—ভুটান [ভোট অর্থাৎ তিব্বতের অন্ত মানে প্রান্ত সীমা

ম

মই—আমি
মগর—যদি, <উর্দু মগ্‌র
মগরুর - গর্ব, <আ. মগ্‌রুর
মগলাগণ—মোগলেরা, মোগলসৈন্যেরা
মগলু—মোগল
মগলুত - মোগলের সঙ্গে
মগলর—মোগলের
মগলে—মোগল সৈন্য [কর্তায় এ বিভক্তি
মগোলিত—মোগলের সঙ্গে
মগোলেরে সহিত— মোগলের সহিত
মগোলোক —মোগলকে [ক = কে
মচন্দার গাজির - ব্যক্তি নাম, মচন্দার গাজি সাহেবের
মজকুরকে—মজকুর নামে ব্যক্তিকে, পত্রবাহককে
মঞি—আমি
মঞিএ -আমার ; আমি
মটারুন—বস্তু বিশেষ
মণ্ডমালা—মুণ্ডমালা
মণিপুরেশ্বর -মণিপুরের রাজা [কর্তায় ৭মী এ
মতবর—বাতব্বর, জ্ঞানী ব্যক্তি, <আ.

মদগর্ব—ঐশ্বর্য-গর্ব, অহংকার
মদ টোপ—মদের ফোঁটা অর্থাৎ সামান্য মদ
মদত—সাহায্য, <ফা.
মধুনা রাণের—মধুনারায়ণের
মধ্য জোর—মাঝখানে জোর
মধ্যত—মধ্যে, [মধ্য + ৭মী ত
মন—মনে [মন্ + ৭মী অ, পূর্বাঞ্চলীয়
মনকুহ - বিয়ের কনে. নিকা হয়েছে যার সেই মেয়ে, <ফা মনকুহা
মনত—মনে [মন + ৭মী ত
মনদুখী -মনোদুঃখী, মনোদুখী
মনস্বিত—মনোদুঃখ ; মনের আহ্লাদ
মনিয়াকে ভিতর—বস্তার ভিতর ? [কে হি. যষ্টি
মনোমেরে—মনও আমাকে ; মন স্থির করে
মনুষ—মানুষ
মন্ত্রবরেষু—মন্ত্রীবরেষু
ময়ো—আমিও, <মই + ও
মরযাই—মেরজাই, প্রস্তর বি. (?)
মরতচা—মরত সা. মরদ সাহা
মরা গেল মারা গেল
মরাল গাথা—নষ্ট করে দিল
মরিচ - লংকা
মরিয়া নিলেক—তুলে নিল, [মরিয়া<মুড়াইয়া
মরেহা—মারে, মেরে ফেলে
মচ্ছিদা—পথ দেখাও, <আ. মুর্শিদা
মর্যাদা—মর্যাদা
মলক্তিল—দেবদূত, [আ মল্‌ক = দেবদূত
মলমা করা—সোনা বা রূপার জলে রঙ করা
মলি মযলা
মলুক মাগিছি—রাজ্য দখল করেছি, [মলুক <আ. মুল্‌ক
মলুকের—রাজ্যের

CENTRAL LIBRARY

মহন্তর শরণাগতক—মঠাধ্যক্ষ শরণাগতকে যেমন রক্ষা করেন

মহবত—প্রেম, ভালবাসা, <.আ.

মহমুড়ি মোষের মাথা, [মহ=মোষ, মুড়ি=মাথা, মুড়<মুণ্ড

মহমুরি—মহমুড়ি দ্র.

মহর মোষের, <মোষ

মহরম - হিজিরাব্দ অনুসারে মাস বিশেষ

মহামদকা - মহম্মদের

মহিমকে মঞ্জিল বমঞ্জিল—যুদ্ধের স্থান অস্থান অর্থাৎ যে কোন স্থানে যুদ্ধ (হতে পারে), [মহিমকে <আ. মহিম, যুদ্ধ + হি. ষষ্ঠি ক ; মঞ্জিল <আ., স্থান, + ব <ফা , না, অ

মহিন—মাস

মাইর—মার, মারা, বি.

মাইরত—মারে, <মাইর + ৭মী ত

মাঙ্গলা কার্য্যত—মঙ্গল কাজে

মাজতে—মাঝে, [জ<ঝ

মাজুম খাঁ—ব্যক্তি নাম, মীর জুমলার লোক পরিচিত নাম

মাজে মাঝে

মাটিক—মাটি, ভূমি [ক কর্ম কারকের বিভক্তি

মাতবর—মাতব্বর, জ্ঞানী, মতবর দ্র.

মাত্রকে—মাত্র, তৎক্ষনাৎ, [ক অর্থহীন কর্ম, বিভক্তি

মানক—মানুক, সমা, ক্রি., তৃতীয় পু. অনুজ্ঞা

মানন্দ ফির নফর - প্রতিটি মানুষের মত, একের পর এক, [মানন্দ=ফা. মানিন্দ,—মত, like, ফির—প্রতিটি, নফর—মানুষ

মান্দর—মানুষের, কর্মীর, প্রজার ; চাকর

মানুহ—মানুষ [হ <ষ

মানুহও - মানুষও

মানুহখানি—মানুষজন, আক্ষরিক অর্থ মানুষটি

মান্তরা—রাজ্য বিশেষ

মাফিক—মত, <ফা.

মামো—মামা, <মামু

CENTRAL LIBRARY

মামোসে—মামাই
মায়লি—দ্রব্য বিশেষ
মায়ামরীয়াক—লুনকারী একটি সম্প্রদায়, নাম মায়ামারীয়া, [ক =কে
মারাতির—বাস্তব, সত্য
মারিলে - আক্রমণ করিল, অধিকার করিয়া নিল
মালুম হোয়ে—বোঝা যায়, <হি.
মিঞানা ভার—পালকির/ডুলির ভার <আ.
মিয়ানা—পালকি, ডুলি
মিত—পরিমিত
মিত্রতাক - মিত্রকে, বন্ধুত্বকে [ক=কে
মিত্রাতি—বন্ধুত্ব
মিলতা—মিত্রতা, বন্ধুত্ব
মিশ্র—মিছরি
মিশ্রি—মিছরি, মিশরি
মুক্তাএ—মুক্তায়, মুক্তাতে
মুক্ষ - মুখ্য, প্রধান ; মোক্ষ
মুখ যবান - মুখের কথা ' ফা. জবান—ভাষা, কথা
মুখ জাবানে—মুখের কথায়
মুখ জেবানীএ - মুখের কথায়, বচনে
মুখ-জেবানিতে - মুখের কথায়, বচনে
মুখ হত মুখ থেকে [হত <হস্তে—থেকে
মুঠত - একত্রে, মোট
মুদৈ—মুদি, ব্যবসায়ী
মুরসিদ—দেবদূত, <আ.
মৃতক - মৃতের, [ক ব্রজ. ষষ্ঠি
মৃতকের—মৃতের
মেচ - মেচ জাতি, কোচ জাতি, বোড়ো-কোচ জাতি
মেচকে রাজাকে - মেচ/কোচ জাতির রাজার ['কে' এবং 'কে' হি. ষষ্ঠি
মেদা—অপদার্থ মানুষ, <ফা. মাদহ্
মেদান্ত মেদ—যেমন হয় তেমন

CENTRAL LIBRARY

মেরফের—প্যাঙাল+এর. <ফা. মেরাফ
মেরি—আমার, <হি.
মেহর—প্রীতি, স্নেহ, <ফা.
মেহরত—প্রীতিতে, স্নেহে [ত ৭মী
মেহরানি—প্রীতি-স্নেহ
মেহর জুদ—প্রীতিবদ্ধ
মেহর-স্নেহ করিয়া—প্রীতি স্নেহ করে
মৈত্ত—মৈত্রী
মোক—আমাকে [ক=কে
মোদ—চড়া দাম ?, বহুভাষী ? খাত (?)
মোনা—বস্তা
মোর—আমার
মোরঙ্গ—রাজ্য বিশেষ
মোরো—আমারও
মোলে—আমার কাছে বা নিকটে
মোযত্ব—পাট্টা ভোগ, ভোগ দখল, রাজত্ব

য

যদিস্যাৎ—যদি
যযাবর—যাযাবর
যস—যশ
যশোরাকা—যশস্বী
যাই—যারা
যাইবের লাগে—যাবার জন্য
যাৎক—যাক, সমা ক্রি., তৃতীয় পু. অনুজ্ঞা
যাক—যাকে, [ক=কে
যাত যাতে ; যেখানে
যাতো—যাতে ; যত
যাত্ত—যাত্রী
যাবার শুনিয়া—যাবার কথা শুনে
যায়গাহ—যায়গা

CENTRAL LIBRARY

যায়া—যাইয়া, গিয়ে, অসমা. ক্রি. <যাইয়া

যাঁয়ো- যারা

যার পরা—যার থেকে

যাহা যাই—যাহা যার

যাহের—যাঁর, <ব্রজ.

যি—যা, যে

যি কহিলা হয়—যা বলেছ

যিখান—যা, যেটা, যেটি

যি গির হৈল—যিগির হল, উপস্থিত হল

যিদিন—যেদিন

যিমতে—যেমন করে, যে কোন উপায়ে

যিহত হন্তে—যাদের থেকে, যে সকলের থেকে, [যিহত<যি+হত, হত বহুবচন প্রত্যয়

যুগাদি—এক সঙ্গে যুক্ত

যুগুত—উপযুক্ত

যুঁজিতেছিলো—যুজিতেছিলাম

যুদ্ধ হে—যুদ্ধই

যেই পোনে—যে পথে, যে পানে/দিকে

যে কোচ—যা কিছু

যেখন—যখন

যেখনে—যখন ; যেটি [খনে<খণ্ড+ ৭মী এ

যে জৌখ—যা প্রিয়, [জৌখ<আ. শৌখ, প্রিয়, মনোরম

যেনে—যেমন করে, যে ভাবে

যে বিধ—যে সব

যেমও—যেমত, যেমন

যেমত—যেমন

যেমনে—যেমন করে. যেমন

যেহি—যিনি, <ব্রজ .

যেহি যেহি যে যে, যারা যারা, <ব্রজ.

যৈচন—যে প্রকারে. <ব্রজ.

CENTRAL LIBRARY

যৈচে যাতে, <ব্রজ.

যো—যে

যে কোচ যা কিছু

যোগ্য ভালে—উপযুক্ত ব্যক্তিতে ; সেয়ানে সেয়ানে

যোয়াএ নাই—যায়ই নি, [যোয়া—যায়, এ=ই

যোবত—জন্য, <আ. যবত

যোহদ—জন্য, কারণ, <আ. জিহত

র

রকিছদতে মিত্রতায়, বন্ধুত্বে, [রকিছদ<আ. রকশদ+৭মী তে

রখাহে—রাখাই, রাখা, বি.

রখু—রাখুক, থাকুক

রঙ্গা—রাঙ্গা, লাল

রঙ্গা মাটি—রাঙ্গা মাটি নামে স্থান

রঘুরাই চোধারি - রঘু রায় চৌধুরী

রছিদকে—পথে, রাস্তায়, <আ রশীদ, [৭মীতে কে

রজত—রৌপ্য মুদ্রা

রজাক—রাজাকে, [ক=কে

রজার—রাজার

রপ্তনজামি--পবিত্র (?)

রহইতে—রইতে, থাকতে

রহল—রইল

রহিছি রয়েছি

রহিচিল—রয়েছিল

রহিব নোয়ারি—থাকতে পারবে না, [রহিব=রইতে, ইব inf ; নোয়ারি=না+পারে 'পারি

রহিবাক লাগে—থাকতে হবে, [ইবাক inf.

রাইবার কর্ম মাফিক—রাহা কাজ ইত্যাদির মত

রাইস্তদে—দূরে দাঁড়াতে হবে, [ফা রা=দূর, ইস্তদ—দাঁড়ানো

রাখতাহো—রাখো, রেখেছ, রাখবে, রাখব, <হি.

রাখন—রাখা, বি. [পূর্ববঙ্গীয় প্রয়োগ

রাখিছি—রেখেছি

রাখিছিল—রেখেছিল

রাঙ্গামাটি—স্থান বিশেষ

রাজ দি—রাজ্য দিয়া, [দি<দিয়া

রাজ দেওয়াইলেক—রাজ্য দেবার ব্যবস্থা করলেন (আপনি)

রাজাই—রাজ্য, রাজত্ব

রাজাইকা—রাজার, [কা হি ষষ্ঠি

রাজা পাতিলেক রাজ্য স্থাপন করিলেন

রাজাসে—রাজাই

রাজাকে শ্বশুর—রাজার শ্বশুর, [কা হি ষষ্ঠি

রাজা পোয়ালি—রাজার পুত্র, ছোট রাজা, যুবরাজ, [পোয়ালি=পুত্র<পুয়া। পো + আলি

রাজ্যক—রাজ্যের ওপর, রাজ্যকে

রাজ্য মারিয়া আসিতেছ—রাজ্যকে আক্রমণ করেছ; রাজ্যের সর্বনাশ করেছ; রাজ্যকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছ; রাজত্ব করে আসছ

রামাই দলৈক—রামাই দলৈ (দলই) নামে ব্যক্তিকে

রাম চা—রাম সা/সাহা

রায়ত—প্রজা পাঠক, <আ রঅইয়ৎ

রাস—হ্রাস

রাস হইছে—হ্রাস হয়েছে

রাহচরে—চতুর্দিকে চরে বেড়ায়

রাহএ—রাহ, [কর্তায় ৭মী এ

রুচলকে—রসুলকে, রসুলের [কে হি ষষ্ঠি

রুপ—রূপ; রুপ দিয়ক—রূপ বা রূপিয়া দিন, রূপ প্রকাশ পাক

রুপয়া—টাকা

রুপোয়ালী—রূপার মত রঙ বিশিষ্ট

রোক্ত—নিয়ম, পদ্ধতি, <আ (?)

রোক সদ হৈয়া—বিদায় নিয়ে, পৃথক হয়ে, [আ. রোক সদ=বিদায়

রোক চারে—নিকটে, কাছে

রোজত—দিনে, [রোজ + ৭মী ত

CENTRAL LIBRARY

রোহনেসে—থাকলে, <হি.

ল

লইবাক নাহি পায়—নিতে পারে না/পারা যায় না, [লইবাক=লইতে, ইবাক inf.

লখ—লক্ষ্য

লখিবাক—লক্ষ্য করিতে, [ইবাক inf.

লখি নারাণকে—লক্ষ্মীনারায়ণকে

লগত—সঙ্গে, [লগ<লগ্ন+৭মী ত

লগর—সঙ্গের

লঙ্গ—লবঙ্গ

লজিক খায়া—বেতন/পুরস্কার পেয়ে

লঞো—লই, সমা. ক্রি.

লঢ়িয়াই—লড়বে (তুমি)

লয়—মনে হয়, শোভা পায়

লয়ায়া—লড়াইয়া, নষ্ট করে, নড়িয়ে, অসমা. ক্রি.

লভিলোঁ—লাভ করিলাম

ললে—নিলেন (আপনি/তিনি)

লস্কর—লোক, সৈন্য

লং—লবঙ্গ

লাকারণ—প্রজাপাঠক

লাজকাটা—লাজকাটা, নির্লজ্জ

লাড়কা—ছেলে, <হি. লাড়কা, লেড়কা

লাড়া কাকে—লাড়া খাঁর, [ক হি. যষ্টি

লাড়া দেশ—জয়ন্তীয়া রাজ্য

লাড়াসুলতান—জয়ন্তীয়া রাজাদের উপাধি

লান—লবা, লাজ

লাল—সম্বন্ধ ভাব ; কাঠ বা গাছের আঠা বিশেষ, লাহা, lac, <লাক্ষা

লাহরি—লাক্ষা দিয়ে প্রস্তুত সুন্দর জিনিস বিশেষ

লিখিন পত্র—লিখিত পত্র

লিখিবাক পায়—লিখিতে পারা যায় [ইবাক inf.

CENTRAL LIBRARY

লিখিবায়—(তুমি) লিখবে
লুটিবর—লুট করবার
লেইন করিব—লগ্নি করব ; শাস্তি দোব
লেওরা – লেওড়া, গালিগালাজের ভাষা
লেখন পত্র - লিখিত পত্র
লেখি আছা—লিখেছ
লেখি আছিলাই—লিখেছিলে
লেখিছা লিখেছ
লেখিছিলাই লিখেছিলে
লেখিবাই লিখবে (তুমি)
লেখিম—লিখব
লেখিয়—লেখিয়া, অসমা, ক্রি.
লেখিয়া চিলাই—লিখেছিলে
লেখোঁ—লিখি
লেঙ্গাকে পোলোঙ্গাকে—লেঙ্গা ও পোলোঙ্গা নামে পত্র বাহকদ্বয়কে
লেড়াই - লড়াই
লৈইতেছিল লইতেছিল [ঐ অতিরিক্ত
লৈছিহেন – নিয়েছি এমন, <লইছি হেন···
লৈবাক পারি – নিতে পারি. [ইবাক inf
লৈবাই—(তুমি) নেবে
লৈবার – লইবার (জন্য)
লৈবেন—লইবেন
লৈলি—লইলাম
লৈলেক লইলেন, নিলেন
লোকক – লোককে, [ক = কে
লোকত হন্তে লোকের থেকে
লোকরো - লোকেরও
লোকসবদ্র – লোকসব ? লোকসমুদ্র ?
লোনহারামি নিমকহারামি
লোয়া—স্নেহ, লাই

লোহারে বান্ধিয়া—শিকলে বেঁধে, অসমা. ক্রি.
লোহিত—ব্রহ্মপুত্র নদী
লোহিত্য—ব্রহ্মপুত্র নদী

শ

শকত-শকে, [শক+৭মী ত
শকা—সমর্থ, <শক্+
শত্রুএ—শত্রু, [কর্তায় ৭মী এ
শত্রুক - শত্রুকে [ক=কে
শপত—শপথ
শরীরী—শরীরধারী, মানুষ
শরবন্ধ -তীর রাখবার পাত্র, তূণীর
শর্ণাপন—শরণাপন্ন
শাক্ষাৎ হৈল—পৌছল
শার কাপর - খুব পাতলা সিল্কের কাপড় বিশেষ
শিঙ্গর ডাবেরে—শিঙের হাতলে [ডাবর=হাতল
শিরকে ওপর—মাথার ওপর, [শিরকে হি., মাথার
শিরপাও—শিরস্ত্রাণ, পাগড়ি, <ফা.
শিশা করিয়া—মুক্ত করিয়া, <আ (?)
শীঘ্রেসে—শীঘ্রে, ত্বরিতে
শীতলীয়া পাটী শীতল পাটী
শুক্লে কলীয়াএ চামর সাদা কালো রঙের চামর, [কলীয়াএ = কালোতে
শুদ্ধে—শুদ্ধ
শুনি আছা—শুনেছ
শুনিবায় -(তুমি) শুনবে
শূরচিন্তক -দেবতার চিন্তাকারী অর্থাৎ দেবভক্ত
শৈল—পাহাড়ী রাজ্য
শোলশাঠিশায়া - ১৬,৬০,০০
শ্রীচেনাখুমডাং—ব্যক্তি নাম, পত্রবাহক
শ্রীফেদেলা কটকা - ফেদেলা নামে কটকী বা পত্রবাহক
শ্রীফের্গাখুমডাঙ্গকে—ফের্গাখুমডাং নামে ব্যক্তিকে

CENTRAL LIBRARY

শ্রীফের্গাথুমলাঙ্গকে – ফের্গাথুমডাং ও ফের্গাথুমলাং একই ব্যক্তি, লিপিকর প্রমাদে দুভাবে বানান লেখা হয়েছে

শ্রীফেলাই – ব্যক্তি নাম, পত্রবাহক

শ্রীরামচন্দ্র ভূদেব – শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীভূদেব দুজন পত্রবাহক

শ্রীলুতো – শ্রীলোহিতো, ব্রহ্মপুত্র নদীতে

শ্রীসাগরফা – ব্যক্তি নাম, পত্রবাহক

শ্রেয়স—শ্রেয়

স

সওদ – ক্রয়, <ফা.

সকলকো – সকলকে, [হি. কো = কে

সকলতে—সকলের মধ্যে

সখি—বন্ধু

সঙ্কিত—শংকিত, ক্লিষ্ট

সঙ্গত—সঙ্গে, [সঙ্গ + ৭মী ত

সঙ্গিত করিতে—সঙ্গে থাকতে

সঙ্গেস কিংখিজি – উপহার স্বরূপে প্রেরিত গোলাপী রঙের সুন্দর বস্ত্র, [সঙ্গে স = সন্দেশ, লিপিকর প্রমাদে দ>স, প্রীতি উপহার ; কিংখিজি—গোলাপী রঙের বস্ত্র বিশেষ

সজাতি—স্বজাতি

সজিয়ান—অশেষ

সজিয়াল – অশেষ

সঠ ভাব – শঠ ভাব

সৎ সরফির – শত আসরফির

সতগুয়া পান – শতটি বা সাতটি পান, [গুয়া = টি

সততে—সতত

সতমঙ্গল = শত মঙ্গল

সত্রাজির সমই—সত্রাজিতের সময়ে

সদা—সর্বদা

সদাবক্ত – সবসময় ; সর্বসৌভাগ্য [বক্ত <আ. সময় বা সৌভাগ্য

সদিয়াল শিলা—সদিয়া নামক স্থানের প্রস্তর বিশেষ

সনাইত সম্মানিত ?

সন্দিকৈ বড়ুয়া আহোম অমাত্য বিশেষ, সন্দিকৈ পরিবারের বড়ুয়া অর্থাৎ বড় অফিসার, সেক্রেটারি

সন্দেশ - প্রীতি-উপহার ; খবর

সন্দেশীয়া—প্রীতি-উপহার সম্পর্কিত

সন্দেহ —সন্দেহ

সন্দেশিয়া - খবর পাঠিয়ে, প্রীতি-উপহার দিয়ে

সন্ধগ্ধ—সন্দিগ্ধ

সন্ধানেসে সন্ধান করে, অসমা. ক্রি.

সফিল তীক্ষ্ণ ?

সফেদ সাদা

সবজোখ—সবকিছু, [জোখ <আ , পরিমান

সমসের—তরবারি, <আ সমশির

সময়ত—সময়ে ; সময়তে—সময়ে

সমস্তরে —সমস্তই

সমস্তে —সমস্ত

সমাজি লোকজন

সমিচিনে —সমীচীন

সমুচি—সমুচিত

সমে সমেত, সঙ্গে

সমেও—সঙ্গেও

সম্মাইত ভাব হৈয়া — সম্মোহিত ভাব হয়ে ; সম্মানিত হয়ে

সম্প্রতিকত সম্প্রতি, অধুনা

সম্বন্ধেত—সম্বন্ধে

সমুজাই—সবিশেষ বুঝিয়ে ; প্রবেশ করে ; আশ্রয় পেয়ে, অসমা. ক্রি.

সম্মাবিছিল প্রবেশ করেছিল

সরণ স্মরণ

সরকারি —আমলা, সরকারের কর্মচারী

সরণাগতক শরনাগতকে

সরদার—সর্দার

সরবরিছ শানি—হিজিরাব্দের মাস বিশেষ, সরবরিশ শানি,
সরহ সাল—হিজিরাব্দের মাস বিশেষ
সরহ সৌংতন - হিজিরাব্দের মাস বিশেষ
সরিয়ত –আইন, নিয়ম, শর্ত, <আ.
সরিয়ন করিয়া - সম্পূর্ণ করিয়া, [আ. সরিয়ুন
সরিয়ল করিয়া - সম্পূর্ণ করিয়া ; বন্দী করিয়া
সরু - ছোট, ক্ষুদ্র
সরুপ—স্বরূপ
সর্ব্বত্রে - সর্বত্র
সর্ব্বথা - সর্বদা
সর্ব্বদায়ে—সর্বদা
সর্ব্বাঙ্গগান্ধ - গন্ধ দ্রব্য বিশেষ
সলাহ—পরামর্শ ; সন্ধি, <ফা.
সল্লাহ—সলাহ
সহবেক—কোম্পানীর, দলের, [আ. সহল=দল
সহর বজবর—সরহ বজবর, হিজিরাব্দের মাস বিশেষ
সহাই - সহায়
সহিতে—সহিত, সঙ্গে
সংকোচসে—সংকোচ করে, অসমা. ক্রি. ['সে' হি. অপাদান কারক=থেকে
সংস্থানো - আশ্রয়ও, <সংস্থানও
সংসারত - সংসারে
সাউদ - ব্যবসায়ী, বণিক, <সাধু
সাউদের—সাধুর, বণিকের
সাগ—স্বর্গ ; সবাই, <স্বর্গ>সগ্‌গ>সাগ
সাগরক—সাগরের, <ব্রজ. ক=র
সাত—সঙ্গ, সাথ
সাতহতীয়া—সাতহাতীয়া, সাত হাত মাপের
সাতি - সাথী
সাতে—সাথে
সাথ—সঙ্গ

সাদরেক করিয়া—আদরের সহিত

সাধা—সাদা, বিশেষণ ; সাধ্যসাধনা করা, ক্রিয়া

সাধা-মহমুরি—সাদা মোরের মাথা/শিং

সাধিবাক—সাধিতে ; [ইবাক ।. f

সান দৈসবেন—মেলাবেন, একত্র করবেন [সান<হি. সান্না, মিশ্রিত করা, বাঁধানো

সাফল করিয়া—সফল করিয়া

সাবশেষ—সবিশেষ

সাবহিত -বিশেষরূপে অবহিত

সাবপ্রতনেই সম্প্রতি, <সাম্প্রতন+এই

সামর্থ সমর্থ ; সামর্থ্য

সাপ্রত -সম্প্রতি

সাম্প্রবিক—সাম্প্রতিক

সারি শাড়ী ; প্রয়োজনীয়, জরুরী

সার্জ্জিয়ান - বড় বড় সেনাপতি

সাল -শাল, বস্ত্র, উলের বস্ত্র ; বছর, সন

সালামি—সেলামি ; খেসারত

সালাহ -পরামর্শ, সন্ধি, <সলাহ

সাশ্রয্য—শ্রব্য

সা সৈন্য সৈন্য সামন্ত

সাহজিক -সাহায্যকারী, <হি.

সাহায্যতা—সাহায্য

সি—সে, তিনি

সিও - সে, তিনি

সিঙ—সেও, তিনিও

সিটো—সেটা

সিঙ্গারি—রাজ্য বিশেষ

সিঠাইক—সেই স্থানে, সেখানে [৭মী এ স্থানে দ্বিতীয়া ক, <ব্রজ.

সিঠারে—সেখানে, <ব্রজ.

সিঠাই হন্তে—সেখান থেকে

CENTRAL LIBRARY

সিতো—সে ত

সিবিলাকে—তারা, সেই সকলে, [অস. বিলাক—বহুবচন + কর্তায় ৭মী এ

সিমতে—সেই মতে, <ব্রজ.

সিইতর – তাদের, [সি—সে ; অস. বহুবচন ইত + ষষ্ঠির

সীমনা – সীমানা

সুকুলা—নক্‌সা, চিকন

সুখান সুঁতি—নিকটস্থ সুন্দর কক্ষ

সুখি—সুখী

সুগন্ধবালা—সুগন্ধওয়ালা, গন্ধদ্রব্য

সুচার—সু-আচার, সুব্যবস্থা

সুচার করে—সুব্যবস্থা করে, সমা. ক্রি.

সুদান্ত—হল, সমা. ক্রি. <ফা. সুদান্ত্

সুধি চোয়া—জিগ্যেস কর, [সুধি—সুধিয়া, জিগ্যেস করিয়া ; চোয়া—চাও

সুধিলে—জিজ্ঞাসা করিল / করিলেন

সুনিয়া—শুনে, অসমা. ক্রি.

সুপারিচ—সুপারিশ

সুবর্ণকে রূপয়া—সোনার টাকা [কে হি. ষষ্ঠি

সুবর্ণতাক—সোনাকে, সোনা, কর্মকারক

সুবুদ্ধি রাই—সুবুদ্ধি রায় নামে দূত

সুবুদ্ধি রায়ে—সুবুদ্ধি রায়, কর্তায় ৭মী য়

সুভা—সুবা, সুবাদার

সুমর্যদা—সুমর্য্যাদা

সুমান—মান, সম্মান

সুমামাদি—সুমামা আদি, ব্যক্তি নাম

সুলতানি—সুলতানি বা নবাবী পোষাক

সূর্য্যক—সূর্যকে

সেইতুক্তকে—সেই হেতুকে

সেগোট—সেরকম

সেবা-খেজমতত—সেবা যত্নে, [খেজমত <আ. খাদেম—সেবা, যত্ন + ৭মী ত

CENTRAL LIBRARY

সেয়ে—সে, সেই

সেহি—সেইটিই ; সেই

সেহি সে—সেই, তা, সেটা

সোই—সেই

সোওক্ত—উক্ত

সোণর—সোনার

সোণোয়ালী—সোনার মত, সোনার রঙে রঙ করা ; স্বর্ণাভ ; সোনার পাত দিয়ে মোড়া

সোদ—শোধ, বি. এবং ক্রি.

সোপোর্দ্দিন্ত—ছেড়ে দিল

সোমাই—প্রবেশ করিয়া, অসমা. ক্রি.<সোমা+, চর্যাপদে 'সামায়', প্রবেশ করা

সোমাই থাকা—প্রবেশ করে থাকা

সোমাইল—প্রবেশ করিল

সোমায়া—প্রবেশ করিয়া [<সোমাইয়া, অস. ক্রি.

সোহোই—স্বামী বা প্রভু ; রাজপুত রাজগণের মধ্যে সোহোই উপাধি আছে

সৌগন্ধ—বন্ধুত্ব, সখ্যত্ব

সৌমাই—প্রবেশ করিয়া, <সোমাই

সৌমার—আহোম রাজ্যের সংস্কৃত নাম

সৌমারেশ্বর—আহোম রাজ, স্বর্গনারায়ণ

সৌহার্দ্দি—সৌহার্দ্য

স্তনিদ—প্রতিষ্ঠিত

স্তম্ভনির্ম্মায়ত—স্তম্ভনির্মাণে

স্তহে—হয়, সমা. ক্রি.

স্বর্গদেবনারায়ণ—স্বর্গদেব বা স্বর্গনারায়ণ, আহোম রাজগণের উপাধি

স্বর্গমহারাজা—আহোম রাজ

স্বর্গীয় স্বর্গনারায়ণ—পরলোকগত আহোম রাজগণ

স্বর্গীরাজা—আহোম রাজ

স্বমাসন—স্ব আসন, নিজের সিংহাসন

স্বস্থ—সুস্থ, <ব্রজ

CENTRAL LIBRARY

স্মরায়া—স্মরণ করাইয়া, অসমা ক্রি.

হ

হ—হও, হয় (মধ্যম পুং এবং প্রথম পুং)

হই—হই, হয় (উত্তম পুং এবং প্রথম পুং)

হই কি নাহই—হয় কি না হয়

হইবেক—হবে

হওনেসে—হওয়া, হওন, বি ; হলে <হি. অসমা. ক্রি.

হক—ন্যায্য, সত্য

হঁক—হক

হকিকত—সত্য, <আ.

হকিকত না—হকিকত

হকিত না— হকিকত না (?)

হগুলি—বস্তু বিশেষ, উপহার দ্রব্য

হচিলত—অধিকারে, <আ. হাচিল/হাসিল + ৭মী ত

হজুর—হজুর, প্রভু

হজুর হাল—হজুরের বার্তা/খবর

হঠাতে—সত্বর, আকস্মিক

হতীয়া—হাত মাপের, <হাত + ঈয়া

হদক - হদকে, সীমাকে, সীমা, কর্মকারক, [হদ <ফা. হদ্দ, সীমা + কর্ম. ক

হদকরার—সীমা বিভাগ, সীমানা নির্ধারণ, সীমা নির্দেশ, [হদ <ফা. হদ্দ

হবোক—হবে, হবেক

হমেদারি—এতে, এই বিষয়ে, <ফা.

হয়া—হয়ে, <হইয়া, অসমা. ক্রি.

হয়োথা—হয়েছিল, <হি. হুয়াথা

হরদারক—সর্বদা (?), প্রতিব্যক্তিকে (?), [হর <ফা, প্রতি + দার —ব্যক্তি + কর্ম. ক

হরবরিস—প্রতি বছর, বরিস <বরস

হরবাতে—প্রতি কথায়

হলি—শলাকা ? ফালি ?

হস্তি-দান্ত—হাতীর দাঁত

CENTRAL LIBRARY

হাকতুম—সত্বরে, নিশ্চিন্তে ; নিশ্চিং>আ.

হাকায়দ—গল্প, কেচ্ছা, কাহিনী, <ফা.

হাচেঙ্গসা—পৌরাণিক কালের কাছাড়ী রাজা

হাজারিকিয়া—হাজারিকা, উপাধি বিশেষ [<হাজার

হাজির হরবত—গোচরে, হাজিরে (আনবে, বলবে)

হাজোক—হাজো নামক স্থানে, [ক অধিকরণে

হাজোরে থানাকে – হাজোর থানাতে, [কে অধিকরণে

হাট-আরেঙ্গ দিয়া—হাট-বাজার বসিয়ে, কেনা-বেচার সুবিধা করে দিয়ে, [আরেঙ্গ—বিক্রয়, <আহোম আরেঙ

হাট-খরিদ—কেনা-বেচা, ব্যবসা-বাণিজ্য

হাট-ভেঁটি—হাটের উপঢৌকন ; হাটে বিক্রয়ার্থ আনীত বস্তুর উপহারার্থে প্রেরণ

হাথীয়ার—হাতিয়ার, অস্ত্র

হাবাল—নিয়ন্ত্রণ, অধীন, <আ. হাওয়াল

হাবালের—নিয়ন্ত্রণের, অধীনতার

হাবিস—আসক্তি, অনুরাগ, <ফা.

হাভিসকো—হাবিসকো অর্থাৎ আসক্তিকে ; হাফিজকে

হামদরি—এই, এই বিষয়/বিষয়ে, <ফা.

হামর—আমার, আমাদের, [হাম<হি. আমরা,+ষষ্ঠি র

হামার—আমার, আমাদের, হামর দ্র.

হামরাহ—আমাদেরই

হামি-চ—হামিস>হামিসা, হামেশা

হামেচা—হামেশা

হামু—আমি/আমরা

হামো—আমিও/আমরাও

হারমান—হেরে যাওয়া, হারমানা, বি.

হারাল—বহু, অনেক

হার্দ্দি—হার্দ্দ, হৃদ্য

হাস্তম—আমি হই, I am, <ফা.

হিতীর—সমুদ্রফেনা, সমুদ্রফেনার মত নরম ও শুভ্র

CENTRAL LIBRARY

হিতক চিন্তি—হিত চিন্তা করে, অসমা. ক্রি., [হিতক—হিত+ক কর্ম বিভক্তি, চিন্তি—চিন্তিয়া

হিলৈ—গুলি অর্থাৎ বন্দুকের গুলি, তার থেকে বন্দুক,<শিল—গুলি

হুই—হয়ে, হয়, [হুই=হোই>হুই : ও>উ

হুইতেছে—হইতেছে

হুইব—হইব

হুইবার—হইবার

হুকুম—আদেশ,<আ.

হুকুমকে—আদেশের, [কে হি, ষষ্ঠি

হুব—হইব

হুয়া—হইয়া, অসম ক্রি.

হুয়াছি—হইয়াছি

হেঙ্গল—কুকুর, হাংলা, [সং হেঙ্গল>হাংলা

হেঙ্গলর কারণ—কুকুরের মত স্বভাববিশিষ্ট লোকের জন্য/কারণে

হেড়ম্বেশ্বর—কাছাড়ী রাজা [হেড়ম্ব+ঈশ্বর, হেড়ম্ব—কাছাড়ী রাজ্যের পূর্ব নাম

হেন—এমন

হেমশশ—বিশেষ ধরনের রঞ্জন পদার্থ

হৈছিল—হয়েছিল

হৈতে—হইতে (<পাইতে), পাওয়া

হৈতে—হইতে, হতে,<হস্তে

হৈতেসে—হইতেছে [ছে>সে, পূর্ববঙ্গীয়

হৈতে না—যাইত না (হওয়া=যাওয়া)

হৈব—হইবে, হবে

হৈবাই—(তুমি) হবে [অনুজ্ঞা

হৈবাক নালাগে—হওয়া উচিত নয়

হৈবাম—হইব [হৈব+আম, পূর্ববঙ্গীয় প্রয়োগ

হৈবায়—(তুমি) হবে ; [অনুজ্ঞা

হৈবেক—হইবে, হবে

হৈয়—হয়

CENTRAL LIBRARY

হৈল—হইল

হৈল্যা—হইল

হোই—হয়

হোএ হাল—হইয়া হইল, সমা. ক্রি

হোকা—বস্তু বিশেষ, উপহার দ্রব্য

হোগা—হবে, <হি.

হোয়—হয়

হোহ—হয়

হোয়ে হাল—হইয়া হইল, সমা. ক্রি.

হোতাহে—হবে, হও (তুমি), <হি.

হোবে—হবে

CENTRAL LIBRARY

গ্র ন্থ প ঞ্জি

অসমীয়া

গুণাভিরাম বরুয়া : আসাম বুরঞ্জী, গৌহাটি, ১৯৭২
পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া : অসমর বুরঞ্জী, গৌহাটি, ১৯৭৬ পুনর্মুদ্রণ
মহেশ্বর নেওগ : অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা, গৌহাটি, ১৯৭৪
বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া, সম্পা : অঙ্কীয়ানাট, গৌহাটি, ১৯৪০
সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা : অসমীয়া সাহিত্যর ইতিবৃত্ত, পাঠশালা, কামরূপ, আসাম, ১৯৭১
সূর্যকুমার ভূঞা : অসম বুরঞ্জী (সুকুমার মহন্তর ঘরে প্রাপ্ত পুথি অবলম্বনে) গৌহাটি, ১৯৬০
——: কছাড়ী বুরঞ্জী, গৌহাটি, ১৯৫১
——: কামরূপর বুরঞ্জী, গৌহাটি, ১৯৩০, পুনর্মুদ্রণ ১৯৫৮
——: জয়ন্তীয়া বুরঞ্জী, গৌহাটি, ১৯৩৭, পুনর্মুদ্রণ ১৯৬৪
——: তুংখুঙ্গীয়া বুরঞ্জী, গৌহাটি, ১৯৩২, পুনর্মুদ্রণ ১৯৬৪
——: ত্রিপুরা বুরঞ্জী, গৌহাটি, ১৯৩৮
——: দেওধাই অসম বুরঞ্জী, গৌহাটি, ১৯৩২, পুনর্মুদ্রণ ১৯৬২
হরিনারায়ণ দত্তবরুয়া, সম্পা : শ্রীশঙ্কর বাক্যামৃত, নলবাড়ী, আসাম, ১৯৫৩
হেমচন্দ্র গোস্বামী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত : পুরণি অসম বুরঞ্জী, গৌহাটি, ১৯২২

বাংলা

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পা : পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন, প্রথমখণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৮
আমানতউল্লা আহমদ, খানচৌধুরী : কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কুচবিহার, ১৯৩৬
উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ : কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, গৌহাটি, ১৯৭১
প্রিয়রঞ্জন সেন : ওড়িয়া সাহিত্য, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

CENTRAL LIBRARY

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, সম্পা : হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন রচিত আসাম বুরঞ্জী, গৌহাটি, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

সজনীকান্ত দাস : বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৫

সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যে গদ্য, কলিকাতা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন, সম্পা : ম্যানোয়েল দা আস্‌সুম্পসাম্‌ রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলিকাতা, ১৯৩১

সুরেন্দ্রনাথ সেন : প্রাচীন বাংলা পত্র সংকলন, কলিকাতা, ১৯৪২

——: সম্পা : ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক-সংবাদ, কলিকাতা, ১৯৩৭

English

S. K. Bhuyan : Annals of the Delhi Badshahate, Gauhati, 1947

Edward Gait, Sir : A History of Assam, Calcutta, 1967

Padmeswar Gogoi : The Tai and the Tai Kingdoms, with fuller treatment of Tai-Ahom Kingdom in the Brahmaputra Valley, Gauhati, 1968

Francis Hamilton : An Account of Assam, Gauhati, 1963

S. S. Tunga : Bengali and other Dialects of the district of Cachar : A Comparative and Descriptive Study. D. Litt thesis (Unpublished), Calcutta University, Calcutta, 1977

J. P. Wade : An Account of Assam, Gauhati, 1972

অভিধান

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, দুই খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৯ পুনর্মুদ্রণ

মহেশ্বর নেওগ ও অন্যান্য : আধুনিক অসমীয়া অভিধান, গৌহাটি, ১৯৭৭

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, দুই খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৩ পুনর্মুদ্রণ

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ, দুই খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৮ পুনর্মুদ্রণ

হেমচন্দ্র বরুয়া : হেমকোষ, গৌহাটি, ১৯০০, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৮

Gobinlal Bonnerjee, revd, Jitendriya Bonnerjee ; Dictionany of Foreign Words in Bengali, Calcutta, 1968

CENTRAL LIBRARY

নির্ঘণ্ট

অঙ্কীয়া নাট ১৫
অচম ১৬৭
অতীতকালের ক্রিয়াপদ ২৩
অনুজ্ঞা ৬৬
অনুপানন্দ ১৭৭, ১৭৮
অনুশাসন ৪৮
অপভ্রংশ-অবহট্ট ৭, ৮, ৩৬
অবধি ৪৯
অব্যয় ৩৪, ৭১
অভয়পুরীয়া বরফকুন ১৫৬, ১৫৮
অম্বিকাচরণ গুপ্ত ৩৭
অর্জ্জুন ১৬১
অর্জ্জুনদাস বৈরাগী ৬২
শ্রীঅর্জ্জুন দাস ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১
অর্জ্জুন-ভঞ্জন ২৬, ২৭
অরুণোদয় ৫৬
অসম বুরঞ্জী ৩৮, ৫৩, ৫৫, ৬১
অসমাপিকা ৩০, ৩৩, ৪৯, ৬৭, ৬৮
উদ্দেশক অসমাপিকা ৬৭, ৬৮
অসমাপিকা, অতীত ১৭
অসমাপিকা, বর্তমান ১৭,২৩,২৪,৬৭
অসমীয়া ৪, ১১, ১৯,২৫, ২৭, ২৯,৩৫
অসমীয়া উপাদান ৩০
অসমীয়া ক্রিয়া ৬৭
অসমীয়া ক্রিয়ার সম্মানিক রূপ ৬৬
অসমীয়া গদ্য ৫, ৬, ৭, ১৪, ৫৫
অসমীয়া দ্বিতীয়া বিভক্তি ৬৯
অসমীয়া বহুবচন ৬৯
অসমীয়া ভাষা ৬, ৭, ৮, ৯, ২৫, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৯, ৫২, ৫৬, ৫৭, ৫৯,৬১,৬৫,৬৭,৬৮,৭০,৭১,৭২
অসমীয়া রামায়ণ ৩৭
অসমীয়া শব্দবন্ধ ১৪
অসমীয়া শব্দরীতি ১৩
অস্থরালি ৭৮, ৯৬, ১০২
অস্থর আলি ১২৫, ১২৬
আচাম ১০৬
আচামদেশ ১৬৭
আদি অক্ষরের হ্রস্বতা ৭১
আধুনিক অসমীয়া ১৩
আমানতউল্লা আহমদ ৪৫
আমীরোল-উমরাও ১০৭
আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট মিশন ৫৬
আরবী ৬১
আরবী-ফার্সী প্রভাব ৬৫
আসাম ৩৬, ১১৪
আসামবন্তি ৪২, ৫৪
আসাম বুরঞ্জী ৩৯
আসামের রাজা ১২৪
আহোম ৬, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৫, ৫০, ৫৫, ৫৯, ৬১, ৬২, ৬৪, ১৩৯
আহোম অমাত্য ৫৩

CENTRAL LIBRARY

আহোম গদ্য ৬
আহোম (তাই) ৪৩, ৪৪
আহোম দরবার ৪৫, ৫৩, ৬১
আহোম দূত ৬৩
আহোম মন্ত্রী (রাজমন্ত্রী) ৪৬
আহোম মন্ত্রী বড়বড়ুয়ার পত্র ১৬৮
আহোম মন্ত্রীপরিষদ ৬৪
আহোম ভাষা ৩৮, ৪০, ৪৬
আহোমরাজ ৪৭, ৫৬
আহোমরাজা ৪২, ৪৩
আহোমরাজ্য ১০, ৩৭, ৫২, ৫৮, ৬১, ১২৭
আহোম সন বা সাল ৪৪
আহ্লায়ার খাঁ ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৭৮, ৮০, ৮৪, ৮৭, ৯০, ৯৩, ৯৫, ৯৭, ১০৩, ১০৪, ১২৪, ১২৫
ঐ পত্র ৭৭, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৬, ৮৮, ৯২, ৯৩, ১০১, ১০৩, ১২৫
ইউরোপীয়ান সিভিলিয়ান ১
ঈশ্বর শিব কামাখ্যা ১৫০
উত্তম পুরুষ ৬৬
উত্তর কাছাড় ৪৮, ৪৯, ৫০, ৬২
উত্তর কোল ৯৬
উত্তরবঙ্গ ৫৭, ৬৬
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ৩৮
উত্তরবঙ্গের বাংলা ৩৬
ঐ উপভাষা ৬৬, ৬৯, ৭১, ৭২
উদয়াদিত্য সিংহ ১৩৯, ১৪১
ঐ পত্র ১৪১
উদ্ধবযান ৩২
উপজাতি ৪১
এডওয়ার্ড গেট ৫১
ওড়িয়া ৪, ১০, ১১, ১৪, ২৫, ২৯, ৭২
ওড়িয়া গদ্য ৬
ওরেষা ১০৮
ঔরঙ্গজেব ৫৫
কড়চা ৩
কছাড়ী বুরঞ্জী ৬১, ৬২, ৭৩
কছারী ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৭৫
কছারী রজা ১৬০, ১৬১
কমতাধিনাথ ১০৯
কমতেশ্বরের পাট ৯১
কমলেশ্বর সিংহ ৬৪
করতিয়া ৯১
কলিকত্তা ১৭৮
কলেজ অফ ফোর্ট উইলিয়াম ১
কাকো ১১০
কাছাড় ৩৪
কাছাড়রাজ ১৭৬
কাছাড় রাজ্য ৩৭, ৬১
কাছাড়া রাজা ১৭১
কাছাড়ী (জাতি) ৫০, ৫১, ৬২, ৬৪
কাছাড়ী ভাষা ৪০
কামরূপ ৩২, ৮৯, ৯০, ১০৬, ১০৯, ১১০
কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি ৫১, ৫২
কামরূপ বুরঞ্জী ৩৮, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৬
কামাখ্যা ৫৬
কালিদমন ১৫

CENTRAL LIBRARY

কীর্ত্তিপুর ১৭৪
কুচবিহার ১০, ১২, ২৫, ৫০, ৫২, ৫৭, ১০৭
কুলিঙ্গর মুখত ১৪৯
কূটনৈতিক পত্র ৩৮
কেলিগোপাল ১৫
কোচবেহার ১৬১, ১৬৩
কোচবিহার ৮৩
কোচ (জাতি) ৪৫, ৫০, ৫৫
কোচবিহারের ইতিহাস ৪৫
কোচরাজ বিশ্বসিংহ ৫৬
কোচ ভাষা ৪০
কোচরাজা ৯১
কোচ রাজ্য ১০, ১২, ১৫, ২৫, ৩৭, ৪০, ৫৮
কোচ হাজো ৭৯
কোটোরা-খেলোয়া ২৬
কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ ৬৪, ১৭২, ১৭৭
ঐ পত্র ১৭২, ১৭৬
কৃষ্ণদেব ১০৮
ক্রিয়াপদ ৬৫
ক্রিয়া বিশেষ্য ৬৮
ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ২, ৭৩
ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন ৭১
খাসপুর ৫১
খাসিয়া ৫৯
খাম্বপুর ১৬৭
গঙ্গাস্রোত ১৭৩
গড়গাঁও ১১৬, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৯, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬১
গড়গাঞ্জ ১২৭, ১২৯
গড়গ্রাম ১৩১, ১৩২, ১৪৬
গদাধর সিংহ ৫২, ৫৫, ৫৬
গরীয়া ১২৮
গারো ১৭৪, ১৭৫
গুণাভিরাম বড়ুয়া ১১
গুয়াহাটা ১২৬
গুয়াহাটি ৭৮, ১০৩, ১১৬
গেরিকর ১০৯
গোপালদেব ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭
গোবিন্দ গিরি ২৫
গৌড় ১০৮
গৌড়ী রীতি ৭
গৌহাটি ৫২
গৌহাটির ফৌজদার ৫৩, ৯৭
গ্রাহ ১০৯
ঘটমান বর্তমান ৬৫, ৬৬
ঘিলা ১০৯
চক্রধ্বজ সিংহ ১২০, ১৩১, ১৩২, ১৩৪, ১৩৬
ঐ পত্র ১৩০, ১৩৫, ১৩৮
চণ্ডীদাস ১৭
চণ্ডীমঙ্গল ১৩, ১৮
চতুর বিনোদ ৬
চন্দ্রকন্দলী ১১০
চন্দ্রনারাণ ৭৯, ৮০, ১১০

CENTRAL LIBRARY

চন্দ্র নারায়ণ ১১০
চম্পক রায় ৬৩
চর্যাপদ ১০, ১১, ২৯, ৭০
চলতি বাংলা গদ্যরীতি ৮
চাওফা ৪৩
চিলহট্ট ১৬৪
চিলারায় ১৫, ১০৯
চিল্লেহট ১৬২
চুকাম্‌ফা ৪২
চেটিয়া গোহাঁই ৭৬, ৮২, ৯২, ৯৬, ৯৮, ১০১, ১০৩, ১০৪
চেটিয়া ফুকন ১৫২, ১৫৪, ১৫৫
চৈতন্যদেব ৬, ৭, ৯
চোর-ধরা ২৬
জগন্নাথ দাস ৬
জয়গোপাল ১৭০
জয়ধ্বজ সিংহ ৯৯, ১০৯, ১১৮, ১২৭, ১২৮
ঐ পত্র ১১৬
জয়নারায়ণ ১১০, ১১৬, ১১৭, ১১৯
জয়ন্তা ১২৭, ১২৯, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৫৫, ১৫৬, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪
জয়ন্তাপুর ১৩১
জয়ন্তা রাজা ১৬৬
জয়ন্তীপুর ১৪৪, ১৪৮, ১৪৯, ১৬৭, ১৭৩, ১৭৪
জয়ন্তী ১৩২, ১৩৩, ১০৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৯, ১৪২, ১৪৪, ১৪৮, ১৫২, ১৫৩, ১৫৭, ১৫৮, ১৬১
জয়ন্তীয়া (জাতি) ৫৯, ৬৪, ১২৭
জয়ন্তীয়া জেলা ৫৮
জয়ন্তীয়া বুরঞ্জী ৩৮, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৬
জয়ন্তীয়া রাজ্য ৩৭, ৪০, ৫৮, ৬১, ১০৮
জয়ন্তীয়া রাজা ১৭৪
জয়ন্তীয়া রাজার পত্র ১৭৩
জয়সিংহ ১৭৭
জাতীয় ভাষা ৪১
জেঠো ১০৯
জে. পি. ওয়েড ৫০
জ্যোতিরীশ্বরাচার্য ৭
ঝুমুরা ২৭
টিপ্রা (রাজ্য) ৪০
ডিপার্টমেণ্ট অফ হিস্টরিক্যাল অ্যাণ্ড অ্যান্টিকুয়ারিয়ান স্টাডিজ ৫৫
ডিমরুয়া ১৩৭, ১৩৮, ১৪২, ১৪৩, ১৪৫
ডিল্লীশ্বর সাহেবকো ৮৯
ঢকা (=ঢাকা) ৮১, ৮৪, ১১৬, ১৩৭
ঢকার নবাব ৯৬
ঢাকা ৫৮, ৯১, ১৩৮, ১৬৯
ঢাকার সুবা ৫২
ঢেকেরি (বা ঢেঁকেরি) ৪৫, ৯৯, ১০৭
ঢেকেরিত ৮৭
তাম্রধ্বজ ১৬৬, ১৬৭, ১৭৩
তাম্রধ্বজ নারায়ণের পত্র ১৬৫
তিনি গোহাঁই ১৩৮

CENTRAL LIBRARY

ঐ পত্র ১৩১, ১৪১
তিনি দলৈ ১৪৮, ১৫০
তিব্বতী-বার্মিজ জাতি ৫০
তুংখুংগিয়া পরিবার ৬৪
তুংখুংগিয়া বুরঞ্জী ৬৩, ৬৪
তুলাভিনা ৬
ত্রিপুরা বুরঞ্জী ৩৮, ৬২, ৬৩
ঐ কিছু অংশ ১৬৯
ত্রিপুরার অমাত্যবর্গ ১৬৯
ত্রিপুরার যুবরাজ চম্পক রায় ১৬৯
ত্রিপুরারাজ রত্নমাণিক্য ১৬৮
থাইল্যাণ্ড ৪৪
দক্ষিণকুল ৯৫
দক্ষিণ কোল ৮৯, ৯৬, ১০২, ১১০
দফলা ৮৫
দরঙ্গিকো ৮৭
দরঙ্গদেশ ১০৯
দরঙ্গ রাজ্য ৩৭
দারাঙ্গ (বা দরঙ্গ) ৪০, ৮৩, ৯৬, ১১৯
দিনেমার মিশন ১, ৬৪
দিমরুয়া ১৩৮
দিলাল খাঁর পত্র ১২২
দীনেশ চন্দ্র সেন ৩
দুয়রা বরফুকন ১৬৫
ঐ পত্র ১৫৫
দুর্গাপূজা ৫০
দোম আন্তোনীয় ২, ৩
দ্বিতীয়া বিভক্তি ৬৯
দ্বিতীয়া বিভক্তি ক ২৪
দ্রুড়িত ৮৯
ধর্ম্মপুর ১৭৩
ধর্ম্মরাজা ১১৩, ১১৪
নঞর্থক ক্রিয়া ৭২
নন্দোৎসব ৩২
নবদ্বীপ ৭
নবাব কাভেজি ৯৬
নবাব নাথুলা সিরাজী ১৬৩
নব্য ভারতীয় আর্য ৭২
নর্তঙ্গ রাজ্য ৩৭, ৫৯
নর্তঙ্গীয়া রাজ্য ৪০
নর্ত্তঙ্গ ৫৯
নর্থঙ্গ ১৭৫
নর্থেঙ্গ ১৩৩
নর্ত্তঙ্গরাজ ১২৮, ১৩২
নরনারায়ণ ১০, ১৫, ৩৯, ৪২, ৪৬, ৪৮, ৫৬, ৭৪
ঐ পত্র ৪৫, ৪৭, ৫০, ৭৪
নরা ১৩১
নরেন্দ্রমাণিক্য ১৬৯
নাগা ৪১
নাগা বার্মিজ ৪১
নাগামিজ ৪১
নাগাল্যাণ্ড ৪১
নাবাব নাথুলা সিরাজী ১৬১
নামপদ ১৭, ৩৪, ৬৮
নারায়ণপুর ২৫
পণ্ডিতী ভাষা ৫৭
পত্নীপ্রসাদ ১৫, ১৬, ১৮
পত্ররচনাকার ৪৮
পদ্মেশ্বর গগৈ ৫৪

CENTRAL LIBRARY

পয়ার ছন্দ ৫, ৬
পরিক্ষিত ৭৯, ৮৯
পরিক্ষিত নারাণ ৮৮
পরিক্ষিত নারাণকে লড়কা ৭৯
পরিক্ষিতের মৃত্যু ৯০
পর্বতীয়া রাজা ১৪২
ঐ পত্র ১৪৬
পরীক্ষিৎ ৫৩, ৭৯, ৯৬, ১০৯, ১১০
পশ্চিম আসাম ৩৭
পাণ্ডু ৫২
পাৎসা ৭৯, ৮১, ৮৯, ১২২
পাৎসাই উকিল ১২৪
পাৎসার বেটা ১২৪
পাৎসাই লোক ৯৬
পাদশা বুরঞ্জী ৩৮
পাদিশা (পাদশা) নামা ৫৪
পারিজাত-হরণ ১৫
পালি ৭২
পাহারি ৮৫
পিম্পরা-গুচোয়া ২৬
পুরণি অসম বুরঞ্জী ৩৮, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৬
পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ ৩৭
পূর্ববঙ্গ ৩৪, ৩৬
পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা ৩৬, ৬৯, ৭১, ৭২
পূর্ববঙ্গীয় বাক্‌বিধি ৪৭
প্রয়াগ ৮৯
প্রাকৃত ৭২
প্রাচীন অসমীয়া ৬৮
প্রাচীন অসমীয়া ছন্দ ৫
প্রাচীন উড়িয়া ছন্দ ৫
প্রাচীন বাংলা ছন্দ ৫
প্রাচীন পারসিয়ান অনুশাসন ৬০
প্রাণনারায়ণ (রাজা) ৫৩, ৫৭, ৫৮, ১১৬, ১১৭
ঐ পত্র ৬৬, ৬৭, ১০৭, ১১২, ১১৮, ১২০
প্রিয়নাথ সেন ৬
ফতেপুর পরগণা ১২১
ফার্সী ৫৩, ৫৭, ৬১
ফুকন ৮৫, ১১২
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ৬, ৬১, ৬৪
ফ্রাচেং মুন ৯০
বঙ্গ ১০৯
বঙ্গদেশ ১২৮
বঙ্গাল ৮৬, ১০৯, ১১০, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৩৯, ১৭২
বড় আজম ৯১
বড় গোহাঁই ৯৮
বড় নদী ৭৮, ৯৬
বড়বড়ুয়া ৫৩, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮১, ৮৬, ৮৮, ৯২, ৯৩, ১০১, ১২৫
বড়বড়ুয়ার পত্র ৭৮, ৮০, ৮৪, ৮৭, ৯০, ৯৩, ৯৫, ১০২
বড়বড়ুয়া গোহাঁই ৮২, ১০৩, ১০৪, ১০৫
বড়ু চণ্ডীদাস ১১
বড়ুয়া ফুকন ৯৯
বর্ণ রত্নাকর ৭
বর্তমান ক্রিয়া ৬৭

CENTRAL LIBRARY

বর্ধমানের বুরঞ্জী ৩৮
বরগোহাঁই ১২৪
বরনদী ১২৫, ১২৬
বরনবাব ১০৭
বরনবাব গোহাঁইজিউ ১০৫
বরফুকন ১০৬, ১২৪, ১৪৫, ১৫৫, ১৬৮,
ঐ পত্র ১৪১, ১৬০
বরফুকন গোহাঞি ১৪৫
বরবরুয়া ১৬৯
বরবরুয়া নবাব ১৭১
বরমুয়া ১৭২
দাসীসুত বরমুয়া ১৭৮
বরমুয়া গোহাঁই ১৭৮
বরমুরীয়া গোহাঁই ১৭৭
বরমুয়া পুত্র ১৭৮
বরসন্দিকৈ ৯১
বলিদেব ৭৯
বলিনারায়ণ ৯৬
বহুবচন ২৪, ৬৮, ৬৯
বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস ৫৪
বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন ৯
বাংলা-ব্রজবুলি-মৈথিলী-অসমীয়া ৯
বাংলা বাইবেল ১
বাংলা ব্যাকরণ ২
বাঙ্গালার জমিদার ৮৩
বাণুকা ২৫
বাদুলি ফুকন ১১৬
বাপা মহারাজ ১০৯
বামুনিয়া খাঁ ১৬২, ১৬৩
বাস্কা ১১৩
বিজয়পুর ১১৭
বিদ্যাপতি ৩৫
বিরিঞ্চি কুমার বড়ুয়া ১৫
বিশ্বসিংহ ১১৭
বুঢ়াগোহাঁই ১২১, ১২৪
বুঢ়াফুকন ১২৪
বুরঞ্জী ৬, ৯, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৬, ৫১, ৫২
বুরঞ্জী সাহিত্য ৫
বুরঞ্জীর পুথি ৮
বেহার (কুচবিহার) ১১৩
বৈদিক ৭২
বৈষ্ণব কড়চা ৪
বৈষ্ণব ধর্ম ৩২
বৈষ্ণব সত্র ১০
বৃহস্পতি ফা (বিসারপতি ফা) ৫০
ব্রজবুলি ৫, ১৪, ১৬, ১৮, ২৪, ২৭, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭
ব্রজবুলি গদ্য ২৮
ব্রহ্মদেশ ১৩১
ব্রহ্মপুত্র ৯১
ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ৩৬
ভকতধূলি ১৬১, ১৬৭
ভটিমা ১৬
ভবানাথ কাজি ১১৪, ১১৮
ভবিষ্যৎ কাল ৬৭
ভবিষ্যৎ ক্রিয়া ৬৬
ভাঙা অসমীয়া ৪১
ভাটির লোহিত্য ১৪৬, ১৫৩, ১৬১

ভারতচন্দ্র ৪৭
ভুটিয়া ৪০
ভূর্জপত্র ৩৯
ভুবনেশ্বর বাচস্পতি ৩৯
ভূমি-লোটোয়া ২৬
ভূষণ-হেরোয়া ২৬
ভূষণা ৫৩
ভোজন-ব্যবহার ২৬, ২৮, ৩০
ভোজপুরী ২৯
ভোট ৮২, ৮৩
ভোটান্ত ১০৮
মকরধ্বজ ১১১, ১১৭
মগল (=মোগল) ১০৯, ১২৭, ১৬৮
মগলাগণ ১১২
মগলু ১২০
মগোল ১১০, ১১৩, ১২০, ১২১, ১৩৭, ১৩৮
মগোলিত ১১০
মণিপুর ১৭৮
মণিপুর রাজ্য ৩৭
মণিপুরী রাজার পুত্র ১৭৮
মণিপুরেশ্বর ১৭৭
মধু (না) রাণ ৯৬
মধ্য বাংলা যুগ ৬৭
মধ্যযুগের ভাষা ৭০
ময়মনসিংহ ৩৪
মহাভারত, দ্বাদশস্কন্ধ ১২
মহারাজ নরনারায়ণ ৮
মহেশ্বর নেওগ ৫, ২৭, ৩২, ৪০
মাইবং ৪৮, ৫০
মাইবাঙ্গ ৭৫
মাগুর ১৬৭
মাজুম খাঁ ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬,
ঐ মৃত্যু ১১৬
মানসিংহ ১১২
মানিক সিংহ ৬০, ৬৬, ১২৮
ঐ পত্র ১২৮, ১৩২
মাধবদেব ৪, ৯, ২৫, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৭
মাধবচন্দ্র বরদলৈ ৩৭
মানাহা ১১০
মান্তরা ১৩১
মামো গোবিন্দ ৯৫
মারাঠী গদ্য ৪
মায়ামরীয়া ১৭৫, ১৭৬
মিথিলা ৩৫, ৩৬, ১০৯
মিশনারী ৭২
মিশনারী গদ্য ৬৪
মিশনারী গদ্য গ্রন্থ ৭২
মীর্জা মাহিনা ৫৩
ঐ পত্র ৭৬, ১০১
মীর্জা নাথুলা ৯৭
ঐ পত্র ৯৮, ১০৫
মীর জমলা ৫৪, ৫৫, ১১০
ঐ মৃত্যু ৫৮
মীর্জা মূলা ৯৯, ১০৬
মীর্জা হেনা ৯৯, ১০৬
মুকুন্দরাম ১৩, ১৮, ৪৭, ৪৯, ৬০
মুসলমান সৈন্য ১২৮
মেঘনারায়ণের অনুশাসন ৫১, ৭৫

মেঘনারায়ণদেব হাচেঙ্গসা ৪৮, ৭৫
মেঘালয় রাজ্য ৫৮, ৫৯
মেচ ৭৯
মেচকে রাজাকে ৮৯
মৈথিলী ৪, ৭, ১৪, ১৯, ২৯, ৩৬
মৈথিলী নাটক ৭
মোগল ৫২, ৫৫, ৬৮
মোগল নবাব ৫৭
মোগল ফৌজদার ৫৭
মোগল যুগ ৫৫
মোমাই তামুলি বড়বড়ুয়া ৫৫
মোমাই তামুলি বরবরুয়া ১২৫
ঐ পত্র ১২৫
মোয়ামরীয়া ১৭২, ১৭৮
মোরঙ্গ ১০৯
ম্যানোয়েল দা আসুম্পসাঁও ২, ৩
যবন ১৭১
যশবন্ত রায় (জয়ন্তীয়ারাজ) ১২৭, ১৩০, ১৩১
যশমন্ত রায় ১৩৫, ১৩৮
যশোমন্ত রায়ের পত্র ৬৬, ১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭
যশোমন্ত সিংহ ৬০
শ্রীশ্রীযুত যশমন্ত সিংহ ১৩৫
রংপুর ২৫, ১৭৩
রঘুদেব ১০৯, ১১০
রঙ্গামাটির সুভা ১৬১
রঙ্গামাটি ১৬২
রত্নকন্দলী শর্মা ৬২
শ্রীরত্নকন্দলী ১৬৮, ১৬৯, ১৭০
রত্নমাণিক্য দেব ৬২, ৬৩, ১৬৮
রাঙ্গামাটির সুভা ১৬৩
রাজকীয় পত্র ৮, ৪২, ৪৮, ৫১, ৬৩, ৬৪
রাজকীয় চিঠিপত্র ৩৭, ৩৮
রাজাধিরাজ স্বর্গদেব ১০৯
রাজাপোয়ালি ১৭৫, ১৭৬
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ৭৩
রাজা রঘুদেব ৯৫
রামচন্দ্র ১১০
রামবিজয় ১৫
রামসিংহ ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬৬
রামসিঙ্গ ১৬৬
রামসিংহের পত্র ১২৩, ১৫৮, ১৬০
রামেশ্বর ন্যায় অলঙ্কার (ভট্টাচার্য্য) ১৬৯, ১৭০
বড়বড়ুয়া ফুকন ১০৬
রাস-ঝুমুরা ২৬
রুদ্রসিংহ (স্বর্গদেব) ৬১, ৬৩
শ্রীরুদ্রসিংহ ১৭৩
রুদ্রবুঢ়াগোহাঁই ১৩৩, ১৩৫, ১৫৮, ১৬০
রুক্মিণীহরণ ১৫, ১৮, ১৯ ২৪
লক্ষ্মীচন্দ্র ৫১
লক্ষ্মীনারায়ণ ৫৩
লক্ষ্মীসিংহ ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫ ১৪৬, ১৫০, ১৫২, ১৫৪, ১৫৭
ঐ পত্র ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৩, ১৪৭, ১৫৬
লখিনারাণ ৮৯

CENTRAL LIBRARY

লখিমপুর জেলা ২৫
লাকনি ৪৪
লাক্কি ৪৪
লাচিত বরফুকন ১২৩
লাণ্ডা দেশ ১০৮
লাণ্ডাসুলতান, শ্রীশ্রীযুক্ত ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০
লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা ৪১
লোহার পিঞ্জরা ৮৪
লোহিত ১৪৪
লোহিত্য ১৪৮, ১৫৪ ১৫৭,১৫৮,১৫৯
লৌকিক বাকরীতি ৩৪
শংকরদেব ৪, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৬, ২৪, ২৬, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৭
শংকরদেবী গদ্য ৫
শংকরদেবের গদ্যরীতি ২৮
শংকরদেবের নাটক ২৫
শংকরদেবের পদ্য রচনা ১০, ১৪
শংকরদেবের ভাষা ১২, ১৮, ২৫, ২৯
শংকরদেবের রচনা ১৩
শকাব্দ ৪৪
শায়েস্তা খাঁ ৫৩, ৫৮
ঐ পত্র ৫৪, ৯৯, ১০৬, ১২১
শিবসিংহ ১৭৩
শূন্যপুরাণ ৩, ৪
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১১, ১৪, ১৭, ১৮, ২৯, ৩৪, ৬৮, ৭০
শ্রীক্ষেত্র ১০
শ্রীনাথদুয়রা বড়বড়ুয়া ৬৩, ৬৪, ১৭৬
ঐ পত্র ১৭২, ১৭৪ ১৭৭
শ্রীচেনাথুমডাঙ ১৭৭
শ্রীফের্গাথুমডাঙ ১৭৮
শ্রীফের্গাথুংলাঙ্গ ১৭৭
শ্রীপুর ১৬৬
শ্রীলুতো ১৬৬
শ্রীভবানাথ কাজি ১১২
শ্রীরামপুর ১, ৬৪
শ্রীশর্ণামতি ১৭৭
শ্রীযুত বড় সাহেবের পরামর্শ ১৭৮
শ্রীযুত বুঢ়া গোহাঞি ১৪৪
শ্রীহট্ট ৮, ৩৪, ৫৮
শ্রীহট্টের থানাদার ১৬২, ১৬৪
ঐ পত্র ১৬১, ১৬৩
শ্রীশংকর বাক্যামৃত ১২
শ্রীশ্রীযুত আলম পাৎসা ৯৯, ১০৬
শ্রীশ্রীজয়ধ্বজসিংহ ১০৮
শ্রীশ্রীযুত ডিক্সির সাহেব ৮৮
শ্রীশ্রীমৎ কমতেশ্বররাজ ১১৬
শ্রীশ্রীমৎ স্বর্গনারায়ণদেব ১৪০, ১৪২
শ্রীশ্রীমহারাজ স্বর্গদেব নারায়ণ ১২৭
শ্রীশ্রীযুত বুঢ়া গোহাই ১৩৫
ষষ্ঠি বিভক্তি ২৪
সংস্কৃত ৭২
সজনীকান্ত দাস ৩, ৮, ৫৪
সত্রাজি (=সত্রাজিৎ) ৮৫
সত্রাজিত ৫৩, ৮৭
ঐ পত্র ৭৬

CENTRAL LIBRARY

নবাব সত্রাজিত ৫৩
রাজা সত্রাজিত ৮২
সন্দিকৈ দিহিঙ্গীয়া ফুকন ১৪৭
সন্দিকৈ বরফুকন ১৪৮, ১৫০, ১৫২, ১৫৩
ঐ পত্র ১৫১, ১৫৪
সপ্তমীত ৪৯
সপ্তমী বিভক্তি ৭০
সপ্তমীর 'ত' অঞ্চল ৭০
সময়বাচক অব্যয় ৭০
সম্পন্ন ক্রিয়া ৪৯
সভাপণ্ডিত ১৭১
সম্মানার্থে ক ৭০
সরু সন্দিকৈ বড়ুয়া ৯০
সর্বনাম ৩৪
সাঁচিপাত ৩৯, ৪২
সাহসুজা ১১২
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৩৭
সিংটেঙ্গ ৫৯
সীমান্ত রাজ্য ১৩১
সুকামুফা ৪২, ৪৩, ৪৬, ১০৮, ১১৮
ঐ পত্র ৪৭, ৪৮, ৭৪.
সুকুমার মহন্ত ৪৫, ৫৩, ৫৫
সুকুমার সেন ৩, ৫, ৭, ৮, ৪৩
সুজান সিংহ ১১২
সুডৈফা ১৪২, ১৪৬
সুরেন্দ্রনাথ সেন ৩৮
সুলতান আজমতরার পত্র ১২৪
সু-হুং-মুঙ ৪৩, ৪৪
সূর্যকুমার ভূঞা ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৫
সেকন্তভোদয়া ৩
সৌমার ১১৮, ১২৭, ১২৯
সৌমারেশ্বর ১৩৯, ১৪০, ১৪২
স্বর্গদেও ৪৩
স্বর্গদেব ৪৩, ৪৬, ৭৬, ৯১, ১০৭, ১১২, ১১৬ ১৭৬
স্বর্গদেব কমলেশ্বর সিংহ ১৭৩
স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ ১৬০, ১৬১, ১৬৩
ঐ পত্র ১৬২, ১৬৪, ১৬৮
স্বর্গদেব মহারাজ ১৭১
স্বর্গমহারাজা ১০৯, ১৭০
স্বর্গদেব সুসেঙফা ৭৬
স্বর্গীদেব ১৭০
স্বর্গরাজা ৪৩
স্বর্গনারায়ণ ৪২, ৪৩, ৪৬, ১০৮, ১১৯
স্বর্গনারায়ণ দেব ১৬০
স্বার্থিক ক ৬৭
স্ট্যাণ্ডার্ড চলতি ভাষা ৬৬
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৩
হরবল্লভ ডেকা কার্জি ১১০
হরিশচন্দ্র উপাধ্যান ১২
হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন ৩৯
হাজো ৫২
হাট-আরেঙ্গ ১৪৯
হিন্দী ৭১
হিন্দী গল্প ৪
হেমচন্দ্র গোস্বামী ৩৮, ৫১

CENTRAL LIBRARY

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	চরণ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	২১	গুণাভিরাম বরুয়া	গুণাভিরাম বরুয়া
১৯	১৭	শুঘু	শুধু
৩৬	১৫	উদ্ভূত	উদ্ভূত
৩৭	ফুটনোট ৩	পূর্ণেন্দু মোহন মহানবীশ	পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
৩৯	২৪	ভুবনেশ্বর বাচস্পতি	ভুবনেশ্বর বাচস্পতি
৪৩	৩	মমতা-সম্পন্ন	ক্ষমতা-সম্পন্ন
৪৬	শেষ চরণ	ক্ষুব্ধ	ক্ষুব্ধ
৪৮	১৭	অন্তভুক্ত	অন্তর্ভুক্ত
৪৮	২৭	বাদ পড়ার	বাদ পড়ায়
৭৪	৯	বন্ধিতাক	বর্দ্ধিতাক
৭৬	৮	কিলজিমিল্লা	ফিলজিমিল্লা
৭৮	১৭	সমত্ত	সমস্ত
৮৫	৩	আচো	আচো
৯১	১	প্রজ	প্রজা
৯৩	১	নিত্রের	মিত্রের
৯৪	১৩	মতবর[১৮]	মতবর
১০২	৮	আদ	আর
১০৬	৭	মযাদা	মর্যাদা
১০৯	২০	রাজাকোঞরর	রাজাকোঞরর
১১০	১৪	কামরুর	কামরূপ
১১৫	২৩	হস্তে	হস্তে
১৩১	১	গোহাঁইয় পত্র	গোহাঁইর পত্র
১৩৪	৭	থানে	থানে
১৩৫	২০	যশমত্ত রায়ের	যশমত্ত রায়ের
১৪৭	১৪	হয়[১]	হয়[৩]
১৪৮	৮	জয়ন্তী	জয়ন্তী
১৫১	ফুটনোট ২	সেখানে	এখানে
১৫১	,, ২	তথায়	এথায়

CENTRAL LIBRARY

পৃষ্ঠা	চরণ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫২	৫	গোহাঞ্চি	গোহাঞি
১৫৩	২৪	বিলিণ্ডীকৃত	বিলিনীকৃত
১৫৯	১৮	হণ্ডে	হস্তে
১৬১	ফুটনোট ১	হই	হয়
১৬৮	১৯	দিগন্তরাল	দিগন্তরাল
১৬৯	১৪	সম্ভাষন	সম্ভাষণ
১৭০	ফুটনোট ৩	শাড়িতে	সারিতে
১৭২	ফুটনোট ১	দ্রুত	দূত
১৭৫	ফুটনোট ১	দত	দূত
১৯৮	৪	ভেলারই	ভেলাই
২০০	৫	হরবল্লব	হরবল্লভ
২১২	১৭	ওয়বাবা	ওয়াবা
২১২	২৩	দোনোমোনা	দোনোমোনো
২৩০	১৩	তাবেসে	তবেসে
২৪০	২৮	মাদিলাম	নাদিলাম
২৪২	২৬	নির্য্যাত	নির্য্যাত
২৬৫	১১,১২	পুত্র<পুয়া। পো	পুত্র<পুয়া/পো
২৭০	১০	তীক্ষণ	তীক্ষ্ণ
২৭৩	৪	ষষ্ঠির	ষষ্ঠি র
২৭৩	২০	কর্তায় ৭মী য়	কর্তায় ৭মী এ
২৮২	২১	কাছাড়া রাজা	কাছাড়ী রাজা
২৮৮	২৪	মীর জমলা	মীর জুমলা